দু নি য়া র   ম জ দু র   এ ক   হ ও !

ভি. আই. লেনিন

এক পা আগে
দুই পা পিছে

॥ আমাদের পার্টির মধ্যেকার সংকট ॥

BIRCHANDRA PUBLIC LIBRARY
AGARTALA

★

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিমিটেড
কলিকাতা—১২

প্রকাশকের কথা

বর্তমান পুস্তিকাটি ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজেস পাবলিশিং হাউস, মস্কো থেকে ইংরেজিতে প্রকাশিত One Step Forward, Two Steps Back পুস্তকার অনুবাদ। মার্কস-এঙ্গেলস্-লেনিন পরিষদ সম্পাদিত ভি. আই. লেনিনের 'কলেক্টেড ওয়ার্কস্', ৭ম খণ্ড, চতুর্থ রুশ সংস্করণের পাঠ্যাংশ থেকে ইংরেজি পুস্তিকাটি গৃহীত।

প্রথম প্রকাশ

এপ্রিল, ১৯৫৫

দু' টাকা চার আনা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ কমিটির পক্ষে মুজফ্ফর আহমদ কর্তৃক
৬৪এ লোয়ার সার্কুলার রোড হইতে প্রকাশিত ও দি ইণ্ডিয়ান ফোটো
এনগ্রেভিং কোং লিঃ ২৮ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯
হইতে শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

থ।

পরিং

পৃষ্ঠা

ভূমিকা ৫

[ক] কংগ্রেসের প্রস্তুতি ১১

[খ] কংগ্রেসের বিভিন্ন জোট-বাঁধাবাঁধির তাৎপর্য ... ১৪

[গ] কংগ্রেসের শুরু : সংগঠন কমিটির ঘটনা ... ১৯

[ঘ] যুঝনি রাবোচি অনুদলটি ভেঙে দেওয়ার প্রশ্ন ... ৩৩

[ঙ] ভাষার সমাধিকার সংক্রান্ত ঘটনাটি ... ৩৭

[চ] কৃষিবিষয়ক কর্মসূচী ৪৯

[ছ] পার্টি নিয়মাবলী। কমরেড মার্তভের খসড়া ... ৬১

[জ] ইসক্রাপন্থীদের মধ্যে ভাঙনের পূর্বে ...
কেন্দ্রিকতা সম্পর্কে আলোচনা ... ৭৭

[ঝ] নিয়মাবলীর প্রথম অনুচ্ছেদ ... ৮২

[ঞ] সুবিধাবাদের মিথ্যে অভিযোগে নির্দোষীদের দুর্ভোগ ১১৮

[ট] নিয়মাবলী নিয়ে আরও আলোচনা ; পরিষদ গঠন প্রণালী ১৩৬

[ঠ] নিয়মাবলী-সংক্রান্ত বিতর্কের উপসংহার ; কেন্দ্রীয়
সংস্থাগুলিতে অধিভুক্তি ; রাবোচেয়ে দিয়েলো
প্রতিনিধিদের কংগ্রেস ত্যাগ ... ১৪৫

[ড] নির্বাচন। কংগ্রেসের পরিসমাপ্তি ... ১৬৭

[ঢ] কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সংগ্রামের সাধারণ চিত্র।
পার্টির বিপ্লবী অংশ ও সুবিধাবাদী অংশ ... ২১০

[ণ] কংগ্রেসের পরেকার অবস্থা। সংগ্রামের দু'টি পদ্ধতি . ২৩১

[ড] ছোটোখাটো ঝামেলা নিয়ে বৃহৎ ব্যাপাব
পণ্ড কবা উচিত নয় ২৬১

[থ] নতুন ইসক্রা-সংগঠনেব প্রশ্নে সুবিধাবাদ .. ২৭৮

[দ] দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব নিয়ে দু'এক কথা। দুই বিপ্লব ... [illegible]

পরিশিষ্ট

কমবেড় গুসেভ ও দ্যিউৎস্‌-কে নিয়ে কী হয়েছিল ? ৩৩

টীকা

ভূমিকা

দীর্ঘ, উত্তপ্ত ও আপোষহীন সংগ্রামের গতিপথে কিছুদূর এগোবার পরেই সাধারত বিতর্কের কেন্দ্রীয় ও মূল প্রশ্নগুলি বেরিয়ে আসতে থাকে। এই সব প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্তের উপরেই অভিযানের শেষ পরিণতি নির্ভর করে এবং এদের তুলনায় সংগ্রামের অপ্রধান ও ছোটোখাটো অন্যান্য সব ঘটনা ক্রমেই পেছনে চলে যেতে থাকে।

আমাদের পার্টির মধ্যে যে সংগ্রাম চলছে তার বেলাতেও তাই-ই ঘটেছে। গত ছয় মাস যাবৎ এ সংগ্রামের প্রতি সমস্ত পার্টি-সদস্যের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে, এই সমগ্র সংগ্রামের যে রূপরেখা পাঠকদের জন্য এই বইয়ে উপস্থিত করা হল তার মধ্যে কিন্তু আমাকে এমন সব খুঁটিনাটির অবতারণা করতে হয়েছে যাতে আগ্রহের অবকাশ নিতান্ত কম, এমন নানা কোন্দলের উল্লেখ করতে হয়েছে যাতে প্রকৃত-পক্ষে কোনো আগ্রহ থাকারই কথা নয়। সেই কারণেই আমি গোড়া থেকে পাঠকদের দৃষ্টি শুধু দুটি প্রশ্নের দিকে আকর্ষণ করে রাখতে চাই। এ দুটি প্রশ্নের সত্যিকার কেন্দ্রীয় ও মূলগত তাৎপর্য রয়েছে, তা নিয়ে আগ্রহ রয়েছে বিপুল, এবং তাদের ঐতিহাসিক তাৎপর্য সন্দেহাতীত। আজকে আমাদের পার্টির সম্মুখে সবচেয়ে জরুরি রাজনৈতিক প্রশ্নই হল এই দুটি প্রশ্ন।

প্রথম প্রশ্ন: দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে আমাদের পার্টির মধ্যে যে "সংখ্যাগুরু" ও "সংখ্যালঘু" অংশের উদ্ভব হয় এবং যার ফলে রাশিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের মধ্যেকার পূর্বতন সমস্ত ভাগবিভাগ যবনিকার অন্তরালে চলে গেল, তার রাজনৈতিক তাৎপর্যটা কি?

দ্বিতীয় প্রশ্ন: সাংগঠনিক সমস্যা সম্পর্কে নতুন 'ইস্ক্রা' [১] যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে তার যদি কোনো নীতিগত ভিত্তি সত্যই থেকে থাকে, তবে সে নীতির তাৎপর্য কি?

আমাদের পার্টিতে আভ্যন্তরীন সংগ্রামের স্ত্রপাত, তার উৎস, কার্যকারণ ও মূলগত রাজনৈতিক চরিত্রের সঙ্গে প্রথম প্রশ্নটির সম্পর্ক রয়েছে। আর এ সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি, তার উপসংহার,—নীতি সংক্রান্ত যা কিছু আছে তার যোগফল থেকে কোন্দল সংক্রান্ত যা কিছু আছে তা বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে, সেই নীতি-নিচয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে দ্বিতীয় প্রশ্নটির। পার্টি কংগ্রেসের সংগ্রামটিকে বিশ্লেষণ করলে প্রথম প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। নতুন 'ইস্ক্রা'ব নীতিনিচয়ের মধ্যে নতুন কি আছে, তা বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর। আমার পুস্তিকার দশভাগের নয় ভাগই হল এই দুটি বিষয়ের বিশ্লেষণ। তা থেকে এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে "সংখ্যাগুরুরা" হ'ল পার্টির বিপ্লবী অংশ, আর "সংখ্যালঘুরা" সুবিধাবাদী অংশ। এই দুটি অংশের মধ্যে বর্তমানে যে মতানৈক্য রয়েছে তা কর্মসূচী বা রণকৌশলের প্রশ্নে নয়, প্রধানত কেবল সাংগঠনিক প্রশ্নে। নতুন 'ইস্ক্রা' যতই তার দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে যুক্তির গভীরতা আরোপ করার চেষ্টা করছে, এবং অধিভুক্তি (কো-অপশন) নিয়ে বাধিয়ে-বসা কোন্দল থেকে যতই সে দৃষ্টিভঙ্গি মুক্ত হয়ে উঠছে ততই তার স্তম্ভে স্তম্ভে যে নতুন মতবাদটি ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসছে সেটি হল সাংগঠনিক ব্যাপারে সুবিধাবাদ।

আমাদের পার্টির সংকট সম্পর্কে যে সব সাহিত্য বর্তমান তার মধ্যে ঘটনার পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যার দিক থেকে প্রধান একটা ত্রুটি এই যে, পার্টি কংগ্রেসের অনুবিবরণীর (মিনিটস) কোনো বিশ্লেষণ তার মধ্যে প্রায় একেবারেই নেই। তাছাড়া সাংগঠনিক প্রশ্নের মূল নীতিগুলি ব্যাখ্যার দিক থেকে ত্রুটিটা এই—নিয়মাবলীর প্রথম অনুচ্ছেদ প্রণয়ন এবং তাকে সমর্থনের মধ্য দিয়ে কমরেড আক্সেলরদ ও কমরেড মার্তভ যে একটা মূলগত ভুল করেন সেই ভুল

এবং অন্যদিকে সংগঠনের প্রশ্নে 'ইস্‌ক্রা'র বর্তমান নীতিগুলি নিয়ে যে সমগ্র "নীতিধারা"টি দেখা দিচ্ছে (এক্ষেত্রে তাকে যদি নীতিধারা বলা সম্ভব হয়), এই নীতিধারা—এ দুইয়ের মধ্যে নিঃসন্দেহে যে একটা সম্পর্ক বর্তমান তার বিশ্লেষণও অনুপস্থিত। বোঝা যায় যে 'ইস্‌ক্রা'র বর্তমান সম্পাদকেরা এ সম্পর্কটি লক্ষ্য পর্যন্ত করেন নি, যদিও "সংখ্যাগুরু" অংশের সাহিত্যে প্রথম অনুচ্ছেদ নিয়ে বিতর্কের গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে বারংবার। বস্তুতপক্ষে, প্রথম অনুচ্ছেদ সম্পর্কে কমরেড আক্সেল-রদ ও কমরেড মার্তভ যে প্রাথমিক ভুল করেন সেইটাকেই এখন তাঁরা আরও গভীর, বিকশিত ও সম্প্রসারিত করছেন মাত্র। আসলে, প্রথম অনুচ্ছেদের উপর বিতর্কের মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে সুবিধাবাদীদের সমগ্র সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃঢ়সংহতির বদলে শিথিল ধরণের একটা পার্টি সংগঠনের জন্য তাদের প্রচার ; পার্টি কংগ্রেস এবং তার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলি থেকে শুরু করে অর্থাৎ উপর থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে নিচের দিকে পার্টি গড়ে তোলার নীতি ("আমলা-তান্ত্রিক" নীতি) সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধতা ; নিচু থেকে ক্রমশ ওপর দিকে যাবার জন্য তাদের ঝোঁক—যার ফলে প্রত্যেকটি অধ্যাপক, প্রত্যেকটি হাইস্কুল ছাত্র, এবং প্রত্যেকটি "ধর্মঘটী" নিজেকে পার্টি সদস্য বলে ঘোষণা করার সুযোগ পাবে ; একজন পার্টি সদস্যকে পার্টি কর্তৃক স্বীকৃত একটি সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে এই দাবির "আনুষ্ঠানিকতা" সম্পর্কে তাদের বিরূপতা ; যে বুর্জোয়া বুদ্ধিজী . শুধু মাত্র "আত্মিক অর্থে সাংগঠনিক সম্পর্ক স্বীকার করতে" রাজী তার মনোবৃত্তির প্রতি তাদের আকর্ষণ ; সুবিধাবাদী জ্ঞান-গম্যি ও নৈরাজ্যবাদী বাগাড়ম্বরের প্রতি তাদের আসক্তি, কেন্দ্রিকতার বিপরীতে স্বতন্ত্রতার (অটোনমি) প্রতি তাদের ঝোঁক—এক কথায়, নতুন 'ইস্‌ক্রায়' যা কিছু এখন অমন মহাসমারোহে ফুটে উঠছে এবং গোড়াকার ভুলটির

পরিপূর্ণ ও জাজ্জ্বল্যমান ব্যাখ্যানের পথ ক্রমাগত প্রশস্ত করে তুলছে, তার সবখানি।

পার্টি কংগ্রেসের অনুবিবরণী (মিনিটস) প্রসঙ্গে বলা যায় যে সে সম্পর্কে সত্য সত্যই অন্যায় অবহেলা দেখানো হয়েছে। তার কারণ এই যে আমাদের বিতর্কগুলি কোন্দলের ফলে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে, এবং সম্ভবত এই জন্যও যে এই অনুবিবরণীর মধ্যে খুবই তিক্ত সব সত্য রয়েছে খুবই বেশি মাত্রায়। পার্টি কংগ্রেসের অনুবিবরণীর মধ্যে আমাদের পার্টির আসল অবস্থার যে একটি ছবি পাওয়া যায়, সঠিকতা, সম্পূর্ণতা, সামগ্রিকতা, বিষয়-সমৃদ্ধি ও প্রামাণিকতায় তা একক ও অদ্বিতীয়। এ হল মতামত, মনোভাব ও পরিকল্পনার এক ছবি, এঁকেছেন আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা নিজেরাই, এ হল পার্টির অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন রাজনৈতিক মত-পার্থক্যের ছবি—তাতে ফুটে উঠেছে তাদের আপেক্ষিক শক্তি পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংগ্রাম। কেবলমাত্র পার্টি কংগ্রেসের এই অনুবিবরণী এবং কেবলমাত্র এই অনুবিবরণী থেকেই বোঝা যাবে আমরা পুরনো, সঙ্কীর্ণ চক্রগত সম্পর্কগুলির সমস্ত রকম জের ঝেঁটিয়ে ফেলে, তার বদলে একটি বৃহৎ একক পার্টি-সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছি কতখানি। আপন পার্টির ব্যাপারে যাঁরা বুদ্ধিমান ভূমিকা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, এমন প্রত্যেকটি পার্টি-সভ্যের কর্তব্য হল আমাদের পার্টি কংগ্রেস সম্পর্কে সযত্ন পর্যালোচনা করা। আমি ইচ্ছে করেই পর্যালোচনার কথা বলছি কেননা অনুবিবরণীতে লিপিবদ্ধ একরাশ কাঁচামালের মধ্য থেকে কংগ্রেসের ছবি পেতে হলে শুধু পড়ে যাওয়াই যথেষ্ট নয়। সযত্ন ও স্বাধীন পর্যালোচনার ফলেই কেবল এমন একটা অবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভব (এবং কর্তব্য) যেখানে বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত সারাংশ, বিতর্কের শুষ্ক উদ্ধৃতি, অপ্রধান (বাহ্যত অপ্রধান) প্রশ্নের ওপর তুচ্ছ বিবাদ—এসব

পরস্পর-সংযুক্ত হয়ে গড়ে তুলবে একটি একক সমগ্রতা ; আর তখন প্রত্যেকটি প্রধান প্রধান বক্তার জীবন্ত মূর্তিটিকে পার্টি সভ্যেরা তাঁদের চোখের সামনে তুলে ধরতে পারবেন, এবং পার্টি কংগ্রেস প্রতিনিধিদের প্রত্যেকটি অনুদলের রাজনৈতিক বর্ণভেদের পরিপূর্ণ ধারণা পাবেন। পার্টি কংগ্রেসের অনুবিবরণীগুলি সম্পর্কে ব্যাপক ও স্বাধীন পর্যালোচনা করবার কেবল একটা ইচ্ছাও যদি পাঠকদের মধ্যে জাগে তাহলেই লেখক একথা মনে করবেন যে তাঁর কাজ বৃথা যায় নি।

বাকি রইল শুধু সোশ্যাল ডেমোক্রাসীর বিরোধীদের প্রতি একটি কথা। আমাদের বিতর্ক দেখে তারা খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠতে চাইছেন ; আমার পুস্তিকা থেকে এমন সব বিচ্ছিন্ন অনুচ্ছেদ সংগ্রহ করবার অপচেষ্টাও তারা অবশ্যই করবেন যার মধ্যে আমাদের পার্টির ত্রুটি ও দুর্বলতার বিষয়ে লেখা হয়েছে। সেগুলিকে তাঁরা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহারও করবেন। (কিন্তু) রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা সংগ্রামের মধ্যে ইতিমধ্যেই এতটা শক্ত হয়ে উঠেছে যে এই সব হুল ফুটানিতে তাদের বিচলিত করা যায় না। নিজেদের আত্মসমালোচনা এবং নিজেদের দুর্বলতা উদ্ঘাটনের কাজ তাঁরা চালিয়ে যাবেনই, এ সব সত্ত্বেও। শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের এ দুর্বলতা যে অনিবার্যরূপেই কাটিয়ে ওঠা যাবে তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের যাঁরা বিরুদ্ধবাদী সেই সব ভদ্রলোকদের বলি, আমাদের দ্বিতীয় কংগ্রেসের অনুবিবরণীতে পার্টির আসল অবস্থা সম্পর্কে যে ছবি দেওয়া হয়েছে তার ধারে কাছে আসতে পারে এমন একটা **সত্যকার** ছবি তাঁরা পারেন তো নিজেদের পার্টি সম্পর্কে দেবার চেষ্টা করুন না, দেখি !

মে, ১৯০৪।

এন. লেনিন

(ক) কংগ্রেসের প্রস্তুতি

কথায় আছে বিচারকদের গালাগালি দেওয়ার মেয়াদ চব্বিশ ঘণ্টা। প্রত্যেক পার্টির প্রতিটি কংগ্রেসের মতোই আমাদের পার্টি কংগ্রেসও জনকয়েক ব্যক্তির বিচার করতে বসেছিল। এঁরা নেতার পদ দাবি করেছিলেন, করে অপদস্থ হয়েছিলেন। কারুণ্যের কাছ ঘেঁষে যায় এমন একটা আনাড়িপনার সঙ্গে এখন "সংখ্যালঘুদের" এই প্রতিনিধিরা "বিচারকদের গালাগালি" দিচ্ছেন; কংগ্রেসকে হেয় করার জন্য, তার গুরুত্ব ও কর্তৃত্বকে তুচ্ছ করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। এ প্রচেষ্টার সবচেয়ে সুস্পষ্ট প্রকাশ বোধহয় 'ইস্ক্রার' ৫৭তম সংখ্যায় জনৈক "ব্যবহারিক কর্মীর" লেখা একটি প্রবন্ধ। কংগ্রেসকে একটি সার্বভৌম "দেবতা" রূপে কল্পনা করা হচ্ছে বলে লেখক ক্রুদ্ধ বোধ করেছেন। ব্যাপারটা নতুন 'ইস্ক্রা'র চরিত্র-লক্ষণের দিক থেকে এমন বৈশিষ্ট্য-সূচক যে নীরবে তাকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। সম্পাদকদের অধিকাংশকেই কংগ্রেস **বাতিল** করে দিয়েছে বটে, কিন্তু তাঁরা একদিকে এখনো নিজেদের জাহির করছেন "পার্টির" সম্পাদক-মণ্ডলী বলে, অন্যদিকে দুহাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিয়েছেন এমন সব লোককে, যাঁরা বলেন কংগ্রেস দেবতা নয়। চমৎকার আচরণ, নয় কি? আজ্ঞে হাঁ, একথা অবশ্যই সত্যি যে কংগ্রেস কোনো দেবত্বমণ্ডিত ব্যাপার ছিল না। কিন্তু কংগ্রেসে পরাজিত হবার **পরে** যারা কংগ্রেসকে "খিস্তি" করতে শুরু করে, তাদের কী বলা উচিত?

কংগ্রেসের প্রস্তুতি কার্যের ইতিহাসে প্রধান প্রধান ঘটনাগুলোকেই তাহলে একবার স্মরণ করা যাক।

একেবারে গোড়াতেই, ১৯০০ সালের প্রকাশনী বিজ্ঞপ্তিতেই 'ইস্ক্রা' [২] ঘোষণা করেছিল, যে মিলিত হতে হলে আগে পারস্পরিক

পার্থক্যের সীমারেখা টানতে হবে। ১৯০২ সালের সম্মেলনটি যাতে পার্টি কংগ্রেসের* বদলে একটা ঘরোয়া সভায় পরিণত হয় তার জন্য 'ইস্ক্রা' চেষ্টা করে। সম্মেলনে নির্বাচিত সংগঠনী কমিটিকে পুনরুজ্জীবিত করার সময় ১৯০২ সালের গ্রীষ্ম ও শরৎকালে 'ইস্ক্রা' চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করে। অবশেষে পারস্পরিক পার্থক্যের সীমারেখা নিরূপণের কাজ সমাপ্ত হয়—আমরা সকলেই তা সাধারণভাবে স্বীকারও করি। ১৯০২ সালের একেবারে শেষের দিকে সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়। এর সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠায় 'ইস্ক্রা' অভিনন্দন জানায় এবং ৩২ সংখ্যায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ঘোষণা করে যে একটি পার্টি কংগ্রেস আহ্বান করাই (এখন) **সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ** এবং **জরুরি** প্রয়োজন। সুতরাং, দ্বিতীয় কংগ্রেস আহ্বান করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা হয়েছে এমন অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে কদাচ করা চলে না। কাপড়ে কাঁচি চালাবার আগে সাতবার মাপ নাও—বস্তুত এই নীতি মেনেই আমরা কাজ চালিয়েছি। কাপড় কাটা হয়ে যাবার পর আমাদের কমরেডরা নালিশ করতে শুরু করবেন না, আবার প্রথম থেকে মাপজোক শুরু করবেন না—এ কথা ধরে নেবার সব রকম নৈতিক অধিকার আমাদের ছিল।

সংগঠনী কমিটি দ্বিতীয় কংগ্রেসের জন্য অত্যন্ত কেতাদুরস্ত (রাজনৈতিক মেরুদণ্ডহীনতা আড়াল দেবার জন্যে যাঁরা এসব কথা চালু করছেন তাঁদের মতে আনুষ্ঠানিক ও আমলাতান্ত্রিক—)' নিয়মাবলী রচনা করেন, সবক'টি কমিটি থেকে তাদের পাশ করিয়ে নেন, এবং পরিশেষে সেগুলিকে অনুমোদন করেন। এর ১৮ ধারায় **সর্ত রাখা** হয় যে "কংগ্রেসের সমস্ত সিদ্ধান্ত, এবং কংগ্রেস কর্তৃক অনুষ্ঠিত সমস্ত নির্বাচনই হবে পার্টি সিদ্ধান্ত; সমস্ত পার্টি সংগঠনই তা মানতে বাধ্য।" কোনো অজুহাতেই সেগুলিকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না; তাকে

* দ্রষ্টব্যঃ 'মিনিটস অব দি সেকেণ্ড কংগ্রেস' পৃঃ—২০।

প্রত্যাখ্যাত বা সংশোধিত করতে হলে একমাত্র পরবর্তী পার্টি কংগ্রেস থেকেই তা করা যাবে।* যখন এগুলি বিনা গুঞ্জনেই স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে গৃহীত হয় তখন এসব কথা এমনিতে কি নিরীহই না মনে হয়েছিল, আর আজ সেগুলিকে কি অদ্ভুতই না লাগছে—যেন "সংখ্যালঘুদের" বিরুদ্ধে এক মামলার রায়! তাই নয় কি? এ অনুচ্ছেদটি কেন রচিত হয়েছিল? শুধুই কি একটা আনুষ্ঠানিক প্রথা হিসেবে? অবশ্যই নয়। এ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল এবং বাস্তবিকই তার প্রয়োজন ছিল, কারণ পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন যে সব অনুদল নিয়ে পার্টি গঠিত হয়েছিল, তারা কংগ্রেসকে স্বীকার করতে চাইবে না এমন আশঙ্কা ছিল। প্রকৃতপক্ষে এ সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে সমস্ত বিপ্লবীর **স্বাধীন ইচ্ছা** (কথাটা আজকাল খুবই চলছে এবং খুবই অসংলগ্নভাবে, আসলে যাকে বলা উচিত "খামখেয়ালী" তাকেই মোলায়েম করে বলা হচ্ছে "স্বাধীন")। এ সিদ্ধান্ত হল সমস্ত রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের পক্ষ থেকে পরস্পরের প্রতি প্রদত্ত এক **পবিত্র প্রতিশ্রুতির** সমতুল্য। এ হল একটা গ্যারান্টি যে কংগ্রেসের জন্য যে বিপুল পরিমাণ মেহনত, ঝুঁকি খরচা সইতে হয়েছে, তা বৃথা যাবে না; কংগ্রেস একটি প্রহসনে পরিণত হবে না। এ সিদ্ধান্ত আগে থেকেই স্থির করে দেয় যে কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং কংগ্রেসে অনুষ্ঠিত **নির্বাচনকে** মান্য করতে অস্বীকার করলে **বিশ্বাসভঙ্গ** করা হবে।

কংগ্রেস একটা দেবত্বমণ্ডিত ব্যাপার নয় বা তার সিদ্ধান্ত পবিত্র নয় এই মর্মে নতুন 'ইস্ক্রা' যে নতুন আবিষ্কারটি করে ব্যঙ্গের ভাব দেখাচ্ছে, সে তাহলে কার বিরুদ্ধে? এ আবিষ্কারের অর্থটা কি "সংগঠন সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি" না কি পুরনো পদচিহ্ন ঢেকে দেবার জন্য একটা নতুন প্রচেষ্টা মাত্র?

---

* (দ্রষ্টব্য: 'মিনিটস্ অব দি সেকেণ্ড কংগ্রেস'—পৃঃ ২২-২৩ ও ৩৮০)

[খ] কংগ্রেসের বিভিন্ন জোট-বাঁধাবাঁধির তাৎপর্য

দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস আহ্বান করা হয়েছিল সর্বাপেক্ষা সযত্ন প্রস্তুতির পরে, পরিপূর্ণ প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে। কংগ্রেসের সংবিন্যাস যে সঠিক ছিল এবং তার সিদ্ধান্ত যে **চূড়ান্ত ভাবে** পালনীয় এই সাধারণ স্বীকৃতিটা কংগ্রেস্ বসার পর সভাপতি যে বিবৃতি দেন তার মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে ('মিনিটস্', ৫৪ পৃঃ)।

কংগ্রেসের প্রধান কর্তব্যটা কী ছিল? 'ইস্ক্রা' যে সব নীতি ও সংগঠন-পরিকল্পনা পেশ করেছে ও বিস্তারিত করেছে তার ভিত্তিতে এক **সত্যকার** পার্টি সৃষ্টি করা। এই দিকেই যে কংগ্রেসের কাজ পরিচালিত করতে হবে তা তিন বছর ব্যাপী 'ইস্ক্রার' কাজকর্ম এবং অধিকাংশ কমিটি কর্তৃক তাকে স্বীকারেব মধ্যে দিয়ে পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে ছিল। 'ইস্ক্রা'র পথ ও কর্মসূচীটাকে হয়ে উঠতে হবে পার্টির কর্ম-সূচী ও পার্টির পথ। ইস্ক্রার সাংগঠনিক পরিকল্পনাগুলিকে অঙ্গীভূত করতে হবে পার্টির নিয়মাবলীর মধ্যে। বলা বাহুল্য এ কাজ বিনা সংগ্রামে সম্পন্ন হবার নয়। কংগ্রেসের চরিত্র খুবই প্রতিনিধিত্বমূলক হবার ফলে তার মধ্যে স্থান ছিল এমন সব সংগঠনের যারা 'ইস্ক্রা'র বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালিয়েছে (বুন্দ [৩] এবং রাবোচিয়ে দিয়েলো [৪]), স্থান ছিল তাদেরও যারা 'ইস্ক্রা'কে নেতৃত্বমূলক মুখপত্র বলে মুখে স্বীকার করলেও আপন আপন আপন পরিকল্পনাই অনুসরণ করেছিল এবং নীতির দিক দিয়ে ছিল অস্থিরচিত্ত (যুঝনি রাবোচি অনুদল এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতিপয় কমিটি থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ)। এই পরিস্থিতিতে **'ইস্ক্রা'র পথকে জয়যুক্ত করার জন্য একটি সংগ্রামক্ষেত্রে** পরিণত না হয়ে কংগ্রেসের উপায় ছিল না।

এমন একটা সংগ্রাম-ক্ষেত্রই যে কংগ্রেস হয়েছিল, তা একটু মনোযোগের সঙ্গে কংগ্রেসের অনুবিবরণী পর্যালোচনা করলেই সকলের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে যে সব প্রধান প্রধান অনুদলের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, আমরা এবার তার বিশদ অনুসরণ করে অনুবিবরণীতে লিপিবদ্ধ যথাযথ তথ্যের ভিত্তিতে প্রধান প্রধান অনুদলগুলির প্রত্যেকটির রাজনৈতিক বর্ণভেদ করব। 'ইস্ক্রার' নেতৃত্বে এই যে সব অনুদল, ধারা এবং মত-তারতম্যগুলির একটি একক পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত হবার কথা, সেগুলি ঠিক কী? এইটেই আমরা বিতর্ক ও ভোটের বিশ্লেষণ থেকে দেখাব। সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা সত্য সত্য কি চায় এবং তাদের মধ্যে পার্থক্যের কারণ কি, এ দুটি বিষয় অনুধাবন করতে হলে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন সবচেয়ে জরুরি। ঠিক এই কারণেই 'লীগ [৫] কংগ্রেসে' আমার বক্তৃতায় এবং নূতন ইস্ক্রার সম্পাদক মণ্ডলীর কাছে আমার চিঠিতে আমি বিভিন্ন অনুদলের বিশ্লেষণটাকেই সামনে রেখেছিলাম। আমার বিরোধীরা, 'সংখ্যালঘুর' প্রতিনিধিবৃন্দ (মার্তভের নেতৃত্বে , বিষয়টির সারমর্ম বুঝতে একেবারেই পারেন নি। সুবিধাবাদের দিকে সরে গেছেন এই অভিযোগ 'খণ্ডন করার' চেষ্টা করতে গিয়ে 'লীগ কংগ্রেসে' তারা শুধু খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে সংশোধনী প্রস্তাব আনতেই ব্যস্ত থাকেন অথচ কংগ্রেসের নানা অনুদল সম্পর্কে আমি যে বর্ণনা দিয়েছি তার বদলে **বিন্দুমাত্র পৃথক** কোনো বর্ণনা দেবার চেষ্টা পর্যন্ত তাঁরা করেন নি। এখন 'ইস্ক্রা' (৫৬ সংখ্যা) মারফত কংগ্রেসের বিভিন্ন অনু[illegible]ক সঠিকভাবে সুনির্দিষ্ট করার প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাকে মার্তভ শুধুমাত্র "চক্র রাজনীতি" বলে অভিহিত করার চেষ্টা করছেন। কড়া কথা বটে, কমরেড মার্তভ! কিন্তু নতুন ইস্ক্রার কড়া কথার একটি অদ্ভুত গুণ আছে: কংগ্রেস থেকে

শুরু করে অদ্যাবধি মতপার্থক্যের সবকটি ধাপ পুনরুল্লেখ করা মাত্রই দেখা যাবে, এই সব কড়া কথা **পরিপূর্ণ ভাবে এবং প্রধানত** বর্তমান সম্পাদকমণ্ডলীর বিরুদ্ধেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে। মহাশয়েরা, 'চক্র রাজনীতির" বুলি কপচানো তথাকথিত পার্টি সম্পাদকরা, একবার নিজেদের দিকে তাকান!

দ্বিতীয় কংগ্রেসে আমাদের সংগ্রাম সংক্রান্ত ঘটনাগুলি মার্তভের কাছে এখন এমন অপ্রীতিকর ঠেকছে যে তিনি সেগুলিকে একেবারে গুলিয়ে দেবার চেষ্টায় আছেন। তিনি বলছেন, "ইস্ক্রা-পন্থী হল সেই যে পার্টি কংগ্রেসে এবং তার পূর্বে ইস্ক্রার সঙ্গে তার পরিপূর্ণ ঐক্য প্রকাশ করেছে, তার কর্মসূচী এবং সংগঠন বিষয়ে তার মতামতের স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছে, এবং তার সাংগঠনিক নীতিকে সমর্থন করেছে। কংগ্রেসে এই ধরনের 'ইস্ক্রাপন্থীদের' সংখ্যা ছিল চল্লিশের বেশি—'ইস্ক্রার' কর্মসূচী এবং 'ইস্ক্রাকে' পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্ররূপে গ্রহণ করার প্রস্তাবে যে ভোট পড়ে তার সংখ্যা এই রকমই।" (অথচ) কংগ্রেসের 'মিনিটস্-বই' খুলুন, দেখবেন **সকলেই** কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন;—এক অকিমভ ছাড়া, তিনি ভোটদানে বিরত ছিলেন। সুতরাং কমরেড মার্তভ যে বুঝ দিচ্ছেন তাতে দাঁড়ায় যে বুন্দিস্ট্, ব্রুকেয়ার এবং মার্তিনভ ইস্ক্রার সঙ্গে "পরিপূর্ণ ঐক্য" **প্রদর্শন করেছিলেন** এবং সগঠন সম্পর্কে ইস্ক্রার মতামতের স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন! এটা হাস্যকর ব্যাপার! কংগ্রেসে যত লোক উপস্থিত ছিলেন, তাদের **সকলকে** (তাও সকলে নয়, কেননা বুন্দিস্ট্রা আগেই সরে পরে) কংগ্রেসের **পরে** পার্টির সমাধিকারবিশিষ্ট সভ্যে পরিণত করার ফলে যে অনুদলটির সঙ্গে কংগ্রেসের **মধ্যে** সংগ্রামের প্রয়োজন হয়েছিল তাদের এখানে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে। কংগ্রেসের পরে কোন কোন্ **অংশ** দিয়ে "সংখ্যাগুরু" ও

"সংখ্যালঘু"র সৃষ্টি হল তার পর্যালোচনার বদলে আমরা পেলাম গতবাঁধা সরকারী বুলি : "(সকলে) কর্মসূচী মেনে নিয়েছেন !"

ইস্ক্রাকে কেন্দ্রীয় মুখপত্র হিসাবে গ্রহণ করা সম্পর্কে ভোটাভুটির ঘটনাটা ধরা যাক। দেখবেন আর কেউ নয় স্বয়ং মার্তিনভই— ইস্ক্রার সাংগঠনিক মতামত এবং সাংগঠনিক নীতি সমর্থন করেছিলেন বলে কমরেড মার্তভ বর্তমানে যাকে বিসদৃশ সাহসের সঙ্গে প্রশংসা পত্র দিচ্ছেন—সেই মার্তিনভই দাবি করেছিলেন যে প্রস্তাবটিকে দুই অংশে ভাগ করা হোক : একভাগে শুধুই 'ইস্ক্রাকে' কেন্দ্রীয় মুখপত্র হিসেবে গ্রহণ, অন্য ভাগে ইস্ক্রা যে কাজ দিয়েছে তার স্বীকৃতি। প্রস্তাবের প্রথম অংশ যখন ভোটে দেওয়া হয় ('ইস্ক্রার' কাজকর্ম অনুমোদন ও তার সঙ্গে **ঐক্য** ঘোষণা) তখন তার পক্ষে পড়ে **মাত্র পঁয়ত্রিশটি ভোট,** দুটি ভোট যায় বিরুদ্ধে (আকিমভ ও ব্রুকেয়ার) এবং এগারজন ভোটদানে বিরত থাকেন (মার্তিনভ, পাঁচজন বুন্দিস্ট্ এবং সম্পাদকমণ্ডলীর পাঁচটি ভোট—মার্তভ ও আমার উভয়ের দুটি করে ভোট, প্লেখানভের একটি)। সুতরাং যে উদাহরণটি মার্তভ নিজেই বেছে নিয়েছেন এবং তার বর্তমান মতামতের পক্ষে যা সবচেয়ে সুবিধাজনক সেই ক্ষেত্রটিতেও দেখা যাচ্ছে ইস্ক্রা-বিরোধী একটা অনুদল সুস্পষ্ট ভাবেই বেরিয়ে এসেছে (পাঁচজন বুন্দিস্ট্ এবং তিন জন রাবোচেয়ে দিয়েলো-পন্থী)। প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশ—কোন কারণ না দেখিয়ে এবং ঐক্য ঘোষণার কথা না বলে যেখানে শুধুই কেন্দ্রীয় মুখপত্র হিসেবে 'ইস্ক্রাকে' গ্রহণ করার ('মিনিটস' ১৪৭ পৃঃ) কথা আছে—সেই অংশের ভোটাভুটি দেখা যাক : **পক্ষে** চুয়াল্লিশ জন—বর্তমানের মার্তভ যা ইস্ক্রাপন্থীদের ঘাড়ে চাপিয়েছেন। দেবার মতো ভোটের মোট সংখ্যা ছিল একান্ন। ভোটদানে বিরত সম্পাদকদের পাঁচটি ভোট বাদ দিলে থাকে ছেচল্লিশ।

দুইজন **বিরুদ্ধে** (আকিমভ ও ব্রুকেয়ার); সুতরাং অবশিষ্ট চুয়াল্লিশটি ভোটের মধ্যে **পাঁচজন বুন্দিষ্টের সবকটি** ভোটই পড়েছিল। তাহলে দাঁড়ায় যে কংগ্রেসে বুন্দিস্ট্‌রাও "ইস্‌ক্রার সঙ্গে পরিপূর্ণ সংহতি প্রকাশ করেছে"—সবকারী ইস্‌ক্রাব সবকাবী ইতিহাস রচনার এই হল নমুনা! আরো কিছু অগ্রসর হয়ে আমবা পাঠকদের কাছে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব এই সরকারী সত্যের আসল কারণ: **বুন্দিষ্ট এবং রাবোচেয়ে দিয়েলো-পন্থীরা যদি কংগ্রেস ত্যাগ না করত** তাহলে 'ইস্‌ক্রার' বর্তমান সম্পাদকমণ্ডলী (বর্তমানের আধা পার্টি সম্পাদকমণ্ডলী না হয়ে) সত্যি করে পুরোপুরি পার্টি সম্পাদকমণ্ডলী হতে পারত এবং হত। বর্তমানের তথাকথিত পার্টি-সম্পাদকমণ্ডলীর এই সব অতি বিশ্বস্ত অভিভাবকদের ইস্‌ক্রাপন্থী বলে ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে সেই জন্যই। যাক, বিশদভাবে সে কথা পরে বলা যাবে।

পবের প্রশ্ন হল: কংগ্রেস যদি 'ইস্‌ক্রা' পন্থী এবং 'ইস্‌ক্রা' বিরোধীদের মধ্যে একটি সংগ্রামক্ষেত্র হয়ে থাকে, তবে এই দুই পক্ষের মধ্যে দোলায়মান কোনো মধ্যবর্তী অস্থির অংশ সেখানে ছিল কি? আমাদেব পার্টি কিংবা যে কোন কংগ্রেসের চেহারার সঙ্গে যাঁরা কিছুমাত্র পরিচিত তাঁবাই বিনা দ্বিধায় আগে থেকেই উত্তব দেবেন, হাঁ ছিল। এইসব অস্থিরমতি অংশগুলির কথা স্মরণ করতে কমরেড মার্তভেব কিন্তু এখন খুবই অনিচ্ছা তাই তিনি 'যুঝনি রাবোচি' অনুদল এবং তাদের দিকে যারা ঝুঁকে পড়েছিল, তাদের অভিহিত করেছেন প্রতিনিধিস্থানীয় 'ইস্‌ক্রাপন্থী' বলে; তাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ গুরুত্বপূর্ণ নয়, উপেক্ষণীয় এই বলে মত দিয়েছেন। সৌভাগ্যবশত সভার সম্পূর্ণ অনুবিবরণী এখন আমাদের সামনে আছে। প্রামাণিক দলিলের ভিত্তিতে আমরা প্রশ্নটির—হাঁ, একটা ঘটনার প্রশ্ন—সে প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম। কংগ্রেসের মধ্যে সাধারণ দল-অনুদলের যে কথা

ওপরে বলা হয়েছে তাতে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া হয়না ঠিকই, কিন্তু তাকে সঠিকভাবে উত্থাপন করা হয।

রাজনৈতিক জোট বাঁধাবাঁধির বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে, সুনির্দিষ্ট কয়েকটি মতধারার মধ্যে সংগ্রাম হিসেবে কংগ্রেসের যে ছবি আমরা এঁকেছি, তা বাদ দিয়ে আমাদের মতপার্থক্য আদৌ বোঝা যাবে না! এমন কি বুন্দিস্টদেরও ইস্ক্রাপন্থীদের সঙ্গে একত্রে ফেলে দিয়ে বিভিন্ন মতধারার অস্তিত্ব উড়িয়ে দেবার যে চেষ্টা মার্তভ করেছেন তাতে শুধু প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাওয়া হয় মাত্র। এমন কি, আলোচনায় পূর্বেই, কংগ্রেসের আগেকাব রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের ইতিহাসের উপর ভিত্তি করলেও তিনটি প্রধান দল লক্ষ্য করা যাবে—'ইস্ক্রাপন্থী', 'ইস্ক্রাবিরোধী' এবং অস্থিরচিত্ত, দ্বিধাগ্রস্ত ও দোলায়মান অংশসমূহ। (তা নিয়ে পরে বিশদ আলোচনা ও যাচাই করা সম্ভব)

[গ] কংগ্রেসের শুরুঃ সংগঠন কমিটির ঘটনা

কংগ্রেসের অধিবেশনগুলি যে ক্রমানুসারে হয়, বিতর্ক ও ভোটাভুটির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও সেই ক্রম অনুসবণ করা সকলের পক্ষেই সুবিধা-জনক। এইভাবে রাজনৈতিক মতপার্থক্য যেমন যেমন স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে—সেই ক্রমিক ধারাটিও সঙ্গে সঙ্গে অনুধাবন করা চলে। প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন অথবা একই রকম জোট বাঁধাবাঁধির কোনো ঘটনাকে আরো খুঁটিয়ে দেখার জন্য যদি কখনো একান্তই জরুরী হয়ে পড়ে, কেবল তখনই এ কালানুক্রম ভঙ্গ করা হবে। নিরপেক্ষতার খাতিরে আমরা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ **সমস্ত** ভোটের কথাই উল্লেখ করার চেষ্টা করব। অপ্রধান প্রশ্নের উপর যে সব অসংখ্য ভোটাভুটি হয়েছে এবং যার জন্যে আমাদের কংগ্রেসের প্রচুর সময় অনাবশ্যক গেছে সেগুলি অবশ্য বাদ পড়বে। (এই নিয়ে কংগ্রেসের অতটা কালক্ষেপের

কারণ খানিকটা আমাদের অনভিজ্ঞতা, বিচার্য বিষয়গুলিকে কমিশন ও পূর্ণ অধিবেশনের মধ্যে বণ্টন করে দিতে না পারার অক্ষমতা এবং খানিকটা এমন সব কথার মারপ্যাঁচের জন্য যা প্রায় বাধাসৃষ্টির সামিল)।

প্রথম যে প্রশ্নের ওপর তর্ক বাধল এবং মতপার্থক্য প্রকাশ পেতে শুরু করল সেটি এই: "পার্টিতে বুন্দের স্থান" এই আলোচ্যটিকে (কংগ্রেস সূচীতে) প্রথম স্থান দেওয়া হবে কিনা। (মিনিট ২৯-৩৩ পৃঃ)। প্লেখানভ, মার্তভ, ট্রট্স্কি ও আমি ইস্ক্রাপন্থীদেব বক্তব্য পেশ করি। আমাদের দিক থেকে এ সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশই ছিল না। বুন্দ যদি আমাদেব সঙ্গে চলতে অস্বীকার কবে, যে-সাংগঠনিক নীতি সম্পর্কে পার্টিব বেশির ভাগ লোক ইস্ক্রাব সঙ্গে একমত তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে আমরা একই পথের পথিক বলে "ভান" করা এবং কংগ্রেসকে শুধু শুধু দীর্ঘবিলম্বিত করে তোলার (বুন্দিস্টরা তাই করেছেন) কোনো অর্থই হয় না—এই ছিল আমাদের মত ; এ মতটাই যে ঠিক তার চমৎকার প্রমাণ বুন্দের পার্টি ত্যাগ। এ নিয়ে লেখা কাগজপত্রে প্রশ্নটা আগে থেকেই যথেষ্ট পরিষ্কাব করে দেখা হয়েছিল। আদৌ কিছু চিন্তা করেন এমন প্রত্যেকটি পার্টিসভ্যের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এখন করার যা তা হল প্রশ্নটাকে খোলাখুলি রাখা এবং অকপটে ও সোজাসুজি এর একটাকে বেছে নেওয়া: স্বতন্ত্রসত্তা (সে ক্ষেত্রে আমাদের পথ এক), না, সংযুক্তসত্তা (ফেডারেশন) (সে ক্ষেত্রে পথ আমাদের ভিন্ন)।

বুন্দিস্টদের কর্মনীতিটা চিরকালই ধরাছোঁয়ার বাইরে। এক্ষেত্রেও তাঁরা ধরা না দেবার এবং অযথা কালক্ষেপ করার চেষ্টা করেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন কমরেড আকিমভ। স্পষ্টতই সবাবোচেয়ে

16942

দিয়েলোর সমগ্র অনুগামীদের পক্ষ থেকে তিনি অবিলম্বে ইস্ক্রার সঙ্গে সাংগঠনিক প্রশ্ন নিয়ে মতবিরোধটাকে সামনে হাজির করলেন (মিনিট ৩১ পৃ)। বুন্দ ও রাবোচেয়ে দিয়েলোকে সমর্থন করলেন কমরেড মাখভ (যে নিকোলায়েভ কমিটি এর কিছু আগে ইস্ক্রার সঙ্গে ঐক্য ঘোষণা করেছিল, তারই দুটি ভোটের তিনি ছিলেন প্রতিনিধি!)—কমরেড মাখভের কাছে প্রশ্নটা মোটেই পরিষ্কার বলে ঠেকেনি; তাছাড়া তাঁর মতে, "কাঁটা বেঁধাচ্ছে" এমন আর একটি প্রশ্ন হল এই: আমাদের যা প্রয়োজন তা একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, না কি তার উল্টো "কেন্দ্রীকরণ"—কথাটা নজর করুন, ঠিক একেবারে আমাদের বর্তমান "পার্টি" সম্পাদক মণ্ডলীর মতো, যদিও কংগ্রেসে তখনো এই "কাঁটাটা" এঁদের চোখে পড়ে নি!

এইভাবে ইস্ক্রাপন্থীদের বিরোধিতা করেন বুন্দ, রাবোচেয়ে দিয়েলো এবং কমরেড মাখভ। একত্রে এঁদের আয়ত্তে ছিল দশটি ভোট, তা আমাদের বিপক্ষে যায় (৩৩ পৃঃ)। **পক্ষে** পড়ে **তিরিশটি** ভোট—পরে দেখানো হবে যে মোটামুটি ই সংখ্যাটাকেই ভিত্তি করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইস্ক্রাপন্থীদের ভোট নামা-ওঠা করেছে। এগারোজন ভোট দেন নি। বোঝা যায়, বিবদমান কোনো 'পক্ষেই" তাঁরা যেতে চান নি। লক্ষ্য করার মতো যে বুন্দের নিয়মাবলীর ২য় অনুচ্ছেদের ওপর যখন আমরা ভোট নিই (এই ২য় অনুচ্ছেদ বাতিল হবার ফলেই বুন্দ পার্টি থেকে বেরিয়ে যেতে প্রবৃত্ত হয়) তখনো ঐ অনুচ্ছেদের পক্ষভুক্তদের ভোট এবং যাঁরা ভোট দেননি এর উভয়ের সংখ্যাও ছিল দশ (মিনিট ২০৯ পৃ); এক্ষেত্রেও ভোট দেন নি যাঁরা তাঁরা হলেন তিনজন রাবোচেয়ে দিয়েলোপন্থী (ব্রুকেয়ার, মার্তিনভ ও আকিমভ) এবং কমরেড মাখভ। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, আলোচ্যসূচীতে বুন্দের **স্থান** নিয়ে ভোটাভুটির মধ্যে যে জোট বাঁধাবাঁধি প্রকাশ পেয়েছিল সেটা

একটা **আকস্মিক ব্যাপার** ছিল না। স্পষ্টই বোঝা যায়, ইস্ক্রার সঙ্গে এই সব কমরেডদের পার্থক্যটা শুধু আলোচনার ক্রম নির্ধারণের মতো একটা আনুষ্ঠানিক প্রশ্নের ক্ষেত্রেই নয়, **মূলগত বিষয়েও বটে**। রাবোচেয়ে দিয়েলোর ক্ষেত্রে এই মূলগত পার্থক্যটা সকলের কাছেই পরিষ্কার; আর কমরেড মাখভের কথা বলতে হলে, বুন্দের কংগ্রেস ত্যাগ প্রসঙ্গে তিনি যে বক্তৃতা দেন (মিনিট ২৮৯-৯০ পৃঃ) তাতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির অননুকরণীয় একটি বিবরণ পাওয়া যাবে। এ বক্তৃতা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা ভালো। কমরেড মাখভ বলেন, ফেডারেশন বাতিলের প্রস্তাবের পর "রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টির মধ্যে বুন্দের স্থান সংক্রান্ত প্রশ্নটি আর আমার কাছে একটা নীতির প্রশ্ন মাত্র থাকছে না ; ইতিহাসের বিবর্তন থেকে উদ্ভূত একটি জাতীয় সংগঠনের দিক থেকে এ হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি বাস্তব রাজনীতির প্রশ্ন।" বক্তা আরো বলেন, "সুতরাং, আমাদের ভোটের যা যা পরিণতি ঘটতে পারে তার সব কিছুব হিসেব না করে আমি পারি নি। সুতরাং সমগ্রভাবে ২য় অনুচ্ছেদের পক্ষেই ভোট দেওয়া আমার উচিত ছিল।" "বাস্তব রাজনীতির" মর্মকথাটিকে কমরেড মাখভ খুব চমৎকার করেই রপ্ত করেছেন : নীতির দিক থেকে তিনি **ইতিপূর্বেই** ফেডারেশন বাতিল করেছেন, **সুতরাং** কাজের ক্ষেত্রে ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার একটি শর্ত নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য **ভোট দেওয়া তাঁর উচিত ছিল**! এবং এই "ব্যবহারিক" কমরেডটি তাঁর গভীর নীতিবোধের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যা বলেছেন, তা এই : "কিন্তু (শেচদ্রিনের সেই বিখ্যাত "কিন্তু"!) যেহেতু যে পক্ষেই আমি ভোট দিই না কেন সেটা শুধু একটা নীতির (!!) ব্যাপারই মাত্র হত, তাতে কাজের ক্ষেত্রে কিছু এসে যেত না, কারণ অন্য সব কংগ্রেস প্রতিনিধির ভোট ছিল প্রায় সর্ববাদীসম্মত,

তাই আমি ভোটদানে বিরত থাকতেই পছন্দ করি। তাতে নীতিব দিক থেকে এইটে বেরিয়ে আসবে যে (এ রকম নীতি থেকে ঈশ্বর আমাদেব রক্ষা করুন!) এই শর্তের পক্ষে যে বুন্দ প্রতিনিধিরা ভোট দিয়েছেন তাদের প্রচারিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গির একটা তফাত আছে। অপর পক্ষে, বুন্দ প্রতিনিধিরা প্রথমে যার ওপর জোর দিয়েছিলেন, সেইভাবে যদি তাঁরা ভোটদানে বিরত থাকতেন, তবে আমি ভোট দিতাম এ শর্তের পক্ষেই।" কার সাধ্যি এর মাথামুণ্ডু বোঝে? বাকি সকলে "না" বলছেন বলে নীতিনিষ্ঠ এক ব্যক্তি সরবে "হ্যাঁ" বলা থেকে বিরত থাকছেন কারণ তাঁর কথায় কিছু এসে যাবে না।

আলোচ্যসূচীতে বুন্দের স্থান সম্পর্কে ভোটের পর কংগ্রেসে **বরবা** গ্রুপেব প্রশ্নটি উঠে পড়ে। এথেকেও একটা দারুণ কৌতূহলোদ্দীপক জোট বাঁধাবাঁধি দেখা দেয় এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে যায় কংগ্রেসের "তীক্ষ্ণতম কাঁটার" প্রশ্নটি—কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি কাকে কাকে নিয়ে গঠিত হবে। কংগ্রেসের সংবিন্যাস (composition) নির্ধারণ করার জন্য যে কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল, তাঁরা সংগঠন কমিটিতে **দুই দুইবার গৃহীত** সিদ্ধান্ত (মিনিট ৩৮৩ ও ৩৭৫ পৃঃ দেখুন) এবং **কমিশনে** সংগঠন কমিটির **প্রতিনিধিদের** রিপোর্ট (৩৫ পৃঃ) অনুসারে বরবা গ্রুপকে আমন্ত্রণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।

সংগঠন কমিটিরই অন্যতম সদস্য কমরেড ইগরভ বলেন যে, "বরবার প্রশ্নটা নাকি তাঁর কাছে নতুন লাগছে" (লক্ষ্য রাখবেন, তিনি বলছেন—বরবার প্রশ্ন, এ গ্রুপের কোনো বিশেষ সদস্যের প্রশ্ন নয়) সুতরাং তিনি আলোচনা মূলতুবির দাবি করেন। সংগঠন কমিটি যার ওপর দুই দুইবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তেমন একটি প্রশ্ন কি করে ঐ সংগঠন কমিটিরই এক সদস্যের কাছে নতুন ঠেকতে পারে, তা

বহস্যাবৃতই বয়ে গেল। আলোচনা স্থগিত থাকা কালে সংগঠন কমিটিব একটি সভা হয (মিনিট, ৪০ পৃঃ), কংগ্রেসে উপস্থিত হয়েছিলেন, সংগঠন কমিটিব এমন সব সদস্যই তাতে যোগ দেন (সংগঠন কমিটিব কতিপয সদস্য, ইসক্রাসংগঠনেব পুবাতন কিছু সদস্য কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন না) *। বরুবা সম্পর্কে আলোচনা শুরু হল। বাবোচেয়ে দিযেলোপন্থীবা বরুবাব পক্ষে কথা বলেন (মার্তিনভ, আকিমভ, ও ব্রুকেযাব—৩৬-৩৮ পৃ), বিপক্ষে বলেন ইসক্রাপন্থীবা (পাভলোভিচ, সবোকিন, লাঙ্গে (৮), ট্রটস্কি, মার্তভ ও অন্যান্যবা)। কংগ্রেস আবাব যে জোট বাঁধাবাধিতে ভাগ হয়ে গেল, তাব সঙ্গে এব আগেই আমাদেব পবিচয ঘটেছে। বরুবা নিয়ে দেখা দিল আপোসহীন সংগ্রাম। কমবেড মার্তভ **অতি তথ্যবহুল** (৩৮ পৃঃ) ও "জঙ্গী" ধবনেব এক বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি বাশিযা ও প্রবাসেব গ্রুপগুলিব মধ্যে "প্রতিনিধিত্বেব বৈষম্যেব" দিকে সঠিকভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ কবেন এবং বলেন যে বিদেশী কোনো গ্রুপকে কোনো "সুবিধা" দেওযা তেমন "ভালো" হবে না (দারুণ দামী কথা--কংগ্রেসেব পব থেকে যে সব ঘটনা ঘটেছে তাব প্রেক্ষাপটে তো আজ একথা বিশেষ কবেই শ্রুতিমধুব!), তিনি বলেন, "যে-অনৈক্য নীতিগত বিবেচনা থেকে অনিবার্য নয় সে বকম একটা অনৈক্যদ্বাবা চিহ্নিত কোনো সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলাকে" পার্টিতে উৎসাহ দেওযা উচিত নয় (একেবাবে মর্মভেদী · আমাদেব পার্টি কংগ্রেসেব "সংখ্যালঘু"দেব পক্ষে!)। বাবোচেযে দিযেলোব অনুগামীবা ছাড়া বরুবাব পক্ষে **আর কেউ** প্রকাশ্যে ও যুক্তিসম্মত **বক্তব্য** নিয়ে হাজিব

* এ সভা প্রসঙ্গে পাভলোভিচেব "পত্র" লক্ষণীয। পাভলোভিচ সংগঠন কমিটিব একজন সদস্য। কংগ্রেসেব পূর্বে সম্পাদক মণ্ডলীব প্রতিনিধি হিসেবে সংগঠন কমিটিব সপ্তম সদস্যরূপে তিনি 'সর্ববাদীসম্মতিক্রমে' নির্বাচিত হয়েছিলেন (লীগ মিনিট ৪৪ পৃঃ)

হলেন না এবং বক্তার তালিকাভুক্ত হবার সময় পেরিয়ে গেল (৪০ পৃঃ)। ন্যায্য কথা বলতে হলে বলা উচিত যে কমরেড আকিমভ ও তাঁর বন্ধুরা অন্ততপক্ষে ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় কিছু করেন নি ; তাঁদের মতামত তাঁরা খোলাখুলি রেখেছেন এবং যা বলতে চেয়েছেন তা খোলাখুলি বলেছেন।

বক্তার তালিকা সম্পূর্ণ হয়ে যাবার **পরে**, যখন **ও বিষয়ে** কথা বলা আর চলবে না বলে আগেই স্থির হয়ে গেছে, তখন কমরেড ইগরভ "বারংবার দাবি করতে থাকেন যে এইমাত্র সংগঠন কমিটিতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তা শোনানো হোক।" অবাক হবার কিছু নেই যে প্রতিনিধিরা এই চালবাজি দেখে রাগ করেন এবং "কমরেড ইগরভ তার দাবি পূরণের জন্য জেদাজেদি করায় সভাপতি কমরেড প্লেখানভ বিস্ময় প্রকাশ করেন।" সকলেই বলবেন এর একটা পথই খোলা—হয় প্রশ্নটির মূল কথাটা নিয়ে সমগ্র কংগ্রেসের সামনে খোলাখুলি ও সুনির্দিষ্টভাবে আপন মত প্রকাশ করা, নয় একেবারে কিছুই না বলা। কিন্তু বক্তার তালিকা বন্ধ হয়ে যেতে দেওয়ার এবং তারপর "বিতর্কের উত্তর" দেবার ছুতোয় কংগ্রেসের সামনে সংগঠন কমিটির একটি **নতুন** সিদ্ধান্ত হাজির করা—তাও ঠিক যেটি আলোচ্য সেই বিষয়ের উপরে—এ হল পেছন থেকে ছুরি মারার সমান!

সান্ধ্য ভোজনের পর পুনরায় অধিবেশন বসে। পরিচালক মণ্ডলী ('ব্যুরো') তখনো বিব্রতভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তাঁরা "কেতাকানুন" বদ রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং চরম পরিস্থিতিতে কংগ্রেসে যে সর্বশেষ পন্থা অবলম্বন করা হয় সেই পন্থা—অর্থাৎ "কমরেডসুলভ ব্যাখ্যার" পন্থা অবলম্বন করলেন। সংগঠন কমিটির প্রতিনিধি পোপভ কমিটির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। তাতে রিয়াজনভকে আমন্ত্রণ করার জন্য কংগ্রেসের কাছে সুপারিশ করার

কথা রয়েছে। একা পাভলোভিচ বাদে সংগঠনী কমিটির সকলেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

পাভলোভিচ ঘোষণা করেন যে সংগঠন কমিটির অধিবেশন বিধি-বহির্ভূত একথা তিনি আগেও বলেছেন এবং এখনো বলছেন। কমিটির নতুন সিদ্ধান্ত **"কমিটির পূর্বতন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাচ্ছে"**। এই বিবৃতির ফলে তুমুল কোলাহল ওঠে। য়ুঝনি রাবোচি অনুদলের সভ্য কমরেড ইগরভও সংগঠন কমিটিব একজন সদস্য। তিনি প্রশ্নটির মূল বিষয়ের ওপর সিধা জবাব এড়িয়ে গিয়ে বিষয়টাকে শৃঙ্খলার প্রশ্নে টেনে আনতে চান। তিনি বলেন কমরেড পাভলোভিচ পার্টি শৃঙ্খলা (!) ভঙ্গ করেছেন, কেননা তাঁর প্রতিবাদ শোনার পবে সংগঠন কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে "পাভলোভিচের বিরুদ্ধ মত কংগ্রেসের সামনে উপস্থিত কবা হবে না।" এবাব বিতর্ক লাগে পার্টি-শৃঙ্খলার প্রশ্ন নিয়ে। কমরেড ইগরভের মাথা খোলসা করাব জন্য প্লেখানভ প্রতিনিধিদের উচ্চ হর্ষধ্বনির মধ্যে ব্যাখ্যা করে বলেন যে **"বাধ্যতামূলক নির্দেশ-নামার (ম্যাণ্ডেট) মতো কোনো বস্তু আমাদের নেই।"** (পৃঃ ৪২; কংগ্রেসেব স্ট্যাণ্ডিং অর্ডারের ৩৭৯ পৃষ্ঠা ৭ অনুচ্ছেদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন; সেখানে আছেঃ "বাধ্যতামূলক কোনো নির্দেশনামা জারী করে প্রতিনিধিদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ কবা চলবে না। ক্ষমতা ব্যবহাবের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিরা চূড়ান্তভাবে মুক্ত ও স্বাধীন।") "কংগ্রেসই হল সর্বোচ্চ পার্টি-সংস্থা।" সুতরাং, পার্টি জীবন সম্পর্কিত **যে কোনো** প্রশ্নে যে কোনো প্রতিনিধি **সরাসরি** কংগ্রেসের কাছে বক্তব্য পেশ করতে চাইলে তাতে কোনো রকম বাধা সৃষ্টি যদি কেউ করেন, তবে তিনি পার্টি-শৃঙ্খলা ও কংগ্রেসের স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার ভঙ্গ করবেন। বিষয়টা তাই পরিণত হল এই দ্বিমুখী প্রশ্নে—চক্র মনোভাব, না, পার্টি মনোভাব? কংগ্রেসে প্রতিনিধিদের অধিকার কি

বিভিন্ন সংস্থা ও চক্রের কল্পিত কোনো অধিকার বা নিয়মাবলীর খাতিরে সীমাবদ্ধ করা হবে, না কি সত্যকারের সরকারী পার্টি প্রতিষ্ঠান গুলি সৃষ্টির পূর্বে কংগ্রেসের সমক্ষে **সমস্ত** নিম্নতম সংস্থা ও পুরানো দল-অনুদলগুলিকে **পুরোপুরি**, শুধু মুখে নয়, কাজে, ভেঙে দেওয়া হবে? কার্যক্ষেত্রে পার্টিকে পুনর্গঠন করাই যার লক্ষ্য তেমন একটি কংগ্রেসের গোড়াতেই (তৃতীয় অধিবেশন) এই কলহটি নীতির দিক দিয়ে কি গভীর গুরুত্বপূর্ণ, তা ইতিমধ্যে পাঠক বুঝতে পেরেছেন। বলা যেতে পারে এই কলহকে কেন্দ্র করেই পুরানো চক্র ও ক্ষুদ্র দলগুলির ('য়ুঝনি রাবোচি'র মত) সঙ্গে উদীয়মান পার্টির সংঘর্ষ ঘনীভূত হয়েছে। দেখতে দেখতে 'ইসক্রা'-বিরোধী অনুদলগুলি আত্মপ্রকাশ করে: বুন্দিস্ট আব্রামসন, বর্তমানের 'ইসক্রা' সম্পাদকমণ্ডলীর উৎসাহী মিত্র কমরেড মার্তিনভ এবং আমাদের বন্ধু কমরেড মাখভ সকলেই পাভলোভিচের বিরুদ্ধে ইগরভ ও য়ুঝনি রাবোচি দলের সঙ্গে যোগ দেন। কমরেড মার্তিনভ, যিনি বর্তমানে সাংগঠনিক "গণতন্ত্রের" ধ্বজা ওড়াবার ব্যাপারে মার্তভ এবং আক্সেলরদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন, সেই মার্তিনভ উদাহরণ হিসেবে……সৈন্যবাহিনীকেও বাদ দিলেন না— যেখানে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা যায় শুধু নিম্নতন কর্তৃপক্ষের মারফত!! 'ইসক্রা'-বিরোধী এই "সংযুক্ত" বিরোধিতার সত্যকার অর্থ যে কি তা কংগ্রেসে উপস্থিত সকলের কাছে, কিংবা কংগ্রেসের পূর্বেকার আভ্যন্তরীন পার্টি ইতিহাস যাঁরা মন দিয়ে অনুসরণ করেছেন তাঁদের সকলের কাছেই পরিষ্কার হয়ে যায়। 'ইসক্রা' নীতির ভিত্তিতে যে ব্যাপক পার্টি গড়ে উঠছে তার মধ্যে নিঃশেষ না হয়ে ক্ষুদে ক্ষুদে চক্র অনুদলগুলির স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্থানীয় স্বার্থকে রক্ষা করাই ছিল এ বিরোধিতার উদ্দেশ্য (হয়ত তার সমস্ত প্রতিনিধিই একথা সব সময় অনুভব করতে

পারেননি, এবং কখনো কখনো শুধু ঝোঁকের বশেই এ বিরোধিতা চালিয়ে গেছেন)।

কমরেড মার্তভ তখনো মার্তিনভের সঙ্গে যোগ দেননি। তিনি ঠিক এই দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রশ্নটির বিচার করতে অগ্রসর হন। "পার্টি-শৃঙ্খলার ধারণা যাদের **নিম্নতন** পর্যায়ের বিশেষ একটি নিজস্ব দলের প্রতি কর্তব্যের বোধ অগ্রসর হয় না" সেইসব বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কমরেড মার্তভ জোরের সঙ্গে লড়াইয়ে নামেন, এবং ঠিকই করেন। চক্র পদ্ধতির ধ্বজাধারীদের উদ্দেশ্যে মার্তভ বলেন, "ঐক্যবদ্ধ পার্টির অভ্যন্তরে কোনো রকম **বাধ্যতামূলক** (বড় হরফ মার্তভের) জোট বাঁধা সহ্য করা চলে না।" কংগ্রেসের শেষ দিকে এবং তার পরে এ কথা মার্তভের নিজস্ব রাজনৈতিক আচরণের পক্ষে কি বিষম কাঁটা হয়ে বিঁধবে সে কথা তিনি আগে থেকে আন্দাজ করতে পারেন নি।······সংগঠন কমিটির ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক জোটবাঁধা সহ্য করা যাবে না কিন্তু সম্পাদক মণ্ডলীর ক্ষেত্রে তা অনায়াসে সহ্য করা যাবে! মার্তভ যখন কেন্দ্র থেকে তাকান তখন বাধ্যতামূলক জোটবাঁধার নিন্দা করেন, কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি কেন্দ্রের গঠন সম্পর্কে অসন্তুষ্ট বোধ করেন, তখনই এ জোটের স্বপক্ষে দাঁড়ান।······

লক্ষ্য করার মতো একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হল এই যে কমরেড মার্তভ শুধু কমরেড ইগরভের 'প্রগাঢ় ভ্রান্তি'টা সম্পর্কেই নয়, সংগঠন কমিটি যে রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিচয় দিয়েছেন সে সম্পর্কেও বিশেষ জোর দেন। ন্যায়সঙ্গত ক্রোধের সঙ্গেই মার্তভ ঘোষণা করেন "সংগঠন কমিটির পক্ষ থেকে এমন একটি প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে যা কমিশন রিপোর্টের **বিরুদ্ধে যায়**" (এবং সেটিও যে সংগঠন কমিটির সদস্যদের রিপোর্টের ভিত্তিতেই রচিত তা বলে রাখা যাক—৪৩ পৃঃ, কল্‌ৎসভের মন্তব্য) "এবং **সংগঠনী কমিটির পূর্বতন প্রস্তাবের**

বিরুদ্ধে যায়।" (বড় হরফ আমার)। দেখা যাচ্ছে **সেই সময়, "পথ-বদলের"** আগে, মার্তভ একথা স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে, 'বরবা'র পরিবর্তে রিয়াজনভকে বসিয়েও সংগঠন কমিটির কাজকর্মের চূড়ান্ত স্ববিরোধিতা ও অযৌক্তিকতাটা কোনো ক্রমেই দূর হয় না (মিনিটস্ অব দি লীগ কংগ্রেস', ৫৭ পৃষ্ঠায় পার্টি সদস্যরা দেখবেন **পথ-বদলের** পরে মার্তভ ব্যাপারটাকে কি চোখে দেখেছেন)। সে সময় মার্তভ শৃঙ্খলার বিশ্লেষণ করতে না বসে সংগঠন কমিটিকে পর্যন্ত খোলাখুলি প্রশ্ন করেন— "এমন কী নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যাতে **পরিবর্তনের** প্রয়োজন হল?" (বড হরফ আমার)। আর সত্যি কথা বলতে, প্রস্তাব পেশ করার সময় তার পক্ষে আকিমভ ও অন্যান্যেরা যেভাবে দাঁড়িয়েছিল তেমন খোলাখুলি দাঁড়াবার সাহসটুকুও সংগঠন কমিটির ছিল না। মার্তভ এখন একথা অস্বীকার করছেন (ঐ ৫৬ পৃঃ)। কিন্তু কংগ্রেসের অনুবিবরণী পড়লেই সকলে দেখতে পাবেন যে মার্তভের কথা ঠিক নয়। সংগঠন কমিটির সুপারিশ উপস্থিত করার সময় তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পেপভ **একটি কথাও বলেননি**। ('মিনিটস অব দি পার্টি কংগ্রেস' ৪১ পৃঃ)। ইগরভ প্রসঙ্গটিকে সরিয়ে আনেন শৃঙ্খলার প্রশ্নে এবং সমস্যার মূল তাৎপর্য সম্পর্কে তিনি যেটুকু বলেন তা এই: "সংগঠন কমিটি হয়ত নতুন কোন কারণ পেয়েছেন" (কিন্তু সত্যিই সে নতুন কারণ ছিল কি না এবং তা কী এসব জানা যায় নি); "কাউকে মনোনীত করতে কমিটি ভুলে গিয়ে থাকতে পারে বা এই রকম আরো কিছু হতে পারে" ('এই রকম আরো কিছুটাই' হল বক্তার একমাত্র আশ্রয়স্থল। কেননা কংগ্রেসের পর্বে দুইবার এবং কমিশনে একবার যা আলোচিত হয়েছে 'বরবা'র সেই প্রশ্নটিকে **ভুলে যাওয়া** সংগঠন কমিটির পক্ষে সম্ভব ছিল না)। "সংগঠন কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার কারণ এই নয় যে 'বরবা' গ্রুপের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির

বদল হয়েছে। বরং তার কারণ এই যে পার্টির ভবিষ্যৎ কেন্দ্রীয় সংগঠনের পথে যেসব অপ্রয়োজনীয় বাধার উদ্ভব হয়েছে সেগুলিকে তার কাজকর্মের গোড়ার থেকেই সংগঠন কমিটি দূর করতে চায়।" এটা কোনো কারণই নয়, কারণটিকে এড়িয়ে যাওয়া হল মাত্র। প্রত্যেকটি সাচ্চা সোশ্যাল ডেমোক্রাটই চাইবেন (আর কংগ্রেস প্রতিনিধিদেব কেউ সাচ্চা নন এমন সন্দেহ আমরা বিন্দুমাত্র পোষণ করি না) যে তাঁর কাছে যেটি ডুবো পাহাড় বলে **মনে হয়েছে** সেটিকে অপসারণ করা হোক এবং তা করা হোক এমন **উপায়ে** যা **তার কাছে** উপযুক্ত বলে **মনে হচ্ছে**। হেতু প্রদর্শনের অর্থ হল ব্যাখ্যা কবা ও খোলাখুলিভাবে নিজ মতামত পেশ করা, আপ্তবাক্য নিয়ে মারপ্যাঁচ কবা নয়। কিন্তু ওঁদের পক্ষে 'বরবার' প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদল না করে হেতু প্রদর্শন **করা ছিল অসম্ভব**। কেননা সংগঠন কমিটি তার পূর্বতন ও বিপরীত সিদ্ধান্তগুলির সময়েও ডুবো পাহাড় অপসারণ করতেই চেয়েছিলেন, কিন্তু "ডুবো পাহাড" বলতে তাঁরা যা ভেবেছিলেন সেটি এর একেবারে উল্টো। কমরেড মার্তভ এই যুক্তিটিকে খুব তীব্র ও খুব বিশদভাবে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, এ একটা **"বাজে"** যুক্তি, **"প্রশ্নটিকে ধামাচাপা"** দেবার ইচ্ছেতেই তার উদ্ভব। **"লোকে কি বলবে তা ভেবে ভয় না পাওয়ার জন্য"** তিনি সংগঠন কমিটিকে পরামর্শ দেন। যে রাজনৈতিক ঝোঁকটি পার্টি কংগ্রেসে অতখানি একটা বৃহৎ ভূমিকা নিয়েছিল, একথায় খুব ভালোভাবেই তার চরিত্র এবং তাৎপর্য সূচিত হয়েছে। স্বাধীনচিত্ততার অভাব, সংকীর্ণতা, নিজের বলতে কোন কর্মধারা না থাকা, পাছে লোকে কিছু বলে এই ভয়, দুটি সুস্পষ্ট পক্ষের মাঝে অনবরত দোল খাওয়া, আপন মতবিশ্বাস খোলাখুলি প্রকাশ করতে

আতঙ্ক—এক কথায় "মার্শ্"* এর সবকটি বৈশিষ্ট্যই হল এই রাজনৈতিক ঝোঁকটির বৈশিষ্ট্য।

প্রসঙ্গত, এই অস্থিরমতি দলটির রাজনৈতিক মেরুদণ্ডহীনতার একটি ফল হল এই যে বরবা অনুদলের একজন সদস্যকে কংগ্রেসে আমন্ত্রণ করার প্রস্তাবটি যিনি উপস্থিত করলেন তিনি **আর কেউ নন্**—বুন্দিস্ট য়ুদিন (৫৩ পৃঃ)। য়ুদিনের প্রস্তাব পেল পাঁচটি ভোট—স্পষ্টতই সবকটি বুন্দিস্টদের। দোলায়মান অংশগুলি আবার পক্ষ পরিবর্তন করলেন! মধ্যবর্তী অনুদলের পক্ষে কত বেশি ভোট ছিল তা মোটামুটি বোঝা যায় এই প্রশ্নের কোল্ৎসভ ও য়ুদিনের প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটিতেঃ 'ইসক্রাপন্থীরা' বত্রিশটি ভোট পায় (৪৭ পৃঃ); বুন্দিস্টরা পায় ষোলটি অর্থাৎ আটটি ইসক্রাবিরোধী ভোট, দুটি ভোট কমরেড মাখভের (৪৬ পৃঃ), য়ুঝনি রাবোচি অনুদলের চারটি ভোট এবং দুটি অন্য ভোট। অনতিবিলম্বেই আমরা দেখাব—এই ভাগাভাগিটাকে আকস্মিক বলে কিছুতেই ধরা যায় না। তার আগে সংগঠন কমিটি সংক্রান্ত ঘটনা সম্পর্কে মার্তভের **বর্তমান** মতামতটাকে সংক্ষিপ্তাকারে লক্ষ্য করা যাক। লীগের অধিবেশনে মার্তভ বলেন, "পাভলোভিচ এবং অন্যান্যেরা উত্তেজনা

* আমাদের পার্টিতে এমন লোক আছেন যাঁরা এ শব্দটি শুনলে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন এবং বিতর্কের মাঝে অ-কমরেডসুলভ ·নতির কথা তুলে হৈচৈ করেন। অনুভূতিপ্রবণতার এক আশ্চর্য বিকার বটে.........কারণ.........আনুষ্ঠানিক আদব কায়দার প্রতি খাপছাড়া অনুরাগ! সংগ্রামী দুই পক্ষের মধ্যে যে সব অস্থিরমতি অংশ দুলতে থাকে, তাদের সর্বদাই চিহ্নিত করা হয় এই শব্দ দিয়ে। আভ্যন্তরীন সংগ্রাম কাকে বলে সে কথা জানে অথচ এই শব্দটিকে পরিহার করেছে তেমন একটি রাজনৈতিক পার্টিও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এমন কি যে জার্মানরা তাদের আভ্যন্তরীন সংগ্রামকে সুনির্দিষ্ট ভাবে বাঁধা সীমার মধ্যে রাখতে ভালোভাবেই জানে, তারাও 'ভারসাম্পট্' (জলাভূমি—অনুবাদক) শব্দটি শুনে আহত হন না, আতঙ্ক বোধ করেন না এবং হাস্যকর আনুষ্ঠানিক খুঁতখুতানির পরিচয় দেন না।

ছড়াতে থাকেন।" কংগ্রেসের অন্তবিবরণী খুললেই দেখা যাবে ররবা ও সংগঠন কমিটির বিরুদ্ধে সবচেয়ে তথ্যবহুল, উত্তপ্ত এবং শাণিত বক্তৃতা দিয়েছিলেন স্বয়ং মার্তভ। "দোষটা" এখন পাভলোভিচের উপরে চাপাতে গিয়ে মার্তভ শুধু তাঁর নিজ অস্থিরমতিত্বই প্রকাশ করেছেন। কংগ্রেসের পূর্বে এই পাভলোভিচকেই তিনি সম্পাদক-মণ্ডলীর সপ্তম সভ্য হিসেবে মনোনীত করেন। কংগ্রেসে তিনি পুরোপুরি পাভলোভিচের সঙ্গে একত্রে দাঁড়ান ইগরভের বিরুদ্ধে (৪৪ পৃঃ), কিন্তু পরে পাভলোভিচের কাছে যেই তিনি হেরে গেলেন অমনি "উত্তেজনা ছড়ানো হচ্ছে" বলে অভিযোগ আনতে শুরু করলেন। ব্যাপারটা হাস্যকর।

'ইসক্রার' মাধ্যমে (৫৬ সংখ্যা) মার্তভ খুব একটা বিদ্রূপ করেছেন এই বলে যে 'ক' না 'খ' কাকে আমন্ত্রণ করা হবে যত গুরুত্ব তারই ওপর। কিন্তু এক্ষেত্রেও বিদ্রূপটা ঘুরে গিয়ে মার্তভকেই বিঁধছে, কেননা সংগঠন কমিটি, ঘটিত ঠিক এই ঘটনাটি থেকেই শুরু হয় এই "গুরুত্বপূর্ণ" প্রশ্নের উপর কলহ—'ক' কিংবা 'খ' কাকে কেন্দ্রীয় কমিটি কিংবা কেন্দ্রীয় মুখপত্রে আহ্বান জানান হবে। বিষয়টাকে কাকে নিয়ে—আপনার **নিজস্ব** নিম্নতন অনুদল (পার্টির তুলনায়), না **অন্য কারো** অনুদল—এর উপরে নির্ভর করে দুটি ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ড গ্রহণ করা অশোভন। বিষয়টি সম্পর্কে এটা কোন পার্টিগত দৃষ্টিভঙ্গি নয়—একেবারে কূপমণ্ডুপ-সুলভ চক্রগত দৃষ্টিভঙ্গি। লীগের সভায় প্রদত্ত মার্তভের বক্তৃতার (৫৭ পৃঃ) সঙ্গে কংগ্রেসে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতার (৪৪ পৃঃ) একটা সহজ তুলনা করলেই তা প্রমাণিত হবে। লীগের বক্তৃতার মধ্যে প্রসঙ্গত মার্তভ বলেছেন—"ইসক্রাপন্থী বলে নিজেদের ঘোষণা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে অথচ একই সময়ে 'ইসক্রাপন্থী' হয়ে উঠতে কেন যে লোকে লজ্জা পাচ্ছে, তা আমি বুঝি না।" কথা আর কাজের মধ্যে—

'মুখে ঘোষণা করা' ও কাযত 'হওয়ার' মধ্যে তফাতটা বুঝতে না পারা আশ্চর্যের বটে। কংগ্রেসে স্বয়ং মার্তভই **নিজেকে** আবশ্যিক জোট বাঁধার বিরোধী বলে **ঘোষণা করেছিলেন,** কিন্তু কংগ্রেসের পরে তিনিই **হয়ে উঠলেন** এই রকম আবশ্যিক জোটেরই একজন সমর্থক............

[ঘ] য়ুঝনি রাবোচি অনুদলটি ভেঙে দেওয়ার প্রশ্ন

সংগঠন কমিটির প্রশ্নে প্রতিনিধিদের মধ্যে যে ভাগাভাগি দেখা গিয়েছিল তা হয়ত অনেকের কাছে একটা আকস্মিক ঘটনা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তা যদি হয় তবে ভুল হবে। এ ভুল দূর করার জন্যে আপাতত কালানুক্রমিক ভাবে না এগিয়ে অন্য আর একটি ঘটনা পরীক্ষা করা যাক। এ ঘটনাটি কংগ্রেসের শেষ দিকেই ঘটেছিল বটে, কিন্তু পূর্বোক্ত ঘটনার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ঘটনাটা হল 'য়ুঝনি রাবোচি' অনুদলটা ভেঙে দেওয়া নিয়ে। পার্টির সমস্ত শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ করা এবং এদের বিভক্ত করে দিচ্ছে যে বিশৃঙ্খলা তা দূর করা—'ইসক্রার এই সাংগঠনিক নীতির সঙ্গে এখানে **একটি** অনুদলের স্বার্থ নিয়ে সংঘাত বাধে। যখন সত্যিকারের কোন পার্টি ছিল না, তখন অনুদলটি প্রয়োজনীয় কাজ করলেও বর্তমানে যখন আজ সমস্ত কাজ কেন্দ্রীভূত করা হচ্ছে তখন এর প্রয়োজন আর নেই। চক্রগত স্বার্থের দিক থেকে, "ধারাবাহিকত রক্ষা" ও অলঙ্ঘনীয়তার দাবি পুরানো 'ইসক্রার' সম্পাদকমণ্ডলী যতটা করতে পারেন, 'য়ুঝনি রাবোচি' অনুদলের দাবি তার চেয়ে কম নয়। কিন্তু পার্টি স্বার্থের দিক থেকে দেখলে "উপযুক্ত পার্টি সংগঠনাদির" হাতেই এ অনুদলের

শক্তি-সম্পদ তুলে দেওয়া উচিত (৩১৩ পৃঃ, কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের শেষাংশ)। নিজেদের ভেঙে দিতে পুরানো ইসক্রার সম্পাদক-মণ্ডলীর যতটা অনিচ্ছা তার চেয়ে কম অনিচ্ছুক নয় এমন একটি প্রয়োজনীয় অনুদলকে ভেঙে দেওয়া চক্রস্বার্থ ও 'আত্মম্ভরী কূপমণ্ডুকতার' দিক থেকে যে একটি "ফ্যাসাদে ব্যাপার" (কমরেড স্থিউৎস ও কমরেড রুসভ্ কথাটা ব্যবহার করেছেন) বলে ঠেকবে, তাতে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু পার্টি স্বার্থের দিক থেকে এটিকে ভেঙে দেওয়া, পার্টির মধ্যে তার 'দ্রবীভবন' (গুসেভের কথানুসারে) অবশ্য প্রয়োজনীয়। 'য়ুঝনি রাবোচি' অনুদল স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দেয় যে নিজেদের ভেঙে দেওয়া হল এ ঘোষণা করার "প্রয়োজন আছে বলে তারা মনে করেন না"; তারা দাবি করেন, "কংগ্রেস তার সুস্পষ্ট মত ঘোষণা করুক" এবং সে ঘোষণা হোক "অবিলম্বে, হাঁ কিংবা না।" 'য়ুঝনি রাবোচি' অনুদল খোলাখুলি ঠিক সেই রকম একটা "ধারাবাহিকতাই" দাবি করেছিল, পুরনো ইসক্রার সম্পাদকমণ্ডলী যা দাবি করতে শুরু করেছেন······তাদের ভেঙে দেওয়ার পরে! কমরেড ইগরভ বলেন, "যদিও আমরা ব্যক্তিগতভাবে সকলেই একটি ঐক্য-বদ্ধ পার্টির সভ্য তবু এ পার্টি হল এমন কতগুলি সংগঠন দিয়ে গড়া যাদের গণ্য করতে হবে **"ঐতিহাসিক সত্তা"** হিসেবে।······ এই ধরনের কোন সংগঠন যদি **পার্টির স্বার্থের বিরোধী না হয় তবে তাকে ভেঙে দেওয়ার কোন দরকার নেই**।"

সুতরাং রীতিমত সুনির্দিষ্ট আকারেই একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতির প্রশ্ন উত্থাপিত হল। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজ নিজ চক্র-স্বার্থ সামনে এসে পড়ছে ততক্ষণ পর্যন্ত 'ইসক্রাপন্থীদের' সকলেই অস্থিরমতি অংশগুলির বিরুদ্ধে সুদৃঢ় মত প্রকাশ করে (বুন্দিস্টরা আর 'রাবোচেয়ে দিয়েলো-পন্থীদের দুই জন এর আগেই কংগ্রেস ত্যাগ করে গিয়েছিল। থাকলে

তারা নিশ্চয়ই "ঐতিহাসিক সত্তাগুলির" স্বপক্ষে সানন্দে এসে দাঁড়াত)। ভোটের ফলাফল হল **একত্রিশজন স্বপক্ষে,** পাঁচজন বিপক্ষে এবং পাঁচজন নিরপেক্ষ (য়ুঝনি রাবোচি গ্রুপের সদস্যদের চারটি ভোট এবং বাকিটি খুব সম্ভব বাইলভের—তাব পূর্বতন ঘোষণাদি থেকে যতদূর আন্দাজ করা যায়, ৩০৮ পৃঃ)। এখানে খুব স্পষ্ট করেই দেখা যাচ্ছে যে 'ইসক্রার' সুসঙ্গত সাংগঠনিক পরিকল্পনার বিরুদ্ধতা করে এবং পার্টি নীতির পরিবর্তে চক্রনীতিকে সমর্থন করে **দশটি ভোটের** এক জোট বাঁধা হয়েছে। বিতর্কের সময় ইসক্রাপন্থীরা সরাসরি নীতির দিক থেকেই প্রশ্নটি উত্থাপন করেন (লাঙ্গের বক্তৃতা দেখুন, ৩১৫ পৃঃ) তারা অনৈক্য ও শৌখিনতার ('এ্যামেচারিশনেস') বিরোধিতা করেন, বিশেষ কোন সংগঠনের 'সহানুভূতি' আছে কিনা তাতে কান দিতে চান নি, এবং সোজাসুজি ঘোষণা করেন, "য়ুঝনি রাবোচি" কমরেডরা যদি পূর্বেই, বছর দুয়েক আগে থেকেই, আরো কঠোর-ভাবে নীতিটি মান্য করে আসতেন, তাহলে পার্টির ঐক্যসাধন এবং কর্মসূচীর যে নীতি আমরা এখানে মঞ্জুর করলাম তার জয়লাভ আগেই সম্ভব হত।" অরলভ, গুসেভ, লিয়াদভ্, মুরাভিয়ভ্, রুসভ, পাভলোভিচ, গ্লেবভ্, ও গোবিন এই একই সুরে কথা বলেন। য়ুঝনি রাবোচি এবং মাখভ প্রভৃতির 'লাইন' ও কর্মধারার নীতি-হীনতার প্রতি কংগ্রেসে বারংবার যে এই ধরনের সুনির্দিষ্ট উল্লেখ করা হল, তাতে কোনো প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, মতপার্থক্যের অবকাশ রাখা তো দূরের কথা, বরং 'সংখ্যালঘু' ইসক্রাপন্থীরা দ্যিউৎসের বক্তৃতা মারফত সাগ্রহেই উপরি-উক্ত মতামতের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন, 'বিশৃঙ্খলার' নিন্দা করেন এবং 'প্রশ্নটির খোলাখুলি একটা বিবৃতিকেই' অভিনন্দন জানান (৩১৫ পৃঃ), যদিও এ খোলাখুলি বিবৃতিটা কিন্তু দাখিল করেছিলেন সেই একই কমরেড রুসভ যিনি

ঐ একই অধিবেশনে পুরনো সম্পাদকমণ্ডলীর প্রশ্নটিকেও (হায় কী ভয়ানক!) পার্টিভিত্তিতে "খোলাখুলি উপস্থিত" করার স্পর্ধা দেখিয়েছেন (৩২৫ পৃঃ)।

ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাবে যুঝানি রাবোচি যে কি নিদারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে অনুবিবরণীতে তারও কিছু কিছু পরিচয় আছে (এ কথা ভুললে চলবে না যে অনুবিবরণী থেকে বিতর্কের শুধু একটা বিবর্ণ প্রতিফলন পাওয়াই সম্ভব কারণ তাতে পুরো বক্তৃতাগুলো থাকে না, থাকে শুধু অতি সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ এবং বিচ্ছিন্ন অংশ বিশেষ)। "যুঝানি রাবোচি" অনুদলের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে 'রাবোচায়া মিজল' (৯) অনুদলের এতটুকু কোন উল্লেখ করা মাত্র কমরেড ইগরভ "মিথ্যা কথা" বলে চিৎকার করে ওঠেন—কংগ্রেসে সুসমঞ্জস অর্থনীতি-বাদের, তার প্রতি কি ধরনের মনোভাব চালু ছিল তারই এ একটি বিশিষ্ট নমুনা বটে। এমন কি অনেক পরেও ৩৭তম অধিবেশনেও যুঝানি রাবোচি অনুদলটিকে ভেঙে দেওয়ার কথা বলতে গিয়ে ইগরভ চূড়ান্ত ঝাঁজ প্রকাশ করেন (পৃঃ ৩৫৬)। তাঁর অনুরোধ ছিল যেন অনুবিবরণীতে এ কথা লিপিবদ্ধ করা হয় যে 'যুঝানি রাবোচি' অনু-দলটি সম্পর্কে আলোচনার সময় পুস্তক প্রকাশ তহবিল কিংবা কেন্দ্রীয় মুখপত্র ও কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক তাদের নিয়ন্ত্রণের কোনো কথা এ অনুদলের সদস্যদের জিজ্ঞাসা করা হয় নি। 'যুঝানি রাবোচি' অনুদল সম্পর্কে আলোচনার সময় কমরেড পপভ এমন ইঙ্গিত করেন যেন সংখ্যাগুরুদের একটি অটুট অংশের এ অনুদলটির ভাগ্য আগে থেকেই স্থির হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন "**কমরেড গুসেভ ও অরলভের বক্তৃতার পর এখন সবকিছুই পরিষ্কার হয়ে গেল।**" (৩১৬ পৃঃ)। এ কথার মানে সোজা—ইসক্রাপন্থীরা তাদের মতামত বিবৃত ও প্রস্তাব পেশ করার পর এখন সবকিছু পরিষ্কার অর্থাৎ ইচ্ছার

বিরুদ্ধেই 'য়ুঝনি রাবোচি' অনুদলটিকে ভেঙে দেওয়া হবে। এখানে সাংগঠনিক নীতিতে বিভিন্ন 'লাইনের' প্রতিনিধি হিসাবে 'ইসক্রা-পন্থীদের থেকে (তাতে আবার গুসেভ ও অরলভের মত ইসক্রাপন্থী) তাঁর নিজ অনুগামীদের তফাত করে নিয়েছেন। বর্তমানের ইসক্রা তাই যখন বোঝাতে চায় যে য়ুঝনি রাবোচি অনুদলটি (এবং খুব সম্ভব মাখভও বটেন ?) হল 'প্রতিনিধিস্থানীয় ইসক্রাপন্থী' তখন শুধু এইটেই প্রমাণ হয় যে নতুন সম্পাদকমণ্ডলী কংগ্রেসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ (এই অনুদলের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে) ঘটনাগুলি ভুলে গেছেন এবং যে সমস্ত অংশ দিয়ে তথাকথিত "সংখ্যালঘু" দলটি গঠিত হয়েছে তাদের সন্ধান করার মতো সমস্ত পদচিহ্ন মুছে দেবার জন্যেই ব্যস্ত।

দুর্ভাগ্যবশত কংগ্রেসে জনপ্রিয় পত্রিকার প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় নি। কিন্তু কংগ্রেসের আগে এবং কংগ্রেস চলা কালে অধিবেশনের বাইরেও সমস্ত ইসক্রাপন্থীই এ প্রশ্ন নিয়ে সাগ্রহে আলোচনা করেছেন। তাঁরা এই ঠিক করেন পার্টি জীবনের বর্তমান মুহূর্তে এমন কোনো পত্রিকা প্রকাশ, অথবা চালু কোনো পত্রিকাকে নিয়ে এই ধরনের জনপ্রিয় পত্রিকাতে রূপান্তরিত করা হবে ভয়ানক অযৌক্তিক। ইসক্রাবিরোধীরা কংগ্রেসে উল্টো মত পোষণ করেছিল। 'য়ুঝনি রাবোচি' অনুদলটিও তাদের রিপোর্টে একই মত প্রকাশ করেন। দশটি সই জুটিয়ে এ মর্মে যে কোন প্রস্তাব পেশ করা হল না সেটি হয় আকস্মিক, নয় শুধু এই অনিচ্ছার জন্যে যে এ প্রস্তাব মঞ্জুরির 'কোন আশা নেই'।

[ঙ] ভাষার সমাধিকার সংক্রান্ত ঘটনাটি

কংগ্রেস অধিবেশনের ক্রমিক পর্যায়ে এবার ফিরে আসা যাক। ইতিমধ্যে সুনিশ্চিত হওয়া গেছে যে এমন-কি কংগ্রেসে নির্ধারিত

বিষয়গুলির আলোচনা শুরু হবার আগেই ইসক্রাবিরোধীদের একটি সুনির্দিষ্ট অনুদলের অস্তিত্ব পরিষ্কারভাবেই প্রকাশ হয়ে পড়ে (আটটি ভোট) এবং শুধু তাই নয়, মধ্যপন্থী অস্থিরমতি অংশের এমন একটি অনুদলের অস্তিত্বও বের হয়ে পড়ে যাঁরা ইসক্রাপন্থী বিরোধী আটটি ভোটকে সমর্থন করতে এবং বিরোধী ভোটসংখ্যা ষোলো কি আঠারোতে বাড়িয়ে তুলতেও প্রস্তুত।

পার্টিতে বুন্দের স্থান সম্পর্কে কংগ্রেসে যে একটি চূড়ান্ত রকমের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয় তা পরিণত হয় মাত্র একটা নীতি-নির্ণয়ের সমস্যায়। সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা না হওয়া পর্যন্ত তার কার্যকরী সমাধানটা মুলতুবীই থাকে। কংগ্রেসের পূর্বে প্রকাশিত পুস্তকাদিতে এই বিষয়সংক্রান্ত প্রশ্নে যথেষ্ট জায়গাই নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে তুলনায় কংগ্রেসে আলোচনার মধ্যে নতুন কথা বিশেষ কিছু ওঠে নি। যাই হোক, বলে রাখা দরকার যে রাবোচেয়ে দিয়েলো সমর্থকেরা (মার্তিনভ, আকিমভ, ও ব্রুকেয়ার) মার্তভের প্রস্তাবে সায় দিলেও একটা আপত্তি তুলে রাখেন যে প্রস্তাবের অসম্পূর্ণতা তাঁরা অনুভব করছেন, এ প্রস্তাব থেকে অনুসৃত সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাঁদের মতবিরোধ আছে (৬৯, ৭৩, ৮৩ ও ৮৬ পৃঃ)।

বুন্দের স্থান সম্পর্কে আলোচনার পর কংগ্রেসে কর্মসূচীর (প্রোগ্রাম) আলোচনা শুরু হয়। বিশেষ বিশেষ এমন কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাবের ওপরেই আলোচনা মোটের ওপর কেন্দ্রীভূত হয় যাদের তাৎপর্য অল্প। একমাত্র কমরেড মার্তিনভের বক্তৃতাতে নীতিগত প্রশ্ন নিয়ে ইসক্রাবিরোধীদের বিরোধিতার একটি প্রকাশ দেখা যায়। স্বতস্ফূর্ততা ও চেতনার কুখ্যাত প্রশ্নটি উপস্থিত করার প্রসঙ্গ নিয়ে মার্তিনভ আক্রমণ শুরু করেন। বুন্দিস্ট ও রাবোচেয়ে দিয়েলো-পন্থীদের প্রত্যেকেই যে তাঁকে সমর্থন করেন তা বলাই বাহুল্য। তাঁর আপত্তির

অযৌক্তিকতা যাঁরা যাঁরা দেখিয়ে দেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মার্তভ এবং প্লেখানভ। কৌতূহলের ব্যাপার এই যে এখানে কিন্তু 'ইসক্রা' সম্পাদকমণ্ডলী (স্পষ্টই পুনর্বিবেচনার পরে) মার্তিনভেরই পক্ষে চলে গিয়েছেন এবং এমন সব কথা বলছেন যা তাঁদের কংগ্রেস-কালীন বক্তব্যের একেবারে বিপরীত! "অব্যাহত অস্তিত্বের" নীতি অনুসারেই যে এটি ঘটেছে তাতে সন্দেহ কি।...আমাদের অবশ্য সবুর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই—সম্পাদকমণ্ডলী না হয় আগে নিজেরা সমস্ত প্রশ্ন সম্পর্কে পরিষ্কার হয়ে নিন তারপর আমাদের বোঝান ঠিক কোন কোন ক্ষেত্রে মার্তিনভের সঙ্গে তাঁদের মত কতদূর পর্যন্ত মিলতে শুরু করেছে এবং ঠিক কবে থেকে। ইতিমধ্যে আমাদের প্রশ্ন শুধু এই: এ রকম **পার্টি** পত্রিকার কথা কি কেউ কখনো শুনছেন যার সম্পাদক-মণ্ডলী কংগ্রেসের মধ্যে এক কথা বলেন আর কংগ্রেসের পরেই বলেন ঠিক তার বিপরীত কথা?

কেন্দ্রীয় মুখপত্র হিসেবে ইসক্রাকে গ্রহণ করা নিয়ে যে কলহ বাধে (আগেই আমরা তার কথা বলেছি) এবং নিয়মাবলী নিয়ে যে বিতর্কের সূত্রপাত হয় (নিয়মাবলী সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনার সময়েই তার পর্যালোচনার বেশি সুবিধা)—এই দুটি বিষয় বাদ দিয়ে এবার নেওয়া যাক কর্মসূচী সংক্রান্ত আলোচনাটি। এই প্রসঙ্গে নীতির যে বিভিন্নতা দেখা দেয় আমরা তারই পর্যালোচনা করব। প্রথমে নেব ছোটো কিন্তু খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি ঘটনা—আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে বিতর্ক। যুঝনি রাবোচি অনুদলের কমরেড ইগরভ এই বিষয়টিকে কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। এবং জানান এমনভাবে যে পোসাদভস্কি (সংখ্যালঘু পক্ষের একজন ইসক্রাপন্থী) 'মতের গুরুতর পার্থক্য' সম্পর্কে তাদের একটি উচিত কথা শুনিয়ে দেন। কমরেড পোসাদভস্কি বলেন, **"আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মনীতি (পলিসি)**

কতকগুলি মৌলিক গণতান্ত্রিক নীতির অধীন রাখা হবে এবং এ নীতিগুলির উপরেই চূড়ান্ত মূল্য আরোপ করা হবে, নাকি সমস্ত গণতান্ত্রিক নীতিই হবে একান্তভাবে পার্টির স্বার্থাধীন—এই মূল প্রশ্নে যে আমাদের মতবিরোধ রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি সুনিশ্চিত ভাবেই শেষেবটির পক্ষে।” প্লেখানভ “পুরোপুরি” পোসাদভস্কির ‘পক্ষে দাঁড়ান’ এমন-কি “গণতান্ত্রিক নীতিগুলিকে চূড়ান্ত মূল্য” দেওয়া এবং সেগুলিকে “অমূর্ত” ভাবে গণ্য করার বিরুদ্ধে আরো সুনির্দিষ্ট ও তীব্র ভাষায় তাঁর আপত্তি জানান। তিনি বলেন, এটা এমন একটা অবস্থা খুবই সম্ভব বলে কল্পনা করা যায় যে এমন একটি ঘটনা ঘটল যখন সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে আমাদেব সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের আপত্তি করতে হচ্ছে। ইতালীয় বিপাবলিকেব বুর্জোয়ারা একদা অভিজাত (নোব্ল) সম্প্রদায়ের সদস্যদের রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন। উচ্চতন শ্রেণীগুলি একদা যেভাবে সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক অধিকার সঙ্কুচিত কবেছিল, সেই ভাবে বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণীও একদিন উচ্চতন শ্রেণীগুলির অধিকার সঙ্কুচিত করে দিতে পারে। কমবেড প্লেখানভেব বক্তৃতা গৃহীত হয় এক দিকে অভিনন্দন ধ্বনিতে এবং অন্যদিকে শিসের শব্দে। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্য থেকে কে একজন যখন শিস দিতে থাকে, তখন প্লেখানভ তার বিরুদ্ধে আপত্তি করে বলেন, “শিস দেওয়া উচিত নয়” এবং কমরেডদেব অনুরোধ করেন যেন তাঁরা মতামত প্রকাশ করতে দ্বিধা না করেন। কমরেড ইগরভ উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, “এ ধরনের বক্তৃতায় অভিনন্দন জানানো হয়েছে বলেই আমি শিস দিতে বাধ্য।” কমরেড গোল্ডব্লাট্-এর (জনৈক বুন্দ প্রতিনিধি) সঙ্গে একত্রে পোসাদভস্কি ও প্লেখানভের বক্তব্যের বিরোধিতা করেন কমরেড ইগরভ। দুর্ভাগ্যবশত বিতর্কটি শেষ করে দেওয়া হয় এবং বিতর্ক থেকে

যে প্রশ্নটি জেগে উঠেছিল অবিলম্বে তার যবনিকাপাত ঘটে। তাই বলে কমরেড মার্তভ যে বর্তমানে এ ঘটনাটির তাৎপর্য ছোটো করে দেখতে, এমন কি, একেবারে অস্বীকার করতে চাইছেন, তাতে কিন্তু লাভ হবে না। লীগ কংগ্রেসে মার্তভ বলেন, "(প্লেখানভের) এই কথায় কিছু প্রতিনিধি রাগ করেন। লব্ধ জয়কে সুসংহত করার উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাপ্রমুখ রাজনৈতিক অধিকারগুলিকে সর্বহারা শ্রেণী পদদলিত করছে—এমন একটা ভয়াবহ করুণ পরিস্থিতি কল্পনা করা অবশ্য অসম্ভব,—এই কথা কটি কমরেড প্লেখানভ তাঁর বক্তৃতায় জুড়ে দিলেই ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়া যেত………।" (প্লেখানভ : "হায় অদৃষ্ট!" মিনিটস অব দি লীগ—৫৮পৃঃ) কংগ্রেসে "গুরুতর মতভেদ" ও মৌলিক প্রশ্নে" দ্বিধাবিভক্ত মত সম্পর্কে পোসাদভস্কি যে সুনির্দিষ্ট বিবৃতি দেন, এ কথায় সরাসরি তার বিরুদ্ধতা করা হচ্ছে। এই মৌলিক প্রশ্নে ইস্ক্রাবিরোধী 'দক্ষিণ পক্ষ' (গোল্ডব্লাট) এবং কংগ্রেসের 'মধ্য পক্ষে'র (ইগরভ) বিরুদ্ধে সমস্ত ইস্ক্রাপন্থী ভোট দেন। এটি একটি ঘটনা। এবং এ কথা জোরের সঙ্গেই বলা যায় যে যদি 'মধ্য পক্ষ' (নরমপন্থার 'সরকারী' সমর্থকদের কাছে এই শব্দটাই সবচেয়ে কম মর্মান্তিক হবে বলে আমার ধারণা……)—যদি 'মধ্য পক্ষ' এটা কিংবা অনুরূপ কোনো প্রশ্নে 'অসঙ্কোচে' বলার সুযোগ পেতেন (কমরেড ইগরভ অথবা মাখভের মুখ দিয়ে) তবে তৎক্ষণাৎ মতের একটি গুরুতর তফাত ধরা পড়ত।

"ভাষার সমাধিকার" নিয়ে আলোচনায় তফাত আরো স্পষ্ট করেই ধরা পড়েছে (ঐ, ১৭১ পৃঃ)। এই প্রশ্নে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার মতো ঘটনা হল ভোটাভুটির ব্যাপারটা, বিতর্ক ততটা নয়। এ নিয়ে কতোবার ভোট নেওয়া হয় তার গুণতি করলে মিলবে ষোলোর মতো একটা অবিশ্বাস্য সংখ্যা। এতবার ভোটাভুটি

কি নিয়ে? কর্মসূচীতে নবনাবী ইত্যাদি নির্বিশেষে সমস্ত নাগবিকেব এবং **ভাষার** সমাধিকাবেব কথা থাকলেই যথেষ্ট, নাকি "ভাষাব স্বাধীনতা" বা "ভাষাব সমাধিকাব" কথাটি যোগ কবা প্রয়োজন—ভোটাভুটি হয়েছে এই নিয়ে। কমবেড মার্তভ এ ঘটনাটিব স্বরূপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে লীগ কংগ্রেসে মোটামুটি সঠিকভাবেই বলেন, "কর্মসূচীব একটি অংশ কি ভাবে নির্ণীত হবে তা নিয়ে তুচ্ছ একটি বিতর্ক নীতিগত প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল, কেননা দেখা গেল কংগ্রেসেব অধিকাংশই কর্মসূচী কমিশনকে বাতিল কবে দিতে আগ্রহী।" একেবাবে খাঁটি কথা। * বিবোধেব আশু কাবণটা ছিল সত্যি সত্যিই তুচ্ছ, তবু তা হয়ে দাঁড়াল একটি **নীতিগত** প্রশ্ন। আব তাই সে কলহ

* মার্তভ আবো বলেন, 'এই ক্ষেত্রে গাধা নিয়ে প্লেখানভেব বসিকতায় খুব ক্ষতি হয়েছে।' (ভাষাব স্বাধীনতা নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছিল তখন, আমাব ধাবণা একজন বুন্দিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেব উল্লেখ কবাব সময় ঘোড়া-শালেব কথাও বলেন। তাতে প্লেখানভ জোবালো চাপা গলায় টিপ্পনি কাটেন 'ঘোড়াবা কথা কইতে পাবে না বটে তবে গাধাবা মাঝে মাঝে কথা কয়।') এ বসিকতা অবশ্যই আমাব কাছে মৃদু, সহৃদয় সু-কৌশলী বা নমনীয় গোছেব কিছু মনে হয় নি। কিন্তু আশ্চর্য ঠেকছে এই যে যে মার্তভ নিজেই ব্যাপাবটাকে নীতিব প্রশ্ন বলে স্বীকাব কবেন সেই মার্তভ এ কথা স্থিব কবাব জন্যে চেষ্টা মাত্র কবলেন না যে সে নীতিটি কি, কি ধবনেব মতপার্থক্য তাতে প্রকাশিত হল। তাব বদলে তিনি শুধু বসিকতাব ক্ষতিকবতা নিয়ে বক্তৃতা দিতেই ব্যস্ত বইলেন। বাস্তবিকপক্ষে এইটেই হল একটা আমলাতান্ত্রিক ও আনুষ্ঠানিক মনোভাব। সত্যকথা তিক্ত বসিকতায় কংগ্রেসেব খুব ক্ষতি হয়েছে'। আব এ বসিকতা শুধু বুন্দিষ্টদেব বিরুদ্ধেই নিক্ষিপ্ত হয় নি বুন্দিষ্টবা যাদেব মাঝে মাঝে সমর্থন কবছিলেন এমন কি পবাজয় থেকেও বাঁচিয়ে দিচ্ছিলেন, তাঁবাও বাদ যান নি। কিন্তু একবাব যদি স্বীকাব কবা যায় যে ব্যাপাবটা নীতিগত তাহলে কয়েকটা বসিকতা করতে দেওয়া চলে কি না তা নিয়ে কথাব মাবপ্যাঁচ আব কবা যায় না ('লীগ মিনিটস' ৫৮ পৃঃ)।

এমন ভয়ানক তিক্ত রূপ নেয় যে কর্মসূচী-কমিশনকে **"পদচ্যুত"** করার প্রচেষ্টা, **"কংগ্রেসকে বিপথচালিত"** করার অভিসন্ধি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ (ইগরভের সন্দেহ এ অভিসন্ধি নাকি মার্তভের!), চূড়ান্ত রকমের ব্যক্তিগত গালাগালি পর্যন্ত তা গড়ায় (১৭৮ পৃঃ)। তিনটি অধিবেশন জুড়ে (১৬শ, ১৭শ, ১৮শ) "নিতান্ত তুচ্ছ কয়েকটি জিনিস নিয়ে **এমন একটা আবহাওয়ার** সৃষ্টি হল" বলে কমরেড পপভ পর্যন্ত আফশোষ করেন (বড় হরফ আমার: ১৮২ পৃঃ)।

এ সমস্ত উক্তি থেকে খুব সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট আকারেই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বেরিয়ে আসে। সেটি এই: আসলে **আমরা সংখ্যাগুরুতে ও সংখ্যালঘুতে ভাগ হয়ে যাবার অনেক আগেই** 'সন্দেহ' এবং তিক্ততম সংঘাতের (পদচ্যুতি) আবহাওয়াটি গড়ে উঠে ছিল—পরে, লীগ-কংগ্রেসে, যদিও এ সংঘাতের দায় চালান হয়েছিল ইস্ক্রাপন্থী সংখ্যাগুরুদের ঘাড়ে; আমি আবার বলছি, এ হোল অতি তাৎপর্যপূর্ণ এক ঘটনা, মূলগত একটি ঘটনা। কংগ্রেসের শেষে যে সংখ্যাগুরু অংশ সৃষ্টি হয়, এটি না বুঝলে তার কৃত্রিম চরিত্র নিয়ে অনেকের পক্ষেই লঘুচিত্তসুলভ নানা জল্পনা-কল্পনা করা সম্ভব। কমরেড মার্তভের বর্তমান মতে কংগ্রেস-প্রতিনিধিদের দশ ভাগের নয় ভাগই ছিল ইস্ক্রাপন্থী। তাই যদি হয় তবে কেমন করে একটা 'তুচ্ছ', একটা অকিঞ্চিৎকর কারণের উপর এমন একটা বিরোধ জেগে উঠতে পারে, যা হয়ে দাঁড়াল একটা নীতির প্রশ্ন, এবং যা প্রায় কংগ্রেসকর্তৃক নিযুক্ত কমিশনের পদচ্যুতি পর্যন্ত গড়াল, তা কিছুতেই সম্ভাপর বলে ভাবা ও ব্যাখ্যা করা যায় না। "ক্ষতিকর রসিকতা" সম্পর্কে আক্ষেপ ও আফশোস করে এই **ঘটনা**টিকে এড়িয়ে যাওয়া হবে হাস্যকর। 'তীক্ষ্ণ রসিকতার' জন্যে বিরোধ কখনো একটা **নীতির প্রশ্নে** পরিণত হয় না। কংগ্রেসে যে রাজনৈতিক

জোট বাঁধাবাঁধি হয়, তার চরিত্রের জন্যেই **শুধু** এ রকম হতে পারে। ভীষণ উক্তি ও রসিকতার জন্য সংঘাতের উদ্ভব হয় নি। কংগ্রেসে যে রাজনৈতিক জোট বাঁধাবাঁধি হয় তার মধ্যেই ছিল একটা 'স্ববিরোধ" —সংঘাত সৃষ্টির সব কিছু ক্রিয়াই ছিল তার মধ্যে, তার মধ্যেই ছিল একটা আভ্যন্তরীন মতবৈষম্য যা তুচ্ছতম, এমনকি **সবচেয়ে অকিঞ্চিৎকর** কারণ উপলক্ষ্য করেই আপন শক্তিতে ফেটে পড়তে পারে—উক্তি ও রসিকতাগুলি **শুধু** এ রোগের লক্ষণ মাত্র।

অন্যদিকে, আমি কংগ্রেসকে আর একটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেছি। কিছু লোকের মনে আঘাত দিলেও ঘটনাবলীর সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে তাতে দৃঢ় থাকা আমার কর্তব্য বলে আমি মনে করি। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে "অকিঞ্চিৎকর" একটি কারণের ওপর **নীতিগত প্রশ্নে** যে সুতীক্ষ্ণ সংঘাত দেখা দেয়, তাকে স্বচ্ছন্দে ব্যাখ্যা করা যায়, বোঝা যায় তা অনিবার্য। যেহেতু ইস্‌ক্রাপন্থী ও ইস্‌ক্রাবিরোধীদের মধ্যে কংগ্রেসে **সব সময়** একটি লড়াই চলছে, যেহেতু এই দুই পক্ষের মধ্যে রয়েছে অস্থিরমতি অংশগুলি, যেহেতু ইস্‌ক্রা-বিরোধীদের সঙ্গে একত্রে অস্থিরমতি এ অংশগুলির দখলে রয়েছে এক-তৃতীয়াংশ ভোট (আমার একটা আনুমানিক হিসাব মতে ৫১-র মধ্যে ৮+১০=১৮), তাই একথা বোঝা কিছুই অস্বাভাবিক বা অস্পষ্ট নয় যে কোন রকমে যদি **ইস্‌ক্রাপন্থীদের মধ্য থেকে এমনকি ছোটো একটি সংখ্যালঘু অংশকে খসানো যায়** তাহলে ইস্‌ক্রা-বিরোধী ঝোঁকটির জয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয়। তার ফলেই জেগে ওঠে একটা "উন্মাদ" সংগ্রাম। জ্বালা-ধরানো বেমক্কা মন্তব্য ও আক্রমণের জন্য তা হয় নি, হয়েছে রাজনৈতিক জোট বাঁধাবাঁধির জন্য। তীক্ষ্ণ মন্তব্যের ফলে রাজনৈতিক সংঘাতের সৃষ্টি হয় নি, কংগ্রেসে জোট বাঁধাবাঁধির অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক সংঘাতের যে অস্তিত্ব

রয়েছে তার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে তীক্ষ্ণ মন্তব্য ও আক্রমণ। কংগ্রেস এবং তার ফলাফলের রাজনৈতিক তাৎপর্য নিরূপণ করা নিয়ে মার্তভের সঙ্গে আমাদের মতপার্থক্যের মূল কথাটা হল এইখানে।

'সংখ্যাগুরুদের মধ্য থেকে' ইস্ক্রাপন্থীদের একটা ছোট অংশ এসে পড়েছে, সারা কংগ্রেসে এ রকম বড়ো বড়ো ঘটনা ঘটেছে সর্বসমেত তিনবার—ভাষার সমাধিকার, নিয়মাবলীর ১নং ধারা এবং নির্বাচন নিয়ে। এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই দারুণ লড়াই বাধে এবং পরিশেষে তা সৃষ্টি করে সেই গভীর সংকটের যা আজ পার্টিতে বর্তমান। এই সংকট এবং এই লড়াই সম্পর্কে একটা রাজনৈতিক ধারণা পেতে হলে রসিকতা করা চলে কিনা তাই নিয়ে বাক্যবর্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। বিভিন্ন মতের যেসব রাজনৈতিক জোটের মধ্যে কংগ্রেসে সংঘাত দেখা দিয়েছিল তাকে পরীক্ষা করতে হবে। "মতভেদের কারণ নির্ণয়ের দিক থেকে ভাষার সমাধিকার" সংক্রান্ত ব্যাপারটি তাই দ্বিগুণ কৌতূহলজনক, কেননা এইক্ষেত্রে মার্তভ ছিলেন একজন 'ইস্ক্রাপন্থী' (তখনো ছিলেন !) এবং ইস্ক্রাবিরোধী ও মধ্যপন্থীদের সঙ্গে বোধ হয় সবার বেশি লড়াই করেন।

বুন্দিস্টদের নেতা কমরেড লীবেরের সঙ্গে কমরেড মার্তভের বিতর্কের মধ্য দিয়ে সংগ্রামটি শুরু হয়ে যায় (১৭১-৭২ পৃ)। মার্তভের যুক্তি ছিল "সকল নাগরিকের সমাধিকারে"র দাবিটাই যথেষ্ট। তাতে লীবের ভাষার স্বাধীনতা সংক্রান্ত শর্তটি ছেড়ে দিলেন বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব করলেন "ভাষায় সমাধিকার" চাই। লড়াইয়ে কমরেড ইগরভ এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। মার্তভ ঘোষণা করেন, "জাতিগুলির মধ্যে অসাম্য নেই বলে বক্তারা যে জিদ করছেন আর অসাম্যের ব্যাপারটা শুধু ভাষার ঘাড়ে চাপাচ্ছেন" তা ব্যক্তিক-প্রবণতা ছাড়া কিছু নয়। "আসলে প্রশ্নটিকে ঠিক

উল্টোদিক থেকে বিচার করতে হবে। জাতিগুলির মধ্যেই অসাম্যের অস্তিত্ব রয়েছে। তারই একটি প্রকাশ হল এই যে কতকগুলি জাতির মানুষ তাদের মাতৃভাষা ব্যবহার করার অধিকাব থেকে বঞ্চিত (১৭২ পৃঃ)।" মার্তভ তখন একেবারে খাঁটি কথাই বলেছিলেন। লীবেব ও ইগবভ যে ভাবে জিনিসটা বাখতে চাইছিলেন তার নির্ভুলতা নিযে জেদাজেদি কবা এবং জাতিগুলির সমাধিকারের নীতি অনুসরণ করতে আমরা অনিচ্ছুক কিংবা অক্ষম এই কথা প্রমাণ করাব জন্য চূড়ান্ত ভিত্তিহীন প্রচেষ্টাটা সত্যিই এক ধরনেব বাতিক-প্রবণতাই বটে। সত্য কথা বলতে, বাতিক-প্রবণদের মতো তাঁবা লডছিলেন শব্দ নিয়ে, নীতি নিয়ে নয়; পাছে নীতিব কোনো ত্রুটি ঘটে এ আশঙ্কা তাঁদের আচরণের পেছনে ছিলনা, ছিল এই আশঙ্কা—পাছে লোকে কিছু বলে। সংগঠন কমিটি সংক্রান্ত ঘটনাটিতেও আমবা ঠিক এই বকম একটা বিচলিত ভাব দেখেছি (লোকে যদি এ নিযে আমাদের দোষ দেয় তাহলে?)। ঠিক এই ভাবটিই এখানে আমাদেব সমগ্র 'মধ্যপন্থী' অংশেব মধ্যে সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশ পায়। এই 'মধ্যপন্থী' অংশেব আর একজন মুখপাত্র হলেন খনি অঞ্চলের প্রতিনিধি এবং 'যুঝনি বাবোচি' দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ল্‌ভভ্‌ তিনি "মনে করেন যে প্রান্তীয় জেলাগুলি নিয়ে ভাষা দমনের যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কর্মসূচীতে ভাষা সম্পর্কে একটি পয়েন্ট যোগ করা খুব দরকার। তাতে সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা সব রুশীকরণ করে ফেলতে পারে এই সন্দেহের কারণ দূব হবে।" প্রশ্নটির গুরুত্ব সম্পর্কে অপূর্ব এক ব্যাখ্যাই বটে! ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রান্তীয় জেলাগুলির মনে যে সন্দেহের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে তাকে এড়িয়ে চলতে হবে! প্রশ্নটির মূল তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তা একটি কথাও বললেন না, বাতিক-প্রবণতার যে অভিযোগ করা হয়েছে তার

জবাবও দিলেন না, বরং যুক্তির চূড়ান্ত শূন্যতা জাহির করে এবং প্রান্তীয় জেলাগুলি কি বলবে তারই উল্লেখ প্রসঙ্গে কথার মারপ্যাচ করে সে অভিযোগকে পুরোপুরি প্রমাণই করলেন। তাঁকে বলা হল যে তারা যা যা **বলতে পারে** তা সবই হবে **অসত্য**। কিন্তু তা সত্যি কিনা তা বিচার করার বদলে তাঁর জবাব হল, শুধু **"ওরা সন্দেহ করতে পারে।"**

প্রশ্নটিকে **এই রকম ভাবে** উপস্থিত করা এবং তার সঙ্গে এই দাবি করা যে বিষয়টি জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ—এতেও অবশ্য এটা একটা নীতির প্রশ্নে রূপান্তরিত হয় বটে, কিন্তু লীবের, ইগরভ, আর ল্ভভ্‌রা যে নীতিটি দেখতে চান সেটি একেবারেই নয়। কর্মসূচীর সাধারণ ও মূলসূত্রগুলিকে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় প্রয়োগ এবং এই রকম প্রয়োগের উদ্দেশ্যে তাদের বিকশিত করার কাজটিকে কি পার্টির সংগঠন ও সদস্যদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে? নাকি শুধু সন্দেহের ভয়ে কর্মসূচীটিকে তুচ্ছ খুঁটিনাটি, বিশেষ বিশেষ টিপ্পনি, বারম্বার পুনরাবৃত্তি এবং উঠ্‌কো মন্তব্য দিয়ে ভরে তোলা হবে? এইটেই হল এক্ষেত্রের নীতিগত প্রশ্ন। উঠ্‌কো মন্তব্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা কি করে প্রাথমিক গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা সংকোচ করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য ("সন্দেহ") করতে পারেন—এইটেই হল এক্ষেত্রের নীতিগত প্রশ্ন। "ভাষা"র উপর এই সংগ্রাম লক্ষ্য করার সময় আমাদের শুধু মনে হয়েছিল—উঠ্‌কো মন্তব্যের প্রতি এই বাতিকগ্রস্ত আসক্তির হাত থেকে মুক্তি হবে কবে?

বারম্বার যে নামডাকা ভোটের অবতারণা হয় তাতে প্রতিনিধিদের জোট বাঁধাবাঁধির চেহারাটা খুব স্পষ্টই ফুটে বেরোয়। বারবার তিনবার ভোট হয়। প্রত্যেকবারই ইস্‌ক্রাপন্থীদের বিরুদ্ধে 'ইস্‌ক্রা'-বিরোধীরা দাঁড়ায় একেবারে দঙ্গল বেঁধে (৮টি ভোট)। অল্প কিছুটা

তারতম্য ঘটলেও 'মধ্যপন্থীরা'ও গোটাগুটি বিরুদ্ধে যায় (মাখভ, ল্ভভ্, ইগরভ, পপভ, মেদ্‌ভেদিয়েভ, ইভানভ, জারিঅভ, এবং বিয়েলভ—শেষ দুজন প্রথমে দোদুল্যমান অবস্থায় ছিলেন; কখনো ভোট দেননি, কখনো আমাদের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। কেবল তৃতীয় ভোটের সময় তাদের জায়গা সুস্পষ্টভাবেই নির্দিষ্ট হয়ে যায়)। 'ইস্‌ক্রা'পন্থীদের ভেতর থেকে জনকয়েক খসে পড়ে—প্রধানত ককেসীয়রা (ছযটি ভোট সমেত তিনজন)। আর এর ফলেই "বাতিক-প্রবণতার" ধারাটি শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে। উভয় ধারার অনুগামীরাই যখন নিজ নিজ অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে তোলার কাজ সম্পূর্ণ করে এনেছে তখন তৃতীয় ভোটের সময়, ৬টি ভোট সমেত সংখ্যাগুরু 'ইস্‌ক্রা'পন্থীদের থেকে তিনজন ককেসীয় অপর পক্ষে চলে যান, সংখ্যালঘু 'ইস্‌ক্র'াপন্থীদেব মধ্য থেকে দুটি ভোট সমেত দুজন প্রতিনিধি পোসাদভস্কি এবং কস্তিচ্ খসে পড়েন। সংখ্যাগুরু 'ইস্‌ক্রা'পন্থীদের মধ্য থেকে লিন্‌স্কি, স্তেপানভ, আর গরস্কি, এবং সংখ্যালঘু 'ইস্‌ক্রা'পন্থীদের মধ্য থেকে দ্যিউৎস্—এঁবা হয় অপর পক্ষে চলে যান, নয় প্রথম দুটি ভোটের সময় ভোটই দেন নি। **(মোট ৩৩টি ভোটের মধ্য থেকে) আটটি 'ইস্‌ক্রাপন্থী' ভোট খসে যাওয়ার ফলে 'ইস্‌ক্রা'বিরোধী ও অস্থিরমতি অংশগুলির জোটটির সংখ্যাধিক্য ঘটে।** নিয়মাবলীর ১নং ধারা এবং নির্বাচনের সময়েও কংগ্রেসে জোটবাঁধার এই মূল ঘটনাটিরই পুনরাবৃত্তি ঘটে (সে সময় শুধু **অন্যান্য** 'ইস্‌ক্রা'পন্থীও খসে পড়েন, এই মাত্র)। নির্বাচনে যাঁদের হার হয়েছে, তাঁরা যে এখন সে পরাজয়ের **রাজনৈতিক কারণের** প্রতি প্রাণপণে চোখ বুঁজে থাকবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। মতের যে সংঘাত ক্রমশ অস্থিরচিত্ত এবং রাজনৈতিকভাবে মেরুদণ্ডহীন অংশগুলিকে বার করে আনে এবং ক্রমেই ক্ষমাহীনভাবে তাদের পার্টির কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দেয় সে

সংঘাতের **সূত্রপাতটির** প্রতিও যে তাঁরা প্রাণপণে চোখ বুঁজে থাকবেন তাতেও আশ্চর্যের কিছু নেই। ভাষার সমাধিকার সংক্রান্ত ঘটনাটি থেকে এ সংঘাত আমাদের সকলের কাছে আরো বেশি সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে এই কারণে যে সে-সময় কমরেড মার্তভ তখনো আকিমভ ও মাখভের প্রশংসা ও সমর্থন লাভ করে উঠতে পারেন নি।

[চ] কৃষিবিষয়ক কর্মসূচী

'ইস্ক্রা'বিরোধী ও 'মধ্যপন্থী'দের নীতিগত অসঙ্গতির ব্যাপারটা কৃষিবিষয়ক কর্মসূচী সংক্রান্ত বিতর্কেও খুব স্পষ্ট করে বেরিয়ে আসে। এ বিতর্কে কংগ্রেসের অনেকখানি সময় যায়। ("মিনিটস", ১৯০-২২৬ পৃঃ)। খুবই কৌতূহলোদ্দীপক কয়েকটি প্রশ্নও এই বিতর্কের মধ্যে উঠে পড়ে। স্বভাবতই কর্মসূচীর বিরুদ্ধে আক্রমণ সুরু করেন কমরেড মার্তিনভ (লীবের ও ইগরভের কয়েকটি ছোটোখাটো মন্তব্যের পর)। "এই বিশেষ ঐতিহাসিক অন্যায়টির" (১০) সংশোধন সম্পর্কে তিনি তার পুরনো যুক্তিগুলিকেই হাজির করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে আমরা পরোক্ষে "অন্যান্য ঐতিহাসিক অন্যায়গুলিকে সমর্থন" করছি, ইত্যাদি। কমরেড ইগরভও তাঁর পক্ষ নিয়ে বলেন, যে তাঁর কাছে "এমন কি এ-কর্মসূচীর তাৎপর্যটা পর্যন্ত অস্পষ্ট। এ কর্মসূচী কি আমাদের জন্য, অর্থাৎ আমরা যা চাই, এ কর্মসূচী কি তাকেই সংজ্ঞাবদ্ধ করবে? না কি আমরা চাই এ কর্মসূচী হবে জনপ্রিয়?" (!?!?) "কমরেড ইগরভ যা বলেছেন", কমরেড লীবেরও "তাই বলতে চান"। কমরেড মাখভ তাঁর স্বভাবসুলভ বাগাড়ম্বরের সঙ্গে বক্তৃতা দেন ও বলেন "প্রস্তাবিত কর্মসূচীটির অর্থ কি এবং তার লক্ষ্যই বা কি তা অধিকাংশ (?) বক্তা একেবারেই বোঝেননি।" বোঝাই যাচ্ছে যে প্রস্তাবিত কর্মসূচীটিকে "সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক কৃষিকর্মসূচী বলে গণ্য করা

প্রায় চলেই না।” “ঐতিহাসিক অন্যায় সংশোধন করার নামে একধরনের খেলার আভাসই”…এথেকে পাওয়া যাচ্ছে। এব মধ্যে “বাগাড়ম্বব ও হঠকারিতার একটা ঝোঁক রয়েছে।” এইসব জ্ঞানগর্ভ উক্তির তত্ত্বগত দোহাই হিসেবে যা পেশ কবা হচ্ছে, তা হল বিকৃত মার্কস্‌বাদের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক এক ধরনের অতিসরলীকরণ ও সঙের কেত্তন। বলা হল ‘ইস্‌ক্রা’পন্থীদের “ধারণা কৃষকেবা বুঝি একটা অখণ্ড জনসমষ্টি। কিন্তু যেহেতু বহুপূর্বেই (?) কৃষক সম্প্রদায় শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভাগ হয়ে গেছে, তাই শুধু একটি কর্মসূচী সামনে রাখার ফলে সমগ্র কর্মসূচীটি অনিবার্যভাবেই বাগাড়ম্বরপূর্ণ হয়ে পড়বে এবং একে কাজে পরিণত কবতে গেলে তার ভবিষ্যৎ হবে অনিশ্চিত।” (২০২ পৃঃ)। সোশ্যাল ডেমোক্রাটদেব অনেকে ‘ইস্‌ক্রা’কে স্বীকার কবতে বাজী (যেমন মাখভ স্বয়ং) কিন্তু তার দৃষ্টিভঙ্গি, তার তত্ত্বগত ও রণনীতিগত মতবাদটি হৃদয়ঙ্গম করতে একেবাবেই অপারগ। আমাদের কৃষি-কর্মসূচীটিতে কেন তাঁবা সায দেননি তার আসল কারণটা এক্ষেত্রে কমবেড মাখভ “উদ্‌গীবণ” কবে ফেলেছেন। বিশেষ বিশেষ প্রশ্নে মতভেদেব দরুন যে এই কর্মসূচী হৃদয়ঙ্গম করতে পাবা যায়নি বা এখনো যাচ্ছে না, তা নয। বর্তমান রাশিয়ার কৃষি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মতো একটি জটিল ও বিচিত্র একটি বিষয়ে বিকৃত মার্কসবাদের প্রয়োগটাই হল তাব মূল কারণ। এবং বিকৃত মাকর্সবাদেব এই দৃষ্টিভঙ্গিব জমিতেই ‘ইস্‌ক্রা’-বিরোধী (লীবের ও মার্তিনভ) ও ‘মধ্যপন্থী’ নেতৃবৃন্দের মধ্যে (লীবের ও মাখভ) অনতিবিলম্বেই একটা মিলনের ভিত্তি রচিত হয়ে যায়। ‘য়ুঝনি রাবোচি’ এবং তার দিকে ঝুঁকে-আসা জোট ও চক্রগুলির বৈশিষ্ট্যসূচক একটি ঝোঁককেও কমরেড ইগবভ খোলাখুলি প্রকাশ করেছেন—সেটি হল, কৃষক আন্দোলনের গুরুত্ব না বোঝা, এই

কথা না বুঝতে পারা যে প্রথম কৃষকবিদ্রোহের* বিখ্যাত ঘটনাবলীর সময় সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের যা দুর্বলতা তা এগুলিকে বড়ো করে দেখার মধ্যে ছিল না, উল্টো, এ দুর্বলতা ছিল এগুলিকে ছোটো করে দেখার (এবং এ বিদ্রোহকে ব্যবহার করার মতো শক্তির অভাবের) মধ্যে। কমরেড ইগরভ বলেন, "কৃষক আন্দোলন নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলী যে মত্ততা শুরু করেছেন তাতে যোগ দেবার ইচ্ছে আমার নেই। কৃষক বিক্ষোভের সময় থেকে এ মত্ততা অনেক সোশ্যাল ডেমোক্রাটের মধ্যেই সংক্রামিত হয়েছে।" দুর্ভাগ্যবশত, সম্পাদকমণ্ডলীর এ মত্ততা ঠিক কোন জিনিসটিতে প্রকাশ পেয়েছে, কমরেড ইগরভ কিন্তু তা কষ্ট করে কংগ্রেসকে জানাননি। 'ইস্ক্রায়' প্রকাশিত হয়েছে এমন কোনো জিনিস সম্পর্কে কোন বিশেষ উল্লেখ করার কষ্টটুকুও তিনি করেননি। তার ওপর তিনি একথাও ভুলে গেলেন যে কৃষক বিক্ষোভের **অনেক** আগেই, 'ইস্ক্রার তৃতীয় সংখ্যার (১১) মধ্যেই, কর্মসূচীর সমস্ত মূল পয়েন্টই রচিত হয়ে যায়। যাঁদের কাছে 'ইস্ক্রা'র স্বীকৃতিটা নিতান্ত মৌখিক ব্যাপার মাত্র নয়, এ কাগজটির তত্ত্বগত ও রণকৌশলগত নীতিগুলির প্রতি তাঁরা আরো একটু মনোযোগ দিলে ক্ষতি হত না!

"না, চাষীদের মধ্যে আমাদের বিশেষ কিছু করার নেই!"—কমরেড ইগরভ ঘোষণা করে বসেন, আর তারপর ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন যে এ ঘোষণা বিশেষ একটা কোনো "মত্ততার" বিরুদ্ধে নয়, আমাদের সমগ্র মতবাদের বিরুদ্ধেই এ একটা অস্বীকৃতি। "এর অর্থ আমাদের শ্লোগান একটি হঠকারী শ্লোগানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না।" সবকিছুকেই শুধু কয়েকটি দলীয়

* ১৯০২ সালে ভলগা ও উক্রেইন অঞ্চলে যে কৃষক-বিদ্রোহ ফেটে পড়েছিল, এখানে তারই উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোগানের মধ্যে "প্রতিযোগিতায়" পরিণত করার নীতিভ্রষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে খুবই বৈশিষ্ট্যসূচক একটি সিদ্ধান্ত বটে! তাও আবার, এসিদ্ধান্তের আগে এ সম্পর্কে প্রদত্ত তত্ত্বগত ব্যাখ্যা শুনে বক্তা কিন্তু 'সন্তোষই' প্রকাশ করেছিলেন। এ ব্যাখ্যায বলা হয়েছিল, সাময়িক অসাফল্যে ক্ষান্ত না হয়ে আমরা আমাদের আন্দোলনে স্থায়ী সাফল্যের জন্য চেষ্টা করছি আর কর্মসূচীর পেছনে একটা দৃঢ় তত্ত্বগত ভিত্তি ছাড়া স্থায়ী সাফল্য (সাময়িক "প্রতিযোগীদের" কোলাহল সত্ত্বেও) সম্ভব নয় (১৯৬ পৃঃ)। "সন্তুষ্টির" প্রতিশ্রুতির ঠিক পরেই পুরাতন অর্থনীতিবাদ থেকে ধার করা বিকৃত ধারণাগুলির এই পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে কী নির্বুদ্ধিতাই না প্রকাশ পেয়েছে। এ ধারণার ফলে শুধু কৃষি-সমস্যাই না—অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের সমগ্র কর্মসূচী ও রণনীতিও নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে শুধু "শ্লোগানের প্রতিযোগিতা" দিয়ে। কমরেড ইগরভ বলেন, "অট্রেজকির* যে অংশটা ধনী চাষীর হাতে রয়েছে তাব পরিমাণ কম নয়। এই অট্রেজকির জন্যে ধনীচাষীদেব সঙ্গে একত্রে দাঁড়িয়ে লড়াই করাতে ক্ষেতমজুবদের উৎসাহিত করা যাবে না।"

আমাদের সুবিধাবাদী অর্থনীতিবাদের বক্তব্য ছিল এই যে সর্বহারা শ্রেণীকে তেমন একটা জিনিসের জন্য সংগ্রামে "উদ্বুদ্ধ" করা অসম্ভব, যেটা ইতিমধ্যেই নাতিক্ষুদ্র পরিমাণে বুর্জোয়াদের হাতে রয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে আরো বেশি পরিমাণেই তাদের হাতে এসে যাবে। এখানে আবার পাওয়া যাচ্ছে নিঃসন্দেহে এরই অনুরূপ আর একটি অতিসরলীকরণ। আবার পাওয়া যাচ্ছে ঠিক তেমনি একটা বিকৃত সিদ্ধান্ত যা ধনীচাষী ও ক্ষেতমজুরের মধ্যেকার সাধারণ পুঁজিবাদী

* ১৮৬১ সালে ভূমিদাসপ্রথা বিলোপের সময় কৃষকদের জমির যে সমস্ত অংশ জমিদাররা হস্তগত করেছিল সেগুলো অট্রেজকি নামে পরিচিত।

সম্পর্কের রুশীয় বৈশিষ্ট্যের কথা ভুলে গেছে। অট্রেজকি হল বর্তমানে একটি পীড়নমূলক ব্যবস্থা, **ক্ষেত মজুররা**ও তাতে সত্যি সত্যিই নিপীড়িত হচ্ছে। এ বন্ধন দশা থেকে মুক্তির জন্য তাকে "উদ্বুদ্ধ" করার প্রয়োজন হয় না। "উদ্বুদ্ধ করার" প্রয়োজন হয় শুধু কিছু বুদ্ধিজীবীর ক্ষেত্রেই। তাঁদেরই উৎসাহিত করতে হয় তাদের সম্মুখস্থ কর্তব্য সম্পর্কে ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার জন্য, বিশেষ একটি অবস্থা বিবেচনা করার সময় গৎবাঁধা সূত্রের ব্যবহার পরিত্যাগ করার জন্য, যে ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ফলে আমাদের লক্ষ্যে জটিলতা বাড়ছে এবং তাকে সংস্কার করে নিতে হচ্ছে, তার হিসেব করার জন্য। এইসব বিরুদ্ধবাদী যে আমাদের কৃষিমজুরদের জীবনের প্রকৃত অবস্থাটা বিস্মৃত হচ্ছেন, তার একমাত্র কারণ হল একটি কুসংস্কার—বুঝি মুজিকরা নির্বোধ। কমরেড মার্তভ যে বলেন, (২০২ পৃ) এ কুসংস্কারটিকে কমরেড মাখভ প্রমুখ কৃষিকর্মসূচী-বিরোধীদের বক্তৃতায় লক্ষ্য করা গেছে, তা ঠিক।

"মধ্যপন্থার" মুখপাত্ররা প্রশ্নটিকে জলবৎ তরলং করে একেবারে নিছক মজুর-মালিক সংঘাতে টেনে আনলেন এবং সচরাচর তাঁরা যা করেন, তাই করে চেষ্টা করতে লাগলেন নিজেদের সঙ্কীর্ণতাকে মুজিকের উপর চাপিয়ে দিতে। কমরেড মাখভ বলেন, "আপন শ্রেণী-দৃষ্টির সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে মুজিক একটি চতুর ব্যক্তি বটে। এই কথা মনে করি বলেই আমার বিশ্বাস, সে জমিদখল ও বণ্টনের পেটিবুর্জোয়া আদর্শের পক্ষে দাঁড়াবে।" স্পষ্টতই এখানে দুটি জিনিস গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে: মুজিকের শ্রেণীদৃষ্টিটাকে পেটিবুর্জোয়া বলে বর্ণনা করা এবং সে দৃষ্টিকে **সীমাবদ্ধ করে রাখা**, 'সংকীর্ণ পরিধির' মধ্যে **তাকে** টেনে নামানো। ইগরভ আর মাখভদের ভুলটাই হল ঠিক এই টেনে নামানোর মধ্যে (ঠিক যেমন সর্বহারার মনোভাবকে 'সঙ্কীণ পরিধিতে'

টেনে নামিয়ে ভুল করেছিলেন মার্তিনভ আর আকিমভের দল), অথচ ইতিহাস এবং যুক্তিশাস্ত্র (লজিক) উভয়েরই শিক্ষা হল এই যে দ্বৈত সত্তার ফলেই পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীদৃষ্টি কমবেশি সঙ্কীর্ণ ও কমবেশি প্রগতিশীল হতে পারে। এবং মুজিকের সংকীর্ণতা ("বোকামি") কিংবা তার "কুসংস্কারাচ্ছন্নতা" দেখে হতাশ হয়ে হাত গুটিয়ে নেওয়াটা কোনো অবস্থাতেই আমাদের কর্তব্য নয়, বরং তার দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশস্ত এবং কুসংস্কারের উপরে তার যুক্তির প্রাধান্যকে সহজসাধ্য করার জন্যই আমাদের অনবরত চেষ্টা করা উচিত।

রুশীয় কৃষি সমস্যা সম্পর্কে ইতর "মার্কসবাদী" দৃষ্টির চরম প্রকাশ পাওয়া যাবে কমরেড মাখভের বক্তৃতার শেষাংশে। পুরানো ইস্ক্রা সম্পাদকমণ্ডলীর এই বিশ্বস্ত প্রবক্তাটি সেখানে তাঁর নীতিগুলিকে বিবৃত করেছেন। তার কথাগুলি যে হর্ষধ্বনি সহকারে অভিনন্দিত হয়......তা সত্যি, যদিও এ হর্ষধ্বনি ছিল বিদ্রূপের হর্ষধ্বনি, এবং তা অকারণে নয়। কমরেড প্লেখানভেব বিবৃতিতে বলা হয়েছিল যে আমরা জমি পুনর্বণ্টনের ('ব্ল্যাক রিডিষ্ট্রিবিউশন' *) আন্দোলনের আশঙ্কায় একটুও শঙ্কিত নই এবং এই প্রগতিশীল (বুর্জোয়া প্রগতিশীল) আন্দোলনকে বাধা দেবার চেষ্টা আর যেই করুক আমরা করব না। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে কমরেড মাখভ বলেন, "দুর্ভাগ্য কোনটাকে বলে তা অবশ্য আমি জানি না। কিন্তু এই বিপ্লব--যদি এটাকে বিপ্লব বলা চলে—তবু তা বৈপ্লবিক হবে না। সত্যি করে বলতে গেলে এটা বিপ্লব নয়, প্রতিক্রিয়া (হাস্য); এমন একটা বিপ্লব যা অনেকটা দাঙ্গারই মতো...। এরকম বিপ্লব আমাদের পেছিয়েই দেবে এবং আজ যে

* ব্ল্যাক রিডিষ্ট্রিবিউশন—জারের আমলের রাশিয়ায় কৃষকদের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় শ্লোগান; সামগ্রিকভাবে জমি পুনর্বণ্টনের জন্য কৃষকদের দাবিই এই শ্লোগানে প্রতিফলিত হয়েছে।—বাং অনু।

অবস্থায় আমরা আছি সে অবস্থায় ফিরে আসতে খানিকটা সময় লেগে যাবে। ফরাসী বিপ্লবের সময় যা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু আজ আমাদের হাতে রয়েছে (শ্লেষাত্মক হর্ষধ্বনি). আমাদের আছে একটা সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি" (হাস্য)··· বটে, বটে। এমন একটি সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি যা মাখভের মতো যুক্তি দেয়, কিংবা যার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্ভর করতে হয় এমনিধারা মাখভদের ওপরেই, তাকে দেখে হাসি পাবে বৈকি······।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এমন কি একান্তভাবে নীতিগত এবং কৃষি কর্মসূচী থেকে উদ্ভূত প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রেও পূর্ব-পরিচিত জোটটির আবির্ভাব ঘটছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। ইতর মার্কস্‌বাদের পক্ষ নিয়ে ইস্ক্রা-বিরোধীরা (আট ভোট) ছুটে এলেন মল্লভূমিতে এবং 'মধ্যপন্থা'র নেতৃবৃন্দ - ইগরভ ও মাখভেরা তাঁদেব পেছু ধরলেন, একের পর এক ভুল করতে করতে গিয়ে পডলেন সেই একই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। খুবই স্বাভাবিক যে, কৃষি কর্মসূচীর কয়েকটি পয়েন্টের ওপর যে ভোটাভুটি হয় তাতে স্বপক্ষে ভোট পড়ে ৩০ এবং ৩৫টি (২২৫ ও ২২৬ পৃঃ)—অর্থাৎ বুন্দের প্রশ্নটিকে কখন আলোচনা করা হবে তা নিয়ে, সংগঠন কমিটি সংক্রান্ত ঘটনা নিয়ে, এবং য়ুঝনি রাবোচি বন্ধ করা নিয়ে বিতর্কে যে পরিমাণ ভোট পড়েছিল প্রায় তার সমান। অভ্যস্ত ও প্রচলিত গতানুগতিক ধারার এতটুকু বাইরে কোনো প্রশ্ন উঠলেই হল; বিশিষ্ট ও অভিনব (জার্মানদের পক্ষে অভিনব) সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মার্কসীয় তত্ত্বের স্বাধীন প্রয়োগের এতটুকু প্রয়োজন পড়লেই হল—তখনই দে.. যাবে, যে-ইস্ক্রাপন্থীরা সমস্যাবলীর সমকক্ষ হয়ে উঠতে সক্ষম, তাঁদের ভাগ্যে জুটছে পাঁচ-ভাগের মাত্র তিনভাগ ভোট, আর সমগ্র মধ্যপন্থী অংশ সরে গিয়ে অনুসরণ করতে শুরু করছেন লীবের আর মার্তিনভদের। অথচ

কমরেড মার্তভ এই সুস্পষ্ট ঘটনাটিকে নজরেই আনছেন না এবং যে-সব ভোটাভুটির ক্ষেত্রে মতের বিভিন্নতা পরিষ্কার বেরিয়ে এসেছে সে সম্পর্কে কোনো রকম মন্তব্য করার দায় এড়িয়ে যাচ্ছেন সভয়ে !

কৃষি কর্মসূচী সংক্রান্ত বিতর্ক থেকে স্পষ্টই বেরিয়ে আসে যে ইস্ক্রাপন্থীদের লড়তে হয়েছে কংগ্রেসের পাক্কা দুই-পঞ্চম অংশের বিরুদ্ধে। এই প্রশ্নে ককেসীয় প্রতিনিধিরা যে পক্ষ গ্রহণ করেন তা খুবই সঠিক ছিল। মনে হয় তার প্রধান কারণ এই যে তাঁদের অঞ্চলে যে অসংখ্য সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের জের বর্তমান আছে, সে সবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে ইস্কুলের ছাত্রদের মত নিঃসার ও নিছক তুলনার বিপদের বিরুদ্ধে তাঁরা হুঁশিয়ার ছিলেন, মাখভরা কিন্তু এই ধরনের তুলনা করতেই তৃপ্তি পেয়ে থাকেন। মার্তিনভ লীবের, মাখভ ও ইগরভের সঙ্গে লড়েন প্লেখানভ, কস্ত্রভ (১২), কারস্কি, ত্রৎস্কি এবং গুসেভ (তিনি বলেন যে "আমাদের গ্রামাঞ্চলের কাজ সম্পর্কে একটা নৈরাশ্যজনক দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষাৎ তিনি অনেকবার পেয়েছেন···কমরেড ইগরভের অনুরূপ······রাশিয়ার কর্মরত কমরেডদের মধ্যে")। ত্রৎস্কি সঠিকভাবেই বলেন যে, কৃষি কর্মসূচীর সমালোচকদের "সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত উপদেশ" থেকে "ফিলিস্টিনিজম্-এর গন্ধটা বড়ো বেশি পাওয়া যাচ্ছে।" কংগ্রেসের রাজনৈতিক জোটবাঁধার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শুধু একটা কথা বলে নেওয়া দরকার যে ত্রৎস্কির বক্তৃতার এই অংশে (২০৮ পৃঃ) কমরেড লাঙ্গেকে ইগরভ ও মাখভের সঙ্গে এক পংক্তিভুক্ত করা ঠিক হয়নি। অনুবিবরণী মনোযোগ সহকারে পাঠ করলেই দেখা যাবে যে ইগরভ ও মাখভের থেকে লাঙ্গে ও গোরিন রীতিমত পৃথক একটা মত পোষণ করছিলেন। অট্রেজকি সংক্রান্ত পয়েণ্টটি যেভাবে রাখা হয়েছিল তা তাঁরা পছন্দ করেন নি; তাঁরা আমাদের কৃষি কর্মসূচীর মূল কথাটা পুরোপুরিই

ধরেছিলেন, কিন্তু চাইছিলেন তাকে **ভিন্নভাবে** প্রয়োগ করতে। গঠনমূলক মনোভাব নিয়ে তাঁরা চেষ্টা করছিলেন এমন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে যেটা তাঁদের বিবেচনায় হবে সমালোচনার আরো উর্ধ্বে। সেই হিসেবে তাঁরা যে প্রস্তাব পেশ করেন, তাতে চেয়েছিলেন কর্মসূচীর রচয়িতাদের বোঝাতে, আর না বোঝানো গেলে সমস্ত 'ইস্ক্রা'-বিরোধীদের বিরুদ্ধে তাঁদের সঙ্গেই একত্রে দাঁড়াতে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মাখভের প্রস্তাব ছিল সমস্ত কৃষি কর্মসূচী (২১২ পৃঃ; পক্ষে **নয়জন** বিপক্ষে আটত্রিশ) এবং তার বিভিন্ন অংশগুলিকে (পৃঃ ২১৬ ইত্যাদি) বাতিল করা হোক; এর সঙ্গে তুলনা করা যাক লাঙ্গের প্রস্তাব। তিনি শুধু অট্রেজকি সম্পর্কিত ধারাটি সম্পর্কে তাঁর নিজের সিদ্ধান্তকেই হাজির করেন (২২৫ পৃঃ)। তাহলেই দুজনের মধ্যে মৌলিক তফাৎ সম্পর্কে একটা সুনিশ্চিত ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

যে সব বক্তব্যে ফিলিস্টিনিজমের গন্ধ রয়েছে সে সম্পর্কে কমরেড ত্রৎস্কি বলেন যে "বিপ্লবের আসন্ন যুগটিতে আমাদের কৃষকসম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।"..."এই কর্তব্যের সামনে যে কোনো সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির চেয়েও মাখভ ও হগরভের সন্দিগ্ধচিত্ততা ও রাজনৈতিক 'দূরদর্শিতা' বেশি ক্ষতিকর।" আর একজন সংখ্যালঘু ইস্ক্রাপন্থী কমরেড কস্তিচ্ খুব যথাযথ-ভাবেই এইটে দেখান যে কমরেড মাখভের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে "তাঁর নিজের সম্পর্কে, তাঁরই নীতির দৃঢ়তা সম্পর্কে অবিশ্বাস।" বর্ণনাটি আমাদের 'মধ্যপন্থী'দের সঙ্গে বেশ খাপ খায়। কমরেড কস্তিচ আরো বলেন, "কমরেড মাখভ ও কমরেড ইগরভের মতের মধ্যে তারতম্য থাকলেও নৈরাশ্যবাদের দিক থেকে তাঁরা এক। কমরেড মাখভ ভুলে গেছেন যে সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে আগে থেকেই কাজ শুরু করে

* গোরিনের বক্তৃতা দেখুন, পৃঃ ২১৩।

দিয়েছেন, আগে থেকেই যথাসম্ভব তাদেব আন্দোলন পবিচালনাও কবছেন। তাঁদেব নৈবাশ্যবাদেব ফলেই আমাদেব কাযক্ষেত্রেব পবিধি কমে আসছে।" (২১০ পৃঃ)।

কংগ্রেসে কর্মসূচী সংক্রান্ত আলোচনব বিশ্লেষণ শেষ কবাব আগে বিবোধী ঝোঁকগুলিকে সমর্থন কবাব বিষয নিযে যে সংক্ষিপ্ত বিতর্ক হয় সেটি উল্লেখ কবা দবকাব। আমাদেব কর্মসূচীতে স্পষ্টই বলা হযেছে যে "**রাশিয়ার বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরিচালিত** প্রত্যেকটি **বিরোধী** ও বিপ্লবী আন্দোলনকে" সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি সমর্থন কবে। সকলেবই ধাবণা হবে যে **ঠিক কোন্ ধরনের** বিবোধী ঝোঁক-কে আমবা সমর্থন কবব তা উপবিউক্ত বক্তব্যেব প্রথমাংশেব সংজ্ঞা থেকে যথেষ্ট পবিষ্কাব কবা হয়েছে। এমন নিঃশেষে গুলে-খাওয়া একটি প্রশ্নেও যে কোনো "বিমূঢতা বা ভুল বোঝাব" অবকাশ সম্ভব তা ভেবে পাওযা কঠিন। তা সত্বেও, **এমন কি এক্ষেত্রেও** এমন সব ভিন্ন ভিন্ন ঝোঁক অবিলম্বে আত্মপ্রকাশ কবে বসল, যা বহুদিন আগে থেকে আমাদেব পার্টিতে বিকাশ লাভ কবেছে। স্পষ্টই বোঝা যায যে প্রশ্নটা ভুল বোঝাবুঝিব ব্যাপাব নয, ভিন্ন ভিন্ন **মতধারার** ব্যাপাব। (প্রশ্নটি ওঠা মাত্র) মাখভ, লীবব, আব মার্তিনভ সশঙ্কিত হয়ে হুইসিল বাজিযে নেমে পডলেন এবং আবো একবাব দেখলেন যে তাঁবা একটি "জমাট" সংখ্যালঘু অংশেব মধ্যে আটকে পডেছেন। কমবেড মার্তভ খুব সম্ভবত এটাকেও একটা গুপ্তষডযন্ত্র, চক্রান্ত, কূটনীতি ইত্যাদি হবেক বকমেব সবেশ ব্যাপাবেব ফল বলে অভিহিত কববেন (লীগ কংগ্রেসে তাঁব বক্তৃতা দেখুন)। "জমাট" দল, তা সে সংখ্যালঘুদেবই হোক বা সংখ্যাগুরুদেবই হোক—তাব বিন্যাস সম্পর্কে বাজনৈতিক কাবণটা বুঝতে যারা অক্ষম তাঁবাই এই সব ব্যাপাবেব আশ্রয় নেন।

মার্কস্‌বাদের ইতর সরলীকরণ দিয়েই মার্তভ এবারও শুরু করেন। মার্তভ বলেন, "আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণীই হলেন একমাত্র বিপ্লবী শ্রেণী" এবং এই সঠিক ভিত্তি থেকে তিনি অবিলম্বে পৌঁছলেন এক বেঠিক সিদ্ধান্তে: "অবশিষ্ট শ্রেণীগুলিতে কিছু এসে যায় না, তারা হল কেবল ফেউয়ের দল (সকলের হাস্য)...হ্যাঁ তাঁরা কেবল ফেউয়ের দল, এবং তারা শুধু নিজেদের সুবিধার ফিকিরেই আছে। আমি তাদের সমর্থন করার বিরুদ্ধে।" (২২৬ পৃঃ)। অননুকরণীয় সূত্রাকারে কমরেড মার্তভ যেভাবে তাঁর মতটিকে পেশ করেন, তাতে (তাঁর অনুগামীদের) অনেকে বিব্রত বোধ করেন বটে, কিন্তু আসলে, "বিরোধী" শব্দটিকে বাতিল করা হোক কিংবা "গণতান্ত্রিক-বিরোধী" শব্দটি যোগ করে তার তাৎপর্য সীমাবদ্ধ করা হোক—এই প্রস্তাব করে লীবের ও মার্তিনভ তাঁকে সমর্থনই করেছিলেন। মার্তিনভের এই সংশোধনীর বিরুদ্ধে অবিলম্বে কমরেড প্লেখানভ সঠিকভাবেই দণ্ডধারণ করলেন। তিনি বলেন, "আমরা উদার-নৈতিকদের সমালোচনা অবশ্যই করব, তাদের দ্বিধাগ্রস্ততাকে উদ্‌ঘাটিত করে দেব, তা ঠিক।... কিন্তু, সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের আন্দোলন ছাড়া অন্যান্য সমস্ত আন্দোলনের সঙ্কীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা উদ্‌ঘাটিত করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কর্তব্য হল সর্বহারাশ্রেণীর কাছে এইটে ব্যাখ্যা করা যে, স্বৈরতন্ত্রের তুলনায় নিছক একটা সংবিধানেরও অর্থ হবে এক পা এগুনো, এমন কি তাতে যদি সবজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত না-ও হয়। আর সেইজন্যই সংবিধানের পরিবর্তে বর্তমান ব্যবস্থা পছন্দ করা সর্বহারাশ্রেণীর উচিত নয়।" কমরেড মার্তিনভ, লীবের ও মার্তভ একথা না মেনে নিজেদের মত আঁকড়ে রইলেন। তার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান আক্সেলরদ্‌, স্তারোভের, ও ত্রৎস্কি এবং পুনরায় প্লেখানভ। এই প্রসঙ্গে কমরেড মার্তভ নিজে সীমা ছাড়িয়ে যাবার কসরতটি আবার দেখান। প্রথমে

তিনি বললেন যে (শ্রমিক বাদে) অন্যান্য শ্রেণীতে "কিছু এসে যায় না" এবং তিনি "এদের সমর্থনের বিরোধী।" তারপর তিনি একথা মানতে রাজী হলেন যে "মূলত প্রতিক্রিয়শীল হলেও বুর্জোয়ারা মাঝে মাঝে বিপ্লবী হয়ে দাঁড়ায়,—যথা সামন্ততন্ত্র, এবং তার জেরগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়।" তারপর ধাপে ধাপে নেমে গিয়ে ঘোষণা করেন, "কিন্তু কতকগুলি গ্রুপ রয়েছে যারা চিরকালেব জন্য (?) প্রতিক্রিয়াশীল—যথা কুটীর শিল্পীরা।" 'মধ্যপন্থা'র নেতৃবৃন্দ যে সব নীতিতে পৌঁচেছেন, এই তার কয়েকটি উজ্জ্বল রত্ন! এই নেতারাই পরে পুরানো সম্পাদকমণ্ডলীব সপক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে মুখ দিয়ে ফেনা তুলে ছেড়েছেন! গিল্ড্ব্যবস্থা যেখানে খুব শক্তিশালী, সেই পশ্চিম ইউরোপে পর্যন্ত স্বৈরতন্ত্রের পতনের যুগে কুটীর-শিল্পীরা শহরের অন্যান্য পেটি বুর্জোয়াদের মতোই ছিল দারুণ রকমের বিপ্লবী। স্বৈরতন্ত্রেব পতনেব এক শতাব্দী কিংবা দেড় শতাব্দী পরেকার এক যুগে বর্তমান কুটীরশিল্পীদের সম্পর্কে আমাদের পশ্চিমী কমরেডরা যা বলেন, নিশ্চিন্ত মনে তার পুনরাবৃত্তি করা একজন রুশীয় সোশ্যাল ডেমোক্রাটেব পক্ষে ভয়ানক অদ্ভুত বই কি। রাশিয়ার ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক প্রশ্নে বুর্জোয়াদের তুলনায় কুটীরশিল্পীদের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের উল্লেখ করার অর্থ হল মুখস্থ করা একটি বস্তাপচা বুলির পুনবাবৃত্তি করা।

এই প্রশ্নে মার্তিনভ মাখভ ও লীবেরের যেসব সংশোধনী প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয় তার পক্ষে কত ভোট পড়েছিল, দুর্ভাগ্যবশত তার কোনো রেকর্ড অনুবিবরণীতে নেই। শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে, এমন-কি এই ক্ষেত্রেও, 'ইস্ক্রা'বিরোধী অংশগুলির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে "মধ্যপন্থাব" একজন নেতা হাত মেলান 'ইস্ক্রা'-পন্থীদের বিরুদ্ধে এবং ইতিপূর্বেই পরিচিত জোটটির মধ্যে আশ্রয়

নেন। * **কর্মসূচী** সংক্রান্ত **সমগ্র** বিতর্কের সারমর্ম টানতে হলে যে সিদ্ধান্তে না এসে পারা যায় না তা এই : সাধারণের এতটুকু আগ্রহ জাগিয়েছে এবং উত্তপ্ত আলোচনা চলেছে এমন প্রত্যেকটি বিতর্কেই মতের তফাত আত্মপ্রকাশ না করে পারে নি। আর সে সম্পর্কে কমরেড মার্তভ ও নতুন 'ইস্ক্রা' সম্পাদকমণ্ডলী এখন মৌন অবলম্বন করছেন।

পার্টি নিয়মাবলী। কমরেড মার্তভের খসড়া

কর্মসূচীর পর কংগ্রেসের আলোচনা হয় পার্টি নিয়মাবলী নিয়ে। (কেন্দ্রীয় মুখপত্র এবং প্রতিনিধিদের রিপোর্ট-সংক্রান্ত পূর্বোক্ত বিষয়টি বাদ দেওয়া হল। দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ প্রতিনিধিই এ রিপোর্ট বেশ সন্তোষজনক আকারে পেশ করতে পারেননি।) বলা বাহুল্য যে আমাদের সকলের কাছেই পার্টি-নিয়মাবলীর প্রশ্নটি ছিল বিরাট গুরুত্বপূর্ণ। আসলে, ইস্ক্রা প্রথম থেকেই শুধু সাহিত্য-বিষয়ক মুখপত্র হিসাবে কাজ করে নি, **সাংগঠনিক** কেন্দ্রবিন্দু হিসেবেও কাজ করে এসেছে। চতুর্থ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে ("কোথা থেকে

* "মধ্যপন্থী" এই অনুদলেরই আর একজন নেতা কমরেড ইগরভ অন্য এক সময়, সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারিদের সম্পর্কে আক্সেলরদের প্রস্তাব প্রসঙ্গে বিরোধী শক্তিগুলিকে সমর্থন করা সম্পর্কে কিছু বলেন (৩৫৯ পৃঃ)। প্রত্যেকটি বিরোধী ও বিপ্লবী আন্দোলন "সমর্থন" করার জন্য কর্মসূচীর দাবি এবং সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারি ও উদারনৈতিক—উভয় সম্পর্কেই 'শত্রুতামূলক'' মনোভাব—এ দুয়ের মধ্যে একটা স্ববিরোধিতা" কমরেড ইগরভ আবিষ্কার করেন। অন্য এক ধরনে এবং কিছুটা পৃথক এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অগ্রসর হলেও কমরেড ইগরভ এখানেও মার্ক্সবাদের সেই একই রকম সঙ্কীর্ণ ধারণা প্রকাশ করেন। প্রকাশ করেন (তাঁর কাছেও "স্বীকৃত") 'ইস্ক্রা'র দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সেই একই রকম অস্থির ও আধা শত্রুতামূলক মনোভাব যা কমরেড মাখভ, লীবের ও মার্তিনভের মধ্যে দেখা গিয়েছিল।

শুরু করতে হবে ?") ইস্‌ক্রা সংগঠনের* একটি পরিপূর্ণ পরিকল্পনা হাজির করেছিল। তিন বছর যাবৎ 'ইস্‌ক্রা' সে পরিকল্পনা মতে দৃঢ় সুশৃঙ্খলভাবে কাজ চালিয়ে যায়। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস যখন 'ইস্‌ক্রাকে' তার কেন্দ্রীয় মুখপত্র হিসেবে গ্রহণ করে তখন তার প্রস্তাবের (১৪৭ পৃঃ) মুখবন্ধের তিনটি পয়েণ্টের দুটি পয়েণ্টই ছিল ঠিক এই পরিকল্পনা এবং 'ইস্‌ক্রা' কর্তৃক প্রচারিত এই সব সাংগঠনিক ধারণা সম্পর্কে,—যথা, পার্টির **ব্যবহারিক** কাজ পরিচালনায় ইস্‌ক্রার ভূমিকা, এবং ঐক্য স্থাপনে তার নেতৃত্বমূলক উদ্যোগ। স্বভাবতই, ইস্‌ক্রার কাজটা এবং পার্টি সংগঠনের পুরো কাজটা, **সত্যি করেই** পার্টিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পুরো কাজটা সমাধা হল একথা তাই ততদিন পর্যন্ত বলা যাবে না যতদিন সংগঠনের কতকগুলি নির্দিষ্ট ধারণা সমগ্র পার্টি পোষণ করেছে এবং সরকারীভাবে তাকে গ্রহণ করে নিচ্ছে। এই কাজটাই সম্পন্ন করাব কথা পার্টি সংগঠনের নিয়মাবলী মারফত।

পার্টি সংগঠনেব ভিত্তি হিসেবে ইস্‌ক্রা যে সব প্রধান প্রধান ধারণাকে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছে, তা হল মূলত এই দুটি:—প্রথমত কেন্দ্রিকতাব ধারণা: সংগঠনের নির্দিষ্ট ও খুঁটিনাটি সমস্ত প্রশ্ন

* ইস্‌ক্রাকে পার্টির কেন্দ্রীব মুখপত্র হিসেবে স্বীকার করা সম্পর্কিত বক্তৃতায় কমরেড পপভ কথাপ্রসঙ্গে বলেন. "ইস্‌ক্রার তৃতীয় কি চতুর্থ সংখ্যায় 'কোথা থেকে শুরু করতে হবে' এই প্রবন্ধের কথা আমার মনে পড়ছে। রাশিয়ায় কাজ করেন এমন অনেক কমরেডের আছে এ প্রবন্ধটি অদূরদর্শী বলে মনে হয়েছিল। আরো কিছু কমরেডের কাছে ঠেকেছিল উদ্ভট বলে, এবং বেশীর ভাগ কমরেডেরই (? সম্ভবত কমরেড পপভের চারিপাশের বেশির ভাগ) ধারণা হয়েছিল রচনাটি কেবল মাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রসূত।" (১৪০ পৃঃ)। পাঠকেরা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার রাজনৈতিক মতামতের কারণ যে শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষা—এ মত বহু দিন আগে থেকেই আমার সইতে হয়েছে এবং এখন কমরেড আক্সেলরদ ও কমরেড মার্তভ তার পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন।

মীমাংসা করার নীতি এতে সংজ্ঞাকারে নিহিত আছে। দ্বিতীয়ত, মতাদর্শগত নেতৃত্বের জন্য একটি মুখপত্র একটি সংবাদপত্রের বিশেষ কর্তব্য সম্পর্কিত ধারণা। রাজনৈতিক দাসত্বের পরিস্থিতিতে রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক আন্দোলনের সাময়িক ও বিশেষ প্রয়োজনের সমস্ত দিকের হিসাব এর মধ্যে ধরা হয়েছে এই উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে যে বৈপ্লবিক অভিযানের জন্য কাজকর্মের **প্রারম্ভিক** ঘাঁটি বিদেশেই স্থাপন করতে হবে। প্রথম ধারণাটি হল নীতিগতভাবে একমাত্র সঠিক ধারণা এবং সমস্ত নিয়মাবলীর মধ্যেই তা সঞ্চারিত থাকবে। দ্বিতীয়টি হল স্থান ও কর্মপদ্ধতির সাময়িক পরিস্থিতির ফলে উদ্ভূত একটি বিশেষ ধারণা: **কেন্দ্রীয় মুখপত্র ও কেন্দ্রীয় কমিটি—দুটি** কেন্দ্র স্থাপনের এই যে প্রস্তাব তাতে কেন্দ্রিকতা থেকে **আপাত-অপস্থতির** একটা রূপ প্রকাশ পেয়েছে। পার্টি সংগঠনের এই দুটি প্রধান 'ইস্ক্রা'-ধারণা আমিই গড়ে তুলি ইস্ক্রা সম্পাদকীয় (৪র্থ সংখ্যা) "কোথা থেকে শুরু করতে হবে" এবং "কি করতে হবে" নামক প্রবন্ধে এবং পরিশেষে "জনৈক কমরেডের নিকট পত্রে" এই ধারণাকেই বিশদরূপে এমন ভাবে ব্যাখ্যা করি যা কার্যত প্রায় নিয়মাবলীরই সমতুল্য হয়ে দাঁড়ায়। বাস্তবিক পক্ষে বাকি যেটুকু ছিল তা শুধু খানিকটা খসড়া রচনার কাজ,—ঐ ধারণাগুলিকেই লিপিবদ্ধ করার জন্য নিয়মালীর বিভিন্ন অনুচ্ছেদ প্রণয়ন। 'ইস্ক্রার' স্বীকৃতিটা শুধু মৌখিক, শুধু একটা বাঁধাগতে পরিণত না করতে হলে তাই হওয়াই উচিত। "জনৈক কমরেডের নিকট পত্রের" নতুন সংস্করণের ভূমিকায় আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে পার্টি-নিয়মাবলীর সঙ্গে এই পুস্তিকাটির একটি সাধারণ তুলনা করলেই দেখা যাবে যে সংগঠনগত যে ধারণা উভয়ের মধ্যে বর্তমান তা হুবহু এক।

সংগঠন সম্পর্কে ‘ইস্ক্রার’ ধারণাগুলিকে নিয়মাবলীর মধ্যে সূত্রবদ্ধ করে খসড়া রচনার কাজ সম্পর্কে কমরেড মার্তভ-উল্লিখিত একটি ঘটনার কথা কিছু বলতে হয়। ‘লীগ কংগ্রেসে’ কমরেড মার্তভ বলেন (৫৮ পৃঃ) “…এই অনুচ্ছেদ প্রসঙ্গে (অর্থাৎ ১ম অনুচ্ছেদ) আমার সুবিধাবাদে প্রত্যাবর্তন লেনিনের কাছে কী ধরনের অপ্রত্যাশিত ছিল তা ঘটনাবলীর একটা বিবরণ উপস্থিত করলেই বোঝা যাবে। কংগ্রেসের প্রায় দেড়মাস কি দু'মাস আগে আমি লেনিনকে আমার খসডা দেখাই। তাতে, কংগ্রেসে আমি যা প্রস্তাব কবেছিলেম সেইভাবে প্রথম অনুচ্ছেদটি প্রণয়ন করা হয়েছিল। লেনিন আমার খসডায় আপত্তি করেন এই বলে যে তা খুবই খুঁটিনাটিতে ভরা এবং বলেন যে এর মধ্যে তাঁর যেটুকু পছন্দ তা হল ১ম অনুচ্ছেদের বক্তব্য—পার্টি সদস্যেব সংজ্ঞা। কিছু কিছু সংশোধন সহ এটা তিনি তাঁর নিযমাবলীতে যোগ কববেন, কাবণ তাঁর ধারণা আমারটা বিশেয সুরচিত হয় নি। সুতরাং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে লেনিনের পরিচয় ছিল অনেক আগে থেকেই, এ বিষয়ে আমার মতামত তিনি জানতেন। সুতরাং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি কংগ্রেসে খোলাখুলি ভাবেই প্রবেশ করেছি, আমার মতামত লুকোই নি। আমি তাঁকে আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলাম যে আমি পারস্পরিক অধিভুক্তি, কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় মুখপত্রে অধিভুক্তির ব্যাপারে সর্বসম্মতির নীতি প্রভৃতির বিরুদ্ধতা করব।”

পারস্পরিক অধিভুক্তির বিরোধিতা করা নিয়ে হুঁশিয়ারির আসল ব্যাপারটা কি তা পরে যথাস্থানে দেখা যাবে। আপাতত মার্তভের নিয়মাবলীর “খোলাখুলি” চেহারা নিয়েই আলোচনা করা যাক। লীগ কংগ্রেসের সময় তাঁর এই কু-রচিত খসড়ার

ঘটনাটি স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে মার্তভ সচরাচর যা করে থাকেন তাই করলেন, অর্থাৎ অনেক কিছু ভুলে গেলেন এবং তার ফলে সব কিছুই গুলিয়ে ফেললেন। (কংগ্রেসে এ খসড়া মার্তভ নিজেই প্রত্যাহার করে কেন কেননা তাঁর রচনা ভাল হয় নি। কিন্তু কংগ্রেসের পরে তার স্বভাবসিদ্ধ একনিষ্ঠার সঙ্গে তিনি পুনরায় সেটিকে প্রকাশ্যে টানাটানি করেছেন।) ব্যক্তিগত কথোপকথন উদ্ধৃত করা এবং আপন স্মৃতির ওপর নির্ভর করাব (যেটা নিজের কাছে সুবিধাজনক, লোকে জ্ঞানে অজ্ঞানে শুধু সেইটাই মনে করে রাখে!) এতগুলি ঘটনা তাঁর ক্ষেত্রে ঘটেছে যে এবার তার বিরুদ্ধে তাঁকেই হুঁশিয়ারি দেওয়ার কথা বরং সকলের মনে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কমরেড মার্তভ অন্য প্রমাণ না পেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের প্রমাণই ব্যবহার করলেন। বর্তমানে এমন কি কমরেড প্লেখানভ পর্যন্ত তাঁকে অনুকরণ করতে শুরু করেছেন—কু-দৃষ্টান্ত যে সংক্রামক তাতে সন্দেহ কি!

মার্তভের খসড়ার ১ম অনুচ্ছেদটির "বক্তব্য" আমার "পছন্দসই" হতেই পারে না। কারণ কংগ্রেসে গ্রহণের জন্য যা পেশ করা হয়েছে তেমন **একটি ধারণাও** সে খসড়ায় ছিল না। আপন স্মৃতি-শক্তিই তাঁর সঙ্গে কপটতা করেছে। সৌভাগ্যবশত আমার কাগজ-পত্রের মধ্যে মার্তভের খসড়াটি আমি পেয়েছি। **"প্রথম অনুচ্ছেদটি তিনি কংগ্রেসে যে-ভাবে প্রস্তাব করেছিলেন সে-ভাবে রচিত হয় নি!"** মার্তভের "খোলাখুলি" চেহারা সম্পর্কে এইটুকুই যথেষ্ট!

মার্তভের খসড়ার প্রথম অনুচ্ছেদ:

"রুশীয় সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির কর্মসূচী যিনি গ্রহণ করেন, এবং পার্টি-সংস্থার (বাস্তবিকই!) নিয়ন্ত্রণ ও

পরিচালনাধীনে যিনি তার লক্ষ্য সাধনের জন্য সক্রিয় ভাবে কাজ করেন তিনিই পার্টির সদস্য হবেন।"

আমার খসড়ার ১ম অনুচ্ছেদ :

"যিনি পার্টির কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং অর্থ দিয়ে এবং পার্টির কোনো না কোনো সংগঠনের মধ্যে ব্যক্তিগত অংশ নিয়ে উভয় ভাবেই পার্টিকে সমর্থন করেন, তিনিই পার্টির সদস্য হবেন।"

কংগ্রেসে মার্তভ যে ভাবে প্রথম অনুচ্ছেদটি রাখেন এবং যা গৃহীত হয় :

"যিনি রুশীয় সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির কর্মসূচী গ্রহণ করেন, অর্থ দিয়ে পার্টিকে সমর্থন করেন, এবং তার কোনো সংগঠনের নেতৃত্বে পার্টিকে নিয়মিত ও ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করেন, তিনি এর সদস্য হবেন।"

তুলনা করলেই দেখা যাবে যে মার্তভের খসড়ায় **শূন্যগর্ভ বুলি** ছাড়া কোন **বক্তব্যই** নেই। পার্টি সদস্যেরা যে পার্টির পরিচালক **সংস্থাগুলির** নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশ অনুসারে কাজ করবে তা ধরাবাঁধা কথা। **এ না হয়ে অন্য কিছু হতে পারে না**। এ সব নিয়ে শুধু তারাই বাক্যবচনা করে যাদের বাক্যবচনা শুধু বক্তব্যকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য, শব্দের স্রোত ও আমলাতান্ত্রিক ফর্মুলার এক বিপুল বন্যা দিয়ে যারা নিয়মাবলীকে ভাসিয়ে দিতে ভালবাসে (অর্থাৎ এসব দরকারী কাজের বেলায় এসব ফর্মুলায় লাভ নেই, বাস্তব দরকারের দেখন সৌষ্ঠবের বেলাতেই তা কাজ দেয়)। প্রথম অনুচ্ছেদের বক্তব্যটি শুধু তখনই বেরিয়ে আসে যখন প্রশ্ন করা যায়— **পার্টি-সংস্থাগুলি** কি এমন কোনো পার্টি-সদস্যের উপর সত্যিকার নির্দেশ কার্যকরী করতে পারে যিনি কোনো **পার্টি-সংগঠনেই যুক্ত নন?** কমরেড মার্তভের খসড়ায় এ বক্তব্যের চিহ্নমাত্র নেই।

সুতরাং "এই বিষয়ে" কমরেড মার্তভের "মতামত" সম্পর্কে **পরিচয় লাভের কোনো উপায়ই আমার ছিল না** কেননা এ বিষয়ে কমরেড মার্তভের খসড়ায় **কোনো মতামতই** দেওয়া হয় নি। ঘটনাবলীর যে বিবরণ কমরেড মার্তভ দিয়েছেন, দেখা যাচ্ছে সেটি একটি **জগাখিচুড়ি** ছাড়া কিছু নয়।

অন্য দিকে, কমরেড মার্তভ সম্পর্কেই এ কথা বলা যায় যে আমার খসড়া থেকে "তিনি এ বিষয়ে আমার মতামত জেনেছিলেন" এবং জেনেও তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করেন নি। কংগ্রেসের দুই তিন সপ্তাহ আগেই সকলের কাছে আমার খসড়া দেখানো হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তিনি সে-খসড়া সম্পাদকমণ্ডলীতেও বাতিল করেন নি, প্রতিনিধিদের কাছে শোনানোর সময়েও বাতিল করেন নি; প্রতিনিধিরা **কেবল** আমার খসড়াটি সম্পর্কেই শুনেছিলেন। আরো আছে; **কংগ্রেসে** আমি আমার খসড়া নিয়মাবলী * পেশ করি

* প্রসঙ্গত অনুবিবরণী-কমিশনের ১১শ পরিশিষ্টে "লেনিন কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া নিয়মাবলী" প্রকাশিত হয়েছে (৩৯৩ পৃ)। এখানে অনুবিবরণী-কমিশনও ব্যাপারটা একটু গোলমাল করে ফেলেছেন। আমার প্রথম যে খসড়াটি সমস্ত প্রতিনিধিদের দেখানো হয়েছিল (এবং অনেককে দেখানো হয়েছিল কংগ্রেসের আগে) তার সঙ্গে যে খসড়াটি কংগ্রেসে পেশ করেছিলাম তা গুলিয়ে ফেলেছেন; এবং শেষোক্ত খসড়ার নামে 'প্রকাশ করেছেন প্রথম খসড়াটি'। আমার খসড়া প্রকাশে অবশ্য আমার কোনো আপত্তি নেই, প্রস্তুতির যে-অবস্থাতেই সেই খসড়া থাকুক না কেন। কিন্তু 'বিভ্রান্তির অবকাশ দেবার কোনো দরকার ছিল না। এবং বিভ্রান্তি সত্যিই সৃষ্টি হয়েছে কেননা কংগ্রেসে পেশ করা আমার খসড়ার কতকগুলি সূত্র সম্পর্কে পপভ এবং মার্তভ (১৫৪পৃঃ ও ১৫৭পৃঃ) সমালোচনা করেন অথচ অনুবিবরণী-কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত খসড়ায় 'সে সব অংশ নেই'। (৩৯৪পৃঃ দেখুন, ৭ম ও ১১শ অনুচ্ছেদ)। একটু যত্ন নিলেই ভুলটা ধরা পড়ত এবং তার জন্য আমি যে পাতাগুলির উল্লেখ করলাম তা মেলালেই হত।

এবং **নিয়মাবলী কমিশনের নির্বাচনের আগেই** আমার নিয়মাবলীর পক্ষে বক্তৃতা করি। এমন কি তখনো, কমরেড মার্তভ স্পষ্ট করেই ঘোষণা করেন, "কমরেড লেনিনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি একমত। **শুধু দুটি প্রশ্নে তাঁর সঙ্গে আমার মতবিরোধ আছে** (বড হরফ আমার)—পরিষদ গঠনের পদ্ধতি এবং সর্ববাদীসম্মত অধিভুক্তির প্রশ্নে (১৫৭পৃঃ)। **১ম অনুচ্ছেদ নিয়ে মতপার্থক্য সম্পর্কে একটি কথাও বলা হয় নি।**

অবরোধ সম্পর্কে তাঁর পুস্তিকায় কমবেড মার্তভ আব একবার এবং বেশ খুঁটিনাটি সমেত তাঁর নিয়মাবলীর কথা স্মরণ করা দরকার মনে করেছিলেন। তিনি সেখানে আমাদের এই আশ্বাস দিয়েছেন যে কয়েকটি অপ্রধান খুঁটিনাটি দিক ছাড়া তাঁর নিয়মাবলীর পক্ষে দাঁড়াতে তিনি এখনও প্রস্তুত (১৯০৪ ফেব্রুয়ারি—তিন মাস পরে ব্যাপারটা কেমন দাঁডাবে তা বলা যায় না) এবং এ নিয়মাবলীর মধ্যে "কেন্দ্রিকতার অঙ্গস্ফীতি সম্পর্কে তাঁর বিতৃষ্ণা বেশ স্পষ্ট করেই প্রকাশিত হয়েছে।" (পৃঃ চার) এ খসড়া কংগ্রেসে পেশ করার যে কারণ কমরেড মার্তভ **এখন** দেখাচ্ছেন তা হল প্রথমত এই যে "ইস্ক্রার মধ্য থেকে তিনি যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন তারা প্ররণায় নিয়মাবলী সম্পর্কে তিনি বিতৃষ্ণাই বোধ করেছিলেন।" (কমরেড মার্তভের যখন দরকার পডে তখন তাঁর কাছে 'ইস্ক্রা' শব্দটি আর সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠী-মনোবৃত্তি না হয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান একটি সঙ্গতিপূর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায়! ইস্ক্রার তিন বছরের শিক্ষা থেকেও কমরেড মার্তভ যে নৈরাজ্যবাদী বুলি-সর্বস্বতা সম্পর্কে বিতৃষ্ণার কোনো প্রেরণা পাননি তা দেখে করুণা হয়। আর এই বুলি-সর্বস্বতার জোরেই অস্থিরমতি বুদ্ধিজীবীব পক্ষে সাধারণের সম্মতিক্রমে গৃহীত নিয়মাবলীর লঙ্ঘনকেও ন্যায্য বলে

চালানোর ক্ষমতা হয়।) আর দ্বিতীয় কারণ, সে কি আপনারা টের পাচ্ছেন না যে, "ইস্ক্রা যা দিয়ে গঠিত সেই বনিয়াদী সাংগঠনিক কেন্দ্রের কর্মকৌশলের মধ্যে কোনো বৈষম্যের সূত্রপাত" এড়িয়ে যেতেই কমরেড মার্তভ চেয়েছিলেন! চমৎকার সঙ্গতিপূর্ণ নিষ্ঠাবান আচরণ, নয় কি? প্রথম অনুচ্ছেদের একটি সুবিধাবাদী সূত্রীকরণ, না কি, স্ফীতাঙ্গ কেন্দ্রীকতা—**নীতিগত** প্রশ্নের বেলাতেও কমরেড মার্তভ বৈষম্যের আশঙ্কায় (সঙ্কীর্ণতম গোষ্ঠী দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই শুধু বৈষম্য ভয়ঙ্কর বলে মনে হবে) এমনই ভয় পেলেন যে এমন কি সম্পাদকমণ্ডলীর মতো কেন্দ্রটির কাছেও তিনি তাঁর মতবিরোধের কথা চেপে গেলেন! (অথচ) কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির গঠন সংক্রান্ত **ব্যবহারিক** প্রশ্নটির বেলায় (কিন্তু) কমরেড মার্তভ ইস্ক্রা সংগঠনের (সেই আসল বনিয়াদী সাংগঠনিক কেন্দ্রের) অধিকসংখ্যক সদস্যের ভোটের বিরুদ্ধেই বুন্দ ও রাবোচেয়ে দিয়েলো-পন্থীদের কাছ থেকে সাহায্যের প্রার্থনা জানান। কমরেড মার্তভের ভাষায় বৈষম্য রয়েছে—যার ফলে প্রশ্নটি বিচার করার পক্ষে যারা সবচেয়ে যোগ্য তাদের ক্ষেত্রে "গোষ্ঠী মনোবৃত্তির" নামে আপত্তি তুলতে গিয়ে একটি আধা-সম্পাদকীয় বোর্ডকে রক্ষা করার জন্য গোষ্ঠীমনোবৃত্তির চোরাই-আমদানি হয়েছে—এই বৈষম্য কমরেড মার্তভ নজর করেন না। তাঁর শাস্তি বিধানের জন্য তাঁরই খসড়া নিয়মাবলী **আগাগোড়া** উদ্ধৃত করা যাক; আমাদের দিক থেকে শুধু দেখানো হবে তার মধ্যে কি ধরনের **মতামত** এবং কি ধরনের **অঙ্গস্ফীতি** প্রকাশ পেয়েছে। *

"পার্টি নিয়মাবলীর খসড়া—(ক) পার্টি সদস্য—(১) রুশীয় সোশ্যাল

* বলে নেওয়া দরকার যে আমি কমরেড মার্তভের খসড়ার প্রথম সংস্করণটি দুর্ভাগ্যবশত পাইনি। তার মধ্যে অনুচ্ছেদ ছিল প্রায় আটচল্লিশটি, উদ্দেশ্যহীন আনুষ্ঠানিকতার অঙ্গস্ফীতিতে সেটি আরো বেশি পীড়িত।

ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির কর্মসূচী যিনি গ্রহণ করেন এবং পার্টি সংস্থার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীনে যিনি তার লক্ষ্য সাধনের জন্য সক্রিয় ভাবে কাজ করেন তিনিই পার্টির সদস্য হবেন। (২) পার্টি-স্বার্থের পরিপন্থী আচরণের জন্য কোনো সদস্যকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করার প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেবেন কেন্দ্রীয় কমিটি। [বহিষ্কারের রায়টিতে কারণ দেখানো থাকবে এবং তা পার্টি ফাইলে রক্ষিত হবে, আবেদন করলে তা সকল পার্টি-কমিটিকেই দেখানো হবে। দুই বা ততোধিক কমিটি দাবি করলে কোনো পার্টি সদস্যকে বহিষ্কার করা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কংগ্রেসে আপীল করা যাবে]"…মার্তভের খসড়ার স্থানে স্থানে তৃতীয় বন্ধনী দিয়ে আমি দেখাতে চাই যে এ অনুচ্ছেদগুলি **স্পষ্টতই অর্থহীন,**—কারণ তার মধ্যে শুধু যে "বক্তব্য"ই নেই তা নয়, এমন কি নির্দিষ্ট শর্ত কিংবা দাবিও নেই। এ যে অর্থহীন তার দৃষ্টান্ত, **ঠিক কোথায়** বহিষ্কার-রায়টিকে সংরক্ষিত করা হবে, নিয়মাবলীর মধ্যে এ রকম অননুকরণীয় এক ধারার সংযোজন, কিংবা এই শর্ত যে সদস্যকে বহিষ্কার করা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে (সাধারণ ভাবে কেন্দ্রীয় কমিটির সমস্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই তাহলে নয়?) কংগ্রেসে আপীল করা যাবে। বাস্তবিক পক্ষে এই-ই হল বাক্য-বিলাসের অঙ্গস্ফীতি বা আসল আমলাতান্ত্রিক আনুষ্ঠানিকতা; উদ্বৃত্ত, স্পষ্টতই অপ্রয়োজনীয়, কিংবা গতানুগতিক উক্তি ও অনুচ্ছেদ রচনা করাই তার কাজ। "‥(খ) স্থানীয় কমিটি—(৩) স্থানীয় কাজকর্মে পার্টির প্রতিনিধি হল পার্টি-কমিটি…" (আহা কি অভিনব ও সুচতুর কথা!) "…(৪) [দ্বিতীয় কংগ্রেসের সময় সেগুলি বর্তমান আছে এবং কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠিয়েছে, তারাই হল স্বীকৃত পার্টি-কমিটি] (৫) ৪র্থ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত পার্টি-কমিটি ছাড়াও নতুন পার্টি-কমিটি নিযুক্ত হবে

কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বারা; [কেন্দ্রীয় কমিটি হয় কোনো স্থানীয় সংগঠনের তৎকালীন সদস্যদের কমিটি হিসেবে অনুমোদন করবেন, নয় সেটির সংস্কার করে স্থানীয় কমিটি প্রতিষ্ঠা করবেন] (৬) কমিটিগুলি অধিভুক্তির মারফত তার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারেন (৭) কোনো স্থানীয় কমিটির সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করার সময় (কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পরিচিত) কমরেডদের দিয়ে তা করার অধিকার কেন্দ্রীয় কমিটির আছে কিন্তু এ রকম কমরেডের সংখ্যা কমিটির মোট সদস্যসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের বেশি হবে না ····" আমলাতন্ত্রের একটি চমৎকার নিদর্শন। কেন এক-তৃতীয়াংশের বেশি নয়? কি তাব উদ্দেশ্য? কী অর্থ এই অধিকার সংকোচের, যখন আসলে এর দ্বারা কিছুই সংকোচ করা হচ্ছে না, কেননা **সদস্য সংখ্যাবৃদ্ধির** কাজটা তো বাবে বারেই করা চলতে পারে? "···(৮) [স্থানীয় কোন কমিটি যদি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় অথবা দমন-নীতির ফলে ভেঙে গিয়ে থাকে," (অর্থাৎ সমস্ত সদস্য গ্রেপ্তার হয়নি, এই তার অর্থ?) "তাহলে কেন্দ্রীয় কমিটি তাকে পুনর্গঠিত করবে।"]·········(এটা কি ৭ম অনুচ্ছেদকে অগ্রাহ্য করেই? সুশৃঙ্খল আচরণের বিষয়ে যে সমস্ত রুশ আইনে নাগরিকদেব ছুটিব দিনে বিশ্রাম এবং সপ্তাহের অন্য দিনে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, তার সঙ্গে ৮ম অনুচ্ছেদের একটা মিল কি কমরেড মার্তভের নজরে পড়ে নি?) "······(৯) [কোনো স্থানীয় কমিটির কাজকর্ম যদি পার্টি-স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে হয় তবে সাধারণ একটা পার্টি কংগ্রেস থেকেই তার পুনঃসংস্কার সাধনের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া যাবে। এরূপ ক্ষেত্রে পূর্বতন কমিটিকে ভেঙে দেওয়া হল বলে ধরে নিতে হবে এবং তার আওতার মধ্যে যে সব কমরেড কাজ করতেন তাঁরা কমিটির অধীনতা

স্বীকারের * কর্তব্য থেকে অব্যাহতি পেলেন বলে গণ্য করা হবে।]… আজো পর্যন্ত রাশিয়ার আইনে আছে—"বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত লোকের পক্ষেই মাতলামি করা নিষিদ্ধ।" এ থেকে যতটা উপকার হয় এই অনুচ্ছেদেব ধারাটি থেকেও ঠিক ততখানি উপকার হবে। "…(১০) [পার্টির স্থানীয় কমিটি তার এলাকায় পার্টির সমস্ত প্রচার, আন্দোলন ও সাংগঠনিক কাজকর্ম পরিচালনা করবে এবং তাদের ওপর অর্পিত সাধারণ পার্টি-কর্তব্য সম্পন্ন কবার জন্য পার্টিব কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় মুখপত্রকে যথাশক্তি সাহায্য করবে"]……… বাহবা, বাহবা! ঈশ্বরের দোহাই, এব উদ্দেশ্যটা কি?…(১১) ["একটি স্থানীয় সংগঠনের আভ্যন্তবীন নিয়মকানুন, কমিটির সঙ্গে কমিটির অধীনস্থ অনুদলগুলির সম্পর্ক" (কমরেড আক্‌সেলরদ শুনতে পাচ্ছেন কি ?) "এবং এই সমস্ত অনুদলের ক্ষমতা ও স্বায়ত্তাধিকারের পবিধি" (ক্ষমতার পরিধি আর স্বাযত্তাধিকারের পরিধি, এ দুটো কি সমার্থক বস্তু নয় ?) "খোদ কমিটি থেকে স্থির কবে দেওয়া হবে এবং কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে তা জানানো হবে।"]…(একটা জিনিস কিন্তু বাদ পড়ে গেল, এসব চিঠিপত্র কোথায় ফাইল করা হবে তা লেখা হয় নি)… "(১২) [যে কোন বিষয়ে তাদের মতামত এবং ইচ্ছা কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় মুখপত্রেব সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে জানানো হোক—এ দাবি করার অধিকার—কমিটিগুলিব অধীনস্থ সমস্ত অনুদল ও ব্যক্তিগত পার্টি সদস্যেব আছে]—(১৩) স্থানীয় পার্টি কমিটিগুলির আয় থেকে কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত একটি অংশ কেন্দ্রীয়

---

* এই শব্দটার প্রতি আমরা কমরেড আক্‌সেলরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ইস্ কী ভয়ানক কথা! এই তো হলো জ্যাকোবিন-বাদের সেই গোড়া যা কিনা এমন কি …এমন একটা সম্পাদকমণ্ডলীর বিন্যাসকে পর্যন্ত বদলে দিতে দ্বিধা করে না…

কমিটির তহবিলের জন্য দিতে হবে।—(গ) অন্যান্য (রুশ ছাড়া অন্যান্য) ভাষায় প্রচার আন্দোলনের জন্য সংগঠন—(১৪) [অ-রুশীয় কোন ভাষায় প্রচার আন্দোলন চালাবার জন্য এবং যে শ্রমিকদের মধ্যে এই ধরনের আন্দোলন চালানো হচ্ছে তাদের সংগঠিত করার জন্য যেখানে বিশেষ প্রচার এবং পৃথক সংগঠনের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বোধ হয় সেখানে এ-রকম পৃথক সংগঠন গড়া চলবে]—(১৫) এ-রকম কোনো প্রয়োজন আছে কিনা তার সিদ্ধান্ত করবেন কেন্দ্রীয় কমিটি এবং বিতর্কমূলক কোন মামলা উঠলে তা পার্টি কংগ্রেসে প্রেরিত হবে।”…অনুচ্ছেদের প্রথম অংশটি অনাবশ্যক, কেননা নিয়মাবলীর পরবর্তী ধারায় তা বলা হয়েছে, এবং বিতর্কমূলক মামলা সম্পর্কে দ্বিতীয় যে অংশটি আছে তা একেবারেই হাস্যকর…“(১৬) [১৪শ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় সংগঠনটির নিজস্ব বিশেষ ক্ষেত্রে স্বায়ত্তাধিকার থাকবে কিন্তু তাকে স্থানীয় কমিটির অধীনে এবং তার নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে হবে। কি ধরনের নিয়ন্ত্রণ থাকবে এবং বিশেষ সংগঠনটির সঙ্গে কমিটির সাংগঠনিক সম্পর্কের চরিত্র কি হবে তা স্থির করবে স্থানীয় কমিটি।”…(বাঁচা গেল! এতক্ষণে পরিষ্কার হল যে শূন্যগর্ভ বাক্যের জোয়ারে সবটাই ছিল একেবারে অনাবশ্যক।)…“পার্টির সাধারণ বিষয়গুলি সম্পর্কে এই ধরনের সংগঠন কমিটি-সংগঠনের অংশ হিসেবেই কাজ করবে।]—(১৭) [১৪শ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় সংগঠনগুলি তাদের বিশেষ লক্ষ্য সাধনের কার্যকরী ব্যবস্থার জন্য একটি স্বায়ত্তাধিকারমূলক লীগ গঠন করতে পারেন। এরকম ধরনের একটি লীগের নিজস্ব বিশেষ সংবাদপত্র ও কর্তৃপক্ষ-সংস্থা থাকতে পারে, কিন্তু লীগ এবং তার সংস্থা উভয়ের উপরেই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। এই ধরনের একটি লীগ তাদের বিধিব্যবস্থা ও নিয়মকানুন নিজেরাই রচনা করবেন,

কিন্তু পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক তা অনুমোদিত হওয়া চাই।]—(১৮) [স্থানীয় পরিস্থিতির ফলে যদি কোনো স্থানীয় কমিটিকে উক্ত কোনো ভাষায় আন্দোলন চালাবার কাজই প্রধানত করতে হয়, তবে তা ১৭শ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্বায়ত্তাধিকারমূলক লীগটির অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। মন্তব্য: স্বায়ত্তাধিকারমূলক লীগের অংশ হওয়া সত্ত্বেও এইরূপ কমিটি পার্টির একটি কমিটিরূপে গণ্য হবে না তা নয়।"] ...(গোটা অনুচ্ছেদটিই কী মূল্যবান এবং আশ্চর্য বুদ্ধিদীপ্ত! মন্তব্যটি তো তত্তোধিক।)..."(১৯) [স্বায়ত্তাধিকারমূলক লীগের অন্তর্ভুক্ত কোনো স্থানীয় সংগঠন লীগের কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির কাছে যে-সব পত্রাদি প্রেরণ করবেন সেগুলি স্থানীয় কমিটি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।]—(২০) [কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে স্থানীর কমিটিগুলির যা সম্পর্ক, কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে স্বায়ত্তাধিকারমূলক লীগের কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র ও কর্তৃপক্ষ-সংস্থাগুলিরও সেই সম্পর্ক থাকবে।]—(ঘ) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সংবাদপত্রাদি—(২১) [সমগ্রভাবে পার্টির প্রতিনিধিত্ব করবেন কেন্দ্রীয় কমিটি এবং তার রাজনৈতিক বৈজ্ঞানিক সংবাদপত্রাদি।]—(২২) কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ হবে—পার্টির সব রকম ব্যবহারিক কাজকর্মের সাধারণ পরিচালনা; তার সমগ্র শক্তির উপযুক্ত বিন্যাস ও ব্যবহার নিশ্চিত করা; পার্টির সমস্ত অংশের কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণ; স্থানীয় সংগঠনগুলির জন্য সাহিত্য সরবরাহ করা; পার্টির টেকনিক্যাল যন্ত্রটি সংগঠিত করা; পার্টি কংগ্রেস আহ্বান করা—(২৩) পার্টির সংবাদপত্রাদির কাজ হবে—পার্টিজীবনের মতাদর্শগত পরিচালনা; পার্টি কর্মসূচীর জন্য শিক্ষামূলক প্রচার এবং সোশ্যাল ডেমোক্রাসির বিশ্বদৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ও সাংবাদিক ভাষ্যের দায়িত্ব গ্রহণ।—(২৪) পার্টির সমস্ত স্থানীয় কমিটি এবং স্বায়ত্তাধিকারমূলক লীগগুলিকে পার্টির কেন্দ্রীয়

কমিটি ও পার্টি মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে, এবং আপন আপন এলাকার আন্দোলন ও সাংগঠনিক কাজকর্ম কতটা অগ্রসর হল তা কিছু সময় পর পর নিয়মিতভাবে তাদের জানাতে হবে।—(২৫) পার্টির সংবাদপত্রাদির সম্পাদকমণ্ডলী পার্টি কংগ্রেস থেকে বহাল হবে এবং পরবর্তী পার্টি কংগ্রেস পর্যন্ত কাজ করে যাবে।—(২৬) [আভ্যন্তরীন ব্যাপারে সম্পাদকমণ্ডলীর স্বায়ত্তাধিকার থাকবে] এবং এই কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটিকে প্রতিবার জানিয়ে আপন সদস্যসংখ্যার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে পারবে।—(২৭) কেন্দ্রীয় কমিটি যদি দাবি করে যে তার দ্বারা প্রচারিত অথবা তার অনুমোদনপ্রাপ্ত সমস্ত বিবৃতি ছাপা হোক, তবে পার্টি মুখপত্রকে তা ছাপতে হবে।—(২৮) পার্টি মুখপত্রের সম্পাদক-মণ্ডলীর সম্মতিক্রমে কেন্দ্রীয় কমিটি বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যিক কাজকর্মের জন্য বিশেষ বিশেষ সাহিত্যিক গ্রুপ গঠন করবেন—(২৯) কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টি কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং পরবর্তী পার্টি কংগ্রেস পর্যন্ত কাজ চালাবেন। প্রত্যেকবার পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীকে জানিয়ে অধিভুক্তির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কমিটি তার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারেন—বর্ধিত সদস্যদের সংখ্যার কোন সীমা নির্দিষ্ট থাকবে না।—(ঙ) বিদেশস্থ প্রবাসী পার্টি সংগঠন—(৩০) বিদেশস্থ পার্টি সংগঠন বিদেশে প্রবাসী রাশিয়ানদের মধ্যে প্রচার চালাবেন এবং তাদের মধ্য থেকে সমাজবাদী অংশগুলিকে সংগঠিত করবেন। এর নেতৃত্ব করবেন একটি নির্বাচিত কর্তৃপক্ষ-সংস্থা।—(৩১) পার্টির অন্তর্ভুক্ত স্বায়ত্তাধিকার-মূলক লীগগুলি তাদের বিশেষ লক্ষ্যসাধনের জন্য বিদেশে শাখা বজায় রাখতে পারবেন। এই সব শাখা বিদেশস্থ সাধারণ প্রবাসী

সংগঠনের অভ্যন্তরে স্বায়ত্তাধিকারমূলক অনুদল হিসাবে থাকবেন।—(চ) পার্টি কংগ্রেস—(৩২) পার্টির সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হল তার কংগ্রেস—(৩৩) [পার্টি কংগ্রেস পার্টির কর্মসূচী, নিয়মাবলী, এবং কাজকর্ম পবিচালনার নিযামক নীতিগুলি রচনা করবেন। সমস্ত পার্টি-সংস্থার কাজ নিযন্ত্রিত এবং তাদের মধ্যেকার বাদবিসম্বাদের মীমাংসা হবে পার্টি কংগ্রেসে।] (৩৪) পার্টি কংগ্রেসে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার থাকবে (ক) পার্টির সমস্ত স্থানীয় কমিটির, (খ) পার্টির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত স্বায়ত্তাধিকারমূলক লীগের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ-সংস্থাগুলির, (গ) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিব এবং তাব কেন্দ্রীয মুখপত্রাদির সম্পাদকমণ্ডলী-গুলিব, (ঘ) বিদেশস্থ প্রবাসী পার্টি সংগঠনের—(৩৫) প্রতিনিধিরা তাঁদের পবিচযপত্র কোন প্রক্সির কাছে গচ্ছিত রাখতে পারেন, কিন্তু কোন প্রতিনিধি তিনটির বেশি বৈধ পরিচয়পত্র রাখতে পারবেন না। একটি পরিচযপত্র দুইজন প্রতিনিধির মধ্যে ভাগ করে ব্যবহার কবা যাবে। বাধ্যতামূলক কোনরূপ নির্দেশ নিষিদ্ধ।—(৩৬) যাঁদের উপস্থিতি প্রয়োজনীয মনে হবে এমন কমরেডদের কংগ্রেসে আমন্ত্রণ করাব অধিকাব কেন্দ্রীয় কমিটিব আছে। এইসব কমরেডদেব বক্তৃতার অধিকার থাকবে কিন্তু ভোটের অধিকাব থাকবে না।—(৩৭) পার্টির কর্মসূচী বা নিয়মাবলীব সংশোধন করতে হলে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দরকার। অন্যান্য প্রশ্নেব সিদ্ধান্ত নিতে হলে সাধাবণভাবে সংখ্যাগুরু ভোট হলেই হবে।—(৩৮) পার্টি কংগ্রেসকালীন যে-সমস্ত পার্টি কমিটি চালু আছে তাদের অর্ধেকের বেশি সংখ্যক কমিটি থেকে যদি প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন তবে কংগ্রেসটিকে বৈধ বলে ধরা হবে।—(৩৯) যথাসম্ভব প্রতি দুই বছরে একবার কংগ্রেস আহূত হবে। [যদি কেন্দ্রীয় কমিটির আয়ত্তের বাইরেকার কোন কারণের জন্য এই সময়ের মধ্যে কংগ্রেস

ডাকা না যায় তবে কেন্দ্রীয় কমিটি তার নিজ দায়িত্বে কংগ্রেসের তারিখ পিছিয়ে দেবেন।"]

তথাকথিত এই নিয়মাবলীর শেষ পর্যন্ত পড়ার ধৈর্য হারান নি এমন কোনো অ-সাধারণ পাঠক যদি থেকে থাকেন তবে নিশ্চয়ই আমার নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তের জন্য তাঁকে কোনো কারণ না দেখালেও চলবে। প্রথম সিদ্ধান্ত: নিয়মাবলীটি প্রায় দুরারোগ্য এক স্ফীতি-পীড়ায় আক্রান্ত। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত: কেন্দ্রিকতার অঙ্গ-স্ফীতি সম্পর্কে বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেয়েছে এমন কোনো বিশিষ্ট সাংগঠনিক মতামত এই নিয়মাবলী থেকে খুঁজে বার করা অসম্ভব। তৃতীয় সিদ্ধান্ত: পৃথিবীর দৃষ্টি থেকে (এবং কংগ্রেসের আলোচনা থেকে) তাঁর নিয়মাবলীর ৬/৭ ভাগ আড়ালে নিয়ে গিয়ে কমরেড মার্তভ খুবই বিবেচনার কাজ করেছিলেন। শুধু এই লুকোচুরি ঘটনাটা নিয়ে তিনি যে আবার খোলাখুলি চেহারার বড়াই করবেন —এইটেই তাজ্জব।

[জ] ইস্ক্রাপন্থীদের মধ্যে ভাঙনের পূর্বে কেন্দ্রিকতা সম্পর্কে আলোচনা

নিয়মাবলীর ১ম অনুচ্ছেদটি কিভাবে নির্ণীত হবে এ প্রশ্নটি সত্যি সত্যি কৌতূহলোদ্দীপক; তার মধ্যে নিঃসন্দেহে ভিন্ন ভিন্ন মতধারার অস্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু সে প্রশ্নে যাবার আগে নিয়মাবলী নিয়ে কংগ্রেসের গোটা ১৪শ অধিবেশন এবং ১৫শ অধিবেশনের কিছু সময় জুড়ে যে সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়, তার কিছুটা বিশ্লেষণ করা যাক। এ আলোচনার খানিকটা সার্থকতা আছে। কেননা কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি কাকে কাকে নিয়ে গঠিত হবে এই প্রশ্নে ইস্ক্রা-সংগঠনের অভ্যন্তরে যে পুরাপুরি ভাঙনের সৃষ্টি হয়, আলোচনাটি হয় ঠিক তার

আগেই। সাধারণভাবে নিয়মাবলী নিয়ে এবং বিশেষ করে সদস্য অধিভুক্তি করা নিয়ে পরের আলোচনাটি হয়েছিল ইস্ক্রা-সংগঠনের মধ্যে ভাঙনের **পরে**। স্বভাবতই ভাঙনের **আগেকার** এ আলোচনায় অধিকতর নিরপেক্ষভাবে আমাদের মতামত প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল, কেননা কেন্দ্রীয় কমিটি ঠিক কাকে কাকে নিয়ে গঠিত হবে এই যে প্রশ্নটি পরে আমাদের সকলকেই আলোড়িত করে তোলে তা দিয়ে আমাদের মতামত প্রভাবিত হবার অবকাশ তখনো ঘটে নি। আগেই বলেছি, শুধু **দুটি বিশেষ পয়েণ্টে** তার মত-পার্থক্য জানিয়ে রাখা ছাড়া সংগঠন বিষয়ে আমার মতামতের সঙ্গে কমরেড মার্তভ **সায় দেন** (১৫৭ পৃঃ)। উল্টোদিকে, 'ইস্ক্রা' বিরোধী এবং 'মধ্যপন্থী' উভয় অংশই সংগঠন বিষয়ে সমগ্র ইস্ক্রার পরিকল্পনার **মূলগত** বক্তব্যগুলির বিরুদ্ধে (কাজে কাজেই সমগ্র নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে),—কেন্দ্রিকতার এবং "কেন্দ্রদ্বয়ের" বিরুদ্ধে—অবিলম্বেই লড়াইয়ে নেমে পড়েন। লীবের আমার নিয়মাবলীকে "সংগঠিত অবিশ্বাস" বলে অভিহিত করেন এবং কেন্দ্রদ্বয় বিষয়ক প্রস্তাবের মধ্যে বিকেন্দ্রিকতাবাদ আবিষ্কার করেন (কমরেড পপভ ও ইগরভও তাই করেছেন)। কমরেড আকিমভ দাবি করেন যে স্থানীয় কমিটিগুলির এক্তিয়ার আরো ব্যাপকভাবে নির্ণীত হোক এবং বিশেষ করে, "এসব কমিটির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের অদল-বদল করার অধিকার তাদের নিজেদের ওপরেই অর্পিত থাক।" "কাজকর্মের অধিকতর স্বাধীনতা তাদের দিতে হবে……কেন্দ্রীয় কমিটি যেমন রাশিয়ার সমস্ত সক্রিয় সংগঠনের প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত হয়, তেমনি স্থানীয় কমিটিগুলিও এলাকাভুক্ত সক্রিয় কর্মীদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়া উচিত। আর যদি এ দাবি মঞ্জুর না হয়, তবে কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক মনোনীত সদস্যদের সংখ্যা অন্তত সীমাবদ্ধ করা হোক……।" (১৫৮ পৃঃ)। "কেন্দ্রিকতার

অঙ্গস্ফীতির" বিরুদ্ধে একটি যুক্তি কমরেড আকিমভ পেশ করেছিলেন তাও আপনারা জানেন। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি গঠনের প্রশ্নে হেরে যাওয়ার পর থেকেই কমরেড মার্তভ আকিমভকে অনুসরণ করতে শুরু কবলেও হেরে যাওয়ার আগে কিন্তু কমরেড মার্তভ এইসব মোক্ষম মোক্ষম যুক্তিব দিকে একটুও কান দেননি। এমন কি কমরেড আকিমভ যখন তারই **নিজ নিয়মাবলীর** একটা "**বক্তব্য**"কেই (৭ম ধারা—যাতে কমিটিগুলিতে সদস্য নিয়োগ করা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকার সঙ্কোচ কবা হয়েছে) সুপারিশ করলেন, তখনো কমরেড মার্তভ বধির হয়েই বসেছিলেন! সে সময় কমরেড আকিমভ আমাদের সঙ্গে "বিসম্বাদ" চাইছিলেন না, তাই কমরেড আকিমভের সঙ্গে এবং নিজের সঙ্গে বিসম্বাদ সইতে তার আপত্তি ছিল না।...... সে সময় ইস্ক্রার কেন্দ্রিকতা শুধু যাদের কাছে স্পষ্টতই অসুবিধাজনক হযে দাঁড়িয়েছিল, "দানবিক কেন্দ্রিকতাবাদের" বিরোধী ছিল শুধু তারাই। এ কেন্দ্রিকতার বিরোধিতা করেন আকিমভ, লীবের ও গোল্ডব্লাট্; আর খুব সতর্কভাবে, হিসেব করে পা ফেলে ফেলে (যাতে দরকার পড়লেই পিছিয়ে আসা যায়) তাদের অনুসরণ করেছিলেন ইগরভ ও অন্যান্যেরা (১৫৬ ও ২৭৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সে সময় পার্টির সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের কাছেই এটা পরিষ্কার ছিল যে বুন্দ, য়ুঝনি রাবোচি প্রভৃতিদের স্থানীয় ও চক্র স্বার্থ থেকেই কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জেগেছে। আর সত্যি কথা বলতে এখনো এটা পার্টির অধিকাংশের কাছেও পরিষ্কার যে কেন্দ্রিকতাবাদের বিরুদ্ধে পুবনো 'ইস্ক্রা' সম্পাদকমণ্ডলী যে প্রতিবাদ করছেন তার তাগিদটাও আসছে ঠিক এই চক্রগত স্বার্থ থেকেই।

দৃষ্টান্তস্বরূপ গোল্ডব্লাটের বক্তৃতাটা ধরা যাক (১৬০-৬১ পৃঃ)। তিনি আমার "দানবিক" কেন্দ্রিকতাবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং

বলেন যে এর ফলে নিম্নতন সংগঠনগুলি "ধ্বংস" হয়ে যাবে, "কেন্দ্রের ওপর অবাধ ক্ষমতা অর্পণ এবং সব কিছুতে হস্তক্ষেপ করার অবাধ অধিকারের অভিসন্ধিতে এটি আগাগোড়া ঠাসা," এর ফলে সংগঠন-গুলির "শুধু একটি অধিকার থাকবে—বিনাবাক্যে ওপরকার নির্দেশ মেনে নেওয়া" ইত্যাদি। "খসড়ায় প্রস্তাবিত কেন্দ্রটিকে শেষ পযন্ত শূন্যের ওপরে দাঁড়াতে হবে, তার চারপাশে কোন পরিমণ্ডলীয় সংগঠন থাকবে না, থাকবে শুধু একাকার এক জনসংখ্যা যার মধ্যে পরিচালক-প্রতিনিধিদের ঘুরে মরতে হবে।" কংগ্রেসে পরাজয়েব পর মার্তভ ও আক্‌সেলরদরা আমাদের যে **মিথ্যাময় বাগবিস্তার** দিয়ে অভিনন্দিত করেছেন তার ধরনটাও কিন্তু ঠিক এই রকম। বুন্দ যখন আমাদের কেন্দ্রিকতাবাদের বিরুদ্ধাচরণ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের **আপন** কেন্দ্রীয় সংস্থাটির জন্য **আমাদের চেয়েও বেশি সুনির্দিষ্ট** অবাধ অধিকার মঞ্জুর করেন (যথা, সদস্য ভর্তি করা, বহিষ্কার করা এমন-কি কংগ্রেসে প্রতিনিধি গ্রহণে আপত্তি করা), তখন সকলে তাতে হেসেছিল। সমস্ত ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখলে 'সংখ্যালঘুদেব' তর্জন গর্জনেও হাসতে হবে, কেননা তাঁরা যখন সংখ্যালঘু ছিলেন, তখন তাঁরা কেন্দ্রিকতাবাদের বিরুদ্ধে এবং নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে চেঁচামেচি লাগিয়েছিলেন, কিন্তু যখন তাঁরা সংখ্যাগুরু হিসেবে গণ্য হবার ব্যবস্থা করে নিতে পেরেছেন অমনি কালবিলম্ব না করে তাঁরা নিয়মাবলীর সুবিধাটুকু ব্যবহার করতে লেগে গেছেন।

দুটি কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রশ্নেও জোট বাঁধাবাঁধি স্পষ্টই চোখে পড়বে। **সমস্ত** ইস্‌ক্রাপন্থীই একদিকে এবং তার বিরুদ্ধে দাঁড়ান লীবের, (পরিষদে কেন্দ্রীয় কমিটির ওপর কেন্দ্রীয় মুখপত্রের আধিপত্য সম্পর্কে আক্‌সেলরদ-মার্তভের চালু বুলিটি বর্তমানে ইনিও রপ্ত করে নিয়েছেন), আকিমভ, পপভ এবং ইগরভ। সংগঠন সম্পর্কে পুরনো 'ইস্‌ক্রা'

যেসব ধারণা নিরন্তর প্রচার করে এসেছেন, তারই যুক্তিসিদ্ধ পরিণতি হল দুটি কেন্দ্রীয় সংস্থার জন্য পরিকল্পনা (পপভ ও ইগরভেরা কিন্তু **মৌখিকভাবে** এ-সব ধারণা অনুমোদন করেছিলেন)। য়ুঝনি রাবোচির পরিকল্পনায় একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সক্রিয় মুখপত্র সৃষ্টি করা এবং কার্যক্ষেত্রে তাকে প্রধান মুখপত্রে পরিণত করার যে ইচ্ছা ছিল, পুরনো ইস্ক্রার কর্মনীতি ছিল তার পরিপন্থী। এর মধ্যেই ছিল বিরোধের মূল, প্রথম দৃষ্টিতে জিনিসটা এত অদ্ভুত ঠেকেছিল যে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা অর্থাৎ **বাহ্যত বিপুলতর কেন্দ্রিকতার** পক্ষে সমস্ত ইস্ক্রা-বিরোধী এবং সমগ্র 'মার্শই' মত দিলেন। অবশ্য এমন প্রতিনিধিও ছিলেন (বিশেষ করে, মার্শদের মধ্যে) যাঁরা আদৌ স্পষ্টভাবে বোঝেননি যে 'য়ুঝনি রাবোচির' সাংগঠনিক পরিকল্পনা কোথায় যেতে পারে এবং ঘটনাচক্রে যেতে বাধ্য হবে। কিন্তু আপন অস্থির চরিত্র ও আত্মবিশ্বাসের অভাবের জন্য তাঁরা ইস্ক্রাবিরোধীদেরই অনুসরণ করতে প্ররোচিত হন।

নিয়মাবলী সম্পর্কে এই আলোচনার মধ্যে ('ইস্ক্রা'পন্থীদের ভেতর ভাঙনের পূর্বেকার আলোচনা) ইস্ক্রাপন্থীরা যেসব বক্তৃতা দেন তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল কমরেড মার্তভের (আমার সাংগঠনিক মতাদর্শে "সম্মতিদান") এবং ত্রৎস্কির বক্তৃতা। ত্রৎস্কি কমরেড আকিমভ ও লীবেরের যে জবাব দেন "সংখ্যালঘুর" কংগ্রেস-পরবর্তী আচরণ ও তত্ত্বাবলীর চূড়ান্ত অসত্যতা উদ্ঘাটিত করার পক্ষে তার প্রতিটি কথাই আজ প্রযোজ্য। "(কমরেড আকিমভ) বলেছেন, নিয়মাবলীতে কেন্দ্রীয় কমিটির এক্তিয়ার যথেষ্ট সুনির্দিষ্টতার সঙ্গে স্থির হয়নি। আমি তার কথা মানতে পারলাম না। নিয়মাবলীর এই সংজ্ঞাটিই বরং সুনির্দিষ্ট এবং তার অর্থ এই, যেহেতু পার্টির একটি সমগ্র সত্তা রয়েছে, তাই স্থানীয় কমিটির ওপর পার্টি কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের

ব্যবস্থা অবশ্যকর্তব্য। কমবেড লীবেব আমাব একটি কথা ব্যবহাব কবে বলেছেন, নিয়মাবলীটা হল 'সংগঠিত অবিশ্বাস'। কথাটা সত্যি। কিন্তু আমি এই কথাটি ব্যবহাব কবেছিলাম বুন্দ প্রতিনিধি কর্তৃক প্রস্তাবিত নিয়মাবলীটি লক্ষ্য কবে। এ নিয়মাবলীতে পার্টিব একাংশেব পক্ষ থেকে সমগ্র পার্টি সম্পর্কে 'সংগঠিত অবিশ্বাসে'ব প্রকাশ ঘটেছে। অপরপক্ষে, আমাদেব নিযমাবলীতে (সে সময, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি কাকে কাকে দিয়ে তৈবী হবে এ প্রশ্নে পবাজযেব পুর্বে, নিয়মাবলীটা ছিল 'আমাদের'।) বিভিন্ন অংশেব প্রতি পার্টিব সংগঠিত অবিশ্বাসটাই প্রকাশ পাচ্ছে—অর্থাৎ প্রকাশ পাচ্ছে সমস্ত স্থানীয, জেলা, জাতীয় ও অন্যান্য সংগঠনেব ওপব পার্টিব নিযন্ত্রণ।' (১৫৮ পৃঃ)। হ্যাঁ, **আমাদের** নিযমাবলীব সঠিক ব্যাখ্যাই **এখানে** কবা হযেছে। আব যাঁবা অম্লানবদনে বোঝাতে চাইছেন যে 'সংগঠিত অবিশ্বাস' কিংবা অন্য ভাষায় বললে "অববোধ-অবস্থা"ব প্রবর্তন হযেছিল চক্রান্তকাবী সংখ্যাগুরু অংশেব জন্য, তাদেব ওই কথাগুলি স্মবণে বাখতে অনুবোধ জানাই। পুর্বোদ্ধৃত বক্তৃতাব সঙ্গে প্রবাসী 'লীগ কংগ্রেসে'ব বক্তৃতাব তুলনা কবলে যা পাওয়া যাবে সেটি হল বাজনৈতিক মেরুদণ্ডহীনতাব একটি দৃষ্টান্ত, অধস্তন সংস্থাটা নিজেদেব না অন্যদেব, তাব ওপব মার্তভ কোম্পানীব মতামত কিভাবে বদল হচ্ছে তাব একটি নমুনা।

[ঝ] নিয়মাবলীর প্রথম অনুচ্ছেদ

যে সব সূত্রনির্ণয (ফর্মুলেশন) নিয়ে কংগ্রেসে সোৎসাহ তর্ক-বিতর্কেব সৃষ্টি হয়, তাদেব কথা আগেই বলেছি। দুটি অধিবেশন হতে এ তর্ক-বিতর্ক চলে এবং শেষ হয় **দুটি নাম-ডাকা** ভোট। (যতদূব মনে আছে, কংগ্রেসে সর্বসমেত নাম-ডাকা ভোট নেওয়া হয় আটবাব। এতে খুব সময় লাগে বলে কেবল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই শুধু

নামডাকা ভোটের ব্যবস্থা হয়েছিল)। বিতর্কের প্রশ্নটা যে একটা নীতির প্রশ্ন নিয়ে তাতে সন্দেহ নেই। এ বিতর্কে কংগ্রেসে উৎসাহ দেখা গিয়েছিল প্রচণ্ড। **প্রত্যেকটি** প্রতিনিধিই ভোট দেন—এ রকম ঘটনা আমাদের কংগ্রেসে (তথা সমস্ত বৃহৎ কংগ্রেসেই) বিরল। তা বিবাদীদের উৎসাহেরই পরিচায়ক।

এখন, বিতর্কের সারমর্মটা কি? আমি এ কথা কংগ্রেসে তখনো বলেছি এবং বারম্বার তার পুনরাবৃত্তিও করেছি যে "আমাদের পার্টির পক্ষে জীবন মরণের এক সমস্যা হয়ে উঠতে পারে (১ম অনুচ্ছেদ নিয়ে) আমাদের মতপার্থক্যটাকে এত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে আমি করি না। নিয়মাবলীর মধ্যে একটি দুর্ভাগ্যজনক ধারা থাকার জন্য আমরা নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়ে যাব না!" (পৃঃ ২৫০)। এমনি দেখতে গেলে, এ পার্থক্যের মধ্যে নীতিগত সূক্ষ্ম তারতম্য প্রকাশ পেলেও সেটা এতখানি নয় যে, কংগ্রেসের পরে যা ঘটেছে তেমনি ধারা একটা সংঘাতের (খোলাখুলি বলতে গেলে বলতে হয় ভাঙন) সৃষ্টি হবে। কিন্তু মত-পার্থক্য ছোটো হলেও যদি তা নিয়ে জেদাজেদি করা হয়, যদি তাকে সামনে টেনে আনা হয়, যদি সে পার্থক্যের সমস্ত শাখাপ্রশাখা ও মূলের সন্ধান করার জন্য লোকে উঠে পড়ে লাগে, তবে প্রত্যেকটি **ক্ষুদ্র** পার্থক্য থেকেই **বৃহৎ** পার্থক্যের সৃষ্টি হতে পারে। প্রত্যেকটি **ক্ষুদ্র** মতপার্থক্যই **দারুণ** তাৎপর্যময় হয়ে উঠতে পারে, যদি তাকে আঁকড়ে ধরে ভ্রান্ত কয়েকটি মতামতের দিকে **যাত্রা শুরু হয়**, এবং যদি নতুন আরো সব মতপার্থক্যের দরুন এ ভ্রান্তি **অরাজকতাবাদী** আচরণের সঙ্গে মিলিত হয়ে পার্টিকে নিয়ে আসে ভাঙনের মুখে!

আর বর্তমান ক্ষেত্রে ঘটেছে ঠিক তাই। প্রথম অনুচ্ছেদের ওপর তুলনায় মৃদু একটু মতপার্থক্য বর্তমানে প্রভূত তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে কেননা ঠিক এইটেকেই আঁকড়ে ধরে সুবিধাবাদী তত্ত্বজ্ঞান এবং

অরাজকতাবাদী বাগ্‌বিস্তাবের দিকে সংখ্যালঘুরা মোড দিয়েছেন, (বিশেষ করে লীগ কংগ্রেসে এবং তার পরে নতুন 'ইস্‌ক্রা'র পত্রিকা-স্তম্ভেও)। ঠিক এইটে থেকেই **শুরু হয়েছে** সেই 'কোয়ালিশন' যাতে সংখ্যালঘু ইস্‌ক্রাপন্থীরা যোগ দিয়েছেন ইস্‌ক্রাবিরোধীদের সঙ্গে, মার্শের সঙ্গে, এবং শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের সময় যা একটি সুনির্দিষ্ট আকার লাভ করেছে। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি কাদেব নিয়ে গঠিত হবে এই নিয়ে মূলগত ও বৃহদাকারের পার্থক্যটা বুঝতে হলে এই কোয়ালিশনের ব্যাপারটাকে **না বুঝলে চলবে না**। ১ম অনুচ্ছেদ নিয়ে মার্তভ ও আক্‌সেলরদের ছোট্ট ভ্রান্তিটা হল আমাদের পাত্রেব গায়ে একটি ছোট্ট ফাটল। ('লীগ কংগ্রেসে' আমি এই ধরনেব কথা বলেছিলাম) হয় পাত্রটিকে এক করে রাখতে হবে বাঁধন **শক্ত** দিয়ে (ফাঁসির বাধন নয়। যদিও মার্তভেব তাই মনে হযেছিল, লীগ কংগ্রেসে মার্তভ যে অবস্থায় ছিলেন সেটি প্রায় মৃগীরোগের কাছ ঘেঁষে), নয়তো ফাটলটাকে বাড়িয়ে তুলে পাত্রটিকে দুখানা করার জন্যে **সর্বশক্তি** নিয়োগ করা চলে। উগ্র মার্তভপন্থীদের বয়কট প্রভৃতি অরাজকতাবাদী ক্রিয়াকলাপের কল্যাণে ঠিক এই জিনিসটাই ঘটেছে। কেন্দ্রীয় সংস্থার নির্বাচনের পেছনে প্রথম অনুচ্ছেদ সম্পর্কে মতভেদের ব্যাপাবটা কম কাজ করেনি। আর তাতে পরাজিত হয়ে মার্তভ যে "নীতিগত সংগ্রামের" আশ্রয় নেন তার মধ্যে স্থূল যান্ত্রিকতা, এমন কি অপমানকব ব্যবস্থাও গৃহীত হয় (প্রবাসী রুশ বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের কংগ্রেসে তার বক্তৃতা লক্ষ্যণীয়)।

এত সব কাণ্ডের ফলে ১ম অনুচ্ছেদের প্রশ্নটা তাই এখন **প্রভূত তাৎপর্যপূর্ণ** হয়ে উঠেছে। এবং আমাদের দুটি জিনিসকেই স্পষ্ট করে বুঝতে হবে—এই অনুচ্ছেদের ওপর ভোটাভুটির সময় কংগ্রেসে যে জোট বাঁধাবাঁধি হয় তার প্রকৃতি এবং ১ম অনুচ্ছেদ নিয়ে যে সব

মতপার্থক্য আত্মপ্রকাশ করেছিল অথবা করতে শুরু করেছিল—তাদের আসল চরিত্র। প্রথমটার চেয়ে এই শেষের বিষয়টাই কিন্তু অনেক বেশি জরুরী। পাঠকরা জানেন কি-কি ঘটনা ঘটেছে। এ সবের পর **এখন** প্রশ্নটা উত্থিত হয়েছে এইভাবে—আক্সেলরদ দ্বারা সমর্থিত মার্তভের সিদ্ধান্তটা (ফর্মুলেশন) কি তাঁর (অথবা তাঁদের) অস্থিরতা, দোদুল্যমানতা ও রাজনৈতিক অস্পষ্টতা দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিল? পার্টি কংগ্রেসে আমি সেই কথাই বলেছিলাম (৩৩৩ পৃঃ)। তা কি উয়ারেজবাদ ও অরাজকতা-বাদের দিকে তাঁর (অথবা তাঁদের) বিচ্যুতি দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিল? লীগ কংগ্রেসে প্লেখানভ এই উপসংহারেই এসেছিলেন ('লীগ মিনিটস' ১০২ পৃঃ ; এবং আরো অনেক ক্ষেত্রে)। অথবা, প্লেখানভ সমর্থিত আমার সিদ্ধান্তটা (ফর্মুলেশন) কি কেন্দ্রিকতা সম্পর্কে ভ্রান্ত, আমলাতান্ত্রিক, নিয়মতান্ত্রিক আড়ম্বরপ্রিয়, ও সোশ্যাল ডেমোক্রেসি-বিগর্হিত একটা ধারণা দিয়ে প্রভাবিত? **সুবিধাবাদ ও অরাজকতাবাদ, নাকি আমলাতান্ত্রিকতা ও নিয়ম-তান্ত্রিকতা?** ছোটো পার্থক্য বড়ো পার্থক্যে রূপান্তরিত হবার পরে **বর্তমানে** প্রশ্নটা উত্থিত হয়েছে ঠিক এইভাবেই। আর **নিরপেক্ষভাবে** আমার সিদ্ধান্তের গুণাগুণ আলোচনা করার সময় **মনে রাখা** দরকার যে ঘটনাবলীর গতিপরিণতিতে ঠিক এইভাবেই প্রশ্নটি আমাদের **সকলের** সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—ঠিক এইভাবেই তা ইতিহাস কর্তৃক উত্থিত হয়েছে, এ কথা বললেও বোধহয় নিতান্ত বাগাড়ম্বর বলে মনে হবে না।

কংগ্রেসের বিতর্কের একটা বিশ্লেষণ দিয়ে তাহলে ঐ গুণাগুণ পরীক্ষার কাজ শুরু করা যাক। প্রথমে বক্তৃতা দেন ইগরভ। সত্যি সত্যি নতুন আর বেশ খুঁটিনাটিভরা ও জটিল এই যে প্রশ্নটি উঠেছে তার

সঠিকতা-বেঠিকতা ধরতে পারা অনেক প্রতিনিধির পক্ষেই কঠিন ছিল। কমরেড ইগরভের বক্তৃতায় তাদেরই দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাওয়া ছাড়া কৌতূহলোদ্দীপক আর কিছু নেই ('নন লিকোয়েট', ব্যাপারটা এখনো আমার কাছে পরিষ্কার নয়, কোন্‌টা যে ঠিক তা তখনো বুঝে উঠতে পারিনি)। পরবর্তী বক্তৃতা কমরেড আক্‌সেলরদের। কাল-বিলম্ব না করে তিনি নীতির প্রশ্নটি তুলে ধরলেন। নীতির সমস্যা নিয়ে কংগ্রেসে কমরেড আক্‌সেলরদের প্রথম বক্তৃতা এইটেই। আর বলতে গেলে এইটেই তাঁর প্রথম কংগ্রেস বক্তৃতা। খ্যাতনামা "অধ্যাপকের" সঙ্গে এই একত্র ভূমিকায় তাঁর এই নতুন অভ্যুদয় যে খুব সুবিধার হয়েছিল, তা ঠিক বলা যায় না। কমরেড আক্‌সেলরদ বলেন, "আমার মনে হয় পার্টি এবং সংগঠন এই দুই ধারণাকে তফাৎ করে দেখা উচিত। এক্ষেত্রে তা গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে। এ গুলিয়ে ফেলা বিপজ্জনক।" আমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই হল প্রথম যুক্তি।

এ যুক্তিটাকে আরো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা যাক। পার্টিকে হতে হবে **সংগঠনসমূহের* যোগফল** (সরল গাণিতিক যোগ নয়, মিশ্র যোগ)

---

* "সংগঠন" শব্দটি সাধারণত দুই অর্থে প্রয়োগ হয়—একটি ব্যাপক আর একটি সংকীর্ণ। সংকীর্ণ অর্থে, ন্যূনতম পরিমাণেও সংগঠিত হয়েছে এমন সব জন-সমষ্টির এক একটি কেন্দ্রসত্তাকে বোঝায়। এই রকম বিভিন্ন কেন্দ্রসত্তার সমষ্টিকরণের ফলে যে একক সমগ্রতা দেখা দেয় ব্যাপক অর্থে সংগঠনের অর্থ তাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নৌবাহিনী, সৈন্য-বাহিনী, অথবা রাষ্ট্র ; (সঙ্কীর্ণ অর্থে) এগুলি হল বহু সংগঠনের যোগফল, আবার একই সঙ্গে (ব্যাপক অর্থে) এরা হল সামাজিক সংগঠনের বিভিন্ন কয়েকটি দৃষ্টান্ত। শিক্ষা বিভাগ হল (ব্যাপক অর্থের) একটি সংগঠন এবং (সংকীর্ণ অর্থের) নানা সংগঠন দিয়ে তা গঠিত। সেই রকম পার্টিও একটা সংগঠন এবং (ব্যাপক অর্থের) একটা সংগঠন হওয়াই তার উচিত ; সঙ্গে সঙ্গে (সঙ্কীর্ণ অর্থের) নানা বিভিন্ন সংগঠন দিয়েই তা গঠিত। সুতরাং, পার্টি এবং সংগঠনে এই দুই ধারণার মধ্যে তফাৎ করার কথা যখন আক্‌সেলরদ্ বলেন, তখন তিনি প্রথমত সংগঠন শব্দটির ব্যাপক ও সঙ্কীর্ণ অর্থের মধ্যে পার্থক্য হিসাবে আনছেন না, এবং দ্বিতীয়ত, এইটে লক্ষ্য করছেন না যে তিনি নিজে সংগঠিত এবং অসংগঠিত অংশগুলিকে একত্রে গাদি করে রাখছেন।

—এই কথা যখন আমি বলি, তখন কি পার্টি ও সংগঠন এই দুই ধারণাকে গুলিয়ে ফেলেছি বলে বোঝা যায়? কিছুতেই নয়। এই কথা মারফত আমি স্পষ্ট করে সুনির্দিষ্ট আকারে আমার এই ইচ্ছা, এই দাবি প্রকাশ করেছি যে শ্রেণীর পুরোবাহিনী হিসেবে পার্টিকে হতে হবে যথাসম্ভব **সংগঠিত.** পার্টি সদস্যতালিকায় শুধু তাদেরই ভর্তি করা চলবে যারা **ন্যূনতম সংগঠনে আত্মনিয়োগ করতে প্রস্তুত।** অপরপক্ষে, পার্টির মধ্যেকার সংগঠিত অংশ এবং অসংগঠিত অংশ, যাঁরা নির্দেশ মান্য করবেন এবং যাঁরা করবেন না, অগ্রবর্তী অংশ এবং এমন পশ্চাৎবর্তী অংশ যারা সংশোধনের অতীত (কেননা সংশোধন-যোগ্য পশ্চাৎবর্তীরা সংগঠনে যোগ দিতে সক্ষম)—আমার বিরুদ্ধবাদীরা এ সবাইকেই **একত্রে গাদি** করে রাখার পক্ষপাতী। প্রকৃতপক্ষে **এই ভ্রান্তিটাই বিপজ্জনক।** "কঠোরতার সঙ্গে অনুসৃত অতীতের গুপ্ত ও কেন্দ্রীভূত সংগঠনগুলির" কথাও আকৃসেলরদ উল্লেখ করেন (জেমলিয়া ই ভলিয়া এবং নারদনায়া ভলিয়া)। তিনি বলেন যে এদের চারপাশে "বহুলোককে জড়ো করা হয়েছিল"; তারা সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না বটে কিন্তু কোনো না কোনো উপায়ে পার্টিকে সাহায্য করত এবং পার্টি সদস্য হিসেবেও গণ্য হত।......এই নীতিটাকে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক সংগঠনের ক্ষেত্রে আরো কঠোরভাবে পালন করা উচিত। "বিষয়টার অন্যতম **কেন্দ্রীয়** প্রশ্নে এখন আসা যাক," এই নীতিটা—যাতে কোন-না-কোনো উপায়ে পার্টিকে সাহায্য করলেই পার্টির কোনো সংগঠনে না থেকেও পার্টি সদস্য বলে অভিহিত হবার অনুমতি পাওয়া যায়—এই নীতিটা কি সত্যি সত্যিই সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক? এর সম্ভবপর একমাত্র উত্তর দিয়েছিলেন প্লেখানভ। তিনি বলেন, "সত্তর সালের দৃষ্টান্ত দেওয়া আকৃসেলরদের ভুল হয়েছে। সে সময় সুসংগঠিত এবং অপূর্ব শৃঙ্খলাময় একটি কেন্দ্র ছিল। তার

চারপাশে ছিল এই কেন্দ্রের সৃষ্ট নানা ধরনের সংগঠন। আর এ সমস্ত সংগঠনের বাইরে যা ছিল তা হাট, অরাজকতা। যাদের দিয়ে এ হাট গড়ে উঠত তারা নিজেদের বলত পার্টি সদস্য কিন্তু তাতে লক্ষ্যের সুবিধা না হয়ে ক্ষতি হত বেশি। সত্তর সালের অরাজকতা নকল করাটা আমাদের কর্তব্য নয়, কর্তব্য তাকে পরিহার করা।" অর্থাৎ, সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক নীতি বলে কমরেড আক্সেলরদ যেটিকে চালাবার চেষ্টায় ছিলেন "সেই নীতিটা" আসলে একটি **অরাজকতাবাদী নীতি**। এ কথা খণ্ডন করতে হলে দেখাতে হবে যে সংগঠনের বাইরেও নিয়ন্ত্রণ, নির্দেশ ও শৃঙ্খলা সম্ভব, দেখাতে হবে যে "যাদের নিয়ে বিশৃঙ্খলা গড়ে উঠেছে" তাদেরকে পার্টি সদস্যের খেতাব দেওয়া **প্রয়োজন**। মার্তভের সিদ্ধান্ত যাঁরা সমর্থন করেছিলেন, তাঁরা এর **কোনোটাই** প্রমাণ করেন নি এবং প্রমাণ করতে পারেন নি। কমরেড আক্সেলরদ এক "অধ্যাপকের" দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন: "তিনি নিজেকে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক বলে মনে করেন এবং ঐ নামে নিজেকে জাহিরও করেন।" এই দৃষ্টান্তের পেছনে যে চিন্তাটি ছিল, তার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি দেখাতে হলে, সংগঠিত সোশ্যাল ডেমোক্রাটরাও এই অধ্যাপককে সেইভাবে গণ্য করেন কিনা তা বলাও কমরেড আক্সেলরদের উচিত ছিল। পরবর্তী এই প্রশ্নটি না তোলায় কমরেড আক্সেলরদেব যুক্তিটি অর্ধেক পথেই পরিত্যক্ত হয়েছে। বস্তুত দুটোর একটা হতেই হবে—হয় সংগঠিত সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা ঐ অধ্যাপককে সোশ্যাল ডেমোক্রাট বলেই মানেন; সে ক্ষেত্রে তাঁরা সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক সংগঠনের কোনো একটিতে তাঁকে বরাদ্দ করছেন না কেন? কেননা অধ্যাপককে এই-ভাবে সংগঠনে বরাদ্দ করলেই তাঁর "ঘোষণা" তার কাজের সঙ্গে মিলবে, তা ফাঁকা বুলিতে পরিণত হবে না (অধ্যাপকদের ঘোষণা

অধিকাংশক্ষেত্রেই সাধারণত এইরকম হয়ে থাকে); আর নয় তো, সংগঠিত সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা ঐ অধ্যাপককে সোশ্যাল ডেমোক্রাট বলে **মনে করেন না**; সেক্ষেত্রে পার্টি-সদস্যের সম্মানভাজন ও দায়িত্বশীল খেতাবটি তাঁকে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে উদ্ভট, কাণ্ডজ্ঞানহীন এবং **ক্ষতিকর**। ব্যাপারটা তাই দাঁড়ায় এই রকম—হয় সংগঠনের নীতিটার সুসঙ্গত প্রয়োগ, আর নয় তো অনৈক্য ও নৈরাশ্যের অভিষেক। সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের একটা কেন্দ্রীয় অংশ ইতিমধ্যেই গঠিত এবং ইতিমধ্যেই সংহত হয়ে উঠেছে; দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে পার্টি কংগ্রেস বসল এই অংশটার জন্যই এবং এই অংশটা থেকেই সব রকমের পার্টি সংগঠনের আকার ও সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার কথা। এখন এই কেন্দ্রীয় অংশটার ওপর ভিত্তি করেই কি পার্টি গড়ে তোলা হবে? নাকি এই স্তোকবাক্য নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে যে যারাই সাহায্য করে তারা সবাই পার্টি সদস্য? কমরেড আক্সেলরদ আরো বলেছিলেন, "লেনিনের সূত্র গ্রহণ করলে এমন একটি অংশকে ঠেলে ফেলতে হবে যারা সরাসরি সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হতে না পারলেও পার্টি সদস্য।" বিভিন্ন ধারণাকে গুলিয়ে ফেলার অভিযোগে কমরেড আক্সেলরদ আমায় অভিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। সেই গুলিয়ে ফেলাটাই এখানে তাঁর নিজের বেলাতেই বেশ স্পষ্ট করে ধরা পড়েছে। তিনি আগে থেকেই ধরে নিয়েছেন যে যারাই সাহায্য করে তারা সবাই হল পার্টি সদস্য অথচ ঠিক এই নিয়েই কলহ এবং এই রকম একটা ভাষ্যের প্রয়োজন ও মূল্যবত্তা **প্রমাণ** করা এখনো আমাদের প্রতিবাদীদের বাকি আছে। 'ঠেলে ফেলা' কথাটি আচমকা শুনলে ভয়ানক বলে মনে হবে, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি? যে সব সংগঠন পার্টি সংগঠন বলে স্বীকৃত তার সদস্যদেরই যদি শুধু পার্টি সদস্য বলে গণ্য করা হয়, তাহলেও কিন্তু যাঁরা সরাসরি কোনো পার্টি সংগঠনে যোগ দিতে

অক্ষম তারাও এমন সংগঠনে কাজ করতে পারেন, যেটি পার্টি সংগঠন নয় অথচ পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং, তাদের কাজ করা নিষিদ্ধ করা, আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করা থেকে তাদের বঞ্চিত করা—এই অর্থে কাউকে ঠেলে ফেলার কোনো কথাই উঠছে না। বরং, অন্যদিকে, **সাচ্চা** সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের নিয়ে গঠিত আমাদের পার্টি সংগঠনগুলি যতই শক্তিশালী হবে, পার্টির **অভ্যন্তরে** অস্থিরতা ও দোদুল্যমানতা যতই কমবে, ততই পার্টির চতুষ্পার্শ্বস্থ এবং পার্টির দ্বারা পরিচালিত **শ্রমিকজনসমষ্টির** অংশগুলির ওপব পার্টির প্রভাব হবে আরো ব্যাপক, আরো বিচিত্র, আরো গভীর, এবং আরো ফলপ্রদ। যাই হোক না কেন, শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রবাহিনী পার্টিকে সমস্ত শ্রেণীর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। এবং কমরেড আক্সেলরদ যখন বলেন, "সবার আগে অবশ্য আমরা পার্টির সব চেয়ে সক্রিয় লোকদের দিয়ে একটি সংগঠন গড়ব, বিপ্লবীদের একটি সংগঠন গড়ব। কিন্তু যেহেতু আমরা একটি শ্রেণীর পার্টি, তাই যারা যথেষ্ট সক্রিয়ভাবে না হলেও অন্তত সচেতন ভাবে এ পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকছে তাদের পার্টি সদস্যমণ্ডলীর বাইরে যাতে ফেলে রাখা না হয়, সেদিকে হুঁশিয়ার থাকতে হবে।"—তখন তিনি ঠিক ঐ গুলিয়ে ফেলার গল্‌তিটাই করে বসেন (আমাদের সুবিধাবাদী অর্থনীতিবাদের এটা বৈশিষ্ট্য)। প্রথমত, সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির সক্রিয় লোক বলতে শুধু বিপ্লবীদের সংগঠন বোঝায় না, পার্টি সংগঠন বলে পরিচিত **এক গাদা** শ্রমিক সংগঠনের সবাইকেও বোঝায়। দ্বিতীয়ত, আমরা একটি শ্রেণীর পার্টি—এই ঘটনা থেকে কোন্ যুক্তি বলে এই সিদ্ধান্ত সম্ভব যে পার্টি-অন্তর্ভুক্ত এবং পার্টি-**সংশ্লিষ্ট**দের মধ্যে পার্থক্য টানার প্রয়োজন নেই? ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। চেতনার স্তর এবং সক্রিয়তার স্তরে তফাৎ আছে বলেই পার্টির সঙ্গে নিবিড়তার স্তরেরও তফাৎ করতে হবে। আমরা একটি

শ্রেণীর পার্টি, সেইজন্যে **প্রায় সমগ্র** শ্রেণীকে (যুদ্ধের সময়ে, গৃহ যুদ্ধের সময় সমগ্র শ্রেণীটাকেই) আমাদের পার্টির নেতৃত্বে কাজ করতে হবে, আমাদের পার্টির সঙ্গে লেগে থাকতে হবে যথাসম্ভব নিবিড়ভাবে। কিন্তু পুঁজিবাদের আমলে এ শ্রেণী সমগ্রভাবে অথবা প্রায় সমগ্রভাবে তার অগ্রবাহিনীর, তার সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির চেতনা ও সক্রিয়তার স্তরে কখনো উঠতে পারবে, একথা ভাবা হবে মানিলভবাদ (১৪) এবং লেজুড়বাদ। পুঁজিবাদের আমলে এমনকি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মধ্যেও (যে-সংগঠন আরো প্রাথমিক, অপরিণত অংশের কাছে অধিকতর বোধগম্য) যে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণী অথবা প্রায় সমগ্র শ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে একথা কোনো বুদ্ধিমান সোশ্যাল ডেমোক্রাট আজ পর্যন্ত কখনো ভাবেন নি। অগ্রবাহিনী এবং অগ্রবাহিনীর দিকে এগিয়ে-আসা ব্যাপক জনসংখ্যার মধ্যে পার্থক্যের কথা ভুলে যাওয়ার অর্থ, ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর অংশকে ক্রমাগত এই অগ্রবাহিনীর সর্বোচ্চ স্তরে **উন্নত করার** নিরন্তর কর্তব্যটিকে ভুলে যাওয়ার অর্থ—আমাদের কর্তব্যের বিশালতা সম্পর্কে চোখ বুঁজে থাকা, এ কর্তব্যকে সঙ্কুচিত করে ফেলা। যারা অন্তর্ভুক্ত এবং যারা সংশ্লিষ্ট, যারা সচেতন ও সক্রিয় এবং যারা মাত্র সাহায্যকারী তাদের মধ্যেকার পার্থক্য ঘুচিয়ে দেওয়ার মধ্যে ঠিক এরকমের চোখ বুঁজে থাকা, ঠিক এমনি ধারা ভুলে যাওয়াটাই প্রকাশ পেয়েছে।

সাংগঠনিক অস্পষ্টতার **সমর্থনে,** সংগঠন গড়া আর সংগঠন ভাঙা —এদুটোকে গুলিয়ে ফেলার **সমর্থনে** যখন এই যুক্তি দেওয়া হয় যে, আমরা একটি শ্রেণীর পার্টি তখন ঠিক নাদেজদিনের ভ্রান্তিটারই পুনরাবৃত্তি ঘটে। "আন্দোলনের 'মূলের' 'গভীরতা' নিয়ে দার্শনিক ও সামাজিক ঐতিহাসিক প্রশ্নের সঙ্গে সাংগঠনিক ও টেকনিক্যাল প্রশ্নকে"

নাদেজদিন গুলিয়ে ফেলেছিলেন ("কী করতে হবে?" ৯১ পৃঃ) আক্‌সেলরদের সুনিপুণ হাতে তৈরি এই গুলিয়ে ফেলাটাই সেদিন মার্তভের সিদ্ধান্ত সমর্থনকারী বক্তাদের কথায় বারম্বার প্রকাশ পেয়েছে। মার্তভ বললেন, "পার্টি সদস্যের পদ যত বহুবিস্তৃত হবে, ততই ভালো।" অথচ বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন একটা **পদের** বহুবিস্তৃতিতে সুবিধাটা কি হবে তা কিন্তু তিনি ব্যাখ্যা করেন নি। কোনো সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন পার্টি-সদস্যের ওপর নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা যে একটা অলীক কাহিনী মাত্র একথা অস্বীকার করা সম্ভব কি? আর অলীক কাহিনী যতো বহুবিস্তৃতই হোক না কেন তাতে উপকার হয় না, ক্ষতিই হয়। "প্রত্যেকটি শোভাযাত্রী, প্রত্যেকটি ধর্মঘটী যদি নিজের কাজের দায়িত্ব নিজে নিয়ে ঘোষণা করতে পারেন যে আমি একজন পার্টি-সদস্য তবে তা আমাদের পক্ষে আনন্দেরই কারণ হবে।" (২৩৯ পৃঃ) তাই নাকি? **নিজেকে পার্টি সদস্য হিসেবে ঘোষণা** করার অধিকার **প্রত্যেকটি ধর্মঘটীরই** থাকবে নাকি? এ বিবৃতিতে কমরেড মার্তভ সোশ্যাল ডেমোক্রাসিকে নিছক ধর্মঘট করতে পারার স্তরে **টেনে নামিয়েছেন,** ফলে আকিমভদের যে দুর্গতি ঘটেছিল সেই দুর্গতিরই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে, তাঁর ভ্রান্তিটাকে এক দমকে প্রায় আজগুবির কোঠায় ঠেলে নিয়ে গেছেন। আমাদের আনন্দের কারণ ঘটবে শুধু তখনই যখন সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা প্রত্যেকটি ধর্মঘটকে পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন; কারণ ধর্মঘটগুলি হল শ্রেণীসংগ্রামের এক গভীরতম ও প্রবলতম আত্মপ্রকাশ, এবং শ্রেণীসংগ্রামের প্রত্যেকটি আত্মপ্রকাশকে পরিচালনা করাই হল সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের আশু ও তর্কাতীত কর্তব্য। কিন্তু এই প্রাথমিক ধরনের সংগ্রামের ট্রেড-ইউনিয়নমূলক কর্ম ছাড়া যা বেশি কিছু নয়—তার সঙ্গে পরিপূর্ণ, সচেতন সোশ্যাল

ডেমোক্রাটিক সংগ্রামকে **এক করে** দেখলে আমরা **লেজুড়বাদী** বলে গণ্য হব। প্রত্যেকটি ধর্মঘটীর জন্য "নিজেকে পার্টি সদস্য বলে ঘোষণা করার" অধিকার মঞ্জুর করলে সুবিধাবাদীর মতো একটি **মামুলী মিথ্যাকেই বিধি-সঙ্গত** করা হবে, কেননা **অধিকাংশ ক্ষেত্রেই** এ রকম "ঘোষণা" হবে **মিথ্যা**। শিল্পশিক্ষাহীন, অকুশলী শ্রমিকদের একটি অতি ব্যাপক অংশের ওপর পুঁজিবাদের আমলে সীমাহীন অনৈক্য, নিপীড়ন ও বিমূঢ়তার বোঝা চেপে বসতে বাধ্য। এর পৃষ্ঠপটে, **প্রত্যেকটি** ধর্মঘটী একজন সোশ্যাল ডেমোক্রাট ও সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সদস্য **হতে সক্ষম**—এই কথা বলে যদি আমরা অপরকে ও নিজেদেরকে বুঝ দিতে চেষ্টা করি তবে তা হবে এক আত্মসন্তুষ্ট দিবাস্বপ্নের সান্ত্বনা।

সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক কায়দায়, প্রত্যেকটি ধর্মঘটকে পরিচলানার জন্য **বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা** আর **প্রত্যেকটি** ধর্মঘটীকে পার্টি-সদস্য ঘোষণা করার **সুবিধাবাদী বাক্যবিলাস**—এই দুয়ের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা ঐ 'ধর্মঘটী'র দৃষ্টান্তটা থেকেই বিশেষ স্পষ্টতার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে। আমরা একটি শ্রেণীর পার্টি, তাই আমরা প্রায়-সমগ্র এমন কি সমগ্র সর্বহারা শ্রেণীটাকেই সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক কায়দায় পরিচালনা করি কাজের ক্ষেত্রে। কিন্তু আমরা একটি শ্রেণীর পার্টি, তাই কেবল কথার ক্ষেত্রে পার্টি ও শ্রেণীকে এক করে দেখতে হবে এই সিদ্ধান্ত টানা শুধু আকিমভদের পক্ষেই সম্ভব।

ঐ একই বক্তৃতায় কমরেড মার্তভ বলেন, "ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠনের কথায় আমি ভয় পাচ্ছি না। কিন্তু এরকম সংগঠনের তখনই একটা অর্থ হয় যখন তার চারদিক ঘিরে থাকে একটি ব্যাপক সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি।" (২৩৯ পৃঃ) সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে তাঁর বলা উচিত ছিল, যখন তার চারদিক ঘিরে থাকে একটি ব্যাপক

সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক **আন্দোলন**। এবং এইভাবে বললে, মার্তভের উক্তি শুধু তর্কাতীতই নয়, সত্যও বটে। কথাটি তুলছি কারণ পরবর্তী বক্তাদের হাতে মার্তভের এই স্বতঃসত্যটি পরিণত হল এই **নিতান্ত মামুলী**, নিতান্ত স্থূল যুক্তিতে যে, কমরেড লেনিন "পার্টি সদস্যদের মোট সংখ্যা ষড়যন্ত্রকারীদের মোট সংখ্যার চেয়ে বাড়াতে রাজি নন।" হাস্যকর এই সিদ্ধান্তটি টেনেছিলেন কমরেড পোসাদভস্কি এবং কমরেড পপভ উভয়েই। পরিশেষে এই সিদ্ধান্তটাই যখন মার্তভ ও আকিমভ লুফে নিলেন তখন একটা সুবিধাবাদী বুলি হিসেবে তার আসল চেহারা স্পষ্ট করেই উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। সংগঠন সম্পর্কে নতুন সম্পাদকমণ্ডলীর নতুন মতামতের সঙ্গে পাঠক সাধারণের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে কমরেড আক্সেলরদ আজ নতুন 'ইস্ক্রায়' ঐ একই যুক্তিকে পল্লবিত করে তুলছেন। অথচ অনেক আগেই, প্রথম অধিবেশনেই ১ম ধারার প্রশ্নটি যখন কংগ্রেসে আলোচনা হয়, আমি মন্তব্য করেছিলাম, যে আমাদের বিরোধীরা এই সস্তা প্যাঁচটিকে অবলম্বন করতে চাইছেন। সেই কারণে আমার বক্তৃতায় আমি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলাম, (২৪০ পৃ): "এ কথা ভাবা ঠিক নয় যে পার্টি সংগঠন শুধু পেশাদার বিপ্লবীদের নিয়েই গঠিত হবে। সব ধরনের, সব পর্যায়ের এবং সব মাত্রার বিচিত্রতম, নানা সংগঠন আমাদের প্রয়োজন। চূড়ান্ত রকমের সীমাবদ্ধ ও গুপ্ত সংগঠন থেকে শুরু করে খুব চূড়ান্ত রকমের ব্যাপক, স্বচ্ছন্দ, ও **শিথিল সংগঠন** পর্যন্ত তাতে থাকবে।" এটা এমন একটা স্বতঃস্পষ্ট স্বতসিদ্ধ সত্য যে এ নিয়ে বাক্যব্যয় করা আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল। কিন্তু আজ যখন নানান বিষয়ে আবার আমাদের কৈঁচেগণ্ডুষ করতে হচ্ছে, তখন এই ব্যাপারটা নিয়েও "পুরনো পড়ার পুনরাবৃত্তি" করতে হয়। তার জন্য আমি "কি করতে হবে?" এবং "জনৈক

কমরেডের কাছে চিঠি” এই দুই বই থেকে কিছু অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করব।

“...রাজনৈতিক কর্তব্যের প্রকৃত ও সব চাইতে ব্যবহারিক অর্থে যা বোঝায়, তা সম্পাদন করা আলেক্সিয়েভ, মিশকিন, খালতুরিন ও ঝেলিয়াবভের মতো বীর পুরুষদের একটি মণ্ডলীর পক্ষে সম্ভব। যেহেতু এবং যে পরিমাণে তাঁদের আবেগময় প্রচার স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাগরিত জনসমষ্টির মধ্যে সাড়া জাগায় এবং জাগাবে, যেহেতু এবং যে পরিমাণে তাঁদের প্রবল কর্মক্ষমতা বিপ্লবীশ্রেণীর কর্মক্ষমতা দিয়ে সমর্থিত হয় এবং হবে, সেহেতু এবং সেই পরিমাণেই তাঁরা এই কার্য সম্পাদনে সক্ষম।” সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক **পার্টি** হতে হলে আমাদের বিশেষ করে ঐ **শ্রেণীর সমর্থন** লাভ করতেই হবে। মাতর্ভ যা ভেবেছিলেন, গুপ্ত সংগঠনকে ঘিরে থাকবে পার্টি, ব্যাপারটা তা নয়। বিপ্লবীশ্রেণী সর্বহারারাই ঘিরে থাকবে পার্টিকে, এবং এ পার্টির মধ্যে যেমন সব থাকবে গুপ্ত ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠন, তেমনি থাকবে অ-ষড়যন্ত্রী সংগঠন।

“...অর্থনৈতিক সংগ্রামের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন হবে ট্রেড ইউনিয়নের সংগঠন। যথাসম্ভব প্রত্যেকটি সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক মজুরকে এই সব সংগঠনে সাহায্য ও সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে।... কিন্তু শুধু সোশ্যাল ডেমোক্রাটরাই ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হতে পারবেন— এ দাবি করা আদৌ আমাদের স্বার্থের অনুকূল নয়। তাতে জন-সাধারণের ওপর আমাদের প্রভাবকে সঙ্কুচিত করে ফেলা হবে। মালিক আর সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজন যারাই অনুভব করে এমন প্রত্যেকটি মজুর আসুক ট্রেড ইউনিয়নে। যাদের মধ্যে প্রাথমিক বোধটুকু রয়েছে এমন সকলকে ঐক্যবদ্ধ করতে না পারলে, এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে খুব **ব্যাপক**

সংগঠন হিসেবে গডতে না পাবলে ট্রেড ইউনিয়নেব লক্ষ্যটাই অসাধ্য হয়ে পডবে। এবং এ সংগঠনগুলি যত ব্যাপক হবে, ততই তাদেব ওপব আমাদেব প্রভাব ব্যাপক হতে থাকবে—তা হবে শুধু অর্থ নৈতিক সংগ্রামেব স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশেব জন্যেই নয়, ট্রেড ইউনিযনেব সমাজতন্ত্রী সদস্যেবা তাদেব কমবেডদেব প্রভাবিত কবাব জন্য যে প্রত্যক্ষ ও সচেতন প্রচেষ্টা কবেন, তাব জন্যেও এটি ঘটবে।" (৮৬ পৃঃ) প্রসঙ্গত, ১ম অনুচ্ছেদ নিয়ে বিতর্কমূলক প্রশ্নটাব যাচাইয়েব দিক থেকে ট্রেড ইউনিয়নেব দৃষ্টান্তটি বিশেষ তাৎপযপূর্ণ। এই সমস্ত ইউনিযনকে যে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক সংগঠনগুলিব "নিযন্ত্রণ ও পবিচালনায়" কাজ **করতে হবে** সে সম্পর্কে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদেব মধ্যে দ্বিমতেব অবকাশ নেই। কিন্তু এই **ভিত্তিতে** সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিব সদস্য বলে "ঘোষণা কবাব" অধিকাব যদি ট্রেড ইউনিযনেব সকল সদস্যেব ওপব অর্পণ কবা হয, তবে তা স্পষ্টতই হবে একটা আজগুবি ব্যাপাব, তা থেকে দুটি বিপদেব কাবণ ঘটবে। তাতে কবে একদিকে ট্রেড ইউনিযন আন্দোলনেব প্রসাব **সঙ্কুচিত** হবে আব তাব ফলে শ্রমিকদেব সংহতি দুর্বল হযে পডবে। অন্যদিকে, সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিব দবজা খুলে দেওযা হবে অস্পষ্টতাব ও দোদুল্যমানতাব জন্য। ক্রিমিটশাউ-এব মজুবিতে (১৫) বহাল হামবুর্গেব ইমাবৎ-মজুবদেব যে বিখ্যাত ঘটনাটি ঘটে, সেখানে বাস্তবক্ষেত্রে এই বকমেব একটা সমস্যা সমাধান কবাব সুযোগ জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটবা পেযেছিলেন। সোশ্যাল ডেমোক্রাটবা যে ধর্মঘট ভাঙাকে অসম্মানজনক বলে মনে কবেন, একথা ঘোষণা কবতে তাঁবা এক মুহূর্ত দেবি কবেন নি। অর্থাৎ তাবা স্বীকাব কবেছিলেন যে ধর্মঘট পবিচালনা কবা ও তাকে সমর্থন কবা **তাঁদের** প্রধান কর্তব্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁবা সমান দৃঢতাব সঙ্গেই এ দাবি বাতিল কবে দেন যে পার্টিব স্বার্থেব সঙ্গে

ট্রেড ইউনিয়নের স্বার্থ এক করে দেখতে হবে, এবং যে কোনো ট্রেড ইউনিয়নের যে কোনো কাজের সব **দায়িত্ব পার্টির ওপর বর্তাবে**। ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে পার্টি প্রেরণা দিয়ে উদ্দীপ্ত এবং স্বীয়-প্রভাবাধীন করার চেষ্টা পার্টি করবে এবং এইটাই তার কর্তব্য। কিন্তু স্বীয়-প্রভাবাধীন করতে হবে বলেই পার্টি তফাৎ করে দেখবে কারা এই ইউনিয়নের মধ্যে পুরোপুরি সোশ্যাল ডেমোক্রাট (কারা সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির অন্তর্ভুক্ত) এবং কারা পুরোপুরি সচেতন নয়, রাজনৈতিক ভাবে পুরোপুরি সক্রিয় নয়—কমরেড আক্সেলরদ আমাদের যে-ভাবে এই দুই ধরনের অংশকে গুলিয়ে ফেলতে বলছেন, তা নয়।

"…বিপ্লবীদের সংগঠনের মধ্যে সবচেয়ে গোপন কাজকর্মগুলির কেন্দ্রীকরণের ফলে ব্যাপক জনসাধারণের জন্য পরিকল্পিত বিপুলসংখ্যক অন্যবিধ সংগঠনের এক্তিয়ার অথবা কাজের গুণাগুণ কমবে না, বরং বাড়বে। ব্যাপক জনসাধারণের জন্য পরিকল্পিত বলে এই সব সংগঠনকে হতে হবে যথাসম্ভব শিথিল এবং যথাসম্ভব অগোপন—যথা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিকদের আত্মশিক্ষা, বেআইনী সাহিত্য-পাঠের চক্র, জনসাধারণের অন্যান্য **সমস্ত** অংশের মধ্যে সোশ্যালিস্ট এবং তদুপরি গণতান্ত্রিক চক্র, ইত্যাদি ইত্যাদি। **যত বেশি সম্ভব তত বেশি সংখ্যায়** সর্বত্র বিভিন্নতম কাজের ভিত্তিতে এই ধরনের 'চক্র', ট্রেড ইউনিয়ন, ও সংগঠন আমাদের গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু **বিপ্লবীদের** সংগঠনের সঙ্গে এদের **গুলিয়ে** ফেলা, এদের মধ্যেকার সীমারেখাটা ঘুচিয়ে দেওয়া হবে আজগুবি এবং মারাত্মক।………"(৯৬ পৃঃ) কমরেড মার্তভ যখন আমাকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে বিপ্লবীদের সংগঠন থাকবে শ্রমিকদের ব্যাপক সংগঠন দিয়ে **ঘেরা**, তখন ব্যাপারটা যে

কিরকম বেখাপ্পা দেখায় তা এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাবে। "কী করতে হবে?" বইখানাতে এ কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। "জনৈক কমরেডের কাছে চিঠি"তে এই বক্তব্যটাকেই আমি আরো মূর্ত আকারে বিস্তারিত করেছি। তাতে লিখেছিলাম, কারখানা চক্রগুলি "আমাদের কাছে বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ। যাই হোক না কেন, আমাদের আন্দোলনের মূল শক্তি শেষ পর্যন্ত নির্ভর করবে **বড়োবড়ো** কলকারখানার শ্রমিকদের ওপর। কেননা শুধু সংখ্যার হিসেবেই নয়, বরং তার চেয়েও বেশি করে, প্রভাব, বিকাশ এবং সংগ্রামক্ষমতার দিক থেকে শ্রমিক-শ্রেণীর প্রধান অংশটাই রয়েছে বড়ো বড়ো মিল (আর কারখানাগুলিতে)। এক একটা কারখানাকে আমাদের পরিণত করতে হবে এক একটি দুর্গে।···
···কারখানা সাব-কমিটির চেষ্টা হবে যাতে নানা ধরনের চক্র (অথবা প্রতিনিধি) মারফত সমগ্র কারখানাটাকে, সর্বোচ্চসংখ্যক শ্রমিককে টেনে আনা যায়।···সমস্ত অনুদল, চক্র সাব-কমিটি প্রভৃতির অধিকার থাকবে কমিটি-প্রতিষ্ঠান অথবা শাখা-কমিটির অনুরূপ। রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টিতে যোগ দেবার জন্য এদের কেউ কেউ প্রকাশ্যেই তাদের ইচ্ছা জানিয়ে দিতে পারে। কমিটি **যদি অনুমোদন করে** তবে তারা পার্টিতে যোগ দেবে, (কমিটির নির্দেশ অথবা সম্মতিক্রমে) তাদের ওপর নির্দিষ্ট কাজের ভার থাকবে, তাদের দায়িত্ব হবে পার্টি মুখপত্রের আদেশ মান্য করা; **সমস্ত পার্টি সদস্যের যা অধিকার, তাদের সেই অধিকার থাকবে;** কমিটির আশু প্রার্থী সদস্য হিসেবে তারা গণ্য হবে; ইত্যাদি। অন্যেরা রুশ ডেমোক্রাটিকদের পার্টিতে **যোগ দেবে না,** পার্টি সদস্যদের দিয়ে গঠিত, অথবা কোনো না কোনো পার্টি অনুদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চক্রের অনুরূপ অধিকার তাদের থাকবে; ইত্যাদি"

(১৭, ১৮পৃঃ)। যে-সব কথা বড় হরফে দেওয়া হল তাতে এটা খুবই পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে ১ম অনুচ্ছেদের সিদ্ধান্তটির পেছনে আমার যে **ধারণা** ছিল তা আগেই "জনৈক কমরেডের কাছে চিঠি"তে আমি পুরোপুরি ব্যক্ত করেছিলাম। সেখানে পার্টিতে যোগ দেবার শর্তাদি সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে, যথা (১) কিছুটা পরিমাণ সংগঠন এবং (২) পার্টি কমিটি কর্তৃক অনুমোদন। কি কি কারণে কোন্ কোন্ অনুদল এবং সংগঠনের পার্টিতে প্রবেশ করা উচিত (এবং যাদের উচিত নয়) সে কথাও আমি এক পৃষ্ঠা পরে মোটামুটি উল্লেখ করেছি: "যারা সাহিত্য বিলি করবে, তাদের অনুদলগুলি রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টিতে যোগ দেওয়া এবং এ পার্টির কতিপয় সদস্য ও পদাধিকারীর সঙ্গে তাদের পরিচিত থাকা উচিত। শ্রমিকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং ট্রেডইউনিয়ন দাবিদাওয়া স্থির করার জন্য যে সব অনুদল থাকবে তাদের পক্ষে রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির অন্তর্ভুক্ত হওয়া অত্যবশ্যক নয়। একজন কি দুজন পার্টি সদস্যের **সহযোগে** ছাত্র, অফিসার, বা অফিস কর্মচারীদের যে যে অনুদল আত্মশিক্ষার কাজে থাকবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের একথাও জানতে দেওয়া হবে না যে তারা পার্টির অন্তর্ভুক্ত; ইত্যাদি" (১৮-১৯পৃঃ)।

'খোলাখুলি চেহারার' ব্যাপারটা সম্পর্কে এ থেকে আরো মালমশলা জুটবে! কমরেড মার্তভের খসড়ায় যে ক্ষেত্রে পার্টি এবং সংগঠনের মধ্যেকার সম্পর্ক বিষয়ে উল্লেখমাত্র নেই, সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের প্রায় বছরখানেক আগে আমি দেখিয়েছিলাম যে কতকগুলি সংগঠন পার্টির ভেতরে থাকবে, কতকগুলি থাকবে না। কংগ্রেসে আমার যে বক্তব্য ছিল, তা অনেক আগেই "জনৈক কমরেডের কাছে চিঠি"তে আমি লিপিবদ্ধ করেছিলাম। বিষয়টা নির্দিষ্ট আকারে

রাখা যায় এই ভাবে—সাধারণভাবে সংগঠনের স্তর এবং বিশেষ করে সংগঠনের গোপনীয়তার স্তরের ওপর নির্ভর করে (পার্টিকে) মোটামুটি নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) বিপ্লবীদের সংগঠন, (২) যথাসম্ভব ব্যাপক ও যথাসম্ভব বিচিত্র ধরনে গড়ে তোলা শ্রমিকদের সংগঠন (আমি শুধু শ্রমিকশ্রেণীর কথা বলেছি বটে, কিন্তু এটা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে যে কতকগুলি পরিস্থিতিতে অন্যান্য শ্রেণী থেকে আসা কিছু কিছু লোককেও এর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে)। পার্টি গঠিত হবে এই দুটি বিভাগ মিলে। তাছাড়াও থাকবে (৩) পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে এমন ধরনের শ্রমিক সংগঠন, (৪) শ্রমিকদের এমন সব সংগঠন যা পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পার্টির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা মেনে চলে, (৫) শ্রমিক শ্রেণীর এমন সব অসংগঠিত অংশ, যারাও আংশিকভাবে, অন্তত শ্রেণীসংগ্রামের বৃহৎ বৃহৎ বিস্ফোরণে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির পরিচালনাধীনে এসে যাবে। আমার চোখে ব্যাপারটা মোটামুটি এই রকম ঠেকেছে। অন্যদিকে, কমরেড মার্তভের দৃষ্টি-ভঙ্গি অনুসারে, পার্টির সীমানা রেখাটা একেবারে অস্পষ্ট হয়ে পড়ছে, কেননা "প্রত্যেকটি ধর্মঘটীই নিজেকে পার্টি সদস্য বলে ঘোষণা করতে" পারবেন। এ অস্পষ্টতার প্রয়োজনটা কি ? "পার্টি-খেতাবের" বহু বিস্তার। তাতে ক্ষতিটা এই যে এর ফলে **সংগঠন-ভাঙনের** একটা ধারণা প্রবর্তিত হচ্ছে—শ্রেণী আর পার্টিকে গুলিয়ে ফেলা।

যে সব সাধারণ বক্তব্য আমরা পেশ করেছি তার দৃষ্টান্ত হিসেবে ১ম অনুচ্ছেদ নিয়ে কংগ্রেসে পরে বিতর্ক চলে তার ওপর খানিকটা চোখ বুলানো যাক। কমরেড ব্রুকেয়ার আমার সিদ্ধান্তের পক্ষে মত দেন (তাতে কমরেড মার্তভের খুশির কারণ ঘটেছে)। কিন্তু কমরেড মার্তভের সঙ্গে কমরেড আকিমভ যে

জোট বাঁধেন, আমার সঙ্গে কমরেড **ব্রুকেয়ারের** জোটবাঁধা ছিল ঠিক তার উল্টো—এর পেছনে ছিল একটা ভুল বোঝার ভিত্তি। কমরেড ব্রুকেয়ার "নিয়মাবলীর সঙ্গে সমগ্রভাবে সায় দেন নি, নিয়মাবলীর বক্তব্যের মূলসুরের সঙ্গেও সমগ্র ভাবে তিনি একমত ছিলেন না" (২৩৯পৃঃ) কিন্তু 'রাবোচেয়ে দিয়েলোর' সমর্থকরা যা চায় সেই **গণতন্ত্রের বনিয়াদ হিসেবে** তিনি আমার সিদ্ধান্তের পক্ষে দাঁড়ান। রাজনৈতিক সংগ্রামে যে মাঝে মাঝে **তুলনায় কম খারাপটাকে** গ্রহণ করার দরকার হয় কমরেড ব্রুকেয়ারের মতামত এখনো ততটা উন্নত হয়নি। কমরেড ব্রুকেয়ার এ কথা বোঝেন নি যে আমাদের মতো একটি কংগ্রেসে গণতন্ত্রের কথা বলা বিফল। কমরেড আকিমভ অধিকতর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি যখন একথা স্বীকার করেন যে "কমরেড মার্তভ আর কমরেড লেনিন তর্ক করছেন কোন্ সিদ্ধান্তে তাদের সাধারণ লক্ষ্য সবচেয়ে ভালোভাবে সম্পন্ন হতে পারে" (২৫২পৃঃ) তখন তিনি ঠিকই বলেছিলেন। তিনি আরো বলেন, "**এই লক্ষ্যটা কিসে সবচেয়ে কম সাধিত হবে,** তার সন্ধান করাই হল আমার এবং ব্রুকেয়ারের ইচ্ছা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি মার্তভের সিদ্ধান্তের পক্ষ নিচ্ছি।" কমরেড মার্তভ খোলাখুলিই বুঝিয়ে দেন যে তাঁর মতে "এদের লক্ষ্যটাই অর্থাৎ বিপ্লবীদের দিয়ে গড়া একটি পরিচালক সংগঠন সৃষ্টির জন্য প্লেখানভ, আমার এবং মার্তভের লক্ষ্য হল অকার্যকরী ও হানিকর"। কমরেড মার্তিনভের* মতো তিনি অর্থনীতিবাদীদের সেই ধারণাটি প্রচার করেন

* কমরেড মার্তিনভ অবশ্য আকিমভের সঙ্গে তাঁর নিজের একটা তফাৎ করতে চাইছিলেন। তিনি প্রমাণ করতে চাইছিলেন যে ষড়যন্ত্রমূলক আর গোপন এক কথা নয়, এই দুই বিভিন্ন শব্দের পেছনে রয়েছে দুটি বিভিন্ন ধারণা। কিন্তু এ তফাৎটা কি তা কমরেড মার্তিনভও ব্যাখ্যা করেন নি কমরেড আক্‌সেলরদও ব্যাখ্যা করেন নি; যদিও কমরেড আক্‌সেলরদ এখন মার্তিনভের পদাঙ্কই অনুসরণ করেছেন।" কমরেড মার্তিনভ 'দেখাবার'

যে "বিপ্লবীদের জন্য একটি সংগঠনের" প্রয়োজন নেই। তিনি একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে "শেষ পর্যন্ত আমাদের পার্টি-সংগঠনের বাঁধ ভেঙে জীবনের বাস্তবতা এসে ঢুকবেই, তা সে পথ রোধ করবার জন্যে মার্তভের সিদ্ধান্তই প্রয়োগ করা হোক, কি লেনিনের সিদ্ধান্তই প্রয়োগ করা হোক, কিছুই এসে যাবে না।" "জীবনের বাস্তবতা" সম্পর্কে ঠিক এই লেজুড়বাদী ধারণার সাক্ষাৎ যদি আবার কমরেড মার্তভের ক্ষেত্রেও না পাওয়া যেত তবে তা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন হত না। কমরেড মার্তভের দ্বিতীয় বক্তৃতাটি (২৪৫পৃঃ) সাধারণ ভাবে এতই কৌতূহলোদ্দীপক যে সেটি নিয়ে বিশদ আলোচনার দরকার।

কমরেড মার্তভের প্রথম যুক্তি: পার্টি সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত নন এমন পার্টি সদস্যের ওপর পার্টি সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ "সম্ভবপর, কেননা কারো ওপর একটি কাজের ভার দিয়ে কমিটি তার ওপর নজর রাখতে সক্ষম" (২৪৫ পৃঃ)। এটি খুবই বিশেষত্বসূচক একটি নিবন্ধ (থিসিস) বলা যেতে পারে, "এর মারফত 'ফাঁস' হয়ে পড়ছে, ঠিক **কাদের জন্য** মার্তভের সিদ্ধান্তটা প্রয়োজন এবং **কার্যক্ষেত্রে** তা কাদের কাজে আসবে—স্বাধীনবৃত্তি বুদ্ধিজীবীদের না শ্রমিকদের অগ্রদলগুলির এবং শ্রমিক জনসাধারণের? আসলে মার্তভের সিদ্ধান্তটির দুটি ব্যাখ্যা সম্ভব —(১) পার্টির কোনো একটি সংগঠনের পরিচালনায় যে কেউ পার্টিকে নিয়মিত ব্যক্তিগত সাহায্য করুক না কেন তারই অধিকার থাকবে

চেষ্টা করেন যে আমি "রাজনৈতিক সংগ্রামকে ষড়যন্ত্রে 'সীমাবদ্ধ" রাখা সম্পর্কে আমার সুদৃঢ় বিরোধিতা ঘোষণা করি নি—দৃষ্টান্ত, কী করতে হবে এবং আমাদের করণীয় নামক আমার বইয়ের লেখা। কমরেড মার্তিনভ চাইছিলেন যাতে তাঁর শ্রোতারা একথা 'ভুলে' যায় যে আমি যাদের সঙ্গে সংগ্রাম করছিলাম, তারা বিপ্লবীদের একটি সংগঠনের' প্রয়োজনীয়তার কথা 'মানছিলেন না', যেমন—বর্তমানে তা মানছেন না কমরেড আকিমভ।

"নিজেকে" পার্টি সদস্য বলে "ঘোষণা করার" (মার্তভেরই নিজের কথা)। (২) যদি কেউ কোনো পার্টিসংগঠনকে তার পরিচালনায় নিয়মিত ব্যক্তিগত সাহায্য করে যায়, তবে সেই পার্টিসংগঠনের **অধিকার** থাকছে তাকে পার্টি সদস্য হিসেবে **গণ্য করার**। আসলে কেবলমাত্র প্রথম ব্যাখ্যাটি থেকেই "প্রত্যেকটি ধর্মঘটী" নিজেকে পার্টি সদস্য বলে ঘোষণা করার সুযোগ পাবে। তাই লীবের, আকিমভ ও মার্তিনভরা অবিলম্বে এই ব্যাখ্যাটাই গ্রহণ করে বসেন। কিন্তু সহজেই বোঝা যায় যে এটা একটা কথার কথা মাত্র, কারণ এ শর্তটি সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষেই খাটে; ফলে পার্টি ও শ্রেণীর মধ্যেকার সীমারেখা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। "প্রত্যেকটি ধর্মঘটী"র ওপর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার কথা যদি বলতে হয় তবে তা বলা যাবে কেবল "প্রতীকী" অর্থে। সেই জন্যই কমরেড মার্তভ তাঁর দ্বিতীয় ভাষণে অবিলম্বে দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটির পেছনে গিয়ে দাঁড়ান (যদিও এই সুযোগে বলে নেওয়া যাক যে, কস্তিচের প্রস্তাব বাতিল করে দিয়ে কংগ্রেস সে ব্যাখ্যা **সরাসরি বর্জন করেছিলেন** —২৫৫পৃঃ)। অর্থাৎ কমিটি কাজের ভার দেবে এবং কি ভাবে তা পালিত হচ্ছে, তার ওপর নজর রাখবে—এই ব্যাখ্যা। শ্রমিকদের **ব্যাপক জনসমষ্টির** ওপর, **হাজার হাজার** সর্বহারার ওপর (কমরেড আকৃসেলরদ এবং কমরেড মার্তিনভ যাদের কথা তুলেছিলেন) এরকম কোন বিশেষ কাজের ভার দেওয়া অবশ্যই হয়ে উঠবে না—সে ভার প্রায়শই দেওয়া হবে ঠিক সেই সব **অধ্যাপকের** ওপর, যাদের কথা মার্তভ বলেছিলেন, সেই সব **হাইস্কুল ছাত্রের** ওপর, যাদের নিয়ে কমরেড লীবের ও কমরেড পপভের ভাবনা (২৪১পৃঃ) এবং সেইসব **বিপ্লবী যুবকের** ওপর, কমরেড আকৃসেলরদের দ্বিতীয় বক্তৃতায় যাদের উল্লেখ করা হয় (২৪২পৃঃ)।

সোজা কথায়, কমরেড মার্তভের সূত্র হয় একটি কাগুজে বক্তব্য, একটি শূন্যগর্ভ বাক্য হয়ে থাকবে, নয়, তার ফল ভোগ করবে প্রধানত প্রায় এককভাবে সেইসব **বুদ্ধিজীবী—যাদের মন বুর্জোয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় পরিপূর্ণ,** যারা সংগঠনে যোগ দিতে রাজি নয়। মার্তভের সিদ্ধান্ত **প্রকাশ্যে** সর্বহারা-শ্রেণীর ব্যাপক অংশের স্বার্থ রক্ষার কথা বলছে কিন্তু **কার্যক্ষেত্রে** তাতে স্বার্থ সাধন হচ্ছে সেই সব **বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর** যারা সর্বহারা-শ্রেণীর শৃঙ্খলা ও সংগঠনকে এড়িয়ে যেতে চায়। কেউ একথা অস্বীকার করতে চাইবেন না যে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে পৃথক একটি স্তর হিসেবে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের যা সাধারণ বৈশিষ্ট্য সেটি হল **ঠিক এই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা** এবং শৃঙ্খলা ও সংগঠনের এই অক্ষমতা (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সম্পর্কে কাউৎস্কির সুপরিচিত প্রবন্ধগুলি তুলনীয়।) প্রসঙ্গত, ঠিক এই দিকটির জন্যেই সর্বহারারা তাদের থেকে ভিন্ন এই সামাজিক স্তরটির প্রতি অপ্রসন্ন। বুদ্ধিজীবীরা আয়াস-প্রিয় ও অস্থিরমতি বলে সর্বহারাদের প্রায়শই যে অনুভূতি হয়, তার অন্যতম কারণ এইটে। এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের এই বৈশিষ্ট্যটা তার জীবনযাত্রার প্রচলিত ধরন, তার জীবিকার্জনের প্রচলিত ধরনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। এই ধারণাটা নানা দিক দিয়ে **পেটি বুর্জোয়া অস্তিত্বের যে ধরন** তার কাছাকাছি যায় (একলা একলা কিংবা খুবই ছোটো ছোটো দলে কাজ করা, ইত্যাদি)। শেষ কথা, মার্তভের সিদ্ধান্তের সমর্থকরা সকলেই যে অধ্যাপক ও হাইস্কুল ছাত্রদের দৃষ্টান্ত দিতে বাধ্য হল সেটি আকস্মিক নয়! কমরেড মার্তিনভ ও আক্সেলরদ ভেবেছিলেন, ১ম অনুচ্ছেদ সংক্রান্ত বিতর্কে তাদের লড়াই হচ্ছে বুঝি পুরোপুরি ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠকদের পক্ষভুক্তদের সঙ্গে তাদের, যারা ব্যাপক সর্বহারা সংগ্রামের পক্ষে।

ঘটনা তা নয়। সংঘাতটা বেধেছিল **বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা বনাম সর্বহারা সংগঠন ও শৃঙ্খলার সমর্থকদের মধ্যেই।**

কমরেড পপভ বলেন, যেমন সেণ্ট পিতার্সবুর্গের তেমনি নিকলায়েভ কিংবা ওদেসায়—সর্বত্র ডজন ডজন শ্রমিক রয়েছেন যাঁরা সাহিত্য বিলি করেন, মৌখিক প্রচার চালান, কিন্তু কোন সংগঠনের সদস্য হতে পারেন না। এরকম লোক যে আছে তা ঐসব শহর থেকে আগত প্রতিনিধিদের কাছ থেকেই জানা যাবে; এঁদের কোনো সংগঠনে বরাদ্দ করা হয়তো যাবে, কিন্তু সদস্য হিসেবে তাদের গণ্য করা চলে না। (২৪১পৃঃ)। কেন তাঁদের সংগঠনের সদস্য হিসেবে গন্য করা চলে না, সেটি কমরেড পপভ প্রকাশ করেন নি। "জনৈক কমরেডের কাছে চিঠি" থেকে আমি ইতিপূর্বেই যে অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করেছি তাতে দেখা যাবে যে এরকম সমস্ত শ্রমিককে (ডজন ডজন শুধু নয়, শত শত শ্রমিককে) সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব এবং অবশ্য প্রয়োজনীয়। আর এই সব সংগঠনের অনেকগুলিকে পার্টিরও অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং করতে হবে।

কমরেড মার্তভের দ্বিতীয় যুক্তি: "লেনিনের মত অনুসারে পার্টি-সংগঠন ছাড়া পার্টিতে অন্য কোনো সংগঠন থাকবে না..." খুবই ঠিক কথা! ..."অপরপক্ষে আমার মতে তা থাকা উচিত। জীবনের মধ্য থেকে এত দ্রুতগতিতে সংগঠন জন্ম নিচ্ছে ও গড়ে উঠছে যে পেশাদার বিপ্লবীদের সংগ্রামী সংগঠনের কাঠামোর মধ্যে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে ওঠা যাচ্ছে না।..." দুদিক দিয়েই একথা অসত্য: (১) "জীবনের" মধ্য থেকে বিপ্লবীদের যে সব কার্যকরী সংগঠন জন্ম নিচ্ছে, তাদের সংখ্যা আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় এবং শ্রমিক আন্দোলনের

প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। (২) আমাদের পার্টি কাঠামোর মধ্যে শুধু বিপ্লবীদের সংগঠনগুলিই থাকবে না, বহুসংখ্যক শ্রমিক-সংগঠনও থাকবে।··· "লেনিনের ইচ্ছা, কেন্দ্রীয় কমিটি শুধু তাদের ওপরেই পার্টি-সদস্যের খেতাব অর্পণ করবে, যারা নীতিগত বিষয়ে পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য। কিন্তু কমরেড ক্রকেয়ার খুব ভালো করেই জানেন যে জীবন (বটে !) তার নিজের দাবি নিয়ে হাজির হবে, পার্টির বাইরে যদি অসংখ্য সংগঠনকে ফেলে রাখতে না হয়, তবে তাদেব চরিত্র যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় কমিটির উচিত তাদের বৈধ বলে মঞ্জুর করা। কমরেড ক্রকেয়ার যে লেনিনের সঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছেন, তার এই কারণ।"··· "জীবন" সম্পর্কে কি রকম **লেজুড়বাদী** ধারণা! কেন্দ্রীয় কমিটি যদি **কেবল** এমন লোক দিয়েই গড়া হয়, যারা নিজের মতে চলেন না, চলেন পাছে অন্যেবা কিছু বলে এই ভেবে, তাহলে অবশ্যই "জীবন" তার "দাবি নিয়ে হাজির" হবে কিন্তু এই অর্থে যে পার্টির সবচেয়ে পশ্চাৎপদ অংশগুলিই আধিপত্য পেয়ে যাবে; **(বর্তমানে তাই ঘটেছে, পশ্চাৎপদ লোকদের দিয়েই তৈরি হয়েছে পার্টির "সংখ্যালঘুরা"।)** শুধু এমন কোনো **বুদ্ধিগ্রাহ্য** যুক্তি দেওয়া হয়নি যাতে **কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন** কোনো কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টিতে "অ-নির্ভর-যোগ্য" লোকদের ভর্তি করার প্রেরণা পায়। যে জীবন থেকে "জন্ম নিচ্ছে" "অনির্ভরযোগ্য" সব লোক সেই "জীবনের" দোহাই দেওযার মধ্যে থেকেই কমরেড মার্তভের সংগঠনিক পবিকল্পনার একান্ত নিজস্ব সুবিধাবাদী চরিত্রটা প্রকাশ পেয়ে গেছে!··· মার্তভ আরো বলেন, "কিন্তু আমি মনে করি, যদি এই রকম কোনো সংগঠন (যেটি ঠিক নির্ভরযোগ্য নয়) পার্টি-কর্মসূচী ও পার্টি-নিযন্ত্রণ মানতে রাজি থাকে, তবে তাকে পার্টি-সংগঠন বলে না ধরেও পার্টিতে ভর্তি করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি 'স্বতন্ত্র'দের কোনো ইউনিয়ন ঘোষণা করে যে তারা সোশ্যাল

ডেমোক্রাসির মতামত ও কর্মসূচী গ্রহণ করেছে এবং পার্টিতে যোগ দিতে ইচ্ছুক তবে সেটা আমাদের পার্টির পক্ষে একটা বিরাট সাফল্য হবে বলেই আমি মনে করি; তার মানে অবশ্য এই নয় যে আমরা ঐ ইউনিয়নটিকে কোনো পার্টি-সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করব···।" মার্তভের সূত্র থেকে যে তালগোল পাকানো অবস্থার সৃষ্টি হবে এই তার নমুনা—পার্টির বাইরেকার সংগঠন অথচ অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে পার্টিতে। তাঁর পরিকল্পনাটা একবার কল্পনা করে দেখুন: পার্টি=(১) বিপ্লবীদের এক সংগঠন +(২) পার্টি সংগঠন হিসেবে গৃহীত শ্রমিকদের সংগঠন + (৩) পার্টি সংগঠন হিসেবে গৃহীত নয় এমন সব শ্রমিক সংগঠন (প্রধানত "স্বতন্ত্রদের") + (৪) নানারকম কাজকর্ম করে দেন এমন সব ব্যক্তি—অধ্যাপক, হাইস্কুল-ছাত্র ইত্যাদি + (৫) "প্রত্যেকটি ধর্মঘটী"। এই অপূর্ব পরিকল্পনার পাশাপাশি কমরেড লীবেরের বক্তব্যটুকু শুধু যোগ করে দেওয়া যাক—"আমাদের কর্তব্য শুধু সংগঠন (!!) সংগঠিত করা নয়, পার্টিকেই সংগঠিত করতে আমরা পারি এবং তা করতে হবে।" (২৪১ পৃঃ)। হাঁ, অবশ্যই একাজ আমরা করতে পারি এবং করতে হবে। কিন্তু তার জন্যে যেটি প্রয়োজন সেটি ঐ "সংগঠন সংগঠিত করা" সম্পর্কে অর্থহীন বাগবিস্তার নয়, প্রয়োজন এই **সিধা দাবির** যে বাস্তবে একটি **সংগঠন** গড়ে তোলার জন্য পার্টি সদস্যদের কাজ করতে হবে। "পার্টি সংগঠিত করার" কথা বলা অথচ সব রকমের বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্যকে আড়াল দেবার জন্যে পার্টি কথাটার ব্যবহার সমর্থন করার অর্থ শুধু শূন্যগর্ভ বাচালতা নিয়ে বিলাস।

কমরেড মার্তভ বলেন, "আমাদের সূত্র থেকে একটি ইচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছে—বিপ্লবীদের সংগঠন এবং ব্যাপক জনসাধারণের অন্তর্বর্তী একসার সংগঠনের সৃষ্টি।" মার্তভের সূত্র থেকে এই

অত্যাবশ্যক আকাঙ্ক্ষাটা প্রকাশ পাচ্ছে না, কারণ এ সূত্র থেকে **সংগঠন গড়ার কোনো প্রেরণা পাওয়া যায় না,** সংগঠনের জন্য কোনো দাবি এতে নেই, এবং অসংগঠিত থেকে সংগঠিতদের পৃথক করা এতে হয়নি। এতে যা মিলবে, তা হল শুধু একটা খেতাব *। এই প্রসঙ্গে কমরেড আক্সেলরদের কথাটা স্মরণ না করে উপায় নেই : "কোনো আদেশনামা দিয়েই তাদের (বিপ্লবী যুবক প্রভৃতিদের চক্র) এবং ব্যক্তি বিশেষকে আটকানো যাবে না যদি তারা নিজেদের সোশ্যাল ডেমোক্রাট বলে ঘোষণা করতে চায় (বিশুদ্ধ সত্যি কথা !) এবং নিজেদের গণ্য করতে চায় পার্টির অংশ বলে।" **একেবারেই সত্যি**

* লীগ কংগ্রেসে কমরেড মার্তভ তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে আরো একটি যুক্তির জোগান দেন। তাতে হেসে ওঠা ছাড়া আর কিছু করা চলে না। তিনি বলেন, "আমরা এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে আক্ষরিক অর্থে নিলে, লেনিনের সিদ্ধান্তের ফলে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধিরাও পার্টি থেকে বাদ পড়ে যায়, কেননা তাদের দিয়ে কোনো সংগঠন গড়া হয়নি (৫৯ পৃঃ)।" "অনুবিবরণীতে দেখা যাচ্ছে যে এমন কি লীগ কংগ্রেসেও এ যুক্তিতে হাসির সৃষ্টি হয়েছিল। কমরেড মার্তভের মতে তিনি যে সব "অসুবিধা"র কথা উল্লেখ করেছেন তা সমাধান করা যায় যদি কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধিদের "কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠনে' অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। কিন্তু কথা তা নয়। কথাটা হল এই যে কমরেড মার্তভের দৃষ্টান্ত থেকেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে তিনি ১ম অনুচ্ছেদের বক্তব্যটি ধরতে একেবারেই পারেন নি। এটা পণ্ডিতী সমালোচনার এমন একটা নমুনা যে তাতে সত্যি সত্যিই হাসা উচিত। আনুষ্ঠানিকতার কথা ধরলে, এরজন্য যা করা দরকার সেটি হল 'কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধিদের একটি সংগঠন" সৃষ্টি করা এবং এ সংগঠনকে পার্টির অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি 'প্রস্তাব' গ্রহণ করা। তাহলেই কমরেড মার্তভ যে সব 'অসুবিধা র জন্য মাথা ঠুকে মরছেন, তা অবিলম্বে অন্তর্ধান করবে। সংগঠন গড়ার প্রেরণা সৃষ্টির মধ্যে, সত্যকার নিয়ন্ত্রণ পরিচালনার গ্যারান্টির মধ্যেই রয়েছে আমার প্রণীত ১ম অনুচ্ছেদটির বক্তব্য।

নয়। কেউ যদি নিজেকে সোশ্যাল ডেমোক্রাট বলে ঘোষণা করতে চায় তবে তা নিষিদ্ধ করা যায় না, করার **প্রয়োজন নেই**। কারণ **প্রত্যক্ষ** অর্থে এ শব্দটায় শুধু একটা বিশ্বাসধারা সূচিত হবে, নির্দিষ্ট কোনো সাংগঠনিক সম্পর্ক বোঝাবে না। কিন্তু চক্র ও ব্যক্তি বিশেষ "নিজেদের পার্টি'র অংশ বলে গণ্য করতে চাইলে" যদি এ রকম ব্যক্তি ও চক্র পার্টি'র ক্ষতি করে, তাকে দুর্নীতিগ্রস্ত ও অসংগঠিত করে তোলে, তবে তা নিষিদ্ধ করা সম্ভব এবং তা করতে হবে। পার্টি'র সমগ্রতার কথা, তার রাজনৈতিক আয়তনের কথা বলা অবাস্তব হবে যদি এই সমগ্রতার "একটি অংশ বলে নিজেকে গণ্য করার" অধিকার সে "আদেশনামা বলে নিষিদ্ধ" করতে না পারে! নইলে পার্টি থেকে বহিষ্কার করার পদ্ধতি ও সর্তাবলী নির্দিষ্ট করার অর্থটা কি দাঁড়ায়? কমরেড আক্‌সেলরদ মার্তভের মূলগত ভ্রান্তিটাকে একটা স্বতোস্পষ্ট আজগুবি কাণ্ডের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছেন। তিনি এমনকি

আর ব্যাপারটার প্রকৃত তাৎপর্যের কথা ধরলে, কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধিরা পার্টিতে প্রবেশ পাবেন কিনা এপ্রশ্ন তোলা হাস্যকর। কেননা, তাদের যে প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করা হয়েছে, তাদের যে প্রতিনিধিরূপে রাখা হচ্ছে এই ঘটনা থেকেই বেরিয়ে আসছে যে তাদের ওপর সত্যকার নিয়ন্ত্রণের পরিপূর্ণ ও শর্তনিরপেক্ষ গ্যারান্টি (নিশ্চয়তা) রয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে সংগঠিত ও অসংগঠিতদের গুলিয়ে ফেলার কোনো প্রশ্ন উঠছে না (মার্তভের সিদ্ধান্তের সেইটাই মূল ভ্রান্তি)। কমরেড মার্তভের সিদ্ধান্ত যে একটুও কাজের নয়, তার কারণ এতে যে কোনো লোক, যে কোনো সুবিধাবাদী, যে কোনো বাক্যবিলাসী, যে কোনো অধ্যাপক এবং যে কোনো হাইস্কুল-ছাত্র নিজেকে পার্টি সদস্য বলে ঘোষণা করার সুযোগ পাবে। তাঁর সিদ্ধান্তের এই দুর্বল উরুস্থলটিকে বাক্য দিয়ে ঢেকে রাখার জন্য যে সব দৃষ্টান্ত তিনি পেশ করেছেন তাতে কিন্তু সোহং ভঙ্গিতে কেউ নিজেকে পার্টি সদস্য বলে ঘোষণা করতে পারবেন এমন কোনো প্রশ্নই উঠছে না। তাই তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল।

এই ভ্রান্তিটাকেও একটা **সুবিধাবাদী তত্ত্বের** স্তরে উন্নীত করে দিয়েছেন: তিনি বলেন, "লেনিনের সিদ্ধান্তে, ১ম অনুচ্ছেদটির ফলে নীতিগত ভাবে সর্বহারাশ্রেণীর সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রকৃতি (!!) ও লক্ষ্যটাই সরাসরি নাকচ হয়ে যাচ্ছে।" (২৪৩ পৃঃ)। না বাড়িয়ে কিংবা না কমিয়ে বসালে এর যা মানে হয় তা এই: শ্রেণীর তুলনায় যদি পার্টির কাছে উচ্চতর দাবি করা হয়, তবে তা নীতিগতভাবে সর্বহারার লক্ষ্যটারই প্রকৃতি বিরুদ্ধ হবে। আকিমভ যে সর্বান্তঃকরণে এমনিধারা একটি **তত্ত্বের** পক্ষ নেবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

ন্যায্য কথা বলতে হলে বলা দরকার যে কমরেড আক্‌সেলরদ ভ্রান্ত, এবং স্পষ্টতই সুবিধাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়া ঐ সূত্রটিকে **বর্তমানে নতুন** মতামতের বীজ কেন্দ্রে পরিণত করতে চাইলেও কিন্তু কংগ্রেসে "দর কষাকষির মারফত মিটমাটের" লোভ সামলাতে পারেন নি। তিনি বলেন, "দেখা যাচ্ছে আমি একটা খোলা দরজায় করাঘাত করছি"…(নতুন ইস্‌ক্রার ব্যাপারেও সেটি দেখতে পাচ্ছি বটে)… "কারণ কমরেড লেনিন তাঁর পরিমণ্ডলীয় চক্রগুলিকে—যে-চক্রগুলিকে পার্টি সংগঠনের অংশ হিসেবে গণ্য করতে হবে সে-গুলিকে—নিয়ে আমার দাবি মানতে এগিয়ে এসেছেন"……(এবং শুধু পরিমণ্ডলীয় চক্রগুলিই নয়, সব রকমের শ্রমিক ইউনিয়ন নিয়েই; দ্রষ্টব্য: 'অনুবিবরণী'র ২৪২ পৃঃ, কমরেড স্ত্রাখভের বক্তৃতা এবং "কী করতে হবে" ও "জনৈক কমরেডের কাছে চিঠি" থেকে পূর্বোদ্ধৃত অনুচ্ছেদ-গুলি) "বাকি থাকছে ব্যক্তিবিশেষের প্রশ্ন কিন্তু এক্ষেত্রেও দরাদরির মারফতে একটা মিটমাট করা যেতে পাবে।" কমরেড আক্‌সেলরদকে আমি জবাবে বলেছিলাম যে সাধারণত আমি দরাদরি করে মিটমাটের বিপক্ষে নই। কি অর্থে তা বলেছিলাম, তা এখানে ব্যাখ্যা করা উচিত। ব্যক্তিদের সম্পর্কে—ঐ সব অধ্যাপক, হাইস্কুলছাত্র প্রভৃতিদের

সম্পর্কে—কোনো সুবিধা দিতে আমার এতটুকু ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু (আমি ওপরে যা প্রমাণ করেছি তাতে এরকম সন্দেহের আদৌ কোনো ভিত্তি না থাকা সত্ত্বেও) যদি শ্রমিকদের সংগঠন সম্পর্কে কোনো সন্দেহের কারণ ঘটে, তবে আমি আমার ১ম অনুচ্ছেদের সঙ্গে নিম্নোক্তমর্মের একটি মন্তব্য জুড়ে দিতে রাজী হতাম—"রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির কর্মসূচী ও নিয়মাবলী যাঁরা গ্রহণ করেন এমন শ্রমিক সংগঠনগুলিকে যত বেশি সম্ভব তত বেশি সংখ্যায় পার্টি সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।" সঠিকভাবে বলতে গেলে এই ধরনের ইচ্ছা প্রকাশের জায়গা নিয়মাবলী নয়। নিয়মাবলী থাকবে শুধু আইনগত সংজ্ঞার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই সব জিনিসের স্থান ব্যাখ্যামূলক টীকাগ্রন্থ ও পুস্তিকায় (আর আমি পূর্বেই দেখিয়েছি যে নিয়মাবলী প্রণীত হবার অনেক আগেই আমি আমার পুস্তিকাগুলিতে এই সব ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট করেছি)। কিন্তু এ মন্তব্য যোগ করলেও তাতে অন্তত সংগঠন-ভাঙনের মতো কোনো ভুল বক্তব্যের ছায়ামাত্র থাকত না, কমরেড মার্তভের ফর্মুলেশনের যা অবিসম্বাদী অংশ, সেই ধরনের **সুবিধাবাদী** যুক্তি* আর '**নৈরাজ্যবাদী ধারণার**' ছায়া মাত্র থাকত না।

* মার্তভের ফর্মুলেশনকে যুক্তিসঙ্গত বলে প্রমাণ করতে হলে অনিবার্য ভাবেই এই ধরনের যুক্তি সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে কমরেড ত্রংস্কির নিম্নোক্ত বিবৃতিটাও (২৪৮ ও ৩৪৬ পৃঃ) সেই একই দলে পড়ে, "নিয়মাবলীর একটা আধটা ধারার চেয়েও জটিলতর কারণের ফলেই সুবিধাবাদের সৃষ্টি হয় (অথবা গভীরতর কারণ দিয়েই তা নির্দিষ্ট করা যায়)। বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং সর্বহারা শ্রেণীর বিকাশের স্তরের তারতম্য থেকেই তার উদ্ভব……" নিয়মাবলীর ধারা উপধারা থেকে সুবিধাবাদের উৎপত্তি হতে পারে কিনা সেটাই বক্তব্য নয়। কথা হচ্ছে, নিয়মাবলীব সাহায্যে সুবিধাব'দের বিরুদ্ধে মোটামুটি শাণিত একটি অস্ত্র গড়ে তোলা। সুবিধাবাদের কারণটা যতই গভীর হবে, এ অস্ত্রটিকেও

উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে এই শেষোক্ত যে-কথাটি আমি দিয়েছি, তা কমরেড পাভলোভিচের কথা। "দায়িত্বহীন এবং স্বয়ংসিদ্ধ পার্টি-সদস্যদের" স্বীকৃতির ব্যাপারটাকে তিনি ন্যায়তই নৈরাজ্যবাদ বলে অভিহিত করেছেন। আমার ফর্মুলেশনের ব্যাখ্যা করে কমরেড পাভলোভিচ কমরেড লীবেরের উদ্দেশ্যে বলেন, "সহজ ভাষায় অনুবাদ করলে তার মানে এই: 'আপনি যদি পার্টি সদস্য হতে চান তবে শুধু আত্মিক সম্পর্ক নয় সাংগঠনিক সম্পর্ককেও স্বীকার করতে হবে'।' এই 'অনুবাদটি' সহজ হলেও কিন্তু অবান্তর নয়, (কংগ্রেসের পরবর্তী ঘটনাবলী তা দেখিয়ে দিয়েছে) নানা রঙের সব অনিশ্চিত অধ্যাপক ও হাইস্কুল ছাত্রদের পক্ষেই শুধু নয়, বিধিবদ্ধ পার্টি সদস্য ও ওপরকার লোকদের পক্ষেও বটে ...। মার্তভের ফর্মুলেশন এবং বৈজ্ঞানিক সমাজবাদীদের অবিসংবাদী প্রত্যয়ের যে-কথা মার্তভ দুর্ভাগ্যক্রমে

ততই শাণিত করে তোলা উচিত। সুতরাং সুবিধাবাদের পছনে 'গভীর কারণ" রয়েছে এই ঘটনার জোরে সুবিধাবাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়ার মতো একটি ফরমুলেশনকে সমর্থন করা হল নির্লজ্জতা। সুবিধাবাদ (খভোষ্টিজম)। কমরেড ত্রৎস্কি যখন কমরেড লীবেরের বিরুদ্ধতা করছিলেন, তখন তার এ বোধ ছিল যে অংশবিশেষের প্রতি সমগ্রের, পশ্চাৎপদ বাহিনীর প্রতি অগ্রবাহিনীর সংঘবদ্ধ অবিশ্বাসটাই হল নিয়মাবলী। কিন্তু যখন দেখা গেল যে কমরেড ত্রৎস্কি স্বয়ং লীবেরের পক্ষ নিয়েছেন তখন, তিনি সে কথা ভুলে গেলেন এবং জটিল কারণ", 'সর্বহারা শ্রেণীর বিকাশের স্তর' প্রভৃতি সম্পর্কে কথা তুলে আমাদের এই অবিশ্বাসের (সুবিধাবাদের অবিশ্বাস) সংগঠনের দুর্বলতা ও অস্থিরতাকে পর্যন্ত সমর্থন করতে লাগলেন। ত্রস্কির আর একটা যুক্তি—"কোনো না কোনো ভাবে সংগঠিত হওয়ার ফলে বুদ্ধিজীবী যুবকের পক্ষে নিজেদের নাম পার্টি তালিকাভুক্ত ('নম্বরেথ আমার) করে নেওয়া অনেক সহজ।' ঠিক কথা। সেইজন্যেই যে-ফর্মুলেশনটি বুদ্ধিজীবী সুলভ অস্পষ্টতায় পীড়িত সেটি হল ঠিক সেই ফর্মুলেশন যাতে এমন কি অসংগঠিত লোকেরাও 'নিজেদের' পার্টি সদস্য বলে ঘোষণা' করতে পারে। আমার ফর্মুলেশনটা নয়। কেননা তাতে 'নিজেকে তালিকাভুক্ত" করে নেওয়ার

উল্লেখ করেছিলেন, তাদের মধ্যেকার পরস্পর বিরোধিতার দিকে মার্তভ যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সেটিও কম ন্যায্য নয়: "একটি অচেতন প্রক্রিয়ার সচেতন মুখপত্র হল আমাদের পার্টি।" খাঁটি কথা। আর ঠিক সেই জন্যেই যদি "প্রত্যেকটি ধর্মঘটী"র নিজেকে পার্টি সদস্য বলে ঘোষণা করার অধিকার দিতে চাই, তবে ভুল হবে। কারণ, পরাক্রান্ত এক শ্রেণী-বোধ এবং অনিবার্যরূপে সামাজিক বিপ্লবে পরিণতিশীল এক শ্রেণী-সংগ্রামের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ শুধু না হয়ে যদি "প্রত্যেকটি ধর্মঘটকে" আবার **সে প্রক্রিয়ার সচেতন প্রকাশও** হতে হয়, তা-হলে…সাধারণ ধর্মঘটের কথাটা এক নৈরাজ্যবাদী বাক্যবিলাস বলে মনে হওয়া উচিত নয়, তাহলে আমাদের পার্টি অবিলম্বে এবং এক্ষুনি সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীকে **অন্তর্ভুক্ত** করে নিতে পারে, এবং সুতরাং অবিলম্বে **সমগ্র বুর্জোয়া সমাজেরই** অবসান ঘটিয়ে দেওয়া সম্ভব। যদি **বাস্তবে** এ ধর্মঘটকে সচেতন মুখপাত্র করতে হয়, তাহলে এমন সাংগঠনিক সম্পর্ক রচনা করা সম্ভব যাতে চেতনার **একটি নির্দিষ্ট স্তর সুনিশ্চিত** হয়, এবং নিয়মিতরূপে সে স্তরকে উন্নীত করা যায়।

অধিকারটি ৎবণ' করা হয়েছে। কমরেড ত্রৎস্কি বলেন যে কেন্দ্রীয় কমিটি যদি সুবিধা-র দাঁদেব কোনো সংগঠনকে "স্বীকাব কবতে না চায' তবে কতিপয় ব্যক্তির চরিত্রই তাব একমাত্র কাবণ। 'কবাব যদি এই সব ব্যক্তি রাজনৈতিক ব্যক্তিবিশেষ হিসেবে পবিচিত হয়ে যায, তবে তাবা আব বিপজ্জনক থাকবে না, সাধাবণ পার্টি বয়কট মারফত তাদের দূরীভূত করা সম্ভব। 'পার্টি থেকে বিতাড়িত করার" ক্ষেত্রেই শুধু কথাটা সত্যি (৩ ও আবার অধ সত্য, কারণ সংগঠিত পার্টি তার সদস্যকে দূর করতে হলে করে ভোটগ্রহণ মারফত বয়কট মাবফত নয়) কিন্তু এর তুলনায় অনেক বেশি ক্ষেত্রে যা ঘটে থাকে সেখানে 'বতারনেব' প্রশ্ন হবে অবাস্তব, যেটুকু দরকার পড়বে সেটুকু শুধু 'নিয়ন্ত্রণের'। নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কমিটি কোনো কোনো পরিস্থিতিতে, পার্টির মধ্যে 'ইচ্ছে করেই এমন ধরনের সংগঠনকে ভর্তি করতে পারে যা সম্যক আস্থাভাজন না হলেও কাজ চালানোর পক্ষে উপযুক্ত। সংগঠনটিকে পরীক্ষা করা,

কমরেড পাভলোভিচ বলেন, "মার্তভের পথ নিলে প্রথমেই **কর্মসূচী** গ্রহণের শর্তটিকেও বাতিল করতে হয়। কারণ কর্মসূচী গ্রহণ করতে হলে আগে দরকার তাকে হজম করা ও বোঝা।...কর্মসূচী গ্রহণের পূর্ব সূচনা হল রাজনৈতিক চেতনার একটি মোটামুটি রকমের উঁচু মান।" স্বপরিচালিত সংগ্রামে সোশ্যাল ডেমোক্রাসির **সমর্থন** এবং তার **অংশ গ্রহণ** (কোনো দাবি আয়ত্ত করা, বোঝা ইত্যাদি) দিয়ে কৃত্রিম ভাবে সীমাবদ্ধ করা হোক এ অনুমতি আমরা কদাচ দিতে পারি না। কেননা অংশ গ্রহণের এই ব্যাপারটা থেকেই, (সংগ্রামের) এই আত্মপ্রকাশ থেকেই চেতনা এবং সংগঠনের প্রাথমিক তাগিদ দুইই সৃষ্টি হয়। কিন্তু এটা আমরা দেখব যাতে আমাদের কাজ সুনিয়ন্ত্রিত হয়, কেননা আমরা এক পার্টির মধ্যে একত্রে সংযুক্ত হয়েছি সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে কাজ চালানোর জন্যই।

কর্মসূচী সম্পর্কে কমরেড পাভলোভিচের সতর্কবাণী যে অপ্রয়োজনীয় ছিল না তা **অবিলম্বেই ওই একই** অধিবেশনের মধ্যেই বোঝা গেল। কমরেড আকিমভ এবং লীবের কমরেড মার্তভের

'যথার্থ পথে তাকে পরিচালনার জন্য' চেষ্টা করা নিজ নেতৃত্ব দিয়ে এবং আংশিক বিচ্যুতি সংশোধন করা প্রভৃতি উদ্দেশ্যের জন্যই তা করা চলে। পার্টি সদস্য তালিকায় 'স্বেচ্ছাধীন ভর্তির' যদি সাধারণ অনুমতি না দেওয়া হয়, তবে তাতে বিপদ ঘটবে না। তাতে ভ্রান্ত মতামত এবং ভ্রান্ত কর্মকৌশলের প্রকাশ্য 'দায়িত্বশীল' ও নিয়মিত প্রকাশ (ও আলোচনার) পক্ষে সুবিধা হবে। "কিন্তু বিধিবদ্ধ সংজ্ঞাগুলি দিয়ে যদি কোনো সম্পর্ককে সূচিত করতে হয়, তবে লেনিনের ফর্মুলেশন বাতিল করা উচিত।"—এই কথা কমরেড ত্রংস্কি বলেছেন। এতে আরো একবার সুবিধাবাদীর মত কথা বলা হল। বাস্তব সম্পর্কগুলো নিষ্প্রাণ জিনিস নয়, তাদের একটা জীবন ও বিকাশ আছে। বিধিবদ্ধ সংজ্ঞা দিয়ে এই-সব সম্পর্ককে সূচিত করা যায় বটে, আবার পশ্চাদ্‌গতি কিংবা অচলাবস্থাকেও 'সূচিত' করা সম্ভব (যদি সংজ্ঞাগুলি হয় খারাপ)। কমরেড মার্তভের ক্ষেত্রে ঘটেছে এই শেষের 'ব্যাপারটা'।

ফর্মুলেশনটিকে পাশ করিয়ে নেবার* পরেই অবিলম্বে দাবি করলেন (২৫৪-৫৫ পৃ) যে কর্মসূচীর সম্পর্কেও যেটুকু আবশ্যক (পার্টি সদস্য পদের জন্য) তা হল আত্মিক স্বীকৃতি, মাত্র 'মূল নীতিগুলির' স্বীকৃতি। এই দাবির ফলে তাদের আসল চেহারাটা বেরিয়ে এল। "কমরেড মার্তভের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে কমরেড আকিমভের প্রস্তাব যুক্তি-সঙ্গত"-মন্তব্য করেন কমরেড পাভলোভিচ। (আকিমভের) এ প্রস্তাব কত ভোট পেয়েছিল দুর্ভাগ্যবশত তা মিনিটে পাওয়া যাচ্ছে না। যতদূর সম্ভব সাতের কম নয় (৫ জন বুন্দিস্ট, আকিমভ এবং ব্রুকেয়ার)। আর এই **সাত**জন প্রতিনিধি কংগ্রেস পরিত্যাগ করা মাত্রই নিয়মাবলী ১ম অনুচ্ছেদ নিয়ে যে "অটুট সংখ্যাগরিষ্ঠতা" (ইস্ক্রা বিরোধী, মধ্য-পন্থী" এবং মার্তভপন্থী) গড়ে উঠতে শুরু করেছিল তা পরিণত হয়ে গেল এক অটুট সংখ্যালঘুতে! কেবল এই **সাত**জন প্রতিনিধির কংগ্রেস পরিত্যাগের ফলেই পুরনো সম্পাদকমণ্ডলীকে অনুমোদন করার প্রস্তাব পরাজিত হল—এবং তার ফলে নাকি ইস্ক্রা সম্পাদনার "ধারাবাহিকতায়" ভয়ানক লঙ্ঘন ঘটেছে! ব্রুকেয়ার, আকিমভ ও বুন্দিস্টদের নিয়ে গঠিত এই **সাতজনেই** যে ইস্ক্রা-ধারা-বাহিকতার একমাত্র মোক্ষ ও গ্যারান্টি হয়ে দাঁড়াবে তা খুবই

* পক্ষে ভোট ছিল ২৮ বিপক্ষে ২২। ৮ জন ইস্ক্রা বিরোধীদের মধ্যে ৭ জন ছিলেন মার্তভের পক্ষে ১ জন হন আমার পক্ষে। সুবিধাবাদীদের সাহায্য না পেলে কমরেড মার্তভ তাঁর সুবিধবোদী ফর্মুলেশন পাশ করিয়ে নিতে পারতেন না। (লীগ কংগ্রেসে কমরেড মার্তভ এই সন্দেহাতীত ঘটনাটিকে ভুল প্রমাণ করতে গিয়ে ভয়ানক অসফল হন। যে জন্যেই হোক্‌' তিনি শুধু বুন্দিষ্টদের ভোটের কথাই তোলেন. কমরেড আকিমভ ও তাঁর বন্ধুদের কথা ভুলে যান—কিংবা বলা যেতে পারে শুধু তখনই সে কথা তাঁর মনে পড়েছে যখন সেটা আমার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ হিসেবে দাখিল করার সুযোগ হয়েছে: আমার সঙ্গে কমরেড ব্রুকেয়ারের একমত হওয়ার ঘটনা)

তাজ্জবের কথা। কেননা এই প্রতিনিধিরাই হলেন ঠিক তাঁরা যাঁরা ইস্ক্রাকে কেন্দ্রীয় মুখপত্র হিসেবে স্বীকার করার মনোভাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, ঠিক তাঁরা যাঁদের সুবিধাবাদের কথা কংগ্রেসে বার দশেক স্বীকৃত হয়েছে, এবং বিশেষ করে কর্মসূচী প্রসঙ্গে ১ম অনুচ্ছেদটিকে **নরম করে আনার** প্রশ্নে মার্তভ ও প্লেখানভও তা স্বীকার করেছেন। ইস্ক্রার ধারাবাহিকতা রক্ষা করছেন 'ইস্ক্রা-বিরোধীরা'।—কংগ্রেসের পরেকার হর্ষিষে-বিষাদে মিশানো নাটকের **চেহারাটা জাহির করে দেবার** বিষয়টা এই ভাবে আমাদের সামনে এসে হাজির হয়।

*　　　*　　　*　　　*

ভাষার সমানাধিকার সংক্রান্ত ঘটনায় যা হয়েছিল, নিয়মাবলীর ১ম অনুচ্ছেদ নিয়ে জোট বাঁধাবাঁধির মধ্যেও ঠিক একই ব্যাপার দেখা গেল। ইসক্রাপন্থী সংখ্যাগুরুদের মধ্য থেকে প্রায় এক চতুর্থাংশ খসে যাওয়ার ফলে মধ্যপন্থীদের দ্বারা সমর্থিত ইসক্রাবিরোধীদের বিজয় সম্ভব হয়। খুচরো কিছু ভোটের জন্য ছবিটার পরিপূর্ণ সমতায় অবশ্যই কিছু বিঘ্ন ঘটেছে। আমাদের কংগ্রেসের মতো এত বড় একটা সমাবেশে একাংশ যে "ফালতু" হবে, তা অনিবার্য। এই 'ফালতু'রা এক পক্ষ থেকে আর এক পক্ষে ঘোরাঘুরি করবে নিতান্ত খেয়ালক্রমে, বিশেষ করে ১ম অনুচ্ছেদের মতো একটি প্রশ্নের বেলায়। কেননা এক্ষেত্রে মতভেদের আসল চরিত্রটা তখনো সবে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে, বহু প্রতিনিধি তখনো তাঁদের **মত স্থির করে উঠতে পারেননি** (কারণ সংবাদপত্রে প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা আগে হয়ে যায়নি)। ইসক্রাপন্থী সংখ্যাগুরু অংশ থেকে পাঁচটি ভোট খসে যায় (রুসভ ও কারস্কির প্রত্যেকের দুটি করে ভোট, এবং লেনস্কির এক ভোট), অপর পক্ষে তাদের সঙ্গে যোগ দেন একজন 'ইস্ক্রাবিরোধী' (ব্রুকেয়ার)

এবং তিনজন মধ্যপন্থী (মেদ্‌ভেদিয়েভ, এগরভ ও ৎসারিয়ভ)। ফলে দাঁড়াল ২৩টি ভোট (২৪ − ৫ + ৪), নির্বাচনে যে চূড়ান্ত জোট বাঁধা-বাঁধি হয় তার চেয়ে ১টি ভোট কম। **মার্তভের পক্ষে যে অধিক সংখ্যক ভোট হয় তার পেছনে রয়েছে ইস্‌ক্রাবিরোধীরা।** তাদের মধ্যে সাত জন মার্তভের পক্ষে ভোট দেন, একজন আমার পক্ষে (মধ্যপন্থীদের মধ্যেও সাতজন মার্তভের পক্ষে ভোট দেন, তিনজন আমার পক্ষে)। ইস্‌ক্রাপন্থী সংখ্যালঘুদের সঙ্গে ইস্‌ক্রাবিরোধী ও "মধ্যপন্থী"দের যে মৈত্রী কংগ্রেসের শেষে এবং কংগ্রেসের পরে অটুট সংখ্যালঘুতে পরিণত হয় তা তখন **আকার নিতে শুরু করেছে**। মার্তভ ও আক্‌সেলরদ ১ম অনুচ্ছেদের ফর্মুলেশনে এবং বিশেষ করে সে ফর্মুলেশনকে সমর্থন করতে গিয়ে **সন্দেহাতীতভাবে সুবিধাবাদ ও নৈরাজ্যবাদী ব্যক্তিসর্বস্বতার দিকে পা বাড়িয়ে-ছিলেন।** কংগ্রেসের অবাধ ও প্রকাশ্য বাদানুবাদের কল্যাণে তাঁদের রাজনৈতিক ভুলটা অতি স্বল্লাকারে এবং অবিলম্বে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়। বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের মতামতের মধ্যে যে ফাটল যে ভাঙন দেখা দিয়েছিল তাকে বাড়িয়ে তোলার জন্য সব চেয়ে কম দৃঢ়চিত্ত, নীতিগত ভাবে সব চেয়ে কম সুসঙ্গত অংশগুলি যে অবিলম্বে তাদের সমস্ত শক্তির সমাবেশ ঘটাতে থাকে, তা দিয়েই ঐ রাজনৈতিক ভ্রান্তি প্রকাশ পাচ্ছে। সাংগঠনিক ব্যাপারে যাঁরা **ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য** (আকিমভের বক্তৃতা দেখুন) অনুসরণ করেন, অকপট ভাবেই তাঁরা কংগ্রেসে একযোগে চলেছেন—এই ঘটনা দেখে যারা নীতিগতভাবে আমাদের সংগঠন পরিকল্পনা ও নিয়মাবলীর বিরোধী ছিলেন তাঁরাও কমরেড মার্তভ ও আক্‌সেলরদের ভ্রান্তির সমর্থনে দাঁড়াতে অবিলম্বে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমোক্রাসির মতামতের প্রতি যে ইস্‌ক্রাপন্থীরা বিশ্বস্ত থাকেন, তাঁরা

সংখ্যালঘু হয়ে পড়লেন। এ অবস্থাটির গুরুত্ব অসীম। কেননা, এ অবস্থাটিকে না বুঝলে নিয়মাবলীর বিশেষ বিশেষ পয়েন্ট নিয়ে সংগ্রাম অথবা কেন্দ্রীয় মুখপত্র ও কেন্দ্রীয় কমিটি কাকে কাকে নিয়ে গঠিত হবে তার সংগ্রাম—কোনোটাই বুঝে ওঠা আদৌ সম্ভব হবে না।

ঞ৩। সুবিধাবাদের মিথ্যে অভিযোগে নির্দোষীদের দুর্ভোগ

কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি গঠিত হবে এই প্রশ্নে আমাদের মতভেদের ব্যাপারটিকে বিস্তারিত করতে হলে নিয়মাবলী-সংক্রান্ত পরবর্তী আলোচনায় যাবার আগেই ইস্ক্রা সংগঠনের **ঘরোয়া** সভাগুলির কথা একটু বলে নেওয়া দরকার। কংগ্রেস যখন চলছিল তখন এই সভাগুলি হয়। এই ধরনের চারটি সভার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সভা ছিল শেষেরটি এবং তা বসে নিয়মাবলীর ১৪ অনুচ্ছেদের ওপর ভোট নেবার **ঠিক পরেই**। সুতরাং এই সভাতে ইস্ক্রা সংগঠনের মধ্যে যে ভাঙন দেখা দেয় কালানুক্রম এবং যুক্তি দুদিক থেকেই তাকে পরবর্তী সংগ্রামের আগের ধাপ বলা চলে।

সংগঠন কমিটি সংক্রান্ত ঘটনাটির পর থেকেই ইস্ক্রা সংগঠন তার ঘরোয়া বৈঠক * বসাতে থাকে। কেন্দ্রীয় কমিটিতে কারা যাবেন তার আলোচনারও সুযোগ এর ফলে ঘটে। যেহেতু বাধ্যতামূলক নির্দেশ-

---

* যে সব কলহের মিটমাট সম্ভব নয় তা এড়িয়ে যাবার জন্য ঘরোয়া বৈঠকগুলিতে যা যা হয়েছিল তার যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ আমি ইতিপূর্বেই লীগ কংগ্রেসে দেবার চেষ্টা করেছি। ইস্ক্রা সম্পাদকমণ্ডীর নিকট পত্রেও আমি প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির উল্লেখ করেছি (৪ পৃঃ)। কমরেড মারতভ তাঁর প্রতিবাদে সে সম্পর্কে কোনো আপত্তি করেন নি।

নামা (ম্যাণ্ডেট) বাতিল হয়ে যাবার ফলে এই সমস্ত সভার চরিত্র যে নিতান্তই আলোচনামূলক হবে, তাদের সিদ্ধান্ত যে কারো ওপর বাধ্যতামূলক হবে না, তা বোধগম্য। তা সত্ত্বেও কিন্তু এগুলির গুরুত্ব ছিল প্রভূত। কেননা কেন্দ্রীয় কমিটির জন্য প্রার্থী বাছাই করা প্রতিনিধিদের পক্ষে ছিল খুবই কষ্টসাধ্য একটা ব্যাপার। তাদের না ছিল গোপন নামগুলির সঙ্গে পরিচয়, না ছিল ইস্ক্রা সংগঠনের আভ্যন্তরীন কাজকর্ম সম্পর্কে ধারণা। (অথচ) এই ইস্ক্রা সংগঠনের জন্যই পার্টি ঐক্য সাধিত হয়েছে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্ক্রার স্বীকৃতি পাবার অন্যতর তাগিদ এসেছে এই জন্য যে ব্যবহারিক আন্দোলনগুলির পেছনে ছিল এরই নেতৃত্ব। আগেই দেখা গেছে, ইস্ক্রাপন্থীরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকতেন তাহলে কংগ্রেসে তাদের সংখ্যাধিক্য ছিল পুরোপুরি নিশ্চিত—তাঁরাই হতেন পাঁচভাগের তিনভাগ, এবং সমস্ত প্রতিনিধির কাছেই তা স্বাভাবিক বোধ হত। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত ইস্ক্রাপন্থীই এই আশা করছিলেন যে কেন্দ্রীয় কমিটি কাকে কাকে নিয়ে গঠিত হবে তার সুনির্দিষ্ট সুপারিশ আসবে **ইস্ক্রা সংগঠনটির** কাছ থেকে। ইস্ক্রা সংগঠনের অভ্যন্তরে তা নিয়ে প্রাথমিক আলোচনার বিষয়ে ইস্ক্রা সংগঠনের কোনো সদস্যই কোনো আপত্তি তোলেন নি। সংগঠন কমিটির সমগ্র সদস্যসংখ্যাকেই অনুমোদন করা, অর্থাৎ ঐ কমিটিকেই কেন্দ্রীয় কমিটিতে রূপান্তরিত করা সম্পর্কে তাঁদের কেউ একটা ইঙ্গিত পর্যন্ত করেন নি। তাঁদের কেউ **এমন** কি **এ ইঙ্গিতও** দেন নি যে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রার্থীদের সম্পর্কে সমগ্র সংগঠন কমিটি নিয়েই একটি **সম্মেলন** ডাকা হোক। ব্যাপারটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এবং তা মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন কারণ **ব্যাপারটা ঘটে যাবার পরে** মার্তভপন্থীরা **এখন** সংগঠন কমিটির পক্ষ নিয়ে লড়ছেন ভয়ানক আগ্রহের সঙ্গে, আর তাতে করে একশ বারের পর, হাজার বারের

পরও প্রমাণ দিচ্ছেন তাঁদের রাজনৈতিক মেরুদণ্ডহীনতার।* কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি কাদের নিয়ে গঠিত হবে এই প্রশ্নে ভাঙনের ফলে মার্তভ যখন আকিমভের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেন তার আগে পর্যন্ত কংগ্রেসেব সকলের কাছেই এটা স্পষ্ট ছিল—কংগ্রেসের অনুবিবরণী এবং ইস্ক্রার গোটা ইতিহাস থেকে যে কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তির কাছেই এটা অনায়াসে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, সংগঠন কমিটি ছিল **প্রধানত** কংগ্রেস আহ্বান করার জন্য একটি কমিশন—ভেবে চিন্তেই এ কমিশন গঠিত হয়েছিল সবরকম মতেব প্রতিনিধিদের নিয়েই, তাব মধ্যে থেকে এমন কি বুন্দিস্টরাও বাদ পড়ে নি। কিন্তু পার্টির সংগঠিত ঐক্য **সৃষ্টির** আসল কাজেব সবটুকু বোঝা বইতে হয়েছিল ইস্ক্রা সংগঠনটিকে (এটাও মনে রাখা দরকার যে সংগঠন কমিটির কতিপয় ইস্ক্রাপন্থী সদস্য কংগ্রেসে উপস্থিত থাকতে পারেন নি, হয় তাঁরা গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছিলেন, নয় "আয়ত্তের বাইরে" কোনো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল)। ইস্ক্রা সংগঠনের যে সব সদস্য কংগ্রেসে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের নাম কমরেড পাভলোভিচের পুস্তিকায় আগেই দেওয়া হয়েছে (তাঁর লেখা "দ্বিতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে পত্র" দেখুন ১৩ পৃঃ) [১৬]।

* "নীতি নিষ্ঠাব" এই "দুঃখের" কথা একবার কল্পনা করুন। ইস্ক্রা সংগঠন থেকে প্রেরিত একজন প্রতিনিধি 'কংগ্রেসে কেবলমাত্র ইস্ক্রা সংগঠনেব সঙ্গেই আলোচনা করলেন এবং সংগঠন কমিটিব সঙ্গে আলোচনা কবাব ইঙ্গিত পর্যন্ত করলেন না।' অথচ পরাজিত হবার পরেই, কংগ্রেস এবং ইস্ক্রা সংগঠন উভয় ক্ষেত্রেই তিনি 'বিলাপ' কবতে শুরু করলেন এই বলে যে সংগঠন কমিটিকে কেন্দ্রীয় কমিটিব জন্য অনুমোদন করা হল না. কেঁচেগণ্ডূষ করে তিনি সংগঠন কমিটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন এবং যে সংগঠনের দয়ায় তিনি প্রতিনিধি-পত্র পেয়েছিলেন তাকে উপেক্ষা করতে শুরু কবলেন সাড়ম্বর দম্ভেব সঙ্গে! খুব নিশ্চয় করেই একথা অনায়াসে বলা যায় যে, সত্যকার সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক এবং সত্যকার শ্রমিক পার্টির কোনো ইতিহাসে এর অনুরূপ আর একটি দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ইস্ক্রা সংগঠনের মধ্যে যে উত্তপ্ত বিতর্ক শুরু হয় তার শেষ পরিণতি ঘটে যে দুটি ভোট গ্রহণের মধ্যে তার কথা আমি **সম্পাদকমণ্ডলীর নিকট পত্রে** আগেই উল্লেখ করেছি। প্রথম ভোট গ্রহণ: "মার্তভ সমর্থিত একজন প্রার্থী পরাজিত হয় ৯-৪ ভোটে, তিনজন ভোট দেন নি।" কংগ্রেসে উপস্থিত আছেন ইস্ক্রা সংগঠনের এমন ষোলো জন সভ্যের সকলের মত অনুসারে সম্ভাব্য প্রার্থীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হল এবং কমরেড মার্তভের একজন প্রার্থী অধিকাংশের ভোটে বাতিল হলেন—এর চেয়ে সহজ এবং স্বাভাবিক পন্থা আর কি হতে পারে? (পরাজিত প্রার্থীটির নাম কমরেড স্টাইন—কমরেড মার্তভ এখন নিজেই তা বলে ফেলেছেন—তাঁর পুস্তক "অবরোধের অবস্থা", ৬৯ পৃঃ।) পার্টি কংগ্রেসে আমরা যে সমবেত হয়েছিলাম তার একটা কারণ তো শেষ পর্যন্ত এই যে "চালকের যষ্টিটি" কার হাতে দেওয়া হবে তা আলোচনা করা এবং স্থির করা। তাই আমাদের সকলেরই সাধারণ পার্টি দায়িত্ব ছিল এই আলোচ্য বিষয়টির প্রতি মনোযোগে সর্বোচ্চ গুরুত্ব অর্পণ করা, এই প্রশ্নটি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া **আদর্শের স্বার্থ সাধনের** দৃষ্টিভঙ্গি থেকে; কমরেড রুসভ পরে সঠিকভাবেই যা নির্দিষ্ট করেছিলেন, সেই রকম একটা "আত্মম্ভরী কূপমণ্ডুক (ফিলিস্টাইন) অনুকম্পার" দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়। কংগ্রেসে প্রার্থীদের সম্পর্কে আলোচনার কালে প্রার্থীদের ব্যক্তিগত গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা অবশ্যই এসে পড়তে বাধ্য, আমাদের অনুমোদন কিংবা অননুমোদন* অবশ্যই প্রকাশ পেতে বাধ্য, বিশেষ করে কোনো

*লীগের সভায় কমরেড মার্তভ আমার অননুমোদনের রূঢ়তা সম্পর্কে তিক্ত অভিযোগ পেশ করেন। তাঁর খেয়াল হয়নি যে নালিশটা তাঁর বিরুদ্ধেই একটা যুক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর কথা মতো লেনিন ক্ষিপ্তের মতো আচরণ করেছিলেন (লীগ মিনিটস্ ৬৩ পৃঃ)। তা ঠিক। লেনিন দরজা ধাক্কা দিয়েছিলেন জোরে। সত্যি। (ইস্ক্রা

বেসরকারী ও ঘরোয়া সভার পক্ষে তো বটেই। **আর লীগ কংগ্রেসে আমি ইতিপূর্বেই সতর্ক করে বলেছিলাম** যে অনুমোদন না পেলেই তা সেই প্রার্থীর পক্ষে একটা "লজ্জার ব্যাপার" হবে একথা ভাবা বাতুলতা, বিবেকবুদ্ধি দিয়ে বিচক্ষণতার সঙ্গে কর্তৃপক্ষদের বাছাই করার যে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব প্রত্যেক পার্টি সভ্যেরই রয়েছে, তারই আংশিক প্রকাশ হওয়া মাত্র তা নিয়ে একটা "নাটক" সৃষ্টি করা, তা নিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা বাতুলতা। আমাদের সংখ্যালঘুদের বেলায়, সে দায়িত্বের ঐটুকু আত্মপ্রকাশেই কিন্তু আগুনে ঘি পড়ল। **কংগ্রেসের পরে** তাঁরা "সম্মান নাশের" কথা তুলে চেঁচাতে শুরু করলেন (লীগ "মিনিটস্" ৭০ পৃঃ), একথা ছাপিয়ে দিয়ে **মুদ্রিতাকারে** তাঁরা **ব্যাপক জনসাধারণকে** বোঝাতে শুরু করলেন যে ভূতপূর্ব সংগঠন কমিটিতে কমরেড স্টাইনই নাকি ছিলেন "প্রধান ব্যক্তি" অথচ তাঁর বিরুদ্ধে বিনা কারণে "শয়তানী চক্রান্তের" অভিযোগ আনা হয়েছে (অবরোধের অবস্থা, ৬৯ পৃঃ)। কোনো প্রার্থীর মনোনয়ন অথবা অমনোনয়ন নিয়ে "সম্মান নষ্টের" কথা তুলে চেঁচানি উঠলে তাকে কি হিস্টিরিয়া বলে না? ইস্ক্রা সংগঠনের ঘরোয়া সভা

সংগঠনের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় সভায়) লেনিনের আচরণে সভাস্থ সদস্যেরা রাগ করেন। বটে, কিন্তু তাতে দাঁড়াল কি? তাতে দাঁড়াল শুধু এই যে আলোচিত প্রশ্নাদির মূল তাৎপর্যের ক্ষেত্রে আমার যুক্তিগুলিই ছিল বিশ্বাসযোগ্য এবং কংগ্রেসের ইতিহাস থেকে সেইগুলিই সমর্থিত হয়েছে। কেননা, যা বলবার, বা করবার সব কিছু হয়ে যাবার পরেও ইস্ক্রা সংগঠনের ষোল জন সদস্যের মধ্যে নয় জনই যদি শেষতক আমার পক্ষেই মত দিয়ে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তা দেওয়া হয়েছে আমার বিষাক্ত রূঢ়তা 'সমেত' বিষাক্ত রূঢ়তা 'সত্ত্বেও'। সুতরাং এ রূঢ়তা না থাকলে হয়ত নয় জনেরও বেশি সদস্য আমার পক্ষে আসতেন। অতএব, যে পরিমাণ 'ক্রোধ''কে জয় করতে হয়েছে সেই পরিমাণেই আমার তথ্য ও যুক্তিও নিশ্চয়ই গ্রাহ্য ছিল।

এবং পার্টির সর্বোচ্চ আনুষ্ঠানিক অধিবেশন কংগ্রেস—এই উভয় ক্ষেত্রেই পরাজিত হয়ে যখন লোকে সর্বত্র যথা তথা নালিশ করতে শুরু করেন, জনসাধারণের কাছে বাতিল প্রার্থীদের সুপারিশ করেন "প্রধান ব্যক্তি" বলে, এবং যখন তাঁদের প্রার্থীদের পার্টির ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন ভাঙন ঘটিয়ে, **অধিভুক্তি** দাবি করে—তখন তাকে কি কোন্দল করা বলে না? প্রবাসের যে বাসি আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের থাকতে হয়, তার মধ্যে আমাদের রাজনৈতিক ধারণাগুলি এতই গোলমেলে হয়ে উঠেছে যে কাকে পার্টি কর্তব্য বলে আর কাকে বলে চক্র ও বন্ধু-প্রীতি তা তফাত করে বোঝার ক্ষমতা কমরেড মার্তভের আর নেই! যেখানে প্রতিনিধিরা প্রধানত জমায়েত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত প্রশ্নের আলোচনার জন্য, ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে পারেন, চূড়ান্ত ভোট স্থির করার জন্য যাঁরা প্রার্থীদের সম্পর্কে সমস্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ **দাবি** করতে এবং সংগ্রহ করতে সমর্থ (ও বাধ্য) আন্দোলনের এমন সব প্রতিনিধি যেখানে সমবেত হয়েছেন, এবং যেখানে নেতৃপদ নিয়ে বিতর্কের প্রশ্নটিকে আলোচনায় ফেলা খুবই স্বাভাবিক এবং অবশ্য প্রয়োজনীয়—এমন সব কংগ্রেসের মধ্যেই কেবল প্রার্থীদের সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এই কথা ভাবা নাকি আমলতান্ত্রিকতা ও অনুষ্ঠানসর্বস্বতা বলেই আমাদের বুঝতে হবে। এই আমলাতান্ত্রিক ও অনুষ্ঠান-সর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গির বদলে নতুন অভ্যাস এবং নতুন রীতিনীতিরই এখন চল হয়েছে। তার বদলে এখন কংগ্রেস হয়ে যাবার পরে, আমাদের যত্রতত্র বলে বেড়াতে হবে যে ইভান ইভানোভিচের রাজনৈতিক সমাধি ঘটল, কিংবা ইভান নিকিফোরোভিচের সম্মান নষ্ট করা হল। লেখকদের এখন পুস্তিকা মারফৎ তাদের প্রার্থীদের জন্য সুপারিশ করতে হবে, বুক চাপড়িয়ে বিলাপ করতে হবে এবং ভণ্ডের মতো ধর্মসাক্ষী করে

দাবি করতে হবে—"এটা চক্র নয়, এটা পার্টি···" পাঠকসাধারণের মধ্যে যাঁরা কুৎসার ভক্ত তাঁরা গোগ্রাসে এই রোমাঞ্চকর সংবাদটি গিলবেন যে স্বয়ং মার্তভ* হলপ করেছেন যে সংগঠন কমিটিতে অমুক ব্যক্তিই ছিলেন প্রধান ব্যক্তি, সংখ্যাধিক ভোটের জোরে ভয়ানক রকমের যান্ত্রিক সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যেখানে, সেই সব কংগ্রেসের মতো অনুষ্ঠান-সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের চাইতে এই পাঠক সাধারণই হলেন আলোচনা করা ও সিদ্ধান্ত নেবার পক্ষে অধিকতর সক্ষম···। হাঁ, প্রবাসের এই কলহ-কোন্দলের বড়ো বড়ো আস্তাকুঁড় সাফ করার কাজ আমাদের সাচ্চা পার্টি কর্মীদের করা এখনো বাকি আছে।

ইসক্রা সংগঠনের দ্বিতীয় ভোট গ্রহণ: "দশ-দুই ভোটে (কেন্দ্রীয় কমিটির জন্য) পাঁচজনের একটি তালিকা গৃহীত হয়। চারজন ভোট দেন নি। এ তালিকায় আমার প্রস্তাব অনুসারে, ইসক্রাপন্থী নন এমন অংশগুলির একজন নেতা, এবং ইসক্রাপন্থী সংখ্যালঘুদের একজন নেতাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।" এই ভোট গ্রহণটির গুরুত্ব প্রচণ্ড। কেননা, কলহ-কোন্দলের আবহাওয়ায় পরে যে সব কাহিনী বানানো হয়েছে—যেমন ইসক্রাপন্থী নন এমন লোকেদের নাকি আমরা পার্টি থেকে উৎখাত কিংবা পদচ্যুত করতে চেয়েছিলাম, অথবা সংখ্যা-

* ইসক্রা সংগঠনের অভ্যন্তরে মার্তভের মতো আমিও কেন্দ্রীয় কমিটিতে একটি প্রার্থীকে মনোনীত করবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পারিনি। কংগ্রেসের আগে এবং প্রারম্ভে তাঁর চমৎকার প্রতিষ্ঠার কথা অবিসম্বাদী তথ্য সহযোগে আমিও বলতে পারতাম। কিন্তু সে রকম কিছু করার কথা আমার ঘুণাক্ষরেও মনে আসে নি। এই কমরেডটিরও এতখানি আত্মসম্মান জ্ঞান বর্তমান যে কংগ্রেসের পরে তার নাম ছাপিয়ে কেউ তাঁকে মনোনীত করবে কিম্বা রাজনৈতিক সমাধি, সম্মান নাশ প্রভৃতির অভিযোগ পেশ হবে এ হতে দিতে তিনি প্রস্তুত নন।

গরিষ্ঠদের প্রতিনিধিরা কেবলমাত্র কংগ্রেসের অর্ধাংশ থেকে সংগৃহীত ও অর্ধাংশ দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিল, ইত্যাদি কথা যে চূড়ান্ত অলীক তা ঐ ভোটগ্রহণ থেকে অবিসম্বাদিতরূপে প্রমাণিত হবে। এ সব-কিছুই একেবারে মিথ্যা। উল্লিখিত ভোট থেকে দেখা যাবে, যাঁরা ইসক্রাপন্থী নন তাঁদের পার্টি থেকে তো দূরের কথা এমনকি কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে আমরা অপসারণ করিনি; দেখা যাবে যে আমাদের বিরোধীদের দিয়ে যাতে একটা প্রবল **সংখ্যালঘু** অংশ তৈরি হতে পারে তার জন্য আমরা জায়গা ছেড়ে দিয়েছি। আসল কথা হল, তারা চাইছিলেন সংখ্যাধিক্য অর্জন করতে। এবং এই ছোট ইচ্ছেটুকু যখন পূরণ হল না তখন তাঁরা এক হল্লা বাধিয়ে তুললেন এবং কেন্দ্রীয় সংস্থাদিতে প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন রূঢ়ভাবে। লীগে কমরেড মার্তভ যাই দাবি করুন ব্যাপারটা যে এই-ই ঘটেছিল তা নিচের চিঠিটি থেকেও দেখা যাবে। চিঠিটা লেখা হয়েছে আমাদের কাছে, ইসক্রাপন্থীদের সংখ্যাগুরু অংশের কাছে (সাতজনের কংগ্রেসত্যাগের পরে তাঁরা কংগ্রেসেরও সংখ্যাধিক অংশ); লিখেছেন ইসক্রা সংগঠনের সংখ্যালঘু অংশ, কংগ্রেসে নিয়মাবলীর ১ম অনুচ্ছেদ গৃহীত হবার কিছু পরে। (যে সভাটির উল্লেখ করেছি সেইটেই যে ইসক্রা সংগঠনের শেষ সভা তা স্মরণীয়; এর পরেই সংগঠনটি **কার্যক্ষেত্রে** দুখান হয়ে যায়, প্রত্যেক খণ্ডই কংগ্রেসের অন্যান্য প্রতিনিধিদের বোঝাতে শুরু করেন যে তাঁরাই ঠিক।)

চিঠিটি এই:

সম্পাদকীয় বোর্ডের সংখ্যাগুরু অংশ এবং শ্রম-মুক্তি সংস্থা ('ইমানসিপেশন অব লেবার গ্রুপ') যে (অমুক তারিখে)* সভায়

* আমার হিসেবমতো পত্রে উল্লিখিত তারিখটা মঙ্গলবারে পড়ে। সভাটি হয় মঙ্গলবার সন্ধ্যায়, অর্থাৎ কংগ্রেসের ২৮তম অধিবেশনের পরে। কালানুক্রমিক তারিখের এই

উপস্থিত থাকতে চেয়েছিলেন, সে সম্পর্কে আমরা প্রতিনিধি সরোকিন ও সাবলিনার [১৭] কাছ থেকে ব্যাখ্যা শুনেছি ; এই প্রতিনিধিদের সাহায্যে আমরা এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছি যে আগের সভায় কেন্দ্রীয় কমিটি প্রার্থীদের যে একটি তালিকা পড়ে শোনানো হয়েছিল তা নাকি আমাদের কাছ থেকে এসেছিল বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, এবং যাকে ব্যবহার করে আমাদের সমগ্র **রাজনৈতিক** মত সম্পর্কে একটা ভুল চিত্র উপস্থিত করা হয়েছিল ; একথাও আমরা মনে রেখেছি যে প্রথমত, এই তালিকার সত্যকার উৎস কারা তা স্থির করার কোনো চেষ্টা না করেই ব্যাপারটা আমাদের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে, এবং দ্বিতীয়ত ইসক্রা সম্পাদকমণ্ডলীর সংখ্যাগুরু অংশ এবং **শ্রমমুক্তি** সংস্থার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই যে 'সুবিধাবাদের' অভিযোগ প্রচারিত হচ্ছে তার সঙ্গে এই ঘটনার নিঃসন্দেহ সম্পর্ক রয়েছে , এবং তৃতীয়ত **ইসক্রা সম্পাদকমণ্ডলীর রদবদল করার** একটি সুনির্দিষ্ট মতলবের অস্তিত্বের সঙ্গে এই অভিযোগের সম্পর্ক আমাদের কাছে নিতান্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ;— সুতরাং আমবা মনে করি যে, সভায় যোগদানেব কোনো অনুমতি না

উল্লেখটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা কমবেড মার্তভ বলেন, আমরা যে যার পথ দেখলাম যে জন্য তা হল কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি সংগঠনেব প্রশ্নে, কাবা কাবা তাতে যাবেন সে কথা নিযে নয়। একথা খণ্ডন করাব দলিলগত প্রমাণ এই কালানুক্রম। লীগ কংগ্রেসে এবং "সম্পাদক মণ্ডলীর নিকট পত্রে' আমি যেভাবে বিষয়টির বর্ণনা করেছি তাব সত্যতা সম্পর্কে 'দলিলগত প্রমাণও' এই কালানুক্রম। কংগ্রেসেব '২৮তম অধিবেশনের পরে' কমবেড মার্তভ এবং স্তারোভার সুবিধাবাদের অভিযোগ যে মিথ্যা সে সম্পর্কে নানাকথাই বলে বেড়িয়েছেন, কিন্তু (কংগ্রেসের ২৫, ২৬ ও ২৭তম অধিবেশনে যা নিয়ে আমাদের তর্ক বেধেছিল) সেই কথা —পরিষদ কাদের নিয়ে তৈরি হবে, কিংবা কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিতে অধিভুক্তি করা হবে কিনা এই নিয়ে (আমাদের) মতভেদ সম্পর্কে তাঁরা 'একটি কথাও বলেন নি'।

দেবার যে কৈফিয়ত আমাদের দেওয়া হয়েছিল তা সন্তোষজনক নয়, আমাদের যে সভায় যোগ দিতে দেওয়া হয়নি তাতেই প্রমাণ হয় যে উপরোক্ত মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডন করার কোনো সুযোগ দেবার ইচ্ছে তাদের ছিল না।

"কেন্দ্রীয় কমিটি প্রার্থীদের জন্য একটি যুক্ত তালিকা সম্পর্কে কোনো আপোসমীমাংসায় আসা যায় কিনা সে সম্পর্কে আমাদের ঘোষণা, আপোসের ভিত্তি হিসেবে একমাত্র এই তালিকাটি আমরা গ্রহণ করতে পারি : পপভ, ত্রৎস্কি ও গ্লেবভ। এ তালিকা যে **আপোস-মূলক** তালিকা সে কথার ওপর আমরা জোর দিতে চাই, কারণ কমরেড গ্লেবভকে এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার একমাত্র অর্থই হল সংখ্যাগুরু অংশের ইচ্ছার জন্য **জায়গা ছাড়া**। কেননা, কংগ্রেসে উনি যে ভূমিকা নেন তার চেহারা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যাবার পর এখন আমরা আর **একথা মনে করিনা যে কমরেড গ্লেবভের** মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রার্থী হবার উপযুক্ত গুণাবলী বর্তমান।"

"সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই ঘটনাটিকে স্পষ্ট করে রাখতে চাই যে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রার্থীদের জন্য আপোস আলোচনায় আমরা রাজি হলেও তার সঙ্গে কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী কাদের নিয়ে রচিত হবে তার কোনো সম্পর্ক নেই; কারণ এই প্রশ্ন (সম্পাদকমণ্ডলী কাদের নিয়ে গঠিত হবে) নিয়ে কোনো আপোস আলোচনায় নামতে আমরা রাজী নই।

"কমরেডদের পক্ষ থেকে
মার্তভ ও স্তারোভার।"

বিবদমান পক্ষগুলির মানসিক মেজাজ এবং বিবোধের অবস্থাটা সম্পর্কে এ পত্রে যথাযথভাবে উল্লেখ রয়েছে। এবং তা থেকে আমাদের অবিলম্বে অকালে-ঘটা ভাঙনটার 'গোড়ায়' গিয়ে

পৌঁছানো সম্ভব, তার আসল কারণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ইস্ক্রা সংগঠনের সংখ্যালঘু অংশ সংখ্যাগুরুদের মতে সায় দিতে অস্বীকার করেছেন এবং কংগ্রেসে তা নিয়ে আন্দোলনের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে চান বটে (সে স্বাধীনতা অবশ্যই তাঁদের পুরো আছে) কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা সংখ্যাগুরু অংশের প্রতিনিধিদের ঘরোয়া সভায় যাতে যোগ দিতে পারেন, তার জন্য জেদ করতে ভোলেন না। স্বভাবতই, সভায় (সেখানে অবশ্যই চিঠিটা পড়া হয়) খানিকটা হাসি আর কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে এই মজার দাবিটার জবাব দেওয়া হয়, আর সুবিধাবাদের মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে বলে হিস্টিরিয়া-সুলভ যে হৈচৈ ওতে ছিল তাতে তো একেবারে হোহো করে হাসি ওঠে। কিন্তু তার আগে মার্তভ আর স্তারোভারের তিক্ত অভিযোগ-টার পয়েন্ট ধরে ধরে বিচার করা যাক।

তালিকাটির দায়িত্ব নাকি তাঁদের ওপর ভুল করে চাপানো হয়েছে, তাঁদের রাজনৈতিক বক্তব্যকে নাকি ভুলভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। —কিন্তু মার্তভ নিজেও স্বীকার করেছেন (লীগ মিনিটস ৬৪পৃঃ) যে তালিকাটি তার রচনা নয় তার এ বিবৃতির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ করার কথা আমার কদাচ মনে হয়নি। তালিকাটি কার রচনা তার সঙ্গে সাধারণভাবে প্রশ্নটির কোনো সম্পর্ক নেই। তালিকাটি ইস্ক্রাপন্থীদেরই হোক কিংবা "মধ্যপন্থী" কারো না কারো রচনাই হোক বা অন্য কারো হোক তাতে আদৌ কিছু এসে যায় না। গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হল এই যে এই তালিকাটিতে সবই ছিল বর্তমান সংখ্যা-লঘু অংশের সভ্যদের নাম এবং তা কংগ্রেসে প্রচারিত হয়েছে, যদিও হতে পারে তা কেবলমাত্র যাচাই করা কিংবা আন্দাজ করার জন্যে। পরিশেষে **সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল** এই, যে ধরনের একটি তালিকাকে বর্তমানে তাঁর অভিনন্দন জানানোর কথা, কংগ্রেসে

কমরেড মার্তভ **সেই রকম** একটি তালিকার সঙ্গে তাঁব সংশ্রব বিচ্ছিন্ন করার জন্যে আপ্রাণ লড়াই কবতে **বাধ্য হন**। "কুৎসাপূর্ণ গুজব" সম্পর্কে চিৎকার কবতে করতেই তারপর পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থাব ওপর সেই তথাকথিত কুৎসাপূর্ণ তালিকার প্রার্থীদেরকেই* জোর কবে চাপিয়ে দেওয়া—কযেক মাসেব মধ্যেই এই রকম একটা ডিগবাজি খাওযার মধ্যে দিযে ব্যক্তিবর্গ ও বাজনৈতিক মতামতের চাবিত্রিক অস্থিরমতিত্ব যতখানি গভীব ভাবে ধবা পডছে আব কোনো কিছুতে তা সম্ভব হত না !

কমরেড মার্তভ লীগ কংগ্রেসে বলেছিলেন, এই তালিকাটির "বাজনৈতিক অর্থ হল একদিকে যুঝনি রাবোচি আব আমাদের মধ্যে এবং অন্যদিকে বুন্দেব সঙ্গে একটি বোঝাপডা—এবং **প্রত্যক্ষ যুক্তির আকারে** এক বোঝাপডা।" (৬৪পৃঃ) কথাটা ঠিক নয়, কাবণ প্রথমত বুন্দ কখনোই এমন একটা তালিকার ওপর 'চুক্তিবদ্ধ' হতে পাবে না যাতে একজন বুন্দিস্টও নেই। এবং দ্বিতীয়ত, এমন কি যুঝনি বাবোচি দলেব সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ চুক্তি (মার্তভের কাছে যা লজ্জাকব বলে মনে হযেছে)। কবাব কোনো কথাই ওঠে না, বুন্দ তো দূবেব কথা। প্রশ্নটা চুক্তিব নয, কোযালিশনেব। কমবেড মার্তভ পাকাপাকি ব্যবস্থা কবেছেন কিনা সেটাও কথা নয। কথা হল, যে ইস্ক্রাবিবোধী এবং অস্থিবমতি অংশগুলিব বিরুদ্ধে তিনি কংগ্রেসেব প্রথম ভাগে সংগ্রাম কবেছিলেন এবং যাবা নিয়মাবলীব ১ম অনুচ্ছেদ সম্পর্কে তাঁর ভ্রান্তিব পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে ঠিক সেই সব ইস্ক্রাবিবোধী ও অস্থিবমতি অংশগুলিব কাছ থেকেই

* এই লাইন কটা [মুদ্রাযন্ত্রে] বসানো হযে গেছে তখন কমরেড গুসেভ ও দ্যিউৎস সংক্রান্ত ঘটনাটির সংবাদ পাওযা গেল। এই ঘটনাটা আলাদা ভাবে আমার সংযোজনীতে বিচার করব।

তিনি **সমর্থন পেতে বাধ্য**। উল্লিখিত চিঠি থেকে অবিসম্বাদিরূপে এইটেই প্রমাণিত হয় যে "অপমানের" মূল কথাটা রয়েছে সুবিধাবাদের **প্রকাশ্য এবং অধিকন্তু মিথ্যা অভিযোগের মধ্যে**। এই যে "অভিযোগ" থেকে সমস্ত ব্যাপারটা শুরু হল এবং সম্পাদকমণ্ডলীর নিকট পত্রে আমার পুনরুল্লেখ সত্ত্বেও যা পাশ কাটাবার জন্য কমরেড মার্তভের এখন এত চাড়, সেটি দুই ধরনের: প্রথমত নিয়মাবলীর ১ম অনুচ্ছেদের ওপর আলোচনা কালে প্লেখানভ রূঢ় ভাবেই ঘোষণা করেছিলেন যে "সুবিধাবাদের সর্বপ্রকার প্রতিনিধিকে" আমাদের কাছ থেকে "ঠেকিয়ে রাখাব" প্রশ্নটিই হল ১ম অনুচ্ছেদের প্রশ্ন, এবং পার্টির মধ্যে তার হামলা রোখার এক দুর্গ হিসেবে আমার খসড়াটির ওপর "মাত্র এই একটা কারণেব জন্য হলেও সুবিধাবাদ-বিরোধীদের সকলেরই ভোট দেওয়া উচিত।" (কংগ্রেস মিনিটস ২৪৬পৃঃ)। প্লেখানভের এই তীব্র বিবৃতির ফলে, যদিও তাকে আমি খানিকটা নরম করে হাজির করেছি (২৫০পৃঃ), একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়; কমরেড রুসভ (২৪৭পৃঃ), ত্রৎস্কি (২৪৮পৃঃ) এবং আকিমভের (২৫৩পৃঃ) বক্তৃতায় তা সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়। আমাদের পার্লামেণ্টের লবিতে প্লেখানভের থিসিস্-এর ওপর নানা তীক্ষ্ণ মন্তব্য করা হয়, এবং ১ম অনুচ্ছেদ নিয়ে অন্তহীন কলহের মধ্যে শুরু হয় তার হাজার রকমের ব্যাখ্যা। পরিশেষে এখন আমাদের প্রিয় কমরেডরা তাঁদের মামলার ন্যায্যতা প্রমাণ করার বদলে আহত বোধ করার এক হাস্যকর ভঙ্গি অবলম্বন করেছেন, এমন কি লিখিতাকারে "সুবিধাবাধের মিথ্যা অভিযোগ" নিয়ে নালিশ জানাতে শুরু করেছেন!

এতে করে স্পষ্টই প্রকাশ পাচ্ছে এমন একটা সঙ্কীর্ণ চক্র মনোবৃত্তি এবং পার্টি সঙ্ঘের তুলনায় এমন একটা অদ্ভুত অপরিপক্কতা যা

সকলের চোখের সামনে প্রকাশ্য বিতর্কের খোলা হাওয়া সহ্য করতে অক্ষম। এ মনোভাব রাশিয়ানদের কাছে খুবই চেনা, চলতি প্রবাদে তাকেই বলে, হয় আস্তিন গুটাও নয় হাত মিলাও। অন্তরঙ্গ ঘরোয়া চক্রের কাঁচের বয়ামের এক নিভৃত আবদ্ধতায় এইসব লোকে এতই অভ্যস্ত যে নিজের দায়িত্ব নিজে নিয়ে যখনই কেউ স্বাধীনভাবে খোলা ময়দানে কিছু বলতে ওঠেন তখনি তাঁরা মূর্চ্ছা যান। সুবিধাবাদীদের অভিযোগ!—তাতে আবার কার বিরুদ্ধে? না শ্রমমুক্তি সংস্থা এবং এমন কি তাদের সংখ্যা-গরিষ্ঠ অংশের বিরুদ্ধে—এর চেয়ে ভয়ানক ব্যাপার আর কি হতে পারে! হয় এই দুরপনেয় অপমানের জ্বালায় পার্টিটিকে দুখান করো, নয় এই অপ্রতিকর "ঘরোয়া ব্যাপারটিকে" ধামাচাপা দিয়ে কাঁচের বয়ামের "অব্যাহত ধারা"কে ফিরিয়ে আনো—এই প্রস্তাব আলোচ্য পত্রে বেশ স্পষ্ট করেই ফুটে বেরিয়েছে। পার্টির কাছে একটি খোলাখুলি বিবৃতি পেশ করা হোক—এই দাবির সঙ্গে সংঘাত বেধেছে বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও 'চক্র'-মনোবৃত্তির। "সুবিধা-বাদের মিথ্যা অভিযোগের" কথা তুলে এই ধরনের একটা আজ-গুবি কাণ্ড, এমনি একটা কোন্দল, এই রকমের একটা নালিশ কি জার্মান পার্টির পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব! সেখানে তাঁরা সর্বহারা সংগঠন শৃঙ্খলার জোরে এমনি ধারনা বুদ্ধিজীবী শুচিবাই থেকে নিজেদের ছাড়িয়ে এনেছেন বহুদিন আগেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক লিব্‌নেক্টের কথা। তাঁর সম্পর্কে গভীরতম শ্রদ্ধা ছাড়া কেউ অন্য কোনো মনোভাব পোষণ করেন না। অথচ '৯৫ সালের কংগ্রেসে কৃষি বিষয়ক প্রস্তাবের ওপর তিনি যখন কুখ্যাত সুবিধাবাদী ভল্‌মার ও তার বন্ধুদের সঙ্গে একত্রে দাঁড়িয়েছিলেন তখন (বেবেল সহ) তাঁর বিরুদ্ধে "সুবিধাবাদের প্রকাশ্য অভিযোগ" এই বলে কেউ

নালিশ জানাতে গেলে সেখানকার সকলে হেসে উঠত। জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে লিব্‌নেক্টের নাম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত: তিনি এই ধরনের বিশেষ কোনো প্রসঙ্গে তুলনায় লঘুতর ক্ষেত্রে কখনো কখনো সুবিধাবাদের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন বলে তা অবশ্যই নয়, এ সব সত্ত্বেও। সেইরকম ভাবেই ধরা যাক, কমরেড আক্‌সেলরদের কথা। (আমাদের) সংগ্রামের সর্বপ্রকার তিক্ততা সত্ত্বেও তাঁর নামে প্রত্যেকটি রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাট শ্রদ্ধা বোধ করেন এবং সর্বদাই করবেন। কিন্তু তা এই জন্য নয় যে তিনি আমাদের পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে একটি সুবিধাবাদী ধারণার পক্ষ নিয়েছিলেন, লীগের দ্বিতীয় কংগ্রেসে পুরনো নৈরাজ্যবাদী জঞ্জালগুলো আবার খুঁচিয়ে তুলেছিলেন; সে শ্রদ্ধা এসব সত্ত্বেও। এর জন্যে "শ্রমমুক্তি সংস্থার" অধিকাংশের বিরুদ্ধে সুবিধাবাদের মিথ্যা অভিযোগের কথা তুলে হিষ্টিরিয়া কোন্দল ও পার্টি ভাঙনের সৃষ্টি করা সম্ভব শুধু এক চরম রকমের চক্র মনোবৃত্তি থেকে—যার কথা হল "হয় আস্তিন গুটাও, নয় হাত মিলাও"।

এই ভয়ানক অভিযোগের অপর কারণটাও পূর্বোক্ত কারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। (কমরেড মার্তভ লীগ কংগ্রেসে [৬৩পৃঃ] এ ঘটনাটির এ দিকটা এড়াবার এবং চেপে যাবার চেষ্টা করেছিলেন সতর্কভাবে।) কমরেড মার্তভের সঙ্গে ইস্ক্রাবিরোধী এবং দোদুল্যমান অংশগুলির যে কোয়ালিশন সৃষ্টি হয়, এবং নিয়মাবলীর ১ম অনুচ্ছেদ প্রসঙ্গে যা দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠতে শুরু করে, ব্যাপারটা ঠিক তাই নিয়েই। স্বভাবতই কমরেড মার্তভের সঙ্গে ইস্ক্রাবিরোধীদের কোনো প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ চুক্তি ছিল না, থাকতেও পারে না; কেউ তা সন্দেহও করে নি। তাঁর যদি তা মনে হয়ে থাকে সেটা শুধু আতঙ্কের বশেই। কিন্তু **রাজনৈতিকভাবে** তাঁর ভুলটা

প্রকাশিত হয়েছিল এই ঘটনায় যে, যে-সব লোক নিঃসন্দেহেই সুবিধাবাদের দিকে সরে গিয়েছিল তারা কমরেড মার্তভের চারপাশে ক্রমেই একটা চাপ-বাঁধা অটুট সংখ্যাধিক্য গড়ে তুলতে শুরু করে (বর্তমানে সেটা যে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে তার একমাত্র কারণ সাতজন প্রতিনিধির "আকস্মিক" কংগ্রেস ত্যাগ)। আমরা এই "কোয়ালিশনের" দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, আর অবশ্যই তা **প্রকাশ্যভাবেই** বটে, এবং ১ম অনুচ্ছেদের ওপর আলোচনার ঠিক পরেই—কংগ্রেস (কমরেড পাভলোভিচের পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্য দ্রষ্টব্য, কংগ্রেস মিনিট ২৫৫পৃঃ) এবং ইস্ক্রা সংগঠন (বিশেষ করে প্লেখানভ এ সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলেন বলেই আমার স্মরণ হয়) এই উভয় ক্ষেত্রেই। এবং যে মন্তব্য আমরা করেছিলাম তা অক্ষরে অক্ষরে ঠিক সেই মন্তব্য এবং বিদ্রূপ যা শ্রীমতী জেটকিন করেছিলেন ১৮৯৫ সালে বেবেল এবং লিব্‌নেক্ট-এর উদ্দেশ্যে—"Es tut mir in der Seele weh dass ich dich in der Gesellschaft seh" ("আপনাকে [অর্থাৎ বেবেলকে] এ রকম একটা দলের সঙ্গে [অর্থাৎ ভলমার কোম্পানির সঙ্গে] দেখে মর্মাহত হয়েছি।) বেবেল এবং লিব্‌নেক্ট যে তা সত্ত্বেও কাউৎস্কি এবং জেটকিনের প্রতি এক হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত চিৎকার প্রেরণ করেন নি, সুবিধাবাদের মিথ্যা অভিযোগ সম্পর্কে নালিশ করতে শুরু করেন নি, তা খুব তাজ্জব বলতে হয় বৈকি……

আর কেন্দ্রীয় কমিটি প্রার্থীদের তালিকাটি প্রসঙ্গে: চিঠিটা থেকেই দেখা যাবে, লীগে কমরেড মার্তভ যে ঘোষণা করেছিলেন, আমাদের সঙ্গে আপোসচুক্তিতে আসতে তাঁদের অস্বীকৃতিটা চূড়ান্ত ছিল না বলে লীগে কমরেড মার্তভ যা ঘোষণা করেছিলেন, চিঠিটা থেকেই দেখা যাবে যে তা ভুল—রাজনৈতিক সংগ্রামে লিখিত দলিলের ওপর

নির্ভর না করে মৌখিক উক্তিকে স্মৃতি থেকে পুনরুদ্ধার করতে যাওয়ার চেষ্টা যে কি রকম অবিবেচনার কাজ, এটা তার আর একটি দৃষ্টান্ত। আসলে 'সংখ্যালঘুদের' দাবিটা এতই নম্র যে তাঁরা 'সংখ্যাগুরু' অংশের কাছে চরম পত্র পাঠালেন এই বলে যে—'সংখ্যালঘুদের' থেকে নিতে হবে দুজনকে আর 'সংখ্যাগুরুদের' থেকে একজন। (আপোস হিসেবে এবং সত্যিকথা বলতে শুধুমাত্র আপোসের খাতিরেই।) ব্যাপারটা ভয়ানক বটে কিন্তু একেবারেই সত্য ঘটনা। এবং এই ঘটনা থেকে স্পষ্টই দেখা যাবে যে কংগ্রেসে অর্ধাংশ দিয়ে রচিত একটি সংখ্যাগুরু 'অংশ' কেবলমাত্র সেই অর্ধাংশ থেকেই প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছিল বলে বর্তমানে যে সব কাহিনী রটনা করা হচ্ছে তা কতখানি অবাস্তব। **ব্যাপারটা ঠিক তার উল্‌টো।** মার্তভপন্থীরা কেবলমাত্র আপোসের খাতিরেই তিনজনের মধ্যে মাত্র একজনকে দিতে চেয়েছিলেন আমাদের জন্যে। সুতরাং এই অপূর্ব "আপোসে" আমরা রাজী না হওয়ায় তাঁরা চেয়েছিলেন তাঁদের নিজস্ব প্রার্থী দিয়েই **সব কটি** আসনই দখল করতে। আমাদের ঘরোয়া সভায় আমরা মার্তভপন্থীদের এই নম্র দাবিটুকু দেখে খুব একচোট হেসে নিয়ে আমাদের নিজেদের একটি তালিকা তৈরি করি: গ্লেবভ, ত্রাভিনস্কি (অতঃপর কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত), **পপভ**। (২৪ জনের একটি ঘরোয়া সভাতে পুনরায়) আমরা কমরেড পপভের বদলে নাম দিই কমরেড ভাসিলিয়েভের (অতঃপর কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত) **তার একমাত্র কারণ** কমরেড পপভ প্রথমে ব্যক্তিগত আলাপ মারফত এবং পরে প্রকাশ্যেই কংগ্রেসের মধ্যে আমাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে রাজি হন নি (৩৩৮পৃঃ)। **আসলে ব্যাপার যা ঘটেছিল তা এই।**

বিনীত "সংখ্যালঘুদের" এই বিনীত ইচ্ছাটুকু ছিল যে তাঁরা সংখ্যাগুরু হবেন। এই বিনীত ইচ্ছাটুকু যখন পূর্ণ হল না তখন সংখ্যাগুরুরা দয়া করে সবকিছুই বর্জন করে বসলেন এবং হল্লা লাগালেন। তথাপি এমন লোকের অভাব নেই যাঁরা এখন "সংখ্যাগুরু"দের আপোসহীন মনোবৃত্তি সম্পর্কে রাজকীয় মেজাজে বাগবিস্তার করতে উৎসুক!

কংগ্রেসে স্বাধীন প্রচারকার্যের মল্লভূমিতে প্রবেশ করে "সংখ্যালঘুরা" "সংখ্যাগুরুদের" বিরুদ্ধে ভারি মজার সব চরমপত্র পেশ করতে থাকেন। তারপর পরাজয় বরণ করার পর **আমাদের বীরপুরুষেরা হঠাৎ এখন কান্না জুড়েছেন এবং অবরোধ অবস্থার কথা তুলে শুরু করেছেন চেঁচাতে।**

আমরা সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে রদবদল ঘটাতে চাই—এই ভয়ানক অভিযোগটার জবাবেও আমাদের একটু হাসি পেয়েছিল (চব্বিশ জনের ঘরোয়া সভায়): কংগ্রেসের শুরু থেকে, এমনকি কংগ্রেস বসার আগে থেকেই সকলে খুব ভালো করেই জানতেন যে সম্পাদকমণ্ডলীকে উজ্জীবিত করার জন্যে তিনজনের এক প্রাথমিক মণ্ডলী নির্বাচিত করার একটা পরিকল্পনা (আগাগোড়াই) ছিল। (যখন কংগ্রেসে সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচনের ঘটনাটা আসবে তখন আরো বিশদভাবে সে সম্পর্কে বলা হবে)। সংখ্যালঘু ও ইস্ক্রা-বিরোধীদের কোয়ালিশন থেকে যখন ঐ পরিকল্পনাটার সঠিকতা সম্পর্কে জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া গেল, **তারপর** থেকেই যে তাঁরা এই পরিকল্পনা দেখে ভয় পাবেন, তাতে আমরা অবাক হইনি। এইটেই স্বাভাবিক। স্বেচ্ছায়, এবং কংগ্রেসে তা নিয়ে সংগ্রামের পূর্বেই নিজেদের একটি সংখ্যালঘু অংশে পরিণত করার প্রস্তাবটিকে আমরা অবশ্যই কোনো গুরুত্ব দিই নি, সমগ্র চিঠিটিকেও আমরা গুরুত্ব

দিয়ে গ্রহণ করতে চাই নি, যদিও—তাঁর রচয়িতারা এমনই একটা অবিশ্বাস্য রকমের ক্ষিপ্ততার স্তরে গিয়ে পড়েছিলেন যে "সুবিধা-বাদের মিথ্যা অভিযোগের" কথা বলতে তাঁদের বাধছিল না। আমরা দৃঢ়ভাবেই এই আশা করেছিল।ম যে তাঁদের "মনের ঝাল ঝাড়ার" স্বাভাবিক প্রবণতার চাইতে পার্টি কর্তব্যের চেতনাটাই শক্তিশালী হয়ে উঠবে অতি শীঘ্র।

[ট] নিয়মাবলী নিয়ে আরও আলোচনা ; পরিষদ গঠন প্রণালী

নিয়মাবলীর পরবর্তী ধারাগুলো প্রসঙ্গে যে বিতর্ক হয় তাতে সাংগঠনিক নীতির চাইতে বিশেষ বিশেষ পয়েণ্ট নিয়েই কথা ওঠে বেশি। কংগ্রেসের ২৪তম অধিবেশনের পুরোটা যায় পার্টি কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনায়। এ ক্ষেত্রেও সমস্ত ইস্ক্রা-পন্থীদের সাধারণ পরিকল্পনাব বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ও অনমনীয় সংগ্রাম চালান শুধু বুন্দিস্টরা (গোল্ডব্লাট ও লীবের, ২৫৮-৫৯পৃঃ) এবং কমরেড আকিমভ। প্রশংসনীয় স্পষ্টতাব সঙ্গে আকিমভ কংগ্রেসে তাঁর ভূমিকার কথা স্বীকার করেন এই বলে—"প্রতিটি বক্তৃতার সময়ে আমি এই কথা পুরোপুরি জেনে রেখেই বক্তৃতা দিই যে আমার যুক্তিতে কমবেডরা তো প্রভাবিত হনই না বরং উল্টো আমি যে-কথা সমর্থন করাব চেষ্টা করছি তারই ক্ষতি হয়।" (২৬১ পৃঃ)। নিয়মাবলীর ১ম অনুচ্ছেদ নিয়ে আলোচনার ঠিক পরেই এই মন্তব্যটা বেশ লাগসই হয়েছিল ; শুধু "ববং উল্টো।"—এই কথা কটি এ ক্ষেত্রে খুব সঠিক হয় নি। কারণ কমরেড আকিমভ শুধু যে কোনো প্রতিপাদ্য পয়েণ্টের ক্ষতি করতে পাবেন তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে, এবং ঐ ধরনের ক্ষতি করেই তিনি অতি অব্যবস্থচিত্ত

ইস্ক্রাপন্থীদের মধ্যে থেকে যাঁরা সুবিধাবাদী বাগ্‌বিস্তারের প্রতি অনুরক্ত এমন সব কমরেডদের প্রভাবিত করতেও সক্ষম হয়েছিল।

যাই হোক, নিয়মাবলীর ৩য় অনুচ্ছেদটিতে ছিল কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্বের শর্তাদির কথা। অধিকাংশের ভোটে তা গৃহীত হয়; সাতজন ভোট দেন নি (২৬৩ পৃঃ)—বোঝাই যায় যে তাঁরা ইস্ক্রাবিরোধী।

পরিষদের গঠন সম্পর্কে যে বিতর্ক বাধে তাতে কংগ্রেসের ২৫তম অধিবেশনের বেশির ভাগ সময়টাই যায়। এতে একগাদা প্রস্তাব ভিত্তি করে অসংখ্য রকমের জোট বাঁধাবাঁধি দেখা দেয়। আব্রামসন ও জারিয়ভ পরিষদের পরিকল্পনাটা একেবারেই বাতিল করতে চান। পানিনের দাবি ছিল, পরিষদের একমাত্র কাজ হবে সালিশী-বিচার। সুতরাং খুবই সঙ্গতভাবে তিনি প্রস্তাব দেন, যে কোনো দুইজন সদস্য কর্তৃক আহ্বয়নীয় এই পরিষদকে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করার যে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে তা বাতিল করা হোক *। নিয়মাবলী কমিশনের **পাঁচজন** সদস্য যে **তিনটি** পদ্ধতির প্রস্তাব করেছিলেন, পরিষদ গঠনের জন্য সে তিনটি পদ্ধতি ছাড়াও আরো নানারকম পদ্ধতির কথা বলেন হার্জ [১৮] এবং রুসভ।

যে সব প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক বেধেছিল, তা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায়,

---

* বাস্তব, কমরেড স্তারোভারও কমরেড পানিনের মতের দিকে ঝুঁকেছিলেন। শুধু তফাৎ এই যে পানিন জানতেন তিনি কী চাইছেন এবং সঠিক সঙ্গতি রেখেই তিনি প্রস্তাব পেশ করেন যাতে পরিষদ বিশুদ্ধ সালিশী বিচার কিংবা আপোস মীমাংসার একটা সংস্থায় পরিণত হয়। কমরেড স্তারোভার কিন্তু জানতেন না তিনি কী চাইছেন। তাই তিনি বলেছিলেন, খসড়া অনুসারে নাকি পরিষদ আহূত হতে পারবে 'কেবল' মাত্র সকল পক্ষের ইচ্ছা অনুসারে।" (২৬৬পৃঃ)। একথা চূড়ান্ত ভাবে অসত্য।

প্রধানত এই কথায়—পরিষদের কাজ কি হবে: এটা কি সালিশ-বিচারের একটা আদালত হবে, নাকি হবে পার্টির সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। আগেই বলেছি কমরেড পানিন সুসঙ্গতরূপে প্রথম মতের পক্ষে থাকেন। কিন্তু তাঁকে একাকই থাকতে হয়। কমরেড মার্তভ তার বিরোধিতা করেন তীব্রভাবে: "আমি প্রস্তাব করি, 'পরিষদ হল সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান' এই কথা কয়টি তুলে দেবার যে প্রস্তাব এসেছে তাকে বাতিল করা হোক। সর্বোচ্চ পার্টি প্রতিষ্ঠান রূপে পরিষদের পরিণতি ঘটতে পারে এ সম্ভাবনা আমাদের সিদ্ধান্তে" (অর্থাৎ নিয়মাবলী কমিশনে পরিষদের কাজকর্ম সংক্রান্ত যে-সিদ্ধান্তে আমরা একমত হয়েছিলাম) "ইচ্ছে করেই খোলা রাখা হয়েছে। আমাদের কাছে পরিষদ শুধু মাত্র একটি আপোস মীমাংসার সংস্থা নয়।" অথচ কমরেড মার্তভের খসড়ায় পরিষদের গঠন প্রণালী সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে তাতে একান্তরূপে ও পুরোপুরি একটি "আপোস-মীমাংসা সংস্থা" কিংবা সালিশ-বিচারের একটি আদালতের চরিত্র বর্তমান: কেন্দ্রীয় সংস্থা দুটি থেকে দু'জন করে সদস্য এবং পঞ্চমজন আমন্ত্রিত হবে এই চারজনকে দিয়ে। পরিষদের এই রকম একটা গঠন প্রণালী থেকেই শুধু নয়, কমরেড রুসভ এবং হার্জের প্রস্তাব অনুসারে কংগ্রেসে যা গৃহীত হয়েছে (পঞ্চম সদস্যের নিয়োগ হবে কংগ্রেস থেকে) তাতেও একমাত্র আপোস বা সালিশের লক্ষ্যটাই পূর্ণ হতে পারে। পরিষদের এই রকম একটা গঠন প্রণালী এবং পার্টির সর্বোচ্চ সংস্থায় পরিণত হবার জন্য তার ব্রত—এ দুয়ের মধ্যে এক অলঙ্ঘনীয় বিরোধ বর্তমান। পার্টির সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান এমনভাবে গড়া উচিত যাতে তা পরিবর্তনশীল না হয়। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির মধ্যে (গ্রেপ্তারাদির দরুন) আকস্মিক পরিবর্তনের ওপর তাকে নির্ভরশীল রাখা উচিত

নয়। পার্টির সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানকে পার্টি কংগ্রেসের সাক্ষাৎ সম্পর্কের মধ্যে থাকতে হবে—তার ক্ষমতা আসবে পার্টি কংগ্রেস থেকে, কংগ্রেসের অধীন অন্য দুটি পার্টি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নয়। সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে যে লোকদের নিয়ে তাঁদের হতে হবে পার্টি কংগ্রেসের কাছে পরিচিত। পরিশেষে, **সর্বোচ্চ** প্রতিষ্ঠান এমনভাবে **গঠিত** হবে না যাতে এর **অস্তিত্বটাই** আকস্মিক পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে—পঞ্চম সদস্য নির্বাচন করতে গিয়ে যদি সংস্থাদুটি একমত না হয় তাহলে পার্টির ভাগ্যে তার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানটি আর জুটবে না! এর বিরুদ্ধে আপত্তি হয়েছিল এই বলে: (১) পাঁচজনের একজন যদি অনুপস্থিত হন এবং চারজন ঠিক আধাআধি ভাগ হয়ে যান তাহলে তো এক নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে (এগরভ)। এ আপত্তি ভিত্তিহীন। কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা গেল না—এ সম্ভাবনা যে কোনো সংস্থার পক্ষেই কখনো সখনো অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। সেটা এক জিনিস; আর সংস্থাই **গঠন** করা গেল না এ সম্ভাবনাটা একেবারে অন্য জিনিস। (২) দ্বিতীয় আপত্তি: "পরিষদের মতো একটি প্রতিষ্ঠান যদি পঞ্চম সদস্য নির্বাচিত করতে অপারগই হয়, তাহলে সেটাও তো একেবারেই নিষ্ফল (জাস্যলিচ)। কিন্তু সেটা ফলপ্রদ হবে কিনা সেটা কথা নয়। কথা হল, **সর্বোচ্চ** প্রতিষ্ঠান আদৌ কিছু থাকছে না। পঞ্চম সদস্য না পেলে, পরিষদ **হতে পারবে না, "প্রতিষ্ঠানই"** থাকবে না; সুতরাং সেটা ফলপ্রদ কিনা তা আলোচনার কোনো মূল্য নেই। পরিশেষে কথা যদি হয় এই যে কোনো একটা পার্টি সংস্থা গঠন করা গেল না, অথচ তার ওপরে একটা উচ্চতম সংস্থা বর্তমান; তাহলে সে ক্ষতির প্রতিকার সম্ভব, কারণ, জরুরি ঘটনার ক্ষেত্রে উচ্চতম সংস্থা

দিয়ে সে ফাঁক কোনো না কোনো ভাবে পূর্ণ করা যায়। কিন্তু কংগ্রেস ছাড়া পরিষদের ওপরে আর কোনো সংস্থাই **রইল না** অথচ নিয়মাবলীর মধ্যে এমন সম্ভাবনা বইল যাতে পরিষদ **নাও গঠিত হতে পারে**—এটা স্পষ্টতই হবে যুক্তিহীন।

মার্তভ এবং অন্যান্য কমরেডরা তাঁদের খসড়াব সমর্থনে এই আপত্তি তুলেছিলেন এবং কংগ্রেসে আমি এই প্রসঙ্গে যে দুটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিই (২৬৭ ও ২৬৯ পৃঃ), তাতে **শুধু এই দুটি ভুল** আপত্তিব বিষয়ে আলোচনা করি। কেন্দ্রীয় কমিটি না কেন্দ্রীয় মুখপত্র—পরিষদে কার প্রাধান্য থাকবে **এ প্রশ্নে আমি একেবারেই যাইনি**। কেন্দ্রীয় মুখপত্রের প্রাধান্য ঘটতে পারে এই আশঙ্কা থেকে এ নিয়ে **প্রথম** কথা তুলেছিলেন কমরেড আকিমভ, কংগ্রেসের ১৪তম অধিবেশনেই (১৫৭পৃঃ)। আর **কংগ্রেসের পরে** কমরেড মার্তভ, আক্‌সেলরদ ও অন্যান্যেরা আকিমভের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এক অবাস্তব ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ কাহিনী উদ্ভাবন করেছেন—"সংখ্যাগুরুরা" নাকি কেন্দ্রীয় কমিটিকে সম্পাদকমণ্ডলীর একটি হাতিয়ারে পবিণত করতে চাইছিল। কমরেড মার্তভ তাব "অবরোধের অবস্থায়" এই প্রশ্ন সম্পর্কে লেখার সময় কিন্তু সবিনয়ে এ কাহিনীর আসল উদ্ভাবকের নামটি উল্লেখ কবতে এড়িয়ে গেছেন!

প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনা ছাড়া-ছাড়া উদ্ধৃতিতে সন্তুষ্ট না থেকে,—কেন্দ্রীয় কমিটির ওপব কেন্দ্রীয় মুখপত্রের প্রাধান্যের প্রশ্নটি পার্টি কংগ্রেসে যে ভাবে আলোচিত হয়েছিল তার **গোটা** আলোচনাটার সঙ্গে যদি কেউ পরিচিত হতে যান, তাতে দেখবেন কমরেড মার্তভ কি ভাবে ঘটনাকে বিকৃত করেছেন। কমরেড আকিমভ চাইছিলেন "**কেন্দ্রীয় মুখপত্রের প্রভাব দুর্বল করার**

জন্য পার্টির শীর্ষে 'কঠোরতম কেন্দ্রীকরণ'" (১৫৪পৃঃ, আমার বড়ো হরফ) থাক ও "(আকিমভের) ব্যবস্থার একমাত্র অর্থই হল আসলে এইটে" —কমরেড আকিমভের এই মতের বিরুদ্ধে ঐ ১৪তম অধিবেশনেই যিনি বিতর্ক শুরু করেন তিনি **আর কেউ নন, পপভ**। কমরেড পপভ বলেন, "এই ধরনের কেন্দ্রীকরণকে সমর্থন করা তো দূরের কথা, যথাসাধ্য সর্বোপায়ে তার সঙ্গে লড়াই করতে আমি প্রস্তুত, কারণ এইটেই হল **সুবিধাবাদের তকমা**।" কেন্দ্রীয় কমিটির ওপর কেন্দ্রীয় মুখপত্রের প্রাধান্য ঘটিত বিখ্যাত প্রশ্নটির উৎস এইখানে; কমরেড মার্তভ যে এখন এ-প্রশ্নের সত্যকার উদ্ভবটাকে নীরবে এড়িয়ে যেতে **বাধ্য** হবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কেন্দ্রীয় মুখপত্রের* প্রাধান্যের কথা নিয়ে আকিমভ যা বলেন তার **সুবিধাবাদী** চরিত্রটা এমন কি পপভও লক্ষ্য না

---

* কমরেড আকিমভকে সুবিধাবাদী বলে ঘোষণা করতে কমরেড পপভ কিংবা কমরেড মার্তভ কেউই দ্বিধা করেন নি। কিন্তু ক্রপেতাব যখন তাঁদের' ওপর প্রয়োগ করা হল—এবং ভাষার সমানাধিকার কিংবা প্রথম অনুচ্ছেদ প্রসঙ্গে প্রয়োগ হল ন্যায্যতই, মাত্র তখনই তাঁরা দোষ ধরতে শুরু করলেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। মার্তভ কমরেড আকিমভের পদাঙ্কেরই শরণ নিয়েছেন অথচ মার্তভ কোং লীগ কংগ্রেসে যে আচরণ করেন, আকিমভ তার চেয়ে অনেক বেশি সম্মান-বোধ ও পৌরুষের পরিচয় দিয়েছিলেন কংগ্রেসে। পার্টি কংগ্রেসে কমরেড আকিমভ বলেছিলেন, "এখানে আমাকে সুবিধাবাদী বলা হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি কথাটাকে নিন্দাসূচক এবং অপমানকর বলে মনে করি। আমার ধারণা, আমি এমন কিছু করিনি যাতে তা আমার প্রাপ্য হয়। যাই হোক, সে নিয়ে আপত্তি করতে যাচ্ছি না" (২৯৬পৃঃ)। সুবিধাবাদের মিথ্যা অভিযোগ নিয়ে কমরেড মার্তভ ও স্তারোভাবের প্রতিবাদে যোগ দেবার জন্য তাঁরা কমরেড আকিমভকে ডেকেছিলেন কিন্তু আকিমভ অস্বীকার করেছিলেন—এমন কিছু ঘটে নি তো?

করে পারেন নি। কমরেড আকিমভের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর সমস্ত সংশ্রব ছিন্ন করে নেওয়ার জন্যে পপভ **সোজাসুজি** ঘোষণা করেন,— "এই কেন্দ্রীয় সংস্থায় (পরিষদ) সম্পাদক-মণ্ডলী থেকে আসুন তিনজন, কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে দুজন। **কিন্তু সেটা গৌণ কথা।** (বড়ো হরফ আমার)। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এই যে, নেতৃত্ব, পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে গড়তে হবে একটা উৎস থেকে।" (১৫৫ পৃঃ)। কমরেড আকিমভ আপত্তি করেন: "পরিষদে যাতে কেন্দ্রীয় মুখপত্রের প্রাধান্য থাকে তার ব্যবস্থা খসড়াতেই করা হয়েছে, কারণ সম্পাদক-মণ্ডলীর সভ্যরা অপরিবর্তনীয় কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যেরা পরিবর্তনশীল" (১৫৭ পৃঃ)—এ যুক্তির যা কিছু সম্পর্ক, নীতির দিক থেকে তা শুধু "নেতৃত্বের অপরিবর্তনীয়তা"র সঙ্গে, হস্তক্ষেপ কিংবা স্বাধীনতা-খর্ব এই অর্থে "প্রাধান্যে"র সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির গঠনে তাঁদের অসন্তোষকে আড়াল দেবার জন্য যে-সংখ্যালঘুরা (বর্তমানে) কেন্দ্রীয় কমিটির স্বাধীনতাহীনতা সম্পর্কে গালগল্প ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, কমরেড পপভ তখনও এই সংখ্যালঘুদের অন্তর্ভুক্ত হন নি, তাই বেশ যুক্তির সঙ্গেই আকিমভের জবাব দিয়ে বলেন, "আমি প্রস্তাব করি, এটাকে (পরিষদ) পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃসংস্থা বলে গণ্য করা হোক। সেক্ষেত্রে, **কেন্দ্রীয় মুখপত্র না কেন্দ্রীয় কমিটি, কোথা থেকে অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি পরিষদে আসবেন সে বিচার একেবারেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে।**" (১৫৭-৫৮ পৃঃ বড়ো হরফ আমার)।

২৫তম অধিবেশনে পরিষদের গঠন প্রণালী সংক্রান্ত আলোচনাটি যখন আবার শুরু হয়, তখন কমরেড পাভলোভিচ পুরনো বিতর্কের জের টেনে "কেন্দ্রীয় মুখপত্রের স্থায়িত্বের জন্য" (২৬৪ পৃঃ) কেন্দ্রীয় কমিটির বদলে তারই প্রাধান্যের পক্ষে মত দেন। স্থায়িত্বের কথাটা

তিনি ভেবেছিলেন **নীতির** দিক থেকে। কমরেড মার্তভও সেই-ভাবে বিষয়টা বুঝেছিলেন এবং পাভলোভিচের পরেই বক্তৃতা দেন, এবং "একটা প্রতিষ্ঠানের চাইতে অন্য প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া"র প্রয়োজন নেই বলে মত দেন। তিনি এই সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য বিদেশে থাকতে পারেন, "তাতে করে, নীতির দিক থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির স্থায়িত্ব কিছুটা পরিমাণে রক্ষিত হতে পারে" (২৬৪ পৃঃ)। **নীতির** দিক থেকে স্থায়িত্ব ও তার সংরক্ষণ এবং কেন্দ্রীয় কমিটির স্বাধীনতা ও উদ্যোগের সংরক্ষণ—এ দুটি জিনিসকে **গুলিয়ে ফেলার** মতো বাগাড়ম্বরের কোনো চিহ্ন তখনো পর্যন্ত দেখা দেয়নি। কংগ্রেস হয়ে যাবার পর থেকে এই গুলিয়ে ফেলাটাই কমরেড মার্তভের কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় একটা তুরুপের তাসের মতো, যদিও কংগ্রেসে এ বিভ্রান্তি বাড়িয়ে তুলেছিলেন **একমাত্র কমরেড আকিমভ**, তিনি তখনই "নিয়মাবলীর 'আরাকচিয়েভী' [১৯] মেজাজ" নিয়ে কথা তুলেছিলেন (২৬৮ পৃঃ) এবং বলেছিলেন, **"পার্টি পরিষদে যদি কেন্দ্রীয় মুখপত্র থেকে তিনজন সদস্য আসেন, তাহলে কেন্দ্রীয় কমিটি কেবল কেন্দ্রীয় মুখপত্রের ইচ্ছা পূরণের এক হাতিয়ার মাত্রে পরিণত হবে।"** (বড়ো হরফ আমার)। "প্রবাসী তিনজন ব্যক্তির হাতেই থাকবে সমগ্র (!!) পার্টির কাজ পরিচালনা করার অবাধ (!!) অধিকার। তাঁদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত, সুতরাং তাদের ক্ষমতা টিকে থাকবে সারা জীবন ধরে।" (২৬৮ পৃঃ)। **মতাদর্শগত নেতৃত্বকে সমগ্র পার্টির কাছে হস্তক্ষেপ বলে অভিহিত করার** মতো এই একান্ত আজগুবি ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা (কংগ্রেসের পরে কমরেড আক্সেলরদ "ভগবৎতন্ত্রের" কথা তুলছেন। এ শস্তা শ্লোগানটি তিনি এই বক্তৃতা থেকেই সংগ্রহ করেন)—এই

বক্তৃতাটার বিরুদ্ধেই কমরেড পাভলোভিচ আবার আপত্তি করে ঘোষণা করেন যে তিনি "ইস্ক্রা-প্রচারিত নীতির স্থায়িত্ব ও বিশুদ্ধতার পক্ষে। কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীর জন্য প্রাধান্যের ব্যবস্থা করে আমি এই নীতিগুলিকে সুরক্ষিত করতে চাই।"

কেন্দ্রীয় কমিটির তুলনায় কেন্দ্রীয় মুখপত্রের প্রাধান্য ঘটিত বহু-প্রচারিত সমস্যাটির আসল ব্যাপার এই। কমরেড আক্সেলরদ এবং মার্তভের দিক থেকে "নীতিগত মতভেদের" এই বিখ্যাত ঘটনাটি আর কিছুই নয়, **কমরেড আকিমভের সুবিধাবাদী ও বাক্‌সর্বস্ব বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি মাত্র।** এ বক্তৃতার প্রকৃত স্বরূপ এমন কি কমরেড পপভের কাছেও সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল, কিন্তু সে তো কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি কাদের নিয়ে তৈরি হবে এ-প্রশ্নে পরাজয় বরণ করার আগে!

* * * *

পরিষদের গঠন প্রণালী সংক্রান্ত প্রশ্নটির উপসংহার টানতে হলে বলতে হয়: 'সম্পাদকমণ্ডলীর নিকট পত্রে' আমি বিষয়টা যে-ভাবে রেখেছি তা পরস্পর-বিরোধী এবং ভুল—এই কথা কমরেড মার্তভ তাঁর "অবরোধের অবস্থায়" প্রমাণ করার যতই চেষ্টা করুন না কেন, কংগ্রেসের অনুবিবরণী থেকে স্পষ্টই দেখা যাবে ১ম অনুচ্ছেদের **তুলনায়** এ প্রশ্নটা আসলে একটা খুঁটিনাটিগত প্রশ্ন মাত্র, (ইস্ক্রা ৫৩ নং) "আমাদের কংগ্রেস" নামক প্রবন্ধে বলা হয়েছে আমরা নাকি "কেবলমাত্র" পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সংগঠন "নিয়েই প্রায়" তর্ক করেছি,—একথাও **একেবারে বিকৃত।** এ বিবৃতি আরো অসহ্য এই কারণে যে প্রবন্ধলেখক **১ম অনুচ্ছেদ নিয়ে বিতর্কটাকে একেবারে উপেক্ষা করেছেন।** তাছাড়া, পরিষদের গঠনপ্রণালী

নিয়ে ইস্ক্রাপন্থীদের কোনো নির্দিষ্ট জোট বাঁধাবাঁধি যে হয়নি তাও অনুবিবরণী থেকে প্রমাণিত হবে। কোনো নামডাকা ভোট এক্ষেত্রে হয়নি। পানিনের সঙ্গে মতভেদ হয় মার্তভের; পপভের সঙ্গে মত মিলেছিল আমার; এগরভ ও গুসেভ আলাদা একটা মত পোষণ করেন, এমনি আরো। পরিশেষে, (প্রবাসী রুশীয় বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাট লীগের কংগ্রেসে) আমার সর্বশেষ বক্তৃতায় আমি এই কথা বলেছিলাম যে ইস্ক্রাবিরোধী ও মার্তভপন্থীদের কোয়ালিশন ক্রমেই দৃঢ়তর হয়ে উঠছিল। কমরেড মার্তভ এবং কমরেড আক্সেলরদ যে এই প্রশ্নেও কমরেড আকিমভের দিকে ঝুঁকছিলেন, তাই থেকে সে বিবৃতিটাও **প্রমাণিত হচ্ছে** এবং এখন তো তা সকলের কাছেই স্পষ্ট।

[ট] নিয়মাবলী সংক্রান্ত বিতর্কের উপসংহার; কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিতে অধিভুক্তি; রাবোচেয়ে দিয়েলো প্রতিনিধিদের কংগ্রেস ত্যাগ

নিয়মাবলীর পরবর্তী বিতর্কগুলির ভেতর (কংগ্রেসের ২৬তম অধিবেশন) কেন্দ্রীয় কমিটির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার প্রশ্নটাই কেবল উল্লেখযোগ্য; কারণ অতিকেন্দ্রীকরণের কথা তুলে মার্তভপন্থীরা বর্তমানে যে আক্রমণ শুরু করেছেন, তার চরিত্র নির্ণয়ে এ থেকে সুবিধা হবে। এঁদের চেয়ে বরং কমরেড এগরভ ও পপভ আরো খানিকটা স্থির বিশ্বাসীর মতো কেন্দ্রীকরণ সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন, তাতে তাঁদের নিজস্ব প্রার্থী কিংবা তাঁদের সমর্থিত প্রার্থীদের ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন। প্রশ্নটা এমন-কি নিয়মাবলী কমিশনের বিচারাধীন থাকা কালেই, তাঁরা প্রস্তাব করেছিলেন, কেন্দ্রীয়

কমিটি যদি স্থানীয় কমিটিকে ভেঙে দিতে চান তবে তা পরিষদ কর্তৃক মঞ্জুরসাপেক্ষ হতে হবে এবং এইভাবে কেন্দ্রীয় কমিটির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হোক, এবং তদুপরি, কোন কোন ক্ষেত্রে ভেঙে দেওয়া চলবে তার জন্য একটি বিশেষ তালিকাও থাক, কেন্দ্রীয় কমিটির ক্ষমতা তালিকাভুক্ত ক্ষেত্রের বাইরে যাওয়া চলবে না (২৭২ পৃঃ, মন্তব্য ১)। নিয়মাবলী কমিশনের তিনজন সদস্য (গ্লেবভ, মার্তভ ও আমি) এর বিরোধিতা করি, কংগ্রেসে কমরেড মার্তভ আমাদের মত সমর্থন করেন (২৭৩ পৃঃ) এবং এগরভ ও পপভের জবাব দিয়ে বলেন, "কোনো সংগঠনকে ভেঙে দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বে কেন্দ্রীয় কমিটি নিশ্চয়ই তা নিয়ে আলোচনা করবেন।" সকলেই দেখতে পাচ্ছেন **সে সময়ে** পর্যন্ত কমরেড মার্তভ কেন্দ্রবিরোধী **কোন রকম** হামলাকেই আমল দেননি। কংগ্রেসেও এগরভ ও পপভের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়—কত ভোটে দুর্ভাগ্যবশত তার কোনো উল্লেখ মিনিটে নেই, এই মাত্র।

(কেন্দ্রীয়-কমিটি কমিটি ইত্যাদি সংগঠিত করে—পার্টি নিয়মাবলীর ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ) "'সংগঠিত করে' এই শব্দের বদলে 'অনুমোদন করে' এই শব্দ বসানোর বিরুদ্ধেও" কমরেড মার্তভ পার্টি কংগ্রেসে দাঁড়ান। "সংগঠিত করার অধিকারও কেন্দ্রীয় কমিটিকে দিতে হবে।" **তখন** কমরেড মার্তভের বক্তব্য ছিল এই, তখনো এই অপূর্ব ধারণা তাঁর মাথায় খেলেনি যে "সংগঠিত করা" এই ধারণার মধ্যে অনুমোদনের অবকাশ নেই, এ আবিষ্কার তিনি করেছিলেন মাত্র লীগ কংগ্রেসে।

এই দুটি পয়েন্ট ছাড়া নিয়মাবলীর ৫ম ১১শ অনুচ্ছেদের বিশেষ বিশেষ পয়েন্টের ওপর নিতান্তই গৌণ যে সব বিতর্ক হয় (অনুবিবরণী ২৭৩-৭৬ পৃঃ), সেগুলির বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই বললেই হয়।

এর পরে আসে ১২ অনুচ্ছেদ—সাধারণভাবে পার্টি সংস্থা এবং বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিতে অধিভুক্তির সমস্যা। কমিশনের প্রস্তাব ছিল অধিভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিমাণ দুই-তৃতীয়াংশ থেকে চার-পঞ্চমাংশে বাড়ানো হোক। রিপোর্ট উপস্থিত করেছিলেন গ্লেবভ—তিনি প্রস্তাব করেন কেন্দ্রীয় কমিটিতে অধিভুক্তির সিদ্ধান্ত **সর্ববাদীসম্মত** হওয়া চাই। কমরেড এগরভের বিবেচনায় **অসঙ্গতি** বজায় রাখা অভিপ্রেত নয়—যুক্তিসম্মত ভেটো যে ক্ষেত্রে না থাকবে সে ক্ষেত্রে সহজ সংখ্যাগরিষ্ঠতাই যথেষ্ট বলে তিনি মত দেন। কমরেড পপভ কমিশনের কথাতেও সায় দিলেন না, এগরভের কথাতেও না। তাঁর দাবি, হয় সহজ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (ভেটো-অধিকার না রেখে), নয় সর্ববাদীসম্মতি। কমরেড মার্তভ না সায় দেন কমিশনের সঙ্গে, না গ্লেবভের সঙ্গে, না এগরভ, না পপভের সঙ্গে। তিনি সর্বসম্মতির বিরুদ্ধে দাঁড়ান, চার-পঞ্চমাংশের বিরুদ্ধে (দুই-তৃতীয়াংশের পক্ষে) এবং **"পারস্পরিক অধিভুক্তি"—অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী—এর কোনো একটিতে অধিভুক্তি করা হলে অন্যটি কর্তৃক তাতে আপত্তি করার অধিকারের বিরুদ্ধে** ("অধিভুক্তির ওপর পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের অধিকার")।

পাঠক দেখতে পাচ্ছেন, জোট বাঁধাবাঁধিগুলি হয়েছিল খুবই বিচিত্র রকমের; মতপার্থক্যগুলি ছিল এতই সূক্ষ্ম যে প্রায় প্রত্যেকটা প্রতিনিধির মতের মধ্যেই একটা করে "বৈশিষ্ট্য" এসে পড়েছিল।

কমরেড মার্তভ বলেন, "অপ্রীতিকর ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ চালানোর মনস্তাত্ত্বিক অসম্ভাব্যতার কথা আমি মানি। কিন্তু আমাদের সংগঠনের পক্ষে সজীব ও কার্যকরী হওয়াটাও জরুরি…… অধিভুক্তির ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় কমিটি আর কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদক-

মণ্ডলী, এদের পারস্পরিক নিযন্ত্রণের অধিকার অপ্রয়োজনীয়। একের এলাকায় অপরের কোনো উপযুক্ততা নেই বলেই যে আমি এর বিরুদ্ধে তা নয়! দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক মিঃ নাদেঝদিনকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে নেওয়া উচিত কিনা এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী কেন্দ্রীয় কমিটিকে বেশ কাজের উপদেশই দিতে পারেন। আমার আপত্তির কারণ, পরস্পবের কাছেই অসহ্য হয়ে ওঠা এক আপিসী-দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি করতে আমি চাই না।"

আমি আপত্তি করেছিলাম, "আলোচ্য প্রশ্ন হল দু'টি। প্রথম কথা হল, প্রয়োজনীয় সংখ্যাধিক্যের প্রশ্ন—তাকে চার-পঞ্চমাংশ থেকে নামিয়ে দুই-তৃতীয়াংশ করার আমি বিরুদ্ধে। যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদের শর্ত রেখেও সুবিধা হবে না, আমি এর বিরুদ্ধে। এর তুলনায় দ্বিতীয় প্রশ্নটি অনেক বেশি জরুরি—অধিভুক্তির প্রশ্নে কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় মুখপত্রেব পারস্পবিক নিয়ন্ত্রণের অধিকার। সুসঙ্গতির জন্য কেন্দ্রীয় সংস্থা দুটির পারস্পরিক সম্মতি অপবিহার্য। এক্ষেত্রে যা নিহিত রয়েছে তা হল কেন্দ্রীয় সংস্থা দুটির মধ্যে এক সম্ভাব্য ভাঙনের কথা। যাঁরা ভাঙন চান না তাঁদের উচিত সুসঙ্গতি অর্জন করার জন্য চেষ্টা করা। ভাঙন ঘটাবার মতো লোকের যে অভাব ঘটেনি তা পার্টির ইতিহাস থেকে আমরা দেখেছি। এটা একটা নীতিব প্রশ্ন এবং খুবই গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্ন—এর ওপর পার্টির সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভব করতে পারে।" (২৭৬-৭৭ পৃঃ)। আমার বক্তৃতার সারমর্ম কংগ্রেসে যে-ভাবে রেকর্ড করা হয়েছে তার পুরো বিবরণ এইটুকু। বিশেষ করে এ বক্তৃতার ওপর কমরেড মার্তভ জরুরি গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। দুর্ভাগ্যবশত, এর প্রতি জরুরি গুরুত্ব অর্পণ করা সত্ত্বেও কিন্তু কমরেড মার্তভ এ বক্তৃতাটিকে সমগ্র বিতর্কের সঙ্গে মিলিয়ে সম্পর্কিত করে, এবং এই বক্তৃতা যখন করা হয়েছিল কংগ্রেসে সেই সময়কার সমগ্র

রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখার কষ্টটুকু স্বীকার করেন নি।

প্রথমেই যে প্রশ্নটা ওঠে তা এই : আমার মূল খসড়ায় (৩৯৪ পৃঃ ১১শ অনুচ্ছেদ) আমি কেন দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্যের কথাই শুধু বলেছি এবং কেনই বা কেন্দ্রীয় সংস্থায় অধিভুক্তির প্রশ্নে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের দাবি রাখিনি? প্রকৃত পক্ষে কমরেড ত্রৎস্কি আমার পরে বক্তৃতা দিতে উঠেই (২৭৭ পৃঃ) এ প্রশ্নটি তুলে ধরেন।

তার জবাব পাওয়া যাবে লীগ কংগ্রেসে আমার বক্তৃতায় এবং দ্বিতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে কমরেড পাভলোভিচের পত্রে। লীগ কংগ্রেসে আমি বলেছিলাম, নিয়মাবলীর প্রথম অনুচ্ছেদের ফলে "পাত্রটিতে ভাঙন ঘটেছে," তাই তাকে 'দুনো-বাঁধন' দিয়ে বাঁধতে হবে। এর অর্থ প্রথমত এই যে একান্তভাবেই একটি তত্ত্বগত প্রশ্নে মার্তভ নিজেকে সুবিধাবাদী বলে প্রমাণিত করেছেন এবং তার ভ্রান্তিটার **সমর্থন** করেছেন লীবের ও আকিমভ। এর অর্থ দ্বিতীয়ত এই যে—মার্তভপন্থী (অর্থাৎ ইস্ক্রাপন্থীদের এক অকিঞ্চিৎকর সংখ্যালঘু অংশ) এবং ইস্ক্রাবিরোধীদের কোয়ালিশন থেকে এই প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল যে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি কাকে কাকে নিয়ে গঠিত হবে এ প্রশ্নের ওপর ভোট গ্রহণে **কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা** পাওয়া যাবে। এবং আমি এখানে ঠিক এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটি কাদের নিয়ে গঠিত হবে—এই সম্পর্কেই বলছি এবং সৌসাম্যের ওপর জোর দিচ্ছি, **'যে লোকেরা ভাঙন ঘটায়"** তাদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিচ্ছি। নীতির দিক থেকে এ হুঁশিয়ারির জরুরি তাৎপর্য রয়েছে কারণ ইস্ক্রা সংগঠনটি থেকে এর আগেই এ বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে এবং যেসব প্রার্থী সম্পর্কে এর আশঙ্কা জন্মেছে তাদের সম্পর্কে এ সংগঠন তার

সুবিদিত সিদ্ধান্ত আগেই গ্রহণ করেছে। (কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি কাদের নিয়ে গঠিত হবে এ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেবার পক্ষে ইস্ক্রাসংগঠনটি নিশ্চয়ই অধিকতর উপযুক্ত কারণ সব কিছু ঘটনা এবং সবকটি প্রার্থী সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতম কার্যকরী পরিচয় এরই ছিল।) নীতির দিক থেকে এবং গুণের (অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নেবার উপযুক্ততার) দিক থেকে এই সূক্ষ্ম ব্যাপারটি নিয়ে চূড়ান্ত কথা বলার অধিকার থাকা উচিত ছিল ইস্ক্রাসংগঠনটিরই। কিন্তু **আনুষ্ঠানিকভাবে বলতে গেলে,** অবশ্যই ইসক্রাসংগঠনের সংখ্যাগুরুদের **বিরুদ্ধে** লীবের এবং আকিমভ-দের কাছে আপীল করবার পুরো অধিকার কমরেড মার্তভের আছে। আর ১ম অনুচ্ছেদের ওপর তার চমৎকার বক্তৃতায় কমরেড আকিমভও রীতিমতো স্পষ্টতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে বলেছিলেন যে নিজেদের সাধারণ ইস্ক্রা-লক্ষ্য সাধন করবার পদ্ধতি নিয়ে ইস্ক্রাপন্থীদের মধ্যে যখনই তিনি কোনো মতভেদের আভাস পান তখনই তিনি সচেতন-ভাবে এবং জেনেশুনে নিকৃষ্ট পদ্ধতিটির পক্ষেই ভোট দেন, কারণ, তাঁর লক্ষ্য, আকিমভের লক্ষ্য ইস্ক্রাপন্থীদের একেবারে বিপরীত। সুতরাং, কমরেড মার্তভের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যাই থাক না কেন, **কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির একটা নিকৃষ্টতম চেহারাই** যে কমরেড লীবের ও আকিমভদের সমর্থন লাভ করবে, তাতে **ন্যূনতম সন্দেহের** অবকাশ নেই। (তাঁদের **কাজ দেখে** বিচার করে, মুখের কথা নয়, ১ম অনুচ্ছেদের ওপর তাঁদের ভোট থেকে বিচার করলে বলা যায় যে) তাঁরা **ভোট দেবেন,** ভোট দিতে তাঁরা বাধ্য ঠিক সেই রকম একটা তালিকার জন্যই যাতে এমন লোকেদের অস্তিত্বের সুযোগ ঘটে "যাঁরা ভাঙন ঘটান", এ ভোট তাঁরা দেবেন ঠিক **এই জন্যই** যাতে 'ভাঙন ঘটে'। এই পরিস্থিতিতে আমি যে বলেছিলাম, এটা একটা একটা গুরুত্বপূর্ণ নীতির প্রশ্ন (কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির মধ্যে সুসঙ্গতি)

এবং এর ওপর পার্টির সমগ্র ভবিষ্যৎটা পর্যন্ত নির্ভর করতে পারে —তাতে কি অবাক হবার কিছু আছে?

ইস্ক্রার ধারণা ও পরিকল্পনার সঙ্গে এবং আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে আদৌ পরিচয় আছে, এবং এই সমস্ত মতামতের প্রতি সমর্থনে যারা এতটুকুও অকপট এমন একজন সোশ্যাল ডেমোক্রাটও নেই, যিনি এ কথায় সন্দেহ করবেন যে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির গঠন সম্পর্কে ইস্ক্রা সংগঠনের ভেতরকার একটি কলহের ওপর লীবের ও আকিমভদের দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ানো আনুষ্ঠানিকতার দিক থেকে সঠিক হলেও সে সিদ্ধান্ত থেকে যথাসম্ভব নিকৃষ্টতম ফলাফলেরই সৃষ্টি হবে। ঐ সব নিকৃষ্টতম কুফল পরিহার করার জন্য **সংগ্রাম করার** প্রয়োজন ছিল প্রায় বাধ্যতামূলক।

প্রশ্ন হল, এ সংগ্রাম করা উচিত কি ভাবে? আমরাও অবশ্যই সংগ্রাম করেছিলাম কিন্তু সেটা হিস্টিরিয়াগ্রস্ত উৎক্ষেপ ও হাঙ্গামা সৃষ্টি করে নয়, তার পদ্ধতি ছিল **রীতিমতো বিশ্বস্ত এবং রীতিমতো ন্যায়সঙ্গত**। (১ম অনুচ্ছেদের মতো এ ক্ষেত্রেও) আমরা সংখ্যা-লঘু হয়ে পড়েছি দেখে **আমরা সংখ্যালঘুর অধিকার রক্ষা করার জন্য কংগ্রেসের কাছে আবেদন করি। যখন দেখলাম যে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি কাদের নিয়ে গঠিত হবে এই প্রশ্নে আমরা সংখ্যালঘু হয়ে দাঁড়িয়েছি,—তখনই** আমরা সদস্য গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে অধিকতর কঠোরতা (দুই-তৃতীয়াংশের বদলে চার-পঞ্চমাংশ), অধিভুক্তির ক্ষেত্রে সর্ববাদী সম্মতি, কেন্দ্রীয় সংস্থায় অধিভুক্তির ওপর পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ—এই সবের পক্ষে প্রচার করি। অতি তুচ্ছ কারণে, **সমস্ত** অনুবিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সমস্ত 'সাক্ষ্য' গুরুত্বসহকারে পর্যালোচনা না করেই বন্ধুদের সঙ্গে দুবার দফা-আলাপের পরে যে রামা-

আমার দল কংগ্রেসের ওপর রায় ঘোষণা করতে ইতস্তত করেন না, তাঁরা এই ঘটনাটিকে ক্রমাগত উপেক্ষা করে চলেছেন। অথচ এই সমস্ত অনুবিবরণী ও এই সাক্ষ্যকে সততার সঙ্গে বিবেচনা করতে যাঁরাই চাইবেন তাঁরাই আমার কথার সত্যতা লক্ষ্য করবেন, যথা, **কেন্দ্রীয় কমিটি কাকে কাকে নিয়ে গঠিত হবে**—এইটেই ছিল **সে-সময়কার কংগ্রেসের কলহের মূল কথা।** এবং আমরা নিয়ন্ত্রণের কঠোরতর শর্তের জন্য চেষ্টা করেছিলাম ঠিক এই কারণে যে সংখ্যায় আমরা ছিলাম অল্পসংখ্যক, তাই লীবের ও আকিমভদের উল্লাসের মধ্যে এবং তাদের সোল্লাস সাহায্য নিয়ে মার্তভ যে পাত্রটি ভেঙেছেন "তাকে দ্বিগুণ বাঁধন দিয়ে শক্ত করাই" ছিল আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

কংগ্রেসে এই সময়টার কথা বলতে গিয়ে কমরেড পাভলোভিচ বলেন, "তাই যদি না হবে, তাহলে বলতে হয় অধিভুক্তির প্রসঙ্গে সর্বসম্মতির প্রস্তাব করে আমরা আমাদের শত্রুদের স্বার্থটাই রক্ষা করতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলাম। কারণ প্রতিষ্ঠানে যারা প্রধান, তাদের পক্ষে সর্বসম্মতি অপ্রয়োজনীয়, এমন কি অসুবিধাজনক (দ্বিতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে পত্র, ১৪পৃঃ)। আজ কিন্তু ঘটনাবলীর কালপরম্পরা প্রায়ই ভুলে যাওয়া হচ্ছে, ভুলে যাওয়া হচ্ছে যে **কংগ্রেস চলাকালে দীর্ঘ সময় যাবৎ** বর্তমান সংখ্যালঘুরাই ছিল সংখ্যাধিক অংশ (সেজন্য লীবের ও আকিমভদের যোগাযোগকে ধন্যবাদ), ভুলে যাওয়া হচ্ছে যে সে সময় কেন্দ্রীয় সংস্থায় অধিভুক্তি নিয়ে কলহ বেধেছিল এবং তারও অন্তর্নিহিত কারণটা ছিল এই, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি কাদের নিয়ে গঠিত হবে তাই নিয়ে ইসক্রা সংগঠনের অভ্যন্তরে মতভেদ। এই ঘটনাটি ধরতে পারলেই সকলে বুঝবেন, আমাদের বিতর্কে অত উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল কেন, খুঁটিনাটি নিয়ে কয়েকটা তুচ্ছ মতভেদ থেকে

সত্যসত্যই গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত প্রশ্নের উদ্ভব—এই **আপাত-স্ববিরোধিতা** দেখেও কেউ অবাক হবেন না।

ঐ অধিবেশনেই কমরেড দিউৎস্ বক্তৃতা দেন (২৭৭পৃঃ)। নানাদিক থেকে তাঁর বক্তব্য ছিল সঠিক: "বর্তমান মুহূর্তের কথা মনে রেখেই প্রস্তাবটি রচিত হয়েছে নিঃসন্দেহে।" হাঁ, **উল্লিখিত মুহূর্তটির** সমস্ত জটিলতা সমেত যখন আমরা তাকে বুঝলাম, বাস্তবিক পক্ষে তখনই বিতর্কের আসল তাৎপর্যটা আমাদের বোধগম্য হল। একথাও মনে রাখা খুব জরুরি যে **আমরা** যখন সংখ্যালঘু হয়ে পড়লাম, তখন আমরা সংখ্যালঘুর অধিকার রক্ষা করি যে পদ্ধতি দিয়ে তাই ইউরোপের যে কোনো সোশ্যাল ডেমোক্রাটের কাছেই ন্যায়সঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে—অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির গঠনের ওপর কঠোরতর নিয়ন্ত্রণের জন্য কংগ্রেসের কাছে আবেদনের পদ্ধতি। সেইরকম কমরেড এগরভের বক্তব্যটাও নানা দিক থেকে সঠিক ছিল, যখন তিনি কংগ্রেসের ভিন্নতর একটি অধিবেশনে বলেন, "এ বিতর্কে পুনরায় নীতি সম্পর্কিত উল্লেখ শুনে আমি দারুণ অবাক হয়ে গেছি ....." (কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন প্রসঙ্গে এই কথা বলা হয়েছিল কংগ্রেসের ৩১তম অধিবেশনে, অর্থাৎ যতদূর মনে পড়ছে, বৃহস্পতিবার সকালে, বর্তমানে আমরা যে ২৮তম অধিবেশনের কথা বলছি সেটা হয় সোমবার বিকেলে)" ..আমার ধারণা, এটা সকলের কাছেও স্পষ্ট যে গত কয়দিন যাবৎ যে বিতর্কটা চলেছে তা কোনো নীতিগত প্রশ্নের উপর নয়, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে একে কিংবা ওকে গ্রহণ করা কিংবা গ্রহণ প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা করা যাবে কোন্ পথে একমাত্র তার ওপরেই এ বিতর্ক কেন্দ্রীভূত থেকেছে। আমাদের স্বীকার করা ভালো যে এ কংগ্রেসে নীতি-টীতি হারিয়ে গেছে অনেককাল আগেই, এবং কোদালকে কোদালই বলা যাক।" (সাধারণ হাস্য: মুরাভিয়ভ—"আমার অনুরোধ কংগ্রেসের অনুবিবরণীতে এ

কথা লিপিবদ্ধ করা থাক যে কমরেড মার্তভও হেসেছেন”—৩৩৭পৃঃ)। এতে অবাক হবার কিছুই নেই যে আমাদের মতো বাকি সকলের সঙ্গে কমরেড মার্তভও কমরেড এগরভের নালিশ শুনে হেসে উঠেছিলেন, কারণ বাস্তবিকই সে নালিশ ছিল অবিশ্বাস্য। ঠিকই, **“গত কয়েকদিন যাবৎ”** কেন্দ্রীয় কমিটি কাদের নিয়ে গঠিত হবে এই প্রশ্নের চারপাশেই অনেকখানি বিতর্ক চলেছে। একথা সত্যি। বাস্তবিক পক্ষে, কংগ্রেসের **সকলের কাছেই** তা ছিল **সুস্পষ্ট**। (মাত্র **সম্প্রতিই** সংখ্যালঘুরা এই সুস্পষ্ট ঘটনাকে **গুলিয়ে** ফেলার চেষ্টা শুরু করেছেন।) এবং পরিশেষে এটাও সত্যি যে কোদালকে কোদাল বলাই উচিত। কিন্তু, দোহাই ভগবান, তার সঙ্গে ‘নীতি হারানোর’ সম্পর্কটা কি? কংগ্রেসে আমরা সমবেত হয়েছিলাম, সে তো শেষ পর্যন্ত **এই জন্য যে প্রথমদিককার দিনগুলিতে** (১০পৃঃ, কংগ্রেস আলোচ্যসূচী) কর্মসূচী, রণনীতি ও কৌশল, নিয়মাবলী এবং তৎ-সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাদির সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, এবং **শেষের দিনগুলিতে** (আলোচ্যসূচীর ১৮ ও ১৯নং বিষয়) কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি কাদের নিয়ে গঠিত হবে তার আলোচনা এবং **সে সব** প্রশ্নের ওপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কংগ্রেসের শেষের দিনগুলো যদি পরিচালক পদ নিয়ে সংগ্রামের জন্য বরাদ্দ হয়ে থাকে তবে তা স্বাভাবিক এবং একান্তই ন্যায়সঙ্গত। (কিন্তু **কংগ্রেস হয়ে যাবার পর** যদি পরিচালকের পদের জন্য সংগ্রাম চালানো হয়, তবে তাকে বলে কামড়াকামড়ি)। যদি কেউ (কমরেড এগরভের মত) **কংগ্রেসে** কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠনের ক্ষেত্রে পরাজিত হয়, তবে **তার পরে** “নীতি হারানোর’ কথা তোলা **নেহাতই পাগলামি**। তাই বোঝা যায় কমরেড এগরভের কথায় কেন সকলে হেসেছিলেন। এটাও বোঝা যায়—কমরেড মার্তভ যে হাসিতে যোগ দিয়েছিলেন তা অনুবিবরণীতে লিপিবদ্ধ রাখার জন্য

কমরেড মুরাভিয়ভ কেন অনুরোধ করেছিলেন: এগবভের কথায় হেসে মার্তভ আসলে হেসেছিলেন নিজের প্রতি।

কমরেড মুরাভিয়ভের বিদ্রূপের সঙ্গে নীচের ঘটনাটি যোগ করা বোধ হয় অবাস্তব হবে না। আমরা জানি, **কংগ্রেস হয়ে যাওয়ার পরে,** কমরেড মার্তভ যত্রতত্র বলে বেড়িয়েছেন যে আমাদের মতভেদের ভেতর কেন্দ্রীয় সংস্থায় অধিভুক্তির প্রশ্নটাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে এবং "সম্পাদকমণ্ডলীর সংখ্যাগুরু অংশ" ছিলেন কেন্দ্রীয় সংস্থায় অধিভুক্তির ওপর পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের ভয়ানক বিরোধী। **কংগ্রেস বসার আগে** দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্যে পারস্পরিক অধিভুক্তির অধিকারসহ তিনজন তিনজন করে দুটি মণ্ডলী নির্বাচন করার জন্য আমি যে প্রস্তাব করেছিলাম তা গ্রহণ করে কমরেড মার্তভ **এ বিষয়ে আমায় লেখেন, 'পারস্পরিক অধিভুক্তির এই রকম একটা পদ্ধতি গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে** এই বিষয়ে জোর দেওয়া দরকার যে কংগ্রেস হয়ে যাবার পর পৃথক পৃথক সংস্থায় সদস্য গ্রহণ করার পদ্ধতি খানিকটা পৃথক পৃথক হওয়া উচিত। (**আমি এই বলি:** অপর সংস্থাকে তার অভিপ্রায় জানিয়ে এক সংস্থা নতুন সদস্য অধিভুক্ত করতে পারেন। **অপর সংস্থাটি ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানাতে পারেন, সেক্ষেত্রে কলহটি সম্পর্কে মীমাংসা করবেন পরিষদ।** কেতাকায়দা-ঘটিত দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করতে যদি চাই, তবে অন্তত কেন্দ্রীয় কমিটির বেলায় প্রার্থীদের আগে থেকেই মনোনীত করে রেখে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে, পরে, পূর্বমনোনীত এই তালিকা থেকে অধিকতর তৎপরতার সঙ্গে সদস্য গ্রহণ করা সম্ভব।) পার্টি নিয়মাবলীতে যা বলা আছে সেইভাবেই যাতে পরবর্তী অধিভুক্তিগুলি হয় তার ওপর

জোব দেওয়াব জন্যে ২২* অনুচ্ছেদেব পব এই কথাগুলো যোগ কবা উচিত: ‘ গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুমোদনেব জন্য এব কাছে পেশ কবতে হবে’।” (বড়ো হবফ আমাব)

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

——

কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি অধিভুক্তি নিয়ে যে সমস্ত বিতর্ক বেধেছিল, সেই সময়টাব তাৎপয ব্যাখ্যা কবাব পব তা নিয়ে **ভোটাভুটির** বিষয়ে এখন খানিকটা বলা যাক। **আলোচনা** সম্পর্কে কিছু বলাব বিশেষ প্রয়োজন নেই, কাবণ মার্তভ এবং আমার বক্তৃতা আগেই **উদ্ধৃত** কবা হয়েছে এবং এব পবে সংক্ষিপ্ত যে সব আলাপ আলোচনা হয় তাতে নিতান্ত অল্পসংখ্যক প্রতিনিধিই যোগ দিয়েছিলেন (অনুবিববণী দেখুন , ২৭৭ ৮০ পৃঃ)। ভোটাভুটি প্রসঙ্গে কমবেড মার্তভ লীগ কংগ্রেসে দাবি কবেন যে, বিষয়টা আমি যে ভাবে বেখেছিলাম তাতে “চূড়ান্ত বিকৃতিব” একটা দোষ আমি কবেছি (লীগ মিনিট, ৬০ পৃঃ) কাবণ আমি “নিয়মাবলীকে ঘিবে সংগ্রামটিকে” (কমবেড মার্তভ না জেনেই একটি গভীব সত্যকথা বলেছেন, ১ম অনুচ্ছেদেব পর যে উত্তপ্ত বিতর্ক চলে তা বাস্তবিক পক্ষেই ছিল নিয়মাবলীকে **ঘিরে**)

এ উল্লেখটা কংগ্রেসেব আলোচ্য-সূচী সম্পর্কে আমাব মূল খসড়া এবং তার ওপব মন্তব্য সম্পর্কে। এটা সমস্ত প্রতিনিধিই জানেন। এ খসড়ার ২২ অনুচ্ছেদে ছিল তিনজনেব দুটি মণ্ডলী নির্বাচন—একটি কেন্দ্রীয় মুখপত্রেব জন্য অন্যটি কেন্দ্রীয় কমিটিব জন্য—এই ছয় জনেব দুই-তৃতীযাংশ সংখ্যাধিক্যে ‘পাবস্পবিক অধিভুক্তি” পারস্পবিক অধিভুক্তিতে কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদন এবং কেন্দ্রীব মুখপত্র ও কেন্দ্রীয় কমিটিব পরবর্তী অধিভুক্তিব জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থা।

"হাজির করেছি এমনভাবে যেন সেটা ইস্‌ক্রার সঙ্গে মার্তভপন্থীদের সংগ্রাম এবং সে-মার্তভপন্থীবাও আবার কোয়ালিশন স্থাপন করেছেন বুন্দের সঙ্গে।"

কৌতূহলোদ্দীপক এই "চূড়ান্ত বিবৃতি"টাকে পরীক্ষা করা যাক। পরিষদের গঠন সম্পর্কে এবং অধিভুক্তি নিয়ে যে সব ভোটাভুটি হয়েছিল সেগুলি যোগ দিয়ে কমরেড মার্তভ সর্বসমেত এই **৮টি** ভোটাভুটি পেয়েছেন : (১) পরিষদের জন্য কেন্দ্রীয় মুখপত্র ও কেন্দ্রীয় কমিটি উভয় সংস্থা থেকে দুজন করে প্রতিনিধি নির্বাচন—(ম)-এর পক্ষে ২৭, (ল)-এর বিরুদ্ধে ১৬, ভোট দেন নি ৭* (প্রসঙ্গক্রমে বলে নেওয়া দরকার যে যাঁরা ভোট দেন নি তাদের সংখ্যা মিনিটে [২৭০ পৃঃ] দেওয়া আছে ৮—কিন্তু সেটা খুঁটিনাটিগত একটা ব্যাপার)। (২)কংগ্রেস কর্তৃক পরিষদেব পঞ্চম সদস্য নির্বাচন—(ল)-এর পক্ষে ২৩, (ম)-এর বিরুদ্ধে ১৮, ৭জন ভোট দেন নি। (৩) পরিষদের যে সব সদস্যের সদস্যপদের অবসান হয়েছে পরিষদ কর্তৃক তাদের পরিবর্তে অন্য সদস্য নির্বাচন—(ম)-এর বিরুদ্ধে ২৩, (ল)-এর পক্ষে ১৬, ১২জন ভোট দেন নি। (৪) কেন্দ্রীয় কমিটি সম্পর্কে সর্বসম্মতি—(ল)-এর পক্ষে ২৫, (ম)-এর বিরুদ্ধে ১৯, ৭ জন ভোট দেন নি। (৫) সদস্য গ্রহণ না করার জন্য **একটি** যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদের দাবি—(ল)-এর পক্ষে ২১, (ম)-এর বিরুদ্ধে ১৯, ১১জন ভোট দেন নি। (৬) কেন্দ্রীয় মুখপত্রে অধিভুক্তিব জন্য সর্বসম্মতি—(ল)-এর পক্ষে ২৩, (ম)-এর বিরুদ্ধে ২১, ভোট দেন নি ৭ জন। (৭) জনৈক নতুন সদস্য গ্রহণ করা হবে না—কেন্দ্রীয় মুখপত্র কেন্দ্রীয় কমিটির এটি সিদ্ধান্তকে পরিষদ কর্তৃক বাতিল করাব অধিকার প্রসঙ্গে একটি প্রস্তাব তুলতে

* বন্ধনীর মধ্যে 'ম' 'ও ল' এই দুই অক্ষর দিয়ে বোঝানো হচ্ছে কোন্‌ পক্ষে আমি (ল) ছিলাম এবং কোন পক্ষে ছিলেন মার্তভ (ম)।

দেওয়া হবে কিনা—(ম)-এর পক্ষে ২৫, (ল)-এর বিরুদ্ধে ১৯, ৭ জন ভোট দেন নি। (৮) মূল প্রস্তাব –(ম)-এর পক্ষে ২৪, (ল)-এর বিরুদ্ধে ২৩, ৪জন ভোট দেন নি। কমরেড মার্তভ এ থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন (লীগ মিনিট ৬১ পৃঃ) "**স্পষ্টতই এ ক্ষেত্রে একজন বুন্দ প্রতিনিধি ভোট দিয়েছিলেন প্রস্তাবের পক্ষে, বাকি সকলে ভোট দেন নি।**" (বড় হরফ আমার)

প্রশ্ন করা যেতে পারে, নামডাকা ভোট যখন হয় নি, তখন বুন্দিস্টটি **তাঁর জন্য, মার্তভের** জন্যই যে ভোট দিয়েছিলেন তা **সুস্পষ্ট** বলে কমরেড মার্তভ ধারণা করলেন কি করে ?

যেহেতু তিনি **ভোটদাতাদের সংখ্যা** গণনা করেছেন এবং তা থেকে যেই বোঝা গেল যে বুন্দ ভোটাভুটিতে **অংশ** নিয়েছিল, অমনি কমরেড মার্তভ নিঃসন্দেহ হয়ে উঠলেন যে ভোটটা **তাঁর** পক্ষেই, মার্তভের পক্ষেই।

তাহলে, আমার দিক থেকে "চূড়ান্ত বিকৃতিটা" করা হল কোথায় ?

মোট ভোটসংখ্যা ছিল ৫১, বুন্দিস্টদের বাদ দিলে ৪৬, রাবোচেয়ে দিয়েলো-পন্থীদের বাদ দিলে ৪৩। কমরেড মার্তভের উল্লিখিত ৮টি ভোটাভুটির মধ্যে সাতটিতে ৪৩, ৪১, ৩৯, ৪৪, ৪০, ৪৪, এবং ৪৪ জন প্রতিনিধি অংশ নেন, একটিতে ৪৭ জন প্রতিনিধি (অথবা ভোট বলাই ভালো) এবং কমরেড মার্তভ নিজেই স্বীকার করেছেন, এ ক্ষেত্রে একজন বুন্দিস্ট তাকে সমর্থন করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কমরেড মার্তভ যে চিত্রটা দিলেন (তাও অসম্পূর্ণ চিত্র, শিগগিরই তা দেখানো যাবে তা থেকে, **সংগ্রামের যে বর্ণনা আমি দিয়েছিলাম, তাই সমর্থিত ও জোরদার হচ্ছে মাত্র** ! আরো দেখা যাচ্ছে, বহু ক্ষেত্রেই অনেকে ভোট দেন নি এবং তাদের সংখ্যা **বেশ**

ভারী। এ থেকে বোঝা যায় সমগ্রভাবেই কংগ্রেস কতিপয় **গৌণ পয়েণ্ট** সম্পর্কে তুলনায় কম আগ্রহ দেখিয়েছে এবং এই সমস্ত প্রশ্নে ইস্ক্রাপন্থীদের পক্ষ থেকে কোনো নির্দিষ্ট জোটের অস্তিত্ব ছিল না। বুন্দিস্টরা "ভোটদানে বিরত থেকে স্পষ্টতই লেনিনকে সাহায্য করে" মার্তভের এই বিবৃতি (লীগ অনুবিবরণী ৬২পৃঃ) **আসলে মার্তভের বিরুদ্ধেই যাচ্ছে**: এর মানে দাঁড়ায়, **কেবল** যখন বুন্দিস্টরা অনুপস্থিত অথবা ভোটদানে বিরত থেকেছেন, **মাত্র তখনই** আমি কখনো সখনো জয়লাভের আশা করতে পারতাম। কিন্তু যখনই বুন্দিস্টদের **মনে হয়েছে** সংগ্রামে হস্তক্ষেপ করা **যুক্তিযুক্ত**, তখনই তারা কমরেড মার্তভকে সমর্থন করেছেন, এবং ৪৭ জন প্রতিনিধির ভোটদানের উপরিলিখিত ঘটনার বেলাতে মাত্র **একবারই** যে তারা হস্তক্ষেপ করেছেন **তা নয়**। কংগ্রেস অনুবিবরণীর পাতা যদি কেউ কষ্ট করে উল্টিয়ে দেখেন তবে কমরেড মার্তভ প্রদত্ত চিত্রের মধ্যে একটা **ভারি অদ্ভুত অসম্পূর্ণতা** লক্ষ্য করবেন। ভোটাভুটিতে বুন্দ **অংশ নিয়েছে** এমন **তিনটি ঘটনার কথা** কমরেড মার্তভ **বেমালুম চেপে গেছেন**, এবং এই **প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই যে** কমরেড মার্তভ জয়লাভ করেন, তা **বলা নিষ্প্রয়োজন**। ঘটনা তিনটি এই—(১) প্রয়োজনীয় সংখ্যাধিক্য চার-পঞ্চমাংশ থেকে—দুই তৃতীয়াংশতে কমিয়ে আনার জন্য কমরেড ফোমিনের সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ—পক্ষে ২৭, বিপক্ষে ২১ (২৭৮পৃঃ) অর্থাৎ ৪৮টি ভোট। (২) পারস্পরিক অধিভুক্তি বাতিল করতে কমরেড মার্তভের প্রস্তাব গ্রহণ—পক্ষে ২৬, বিপক্ষে ২৪, (২৭৯পৃঃ) অর্থাৎ ৫০টি ভোট। পরিশেষে, (৩) পরিষদের সমস্ত সদস্যের সম্মতির ভিত্তিতেই কেবল কেন্দ্রীয় মুখপত্র ও কেন্দ্রীয় কমিটিতে অধিভুক্তি মঞ্জুর করার জন্য আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য (২৮০ পৃঃ)—বিপক্ষে ২৭, পক্ষে ২২, অর্থাৎ ৪৯ ভোট, (এর ওপর একটা

নামডাকা ভোটও নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, অনুবিবরণীতে তার কোনো রেকর্ড নেই)

সংক্ষেপে দাঁড়ায় এই : কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিতে অধিভুক্তির প্রশ্নে বুন্দিস্টরা **কেবল ৪টি ভোটাভুটিতে অংশ নেন** (তিনটির কথা এই মাত্র বলা হল, তাদের ভোট সংখ্যা ৪৮, ৫০, ৪৯টি, বাকি একটির কথা মার্তভ উল্লেখ করেছেন, ভোট সংখ্যা ৪৭)। **এই সবকটি ভোট গ্রহণেই** কমরেড মার্তভের জয় হয়। **আমি যে ভাবে বিষয়টা রেখেছিলাম নিচের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সমেত তা সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে**। বুন্দের সঙ্গে কোয়ালিশন ছিল বলে আমার ঘোষণা, প্রশ্নগুলিকে তুলনায় গৌণ চরিত্রের বলে উল্লেখ (প্রচুর পরিমাণ ক্ষেত্রে ভোটদানে বিরতির সংখ্যাধিক্য), এবং ইসক্রাপন্থীদের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কোনো জোটের অনুপস্থিতি (কোনো নামডাকা ভোট নেওয়া হয়নি, বিতর্কে নিতান্ত অল্পসংখ্যক বক্তার যোগদান)।

বিষয়টা আমি যে-ভাবে রেখেছিলাম, তার মধ্যে স্ববিরোধিতা আবিষ্কার করার জন্য কমরেড মার্তভের চেষ্টাটা অশোভন উপায়ের ওপর নির্ভর করেছিল। কারণ তিনি বিচ্ছিন্ন কথাকে ছিঁড়ে নিয়ে এসেছেন তাদের প্রসঙ্গ থেকে এবং চিত্রটিকে সমগ্রভাবে উপস্থিত করার কষ্টটুকু স্বীকার করেন নি।

নিয়মাবলীর শেষ অনুচ্ছেদটি বৈদেশিক সংগঠন সম্পর্কে, এ ক্ষেত্রেও পুনরায় যে বিতর্ক ও ভোটের সৃষ্টি হয়, কংগ্রেসের জোট বাঁধাবাঁধির দিক থেকে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আলোচ্য প্রশ্নটি ছিল এই— পার্টির প্রবাসী সংগঠন হিসেবে লীগকে স্বীকার করা হবে কিনা।

স্বভাবতই কমরেড আকিমভ সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধং দেহি বলে উঠে দাঁড়ান ; কংগ্রেসকে স্মরণ করিয়ে দেন যে প্রথম কংগ্রেস প্রবাসী ইউনিয়নকে অনুমোদন করেছিল, এবং জানান যে প্রশ্নটা একটা নীতির প্রশ্ন। তিনি বলেন, "যে ভাবেই প্রশ্নটার ওপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক না কেন, তার ওপর বিশেষ কোনো ব্যবহারিক তাৎপর্য আমি অর্পণ করছি না—এই কথাটা প্রথমেই আমি জানিয়ে রাখতে চাই। আমাদের পার্টির অভ্যন্তরে যে মতাদর্শগত সংগ্রাম চলেছে তা যে এখনো শেষ হয়নি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তা শুধু এখন পৃথকতর ক্ষেত্রে এবং পৃথকতর শক্তি সমন্বয়ের ভিত্তিতে চলতে থাকবে …আমাদের কংগ্রেসকে পার্টি কংগ্রেসের বদলে জোট-পাকানোর কংগ্রেসে পরিণত করার প্রবণতাটি নিয়মাবলীর ১৩ অনুচ্ছেদ থেকে আরো একবার প্রতিফলিত হচ্ছে এবং খুবই সুস্পষ্ট আকারে প্রতিফলিত হচ্ছে। রাশিয়ার সকল সোশ্যাল ডেমোক্রাটকে পার্টি-ঐক্যের নামে পার্টি-কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য করা এবং সমস্ত পার্টিসংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করার বদলে প্রস্তাব করা হয়েছে যে সংখ্যালঘুদের একটি সংগঠনকে কংগ্রেস সংহার করুক এবং ময়দান থেকে সরে যেতে সংখ্যালঘুদের বাধ্য করুক।" (২৮১পৃঃ)। পাঠক দেখতে পাচ্ছেন, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির গঠনে মার্তভের পরাজয়ের পর 'অব্যাহত ধারার' যে কথাটি মার্তভের কাছে খুব প্রিয় হয়ে উঠেছে সেটি কমরেড আকিমভের কাছেও কম প্রিয় ছিল না। নিজের জন্য একরকম এবং অন্যদের জন্য অন্য রকম মানদণ্ডের ব্যবস্থা করতে অভ্যস্ত এই সব লোকে কিন্তু কংগ্রেসে কমরেড আকিমভের কথার তীব্র প্রতিবাদ করতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল আগেই, তা সত্ত্বেও ইস্ক্রা স্বীকৃত হল, প্রায় সমগ্র নিয়মাবলীটাই মঞ্জুর হল এবং ইউনিয়ন থেকে লীগের যে 'নীতিগত' পার্থক্য বর্তমান, সেই

নীতিটাকে সামনে এনে উপস্থিত করা হল। কমরেড মার্তভ ঘোষণা করলেন, "প্রশ্নটাকে কমরেড আকিমভ যদি নীতির প্রশ্ন করে তুলতে চান, তাতে আমাদের কোনই আপত্তি নেই, বিশেষ করে এই জন্য যে কমরেড আকিমভ দুটি ঝোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সম্ভাব্য জোটবাঁধার কথা তুলেছেন। **একটি মতকে জয়যুক্ত করতেই হবে।**" (লক্ষ্য করুন, এ কথা বলা হয়েছিল কংগ্রেসের ২৭তম অধিবেশনে) "এবং তা এই অর্থে নয় যে অন্য একটি 'ইসক্রার' কাছে পরাজয় মানবে, তার অর্থ এই যে সম্ভাব্য যতগুলি জোট সৃষ্টির কথা আকিমভ বলেছেন তার সবকটির প্রতিই আমরা শেষ বিদায় ঘোষণা করব।" (২৮২ পৃঃ, বড়ো হরফ আমার।)

কি অপূর্ব দৃশ্য! কর্মসূচীর ওপর সবকিছু বিতর্ক যখন **এর আগেই সমাপ্ত হয়ে গেছে,** কমরেড মার্তভ কংগ্রেসে সম্ভাব্য সকল রকম জোটের কাছেই **শেষ বিদায় জ্ঞাপনের নমস্কার** জানিয়ে চলেছেন যতক্ষণ না কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর পরাজয় ঘটছে। কংগ্রেসে কমরেড মার্তভ যে সম্ভাব্য জোট 'বাঁধার' প্রতি 'শেষ বিদায় জ্ঞাপন' করেন, তাকেই তিনি **কংগ্রেস হয়ে যাবার ঠিক পরদিন থেকেই** খুঁচিয়ে তোলেন। কমরেড আকিমভ কিন্তু কমরেড মার্তভের চেয়ে অধিকতর দূরদৃষ্টির প্রমাণ **তখনই** দিয়েছিলেন। 'একটি পুরাতন পার্টি সংগঠনের' পঞ্চবর্ষব্যাপী কাজ-কর্মের তিনি উল্লেখ করে বলেন, "প্রথম কংগ্রেসের ইচ্ছানুসারে তো এখন কমিটি নামে অভিহিত" এবং **দূরদর্শী** এক আঘাত হেনে তিনি উপসংহারে বলেন, কমরেড মার্তভের মতে, পার্টির মধ্যে নতুন কোনো ঝোঁক মাথা তুলতে পারে আমার এই আশা অলীক। সে সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে **এমন কি স্বয়ং তাকে দেখেই আমি এ রকম আশার প্রেরণা পাচ্ছি।**" (২৮৩ পৃঃ)

হাঁ, বলতেই হবে যে কমরেড আকিমভের আশা কমরেড মার্তভ পুরোপুরি মিটিয়েছেন!

কমরেড মার্তভ আকিমভের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন এবং একটি পুরাতন পার্টি সংস্থা আরো তিনবছর ধরে কাজ চালাবে এই 'অব্যাহত ধারাটি' ভেঙে যাবার পরে সুনিশ্চিত হয়ে উঠেছেন যে, আকিমভের কথাই ঠিক। জয়লাভের জন্য কমরেড আকিমভকে বেশি কিছু ঝক্কি পোয়াতে হয়নি।

কংগ্রেসে কিন্তু কমরেড আকিমভের পক্ষ নিয়েছিলেন—একনিষ্ঠ ভাবেই পক্ষ নিয়েছিলেন—কেবলমাত্র কমরেড মার্তিনভ, ব্রুকেয়ার এবং বুন্দিস্টরা (৮ ভোট)। 'মধ্য পন্থার' এক সত্যিকারের নেতা কমরেড এগরভ। এ পন্থার এক উপযুক্ত নেতার মতোই তিনি স্বর্ণ মধ্যম অনুসরণ করে চলেন: তার মানে বুঝলেন তো—তিনি ইস্ক্রা-পন্থীদের সঙ্গে সায় দেন, তাদের মতের 'প্রতি সহানুভূতি' পোষণ করেন (২৮২পৃঃ) আর নীতির এই প্রশ্নটিকে একেবারেই এড়িয়ে যাবার জন্য এবং লীগ বা ইউনিয়ন, কোনোটা সম্পর্কে **কোনো কিছু না বলার** জন্য **প্রস্তাব** এনে (২৮৩ পৃঃ) সে সহানুভূতির **প্রমাণ দেন**। প্রস্তাবটি ২৭-১৫ ভোটে বাতিল হয়। ওপর ওপর দেখে বলা যায়, ইস্ক্রা-বিরোধীরা ছাড়াও (৮) প্রায় সমগ্র মধ্যপন্থী দল (১০) কমরেড এগরভের পক্ষে ভোট দেন (মোট ভোটসংখ্যা ৪২, কারণ মোটা একটা সংখ্যা হয় ভোট দেন নি, নয় অনুপস্থিত ছিলেন, আগ্রহহীন ভোটাভুটি কিংবা যে ভোটে ফলাফল **আগে থেকেই সুনিশ্চিত** সে সব ক্ষেত্রে প্রায়ই এ রকম ঘটে থাকে।) তারপর **যেই ইস্ক্রা-নীতিটিকে কাজে** প্রয়োগ করার **প্রশ্ন এসে দাঁড়াল**, অমনি দেখা গেল 'মধ্যপন্থীদের, 'সহানুভূতিটা' নেহাৎ মৌখিক এবং আমরা পেলাম মাত্র তিরিশ কিংবা তার কিছু বেশি ভোট। আরো

উজ্জ্বলরূপে ব্যাপারটা দেখা গেল রুসভের প্রস্তাবের ওপর বিতর্ক ও ভোটাভুটির সময় (প্রবাসের **একক** সংগঠন বলে লীগকে স্বীকার করা)। এই ক্ষেত্রে ইস্ক্রাবিরোধী ও 'মার্শের' দল সরাসরি একটা **নীতিগত** ভিত্তিব আশ্রয় গ্রহণ করলেন এবং কমরেড লীবের ও এগবভ তাঁকে সমর্থন করে ঘোষণা করলেন যে কমরেড রুসভের প্রস্তাব অন্যায্য এবং তার ওপর ভোটাভুটিই উচিত নয়। "এতে প্রবাসস্থ অন্য সবকটি সংগঠনকে হত্যা করা হবে।" (এগরভ)। এবং 'সংগঠন হত্যায়' কোনো অংশ না দেওয়ার ইচ্ছাবশে বক্তা শুধু ভোট দিতেই যে আপত্তি করেন তা নয়, সভাস্থল পর্যন্ত পরিত্যাগ করে চলে যান। 'মধ্যপন্থার' নেতাকে অবশ্য তার প্রাপ্য সম্মান দেওয়া উচিত: তিনি কমরেড মার্তভ কোং-র তুলনায় দশগুণ বেশি আস্থা (তাঁর ভ্রান্ত নীতিতে) এবং রাজনৈতিক পৌরুষের পরিচয় দিয়েছিলেন, কারণ প্রকাশ্য সংগ্রামে পরাজিত **তাঁর নিজস্ব চক্রটির গায়ে আঁচড় লেগেছে যখন, মাত্র তখনই যে শুধু তিনি** নিহিত সংগঠনের সপক্ষে লগুড় ধারণ করেছেন **তা নয়**।

২৭-১৫ ভোটে স্থিব হয় কমরেড রুসভের প্রস্তাবেব ওপর ভোট নেওয়া হবে, এবং পরে ২৫-১৭ ভোটে তা গৃহীত হয়। এই ১৭ জনের সঙ্গে যদি অনুপস্থিত কমরেড এগরভের ভোট যোগ দেওয়া যায়, তাহলে **ইস্ক্রাবিরোধী ও 'মধ্যপন্থীদের' গোটা বাহিনীটাকেই (১৮) পাওয়া যাবে।**

প্রবাসস্থ সংগঠন বিষয়ে নিয়মাবলীর ১৩ অনুচ্ছেদ সমগ্রভাবেই গৃহীত হয় কেবলমাত্র ৩১-১২ ভোটে, ৬ জন ভোট দেন নি। এই সংখ্যাটি থেকে অর্থাৎ ৩১ থেকে কংগ্রেসে 'ইস্ক্রা'পন্থীদের আনুমানিক সংখ্যাটা পাওয়া যাচ্ছে—অর্থাৎ সেই লোকদের সংখ্যা যাঁরা 'ইস্ক্রার' মতটা

প্রচার করেছেন সুসঙ্গতরূপে এবং **কাজের ক্ষেত্রে** তাকে পালন করেছেন। কংগ্রেসের ভোটাভুটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে (আলোচ্য-সূচীতে বুন্দের স্থান নির্দেশ, সংগঠন কমিটি সংক্রান্ত ঘটনা, যুঝনি রাবোচি দল ভেঙে দেওয়া, এবং কৃষি কর্মসূচীর ওপর দুটি ভোটাভুটি) এই নিয়ে **ছয় বারের** বার ঐ ৩১ সংখ্যাটি পাওয়া গেল। কমরেড মার্তভ তবুও আমাদের এই কথা অকপটে বিশ্বাস করতে বলছেন যে 'ইস্ক্রাপন্থীদেরকে' এই রকম একটা 'সঙ্কীর্ণ' অনুদল হিসেবে তুলে ধরার কোনো ভিত্তি নেই!

নিয়মাবলীর ১৩ অনুচ্ছেদ গ্রহণ প্রসঙ্গে কমরেড আকিমভ ও মার্তিনভ বিবৃতি দেন যে তাঁরা "ভোট গ্রহণে অংশ নিতে অস্বীকার করেছেন" (২৮৮ পৃঃ); এই নিয়ে যে একটা দারুণ বৈশিষ্ট্যসূচক আলোচনার সৃষ্টি হয়, তার কথা না বলেও পারা যাচ্ছে না। কংগ্রেসের 'পরিচালকমণ্ডলী' (ব্যুরো) এ বিবৃতিটা নিয়ে আলোচনা করেন এবং —ন্যায্যতই—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এমন কি ইউনিয়নকে সরাসরি বন্ধ করে দিলেও কংগ্রেসের কাজে অংশ নিতে আপত্তি করার কোনো অধিকার তার প্রতিনিধিদের নেই। ভোট দিতে অস্বীকার করাটা হল চূড়ান্ত অস্বাভাবিক ও অননুমোদনীয় একটা কাজ—এই ছিল পরিচালকমণ্ডলীর মত এবং তাতে সায় ছিল সমগ্র কংগ্রেসের, সংখ্যালঘু অংশের সেই সব 'ইস্ক্রা'পন্থীরা সমেত, —তাঁরা ২৮তম অধিবেশনে **ক্রুদ্ধভাবে যার নিন্দা করেছিলেন, ৩১তম অধিবেশনে নিজেরা ঠিক সে দোষটাই করে বসেন!** কমরেড মার্তিনভ যখন তাঁর বিবৃতির সমর্থন করতে আরম্ভ করেন, (২৯১ পৃঃ) তখন তার প্রতিবাদে দাঁড়ান পাভলোভিচ, ত্রৎস্কি, কারস্কি এবং মার্তভ। অসন্তুষ্ট সংখ্যালঘুর কর্তব্য কি সে সম্পর্কে কমরেড মার্তভের বক্তৃতাটা ছিল বিশেষ রকম পরিষ্কার (যতক্ষণ

পর্যন্ত না তিনি নিজেই সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছেন।)। এবং তিনি সর্দার-পোড়োর মতোই সে বিষয়ে রায় দেন। কমরেড আকিমভ ও মার্তিনভের উদ্দেশ্যে তিনি ঘোষণা করেন, "হয় আপনারা কংগ্রেসের প্রতিনিধি, সে-ক্ষেত্রে কংগ্রেসের **সমস্ত** কাজে আপনাদের **যোগ দিতে** হবে" (বড়ো হরফ আমার, সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরু অংশের অধীনতা গ্রহণ করলে তাতে কোনো রীতিসর্বস্বতা বা অমলাতান্ত্রিকতা কমরেড মার্তভের লক্ষ্যে তখনো পড়ে নি।) "নয় আপনারা প্রতিনিধি নন, সে-ক্ষেত্রে অধিবেশনে উপস্থিত থাকার কোনো অধিকার আপনাদের নেই।.........ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের বিবৃতি দেখে আমি দুটি প্রশ্ন করতে বাধ্য: তাঁরা কি পার্টি সদস্য, এবং তাঁরা কি কংগ্রেসের প্রতিনিধি?" (২৯২ পৃঃ)

পার্টি সদস্যের কর্তব্য কি সে সম্পর্কে কমরেড আকিমভকে উপদেশ দিচ্ছেন কমরেড মার্তভ! কিন্তু কমরেড আকিমভ যে বলেছিলেন, কমরেড মার্তভের ওপর তাঁর কিছু আশা আছে সেটা একেবারে অকারণে নয়।.........সে আশা পূর্ণ হবে তা অবশ্যম্ভাবী, **শুধু তা হবে** নির্বাচনে কমরেড মার্তভের পরাজিত হবার **পরে**। ব্যাপারটা যখন নিজের সম্পর্কে নয়, তখন এমন কি "জরুরী আইনের" মতো মোক্ষম বুলিটাও কমরেড মার্তভের কানে ঢোকে না—যে বুলিটা **প্রথম চালু করেন** (আমার যতদূর ধারণা) **কমরেড** মার্তিনভ। মার্তিনভের বিবৃতিটা প্রত্যাহার করা উচিত—এই কথা তাঁকে যাঁরা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের জবাব দিতে গিয়ে মার্তিনভ বলেন, "যে ব্যাখ্যা আমাদের দেওয়া হল, তা থেকে এটা বোঝা গেল না সিদ্ধান্তটা নীতিগত, না, ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একটা **জরুরী অবস্থা** মাত্র? এবং তা যদি হয়, তবে ইউনিয়নকে অপমান করা হয়েছে বলে আমরা বিবেচনা করি। এবং আমাদের মতো

কমরেড এগরভের ঐ একই ধারণা হয়েছে—যথা, ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এটা একটা **জরুরী আইন**" (বড় হরফ আমার) "এবং সেইজন্য তিনি এমন কি সভাস্থল ত্যাগ করেই চলে গেছেন।" (২৯৫ পৃঃ)। কমরেড প্লেখানভের সহযোগে কমরেড মার্তভ এবং কমরেড ত্রৎস্কি উভয়েই কংগ্রেসের কোনো ভোটকে **অপমান** বলে গণ্য করার এই আজগুবি—**সত্য সত্যই আজগুবি**—ধারণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান; কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত তাঁর নিজস্ব প্রস্তাবের (কমরেড আকিমভ ও মার্তিনভ পুরোপুরি সন্তুষ্ট বোধ করতে পারেন) সপক্ষে বলতে গিয়ে কমরেড ত্রৎস্কি তাঁদের এই নিশ্চয়তা দেন যে "এটা নীতিগত একটা প্রস্তাব, ফিলিস্তিন প্রস্তাব নয়, এবং **এতে যদি কেউ আহত বোধ করেন তাতে আমাদের করার কিছু নেই।**" (২৯৬ পৃঃ)। কিন্তু খুব শিগগিরই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে আমাদের পার্টিতে এখনো চক্র-মনোবৃত্তি এবং ফিলিস্তিন মানসিকতা ভয়ানক রকমের জোরদার এবং গর্ব-করে-বলা যে কথাগুলাকে আমি 'বড় হরফে সাজিয়েছি' তা প্রমাণিত হল শুধু একটা সাড়ম্বর বুলি বলে।

কমরেড আকিমভ ও মার্তিনভ তাঁদের বিবৃতি প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করলেন, কংগ্রেস ছেড়ে চলে গেলেন, প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে সাধারণভাবে ধ্বনি উঠল—"একেবারেই বেয়াদপি!"

[ড] নির্বাচন। কংগ্রেসের পরিসমাপ্তি

নিয়মাবলী গ্রহণের পর কংগ্রেস থেকে জেলা সংগঠনগুলির ওপর একটি এবং বিভিন্ন পার্টি সংগঠনের ওপর কয়েকটি প্রস্তাব পাশ হয়; এবং যুঝনি রাবোচি অনুদল প্রসঙ্গে পূর্বে বিশ্লেষিত অতি শিক্ষণীয় বিতর্কটার পর পার্টির কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়।

আমরা আগেই দেখেছি, সারা কংগ্রেস এবিষয়ে যাদের কাছ থেকে একটা সুপারিশ আশা করছিল সেই ইস্ক্রা সংগঠন এ প্রশ্নে আগেই ভাগ হয়ে যায়, কারণ সে-সংগঠনের **সংখ্যালঘু** অংশ চাইছিল প্রকাশ্য ও স্বাধীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তারা কংগ্রেসে **সংখ্যাগরিষ্ঠতা** অর্জন করতে পারবে কিনা তা যাচাই করা হোক। আমরা এও জানি, কংগ্রেসের বহু আগে থেকে, এবং কংগ্রেসের ভেতরেও, সকল প্রতিনিধি এবিষয়ে অবহিত ছিলেন যে একটি কেন্দ্রীয় মুখপত্রের জন্য এবং একটি কেন্দ্রীয় কমিটির জন্য--তিন জনের এই দুটি মণ্ডলী নির্বাচন করে সম্পাদক-মণ্ডলী পুনর্গঠিত করার একটি পরিকল্পনা রয়েছে। কংগ্রেসের বিতর্কটা বোঝানোর জন্য এই পরিকল্পনাটা সম্পর্কে আগে বিশদভাবে আলোচনা করা যাক।

কংগ্রেসের খসড়া 'তাগেসর্দ্নুঙ্' (Tagesordnung)—যাতে এই পরিকল্পনাটি লিপিবদ্ধ ছিল—তার উপরে আমার মূল মন্তব্যটি এই* : কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীর জন্য তিনজন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির জন্য তিনজনকে কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত করা হবে। এই ছয়জন **এক-যোগে** এবং প্রয়োজন হলে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্যে সম্পাদকমণ্ডলী ও কেন্দ্রীয় কমিটিতে নতুন সদস্য অধিভুক্ত (কো-অপট্) করতে পারবেন এবং কংগ্রেসের কাছে সে সম্পর্কে রিপোর্ট দেবেন। কংগ্রেস থেকে এ রিপোর্ট অনুমোদনের পর পরবর্তী অধিভুক্তিগুলি (কো-অপশন) কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী এবং কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক পৃথক পৃথক ভাবে করা হবে।"

এই মন্তব্যের মধ্য থেকে রীতিমত নির্দিষ্ট আকারে এবং দ্বিধাহীন ভাবে পরিকল্পনাটি আত্মপ্রকাশ করেছে। এর তাৎপর্য, সম্পাদক-

* আমার লেখা 'ইস্ক্রা সম্পাদকমণ্ডলীর নিকট পত্র" পৃঃ ৫ এবং লীগের অনুবিবরণী পৃঃ ৫৩ দেখুন।

মণ্ডলীর **পুনর্গঠন** এবং তা ব্যবহারিক কাজকর্মের অতি প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের **অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে**। যে মূল মন্তব্যটি উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে তা একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই আমি যে দুটি দিকের উপর জোর দিলাম তা অবিলম্বে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কিন্তু হালে দেখা যাচ্ছে, নিতান্ত প্রাথমিক জিনিসকেও ব্যাখ্যা করে না গেলে এগুনো চলবে না। পরিকল্পনাটির যা তাৎপর্য তা হল ঠিক এই **পুনর্গঠনের** তাৎপর্য—মাত্র সম্প্রসারণ নয়, মাত্র তার সদস্যসংখ্যা হ্রাস নয়—সেটি পুনর্গঠনই। কেননা সম্ভাব্য হ্রাস বা সম্প্রসারণের প্রশ্নটা খোলাই রাখা হয়েছে; অধিভুক্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কেবল **প্রয়োজনের ক্ষেত্রে**। এইরূপ একটি পুনর্গঠনের জন্য নানা জনে যে সব প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তার কোনোটায় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যসংখ্যা হ্রাস, এবং কোনোটায় তার সংখ্যা বাড়িয়ে সাত কি এগারো করার পরিকল্পনা ছিল (ব্যক্তিগতভাবে আমার মতে ছয়জনের চেয়ে সাত-জন অনেক বেশি বাঞ্ছনীয়; আমার বিবেচনায় সাধারণ ভাবে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক সংগঠনগুলির সঙ্গে এবং বিশেষ করে বুন্দ ও পোলিশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিকদের সঙ্গে যদি শান্তিপূর্ণ ঐক্যে উপনীত হওয়া যেত, আমার বিবেচনায় কেবল তাহলেই ১১ জন নেওয়া সম্ভব)। কিন্তু সবচেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ এবং "ত্রয়ী"র কথা বলনেওয়ালারা যেটা প্রায়ই নজর করেন না, সেটি হল এই **দাবি যে কেন্দ্রীয় মুখ-পত্রে আরো কাদের অধিভুক্তি করা হচ্ছে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদেরও একটা অংশ থাকবে**। সংগঠনের "সংখ্যালঘু" সদস্যদের কিংবা কংগ্রেস প্রতিনিধিদের মধ্যে যাঁরা এই পরিকল্পনার কথা জানতেন এবং তাকে অনুমোদন করেছিলেন (হয় প্রকাশ্যভাবে নয় প্রচ্ছন্নভাবে) তাঁদের একজন কমরেডও কিন্তু ঐ দাবিটার মানে কি তা বুঝিয়ে বলার কষ্ট করেন

নি। প্রথমত, সম্পাদকমণ্ডলীর পুনর্গঠনের সূত্রপাত হিসেবে কেন এই ত্রয়ী, এবং কেবল মাত্র একটা ত্রয়ীর কথা বলা হচ্ছে? এর একমাত্র কিম্বা প্রধান উদ্দেশ্যটাই যদি হয় সংস্থাটিকে বর্ধিত করা, এবং সে বর্ধিত সংস্থাটিকে যদি সত্যসত্যই "সুসমঞ্জস" বলে বিবেচনা করতে হয়, তবে এ পদ্ধতি তো হবে **একেবারেই অর্থহীন**। উদ্দেশ্য যদি হয় একটি "সুসমঞ্জস" সংস্থাকে বর্ধিত করা তবে গোটা সংস্থাটা না নিয়ে **শুধু** তার একটা **অংশ** নিয়ে **শুরু করা** তাজ্জব বৈকি। সংস্থাটির পুনর্গঠন, এবং পুরাতন সম্পাদকীয় চক্রটিকে **পার্টি-প্রতিষ্ঠানে** পরিণত করার ব্যাপারে সব সদস্যই যে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্য, স্পষ্টতই তা মনে করা **হয় নি**। এমন কি যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে সংস্থাটিকে বর্ধিত করে পুনর্গঠিত করতে চাইছিলেন, তাঁরাও মনে করেছিলেন যে সংস্থাটির পুরাতন চেহারা সুসমঞ্জস নয়, এবং তা দিয়ে পার্টি-প্রতিষ্ঠানের আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকে না, নইলে, বর্ধিত করার উদ্দেশ্যে **আগে** ছ'থেকে **তিনে** কমিয়ে আনার কোনো কারণ ঘটে না। আবার বলি, ব্যাপারটা স্বতঃস্পষ্ট এবং "ব্যক্তিত্বের" চাপে প্রশ্নটা সাময়িকভাবে গুলিয়ে ফেললেই কেবল তা ভুলে যাওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্য থেকে দেখা যাবে, এমন কি **কেন্দ্রীয় মুখপত্রের তিন জন সদস্যের সকলের সম্মতি হলেই** তা ত্রয়ীকে বর্ধিত করার পক্ষে যথেষ্ট হবে না। এই ব্যাপারটিও সর্বদাই চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। অন্তর্ভুক্তির জন্য দরকার হবে ছয়ের দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৪টি ভোট, সুতরাং কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত তিন জন সদস্য যদি তাদের খারিজী ক্ষমতা (ভেটো) প্রয়োগ করেন তাহলেই আর **ত্রয়ীর বর্ধিতকরণ সম্ভব হবে না**। অপর-পক্ষে, কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীর দুইজন সদস্যও যদি আরো

অধিভুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করেন, তা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় কমিটির তিনজন সদস্যের সকলেই তার পক্ষে থাকলে অধিভুক্তি সম্ভব হবে। সুতরাং এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে তার লক্ষ্যটা ছিল পুরাতন চক্রটাকে পার্টি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা, ব্যবহারিক কাজকর্মের যে নেতারা কংগ্রেসে নির্বাচিত হবেন তাঁদের ওপরেই নির্ধারণের **চূড়ান্ত অধিকার** অর্পণ করা। কোন্ কোন্ কমরেডের কথা আমাদের মনে ছিল তা দেখা যাবে এই থেকে যে সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে কখনো যদি কথা বলার দরকার হয় তার জন্য কংগ্রেসের পূর্বেই সম্পাদকমণ্ডলী তাদের মণ্ডলীতে সপ্তম সদস্য হিসেবে কমরেড পাভলোভিচকে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত করে নিয়েছিলেন। এই সপ্তম সদস্যপদের জন্য কমরেড পাভলোভিচ ছাড়াও ইস্ক্রা সংগঠনের জনৈক পুরাতন সদস্য এবং সংগঠন কমিটির একজন সদস্যের—**তিনি পরে কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হয়েছেন**—নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল।

দেখা যাচ্ছে দুইটি ত্রয়ী নির্বাচিত করার পরিকল্পনার লক্ষ্য স্পষ্টতই ছিল (১) সম্পাদকমণ্ডলীকে পুনর্গঠিত করা (২) পার্টি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অশোভন কিছু কিছু চক্র মনোবৃত্তি থেকে একে মুক্ত করা (কোন কিছু থেকে মুক্ত করার প্রশ্নই যদি না থাকত তবে প্রারম্ভিক ত্রয়ীর কোনো অর্থই হয় না) এবং পরিশেষে (৩) সাহিত্যিক সংস্থার "ভগবান-তন্ত্র"-সুলভ কয়েকটি দিক পরিহার করা (কি ভাবে ত্রয়ীকে বর্ধিত করা হবে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশিষ্ট ব্যবহারিক কর্মীদের যোগদান করিয়ে ঐ সব দিক পরিহার করা)। এই পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পাদকেরা সকলেই পরিচিত ছিলেন এবং স্পষ্টতই সে পরিকল্পনা গড়ে উঠেছিল **তিনবছরের** কাজের **অভিজ্ঞতার** ভিত্তিতে; বিপ্লবী সংগঠনের যে নীতিগুলিকে আমরা সুসঙ্গতরূপে কাজে পরিণত করে চলেছি, তার

সঙ্গে সে পরিকল্পনার **পুর্ণ** সঙ্গতি বিদ্যমান। **অনৈক্যের** যুগে 'ইস্ক্রা' যখন আসরে নামে তখন প্রায়ই এলোমেলো ভাবে এবং স্বতস্ফূর্ত-রূপে অনুদলগুলি গড়ে উঠছিল, এবং অবশ্যম্ভাবী রূপেই তারা ভুগছিল চক্র-মনোবৃত্তির কয়েকটি দুষ্ট উপসর্গে পার্টি সৃষ্টি হওয়ার অর্থই এই কথা ধরে নেওয়া এবং দাবি করা যে এইসব উপসর্গের বিলুপ্তি হোক। বিলুপ্তি ঘটানোর এই কাজে বিশিষ্ট ব্যবহারিক কর্মীদের অংশ-গ্রহণ **একান্ত জরুরী**। কারণ সম্পাদকমণ্ডলীর কতিপয় সদস্য **আগাগোড়া** সাংগঠনিক বিষয়ের কর্তৃত্বে থেকেছেন এবং পার্টি প্রতিষ্ঠান সমূহের ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে যে সংস্থাটি সেটি শুধু সাহিত্যের একটি সংস্থাই হবে না, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সংস্থাও হবে। ইস্ক্রা সর্বদাই যে নীতি অনুসরণ করে এসেছে তার পরিপ্রেক্ষিত থেকে এটাও স্বাভাবিক যে প্রাথমিক ত্রয়ীর নির্বাচন কংগ্রেসের হাতেই দেওয়া হবে। কংগ্রেস প্রস্তুতির কাজে আমরা সর্বাধিক **যত্ন** নিয়েছি, কর্মসূচী, রণকৌশল এবং সংগঠন সংক্রান্ত সমস্ত বিতর্কমূলক নীতির প্রশ্নগুলির **পুরোপুরি** ব্যাখ্যা-বিস্তার না হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করেছি, আমাদের **কোনো সন্দেহ** ছিল না যে কংগ্রেসটি হবে একটি 'ইস্ক্রা' কংগ্রেস—অর্থাৎ এর সুবিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠ অংশটা এই সমস্ত প্রশ্নের উপরেই সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়াবে। (অংশত তার প্রমাণ মিলেছে নেতৃত্বসূচক মুখপত্র হিসেবে 'ইস্ক্রাকে' গ্রহণ করার প্রস্তাব থেকে)। সুতরাং যে সমস্ত কমরেড 'ইস্ক্রা'-ধারণাবলীর প্রচারের এবং 'ইস্ক্রা'কে পার্টিতে পরিণত করার প্রস্তাবের পুরো ঝামেলা সয়েছেন তাদের ওপরেই এইটে ছেড়ে দিতে হয় যে নতুন পার্টি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত প্রার্থী কারা তা তাঁরা নিজেরাই স্থির করুন। "দুইটি ত্রয়ীর" এ পরিকল্পনার জন্য সাধারণ সমর্থন এবং পাল্টা পরিকল্পনার অবর্তমানতা ব্যাখ্যা করা

সম্ভব একমাত্র এই কারণে যে পরিকল্পনাটা একটি **স্বাভাবিক** পরিকল্পনা; ইস্ক্রার সমগ্র নীতি, এবং 'ইস্ক্রা'র কাজ সম্পর্কে আদৌ পরিচিত এমন সকলের যা কিছু জানা আছে তার সঙ্গে এটা **পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ**।

এবং এইভাবে, কংগ্রেসে সর্বাগ্রে কমরেড রুসভ **দুইটি ত্রয়ী** নির্বাচনের প্রস্তাব করেন। **এই পরিকল্পনার সঙ্গে সুবিধাবাদের মিথ্যা অভিযোগের সংশ্রবের কথা! কমরেড মার্তভ আমাদের লিখিত ভাবে জানিয়েছিলেন** কিন্তু তাঁর অনুবর্তীদের ক'রো কাছে **এটা মনেই হল না** যে ছয়জন না তিনজনের এ বিতর্ক করার বদলে যাচাই করা হোক ঐ অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা। **তাঁদের একজনও এ বিষয়ে এমন কি ইঙ্গিতমাত্র করেন নি**। ছয়জন না তিনজন এ বিতর্কের মধ্যে নীতিগত মতবিভিন্নতার যে কথা নিহিত আছে সে সম্পর্কে **একটা কথা বলার সাহসও কারও ছিল না**। তুলনায় মামুলি ও শস্তা একটা পদ্ধতিই তাদের পছন্দ হয়েছিল—যথা **করুণা**র উদ্রেক করা, **সম্ভাব্য আহত অনুভূতির** কথা বলা, ইস্ক্রাকে কেন্দ্রীয় মুখপত্ররূপে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি **সম্পাদক-মণ্ডলীর প্রশ্নটার ইতিপুর্বেই মীমাংসা** হয়ে গেছে এই ভান করা। এই শেষ যুক্তিটি কমরেড রুসভের বিরুদ্ধে কমরেড কল্ৎসভ্ দেন এবং তা **বেমালুম মিথ্যা**। কংগ্রেস আলোচ্যসূচীতে দুটি পৃথক পয়েণ্ট রাখা হয়েছিল এবং অবশ্যই তা আকস্মিক নয়—('অনুবিবরণী' দেখুন—১০পৃঃ)—৪নং: "পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র" এবং ১৮নং: "কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচন"—এই হল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, কেন্দ্রীয় মুখপত্র যখন নিয়োগ করা হচ্ছিল তখন **সমস্ত** প্রতিনিধিই সুনির্দিষ্ট আকারে ঘোষণা করেন যে এর অর্থ সম্পাদকমণ্ডলীকে অনুমোদন করা **নয়**, কেবলমাত্র মতধারাটিকে

অনুমোদন করা* এবং এ রকম ঘোষণায় আপত্তি করে একটিও **প্রতিবাদ হয়নি।**

সুতরাং, একটি বিশেষ মুখপত্রকে অনুমোদন করার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস কার্যত সম্পাদকমণ্ডলীকে অনুমোদন করেছেন এই বিবৃতি—সংখ্যালঘুদের অনুবর্তীরা বারবার যে বিবৃতিটি সমর্থন করে গেছেন (কলৎসভ ৩২১পৃঃ, পোসাদভস্কি ৩২১পৃঃ, পপভ ৩২২পৃঃ এবং আরো অনেকে)—সেটি **ঘটনার দিক থেকে নিতান্তই অসত্য।** কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি রচনার প্রশ্ন যখন **সকলের পক্ষে সত্যসত্যই নিরাসক্ত দৃষ্টিতে** দেখা সম্ভব ছিল, সেই সময় যে মত প্রকাশ করা হয়েছিল তা থেকে **পেছন ফেরার** জন্য এটি হল একান্ত সুস্পষ্ট একটি **চাল।** নীতির ওপর দাঁড়িয়ে (কারণ **কংগ্রেসে** সুবিধাবাদের মিথ্যা অভিযোগের প্রশ্ন তোলা সংখ্যালঘুদের পক্ষে হত খুবই **অসুবিধাজনক**

* ১৪০পৃঃ 'অনুবিবরণী' আকিমভের বক্তৃতা কেন্দ্রীয় মুখপত্রের নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হবে শেষের দিকে এই কথা আমাকে বলা হয়েছে "কেন্দ্রীয় মুখপত্রের ভবিষ্যৎ সম্পাদকমণ্ডলীর প্রশ্নটা যে আকিমভের মান বিধে রয়েছে —সেই আকিমভের বরাদ্দে মুরাভিয়ভের বক্তৃতা (১৪ পৃঃ) যে নিবন্ধগুলি সম্পাদকমণ্ডলীর আকিমভ অত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সেগুলি সম্ভব করার মতো মালমশলা পাওয়া যেতে মুখপত্রটিকে নির্দিষ্ট করার পরে এবং পার্টি সিদ্ধান্তের অধীনে ইসক্রাকে রাখা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশই থাকতে পারে না—এই মর্মে পাভলোভিচের বক্তৃতা (১৪২পৃঃ) রুস্কির বক্তৃতা: সম্পাদকমণ্ডলীকে মঞ্জুর করছি না এই যদি হয় তাহলে ইসক্রা প্রসঙ্গে মঞ্জুর করছি কাকে? ... নামটাকে নয় মতধারাটাকে.. নিশানটাকে নয় নিশানটাকে।' (১৪২পৃঃ মার্তিনভের বক্তৃতা আরো অনেক কমরেডের মতো আমি মনে করি বিশেষ মতবাদের একটি সংবাদপত্র হিসেবে ইসক্রাকে গ্রহণ করার কথা আলোচনা করতে গিয়ে সম্পাদকমণ্ডলীকে নির্বাচন বা মঞ্জুর করার পদ্ধতি এইকালে আলোচনা করা উচিত নয় আলোচ্যসূচীতে নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে তা আমরা আলোচনা করব পরে ..(১৪৩পৃঃ)

তাই তারা সে নিয়ে **ইঙ্গিতটুকু করেন নি**) কিংবা **বাস্তব** তথ্যের হিসেব কষে দেখানো কোন্‌টা বেশি কাজের, ছয়জন না তিনজন, (কারণ, সে তথ্যের উল্লেখ মাত্রই সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে স্তূপীকৃত যুক্তি এসে জড়ো হত)—এর কোনটা দিয়েই প্রমাণ করা যেত না যে ঐ পেছন ফেরাটা ন্যায্য। (তাই) "সুসম সমগ্রতা," "সুসমঞ্জস সংস্থা," "সুসম এবং স্ফটিক-সংবদ্ধ সত্তা" প্রকৃতির **কথা** তুলে প্রসঙ্গটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা না করে উপায় ছিল না। এই সব যুক্তিকে যে **"ছেঁদো কথা"** এই যথাযথ বিশেষণে বিশেষিত করা হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই (৩২৮পৃঃ)। ত্রয়ীর জন্য পরিকল্পনাটা থেকেই স্পষ্ট করে সুসামঞ্জস্যের অভাবটা প্রমাণিত হচ্ছে এবং মাসাধিক কাল যাবৎ একত্রে কাজ করার মধ্য দিয়ে প্রতিনিধিদের যে ধারণা জন্মেছে তা থেকে **নিজেরাই** বিচার করার মতো দ্রুত উপকরণ পাওয়া যাবে। কমরেড পোসাদভস্কি যখন ঐ সব উপকরণের প্রতি ইঙ্গিত করেন (তাঁর নিজের দিক থেকে এ ইঙ্গিত অসতর্ক ও অবিবেচনাপ্রসূত ; "সাময়িক" ভাবে তাঁর "অসঙ্গতি" শব্দটা ব্যবহার প্রসঙ্গে ৩২১ ও ৩২৫পৃঃ দেখুন), তখন কমরেড মুরাভিয়ভ মুখের ওপর ঘোষণা করেন, "আমার মতে কংগ্রেসের অধিকাংশের কাছে এখন বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ঐ ধরনের অসঙ্গতি* নিঃসন্দেহেই আছে।"

---

* ঠিক কি ধরনের বৈষম্যের কথা কমরেড পোসাদভস্কি ভেবেছিলেন তা আমরা কংগ্রেস থেকে কখনো জানতে পারলাম না। কমরেড মুরাভিয়ভও ঐ একই অধিবেশনে (৩২২পৃঃ) তাঁর পক্ষ থেকে দাবি করেন যে তনি যা বলতে চেয়েছিলেন তার ঠিক অর্থ ধরা হচ্ছে না। এবং যখন অনুবিবরণীগুলি মঞ্জুর করা হচ্ছিল তখন তিনি খোলাখুলি ঘোষণা করেন যে, "তিনি সেই সব অসঙ্গতির উল্লেখ করছিলেন যেগুলি নানা প্রশ্নে কংগ্রেস-বিতর্কের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে, যেগুলি হচ্ছে নীতিগত অসঙ্গতি, দুর্ভাগ্যক্রমে যার অস্তিত্ব বর্তমানে একটি অবিসম্বাদী ঘটনা।" (৩৩৩পৃঃ)

(৩২১পৃঃ)। কমরেড মুরাভিয়ভ যে চ্যালেঞ্জ পাঠান তা গ্রহণ করতে সংখ্যালঘুদের সাহস হয় নি, ছয়জনের সংস্থার পক্ষে **একটি প্রাসঙ্গিক যুক্তিও** তাঁরা উপস্থিত করার সাহস করেন নি। তার বদলে তাঁরা 'অসঙ্গতি' কথাটার (কথাটা চালু করেছিলেন পোসাদভস্কি, মোরাভিয়ভ নন)মানে করার চেষ্টা করেন নিতান্ত ব্যক্তিগত অর্থে। তার ফল এমন এক এঁড়ে তর্কের সৃষ্টি যা প্রহসনকেও ছাড়িয়ে যায়। সংখ্যাগুরুরা (কমরেড মুরাভিয়ভের মারফত) ঘোষণা করেন যে ছয় এবং তিনের সত্যকার তাৎপর্য তাঁরা **বেশ স্পষ্ট করেই বুঝতে পারেন** কিন্তু সংখ্যালঘুরা কোনো কথা শুনতে আপত্তি করতে থাকেন বারম্বার এবং দাবি করেন, "তা যাচাই করার মতো **অবস্থায় আমরা আসি নি**"। যাচাই করার মতো অবস্থায় আসা গেছে—সংখ্যাগুরুরা শুধু যে এই কথা মনে করছিলেন তাই নয়, তারা "যাচাই করেও ফেলেন" এবং ঘোষণা করেন যে যাচাইয়ের ফল তাঁদের কাছে **বেশ পরিষ্কার** কিন্তু সংখ্যালঘুরা যতদূর মনে হয়, **যাচাই করতে যাওয়ার কথাতেই ভয় পাচ্ছিলেন** এবং আড়াল নেবার জন্যে ছেঁদো কথার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কিছুই করছিলেন না। সংখ্যাগুরুরা পরামর্শ দেন যে "কেন্দ্রীয় মুখপত্রটা যে মাত্র একটা সাহিত্যগোষ্ঠীর নয় তা মনে রাখা হোক", সংখ্যাগুরুরা "চান যে কেন্দ্রীয় মুখপত্রের নেতৃত্বে থাকবে **সুনির্দিষ্ট কয়েকজন লোক, এমন লোক যাঁরা কংগ্রেসের কাছে পরিচিত, এমন লোক যাদের দিয়ে** আমার উল্লিখিত **দাবি-গুলি মেটে**" (অর্থাৎ কেবল সাহিত্যিক চরিত্রের দাবি নয়, কমরেড লাঙ্গের বক্তৃতা, ৩২৭পৃঃ)। এবারেও সংখ্যালঘুরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাহস করলেন না, এ সম্পর্কে একটা কথাও বললেন না যে সাহিত্যিক সংস্থার অধিক ঐ সংস্থাটির জন্য তাঁদের মতে কে উপযুক্ত,

"কংগ্রেসের কাছে পরিচিত" "সুনির্দিষ্ট আয়তনের" ব্যক্তিত্বটি কে? সংখ্যালঘুরা তাঁদের বহুখ্যাত সামঞ্জস্যের আড়ালেই আশ্রয় নিতে থাকলেন। এতেও হল না। সংখ্যালঘুরা বিতর্কের মধ্যে এমন সব যুক্তি টেনে আনলেন যা নীতির দিক থেকে একেবারেই মিথ্যা, এবং ন্যায্যতই তার কড়া জবাব দেওয়া হয়। "সম্পাদকমণ্ডলীকে পুনর্গঠিত করার কোনো নৈতিক বা রাজনৈতিক অধিকার," বুঝলেন কিনা, "কংগ্রেসের নেই।" (ত্রৎস্কি—৩২৬পৃঃ)। "এ একটা মনে আঘাত লাগতে পারার মতো (বানিয়ে বলছি না কিন্তু!) প্রশ্ন।" (পুনরপি ত্রৎস্কি); **"সম্পাদকমণ্ডলীর যে সব সদস্য নির্বাচিত হবেন না তাঁদের যে কংগ্রেস আর সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে দেখতে চান না, এ-ঘটনা দেখে তাঁরা কি ভাববেন?"** (জারিয়ভ ৩২৪পৃঃ) *

এই ধরনের যুক্তিতে সমস্ত প্রশ্নটাকে সরাসরি **করুণা ও আহত বোধ করার** স্তরে এনে হাজির করা হয় এবং তা সত্যকার নীতিগত যুক্তি, সত্যকার রাজনৈতিক যুক্তির দিক থেকে দেউলিয়াপনার প্রকাশ্য স্বীকৃতিমাত্র। প্রশ্নটাকে এইভাবে পেশ করাকে **আসলে** কি বলে সংখ্যালঘুরা তা অবিলম্বেই জানিয়ে দেন: **ফিলিস্তিনবাদ** (কমরেড রুসভ)। কমরেড রুসভ ন্যায্যতই মন্তব্য করেন, "বিপ্লবীদের মুখ থেকে আমরা এ কী তাজ্জব কথা শুনছি—পার্টি কাজকর্ম, পার্টি ন্যায়নীতির ধারণার সঙ্গে স্পষ্টই এ সব কথার সঙ্গতি নেই। ত্রয়ী নির্বাচনের বিরোধীরা প্রধান যে যুক্তি দিয়েছেন, **পার্টি বিষয় সম্পর্কে একটি বিশুদ্ধ ফিলিস্তিন দৃষ্টিভঙ্গিই হল** তার মোট কথা…।"

* এই সঙ্গে দ্রষ্টব্য,—কমরেড পোসাদভস্কির বক্তৃতা: 'পুরাতন সম্পাদকমণ্ডলীর ছয়জন সদস্যের মধ্যে তিনজনকে নির্বাচিত করে আপনারা অন্য তিনজন সদস্যকে অপ্রয়োজনীয় ও উদ্বৃত্ত বলে স্বীকার করে নিচ্ছেন এবং তা করা আপনাদের পক্ষে ন্যায্যও নয়, অধিকারসম্মতও নয়।

(বড়ো হরফ আগাগোড়া আমার)। "এই দৃষ্টিভঙ্গি, যা পার্টি দৃষ্টিভঙ্গি নয়, ফিলিস্তিন দৃষ্টিভঙ্গি, তা গ্রহণ করতে হলে প্রত্যেকটা নির্বাচনের সময়েই আমাদের ভাবতে হবে--পেত্রভ নির্বাচিত না হয়ে যদি ইভানভ নির্বাচিত হন তা হলে কি পেত্রভের মনে আঘাত লাগবে না? সংগঠন কমিটির কোন একজন নির্বাচিত না হয়ে যদি অন্যজন নির্বাচিত হন তবে কি তিনি আহত বোধ করবেন না? এ সব করে কোথায় গিয়ে আমরা পৌছব কমরেড? **পারস্পরিক প্রশংসা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে নয়, ফিলিস্তিন অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য নয়,** পার্টি গঠনের উদ্দেশ্যেই যদি আমরা এখানে সমবেত হয়ে থাকি তাহলে এ রকম দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমরা কখনোই সায় দিতে পারি না। আমরা কর্মকর্তাদের **নির্বাচন** করতে চলেছি এবং অনির্বাচিত এ-ব্যক্তি বা ও-ব্যক্তির ওপর আস্থার অভাবের কোনো কথাই উঠতে পারে না। আমাদের **একমাত্র বিবেচ্য হওয়া উচিত এই যে আদর্শকে অগ্রসর করতে হবে এবং দেখতে হবে কোনো একটি পদে যিনি নির্বাচিত হয়েছেন, তিনি তার উপযুক্ত।** (৩২৫পৃ:)

পার্টি ভাঙনের কারণ যাঁরা স্বাধীনভাবে **পরীক্ষা** করতে উৎসুক এবং কংগ্রেস থেকে তার **মূল** খুঁড়ে বার করতে যারা চান, তাঁদের কাছে অনুরোধ কমরেড রুসভের এই বক্তৃতাটি **বারবার** পড়ে দেখতে। সংখ্যালঘুরা তাঁর যুক্তিতে আপত্তি পর্যন্ত করেননি, খণ্ডন করা তো দূরের কথা। বাস্তবিক পক্ষে, এই ধরনের গোড়ার কথা প্রাথমিক সত্যগুলিকে চ্যালেঞ্জ করা অসম্ভব, এবং কমরেড রুসভ নিজেই সঠিকভাবে দেখান যে কেবল মাত্র "স্নায়বিক উত্তেজনার" বশেই তা ভুলে যাওয়া সম্ভব। এবং সংখ্যালঘুদের দিক থেকে, ফিলিস্তিন ও চক্র-দৃষ্টিভঙ্গির জন্য পার্টি-দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন

করার পক্ষে এইটেই হল সবচেয়ে কম অসন্তোষজনক ব্যাখ্যা।*

নির্বাচনের বিপক্ষে কাণ্ডজ্ঞানসম্মত ও কাজের উপযোগী কোন যুক্তি সংগ্রহ করতে সংখ্যালঘুরা এতই ব্যর্থ হন যে পার্টির ব্যাপারে ফিলিষ্টিনবাদ আমদানি করা ছাড়াও তাঁরা কিন্তু এমন সব **আচরণের** শরণ নেন যা একেবারে নোংরামি। বস্তুত কমরেড পপভ যে কমরেড মুরাভিয়ভকে পরামর্শ দেন "এমন কোন **কমিশনের** ভার না নেবার জন্য যাতে অস্বস্তিকর অবস্থার উদ্ভব হতে পারে" (৩২২পৃঃ)

* 'অবরোধের অবস্থা" নামক পুস্তকে মার্তভ তাঁর উত্থাপিত অন্যান্য প্রশ্নকে যেমন ধারা আলোচনা করেছেন, এ প্রশ্নটারও তাই করেছেন। বিতর্কের পুরো চিত্র দেবার কষ্টটুকু তিনি নেন নি। এ বিতর্কে ফিলিস্তিন অনুকম্পা, না, কর্মকর্তা নির্বাচন ; পার্টি দৃষ্টিভঙ্গি, না, ইভা। ইভানোভিচের অভিমান বোধ -এই একটিমাত্র যে নীতিগত প্রশ্ন বিতর্কে সত্যি করে উত্থিত হয়েছিল তা অতি সদাশয়ের মতো তিনি এড়িয়ে গেছেন। এ ক্ষেত্রেও কমরেড মার্তভ প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পরস্পর সম্পর্কহীন কয়েকটি আলাদা আলাদা ঘটনাকে হাজির করা এবং আমার নামে নানা রকম গালিগালাজ যোগ করা ছাড়া আর কিছুই করেন নি।

কমরেড মার্তভ আমাকে বিশেষ করে এই প্রশ্নে উত্যক্ত করতে চেয়েছেন যে কেন কমরেড আকসেলরদ, জাসুলিচ এবং স্তারোভারকে নির্বাচনের জন্য কংগ্রেসে দাঁড় করানো হয়নি। এই ধরনের প্রশ্ন যে কিরকম অশোভন, ফিলিস্তিন দৃষ্টি গ্রহণের ফলে তা দেখতে তিনি অক্ষম (এ বিষয়ে তিনি সম্পাদকমণ্ডলীস্থ তাঁর সহকর্মী প্লেখানভকে জিজ্ঞাসা করুন না কেন)। কংগ্রেসে ছয়জন সম্পর্কিত প্রশ্নে সংখ্যালঘুদের আচরণ আমি "নির্বুদ্ধিতা প্রসূত" বলে মনে করি, অথচ একই সঙ্গে তা নিয়ে পার্টি প্রচারেরও দাবি করেছি—এর মধ্যে কমরেড মার্তভ একটি স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করেছেন। এতে কোনো স্ববিরোধিতাই নেই, স্বয়ং কমরেড মার্তভও তা সহজেই দেখতে পেতেন, যদি টুকরো-টাকরা পেশ না করে সমগ্র ঘটনাচক্রের সুসংবদ্ধ বিবরণ দেবার কষ্টটুকু তিনি নিতেন। প্রশ্নটাকে ফিলিস্তিন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করা এবং আহত অনুভূতির জন্য করুণা ও বিবেচনা প্রার্থনা করা—এই হল নির্বুদ্ধিতা ; আবার তিনজনের তুলনায়

—তাকে আর কোন নামে অভিহিত করা যাবে? কমরেড সরোকিন সঠিক ভাবেই যা বলেছিলেন, সেই "মানুষের আত্মার গভীরে সন্ধান নেওয়া" ছাড়া এটা আর কি? (৩২৮পৃঃ)। রাজনৈতিক যুক্তি না পেয়ে "ব্যক্তিত্ব" সম্পর্কে খান্দাজী গবেষণা ছাড়া কি? কমরেড সরোকিন যে বলেন "আমরা এই ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে সর্বদাই প্রতিবাদ জানিয়েছি" সেটা কি ভুল ছিল, না ঠিক? "কমরেড দিউৎস্‌এর সঙ্গে যাদের মত মিলছিল না সোরগোল করে

ছয়জনের সুবিধা কি তাব 'মূল কথাটার' একটা পরিমাপ, পদপ্রার্থীদেব একটা পরিমাপ, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিগুলির একটা পরিমাপ করা হোক—এই হল পার্টি প্রচারের স্বার্থে প্রয়োজন। 'কংগ্রেসে সংখ্যালঘুরা এ সম্পকে একটা ইঙ্গিতও করেন নি।'

অনুবিবরণীগুলি সযত্নে পর্যালোচনা করলে, মার্তভ দেখবেন ছয়জনের মণ্ডলীর বিরুদ্ধে 'একগাদা' যুক্তি রয়েছে প্রতিনিধিদের বক্তৃতায়। সে সব বক্তৃতা থেকে বেছে কয়েকটি যুক্তি এখানে উদ্ধাব করা হল: প্রথমত, নীতিগত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি—এই অর্থে একটা বৈষম্য পুবাতন ছয়জনের মধ্যে স্পষ্টই ফুটে উঠেছিল; দ্বিতীয়ত, সম্পাদকীয় কাজ-কর্মের করণকৌশলগত সহজীকরণটা কাম্য, ও তৃতীয়ত, ফিলিস্তিন অনুকম্পার চাইতে আদশটা বড়ো এবং যাঁদেব মনোনীত করা হল তাঁরা যে তাঁদেব পদের উপযুক্ত তা নিশ্চিত করার একমাত্র পথ নির্বাচন; চতুর্থত, নির্বাচন কবার দিক থেকে কংগ্রেসের অধিকার সীমাবদ্ধ কবা অনুচিত, পঞ্চমত, কেন্দ্রীয় মুখপত্রেব জন্য বর্তমানে পার্টির প্রয়োজন একটি সাহিত্যগোষ্ঠীব চেয়েও অধিক কিছু এবং কেন্দ্রীয় মুখপত্রের জন্য শুধু লেখক নয় ব্যবস্থাপকদেরও দরকার, ষষ্ঠত, কেন্দ্রীয় মুখপত্র যাঁদের নিয়ে গঠিত হবে, তাঁদের রীতিমত সুনিদিষ্ট ব্যক্তি হওয়া প্রয়োজন, এমন ব্যক্তি যাঁরা 'কংগ্রেসের' কাছে পরিচিত; সপ্তমত, ছয়জনের মণ্ডলী দিয়ে কাজ চালানো সচরাচর সম্ভব নয়, এবং কাজ যা চলেছে তা বিধি-বিধানের 'কৃপায় নয়,' 'তা সত্ত্বেও'। অষ্টমত, সংবাদপত্র পরিচালনাটা পার্টিগত ব্যাপার (গোষ্ঠীগত নয়), ইত্যাদি, কমরেড মার্তভ যদি এই ব্যক্তিদের অ-নির্বাচনের কারণ জানতে নিতান্তই উৎসুক হয়ে থাকেন তবে এইসব যুক্তির প্রত্যেকটির অর্থ ভেদ করে দেখুন এবং অন্তত একটা যুক্তিকেও খণ্ডন করে দিন।

তাদের ঘায়েল করার চেষ্টা করা কি কমরেড **দিউৎসের পক্ষে যুক্তি-সঙ্গত হয়েছিল?"** (পৃঃ ৩২৮)

সম্পাদকমণ্ডলী সম্পর্কে বিতর্কের উপসংহার টানা যাক। তিন-জনের পরিকল্পনাটা কংগ্রেসের একেবারে **শুরু** থেকে এবং **কংগ্রেস বসার** আগে থেকেই **প্রতিনিধিদের** কাছে সুপরিচিত ছিল। সুতরাং তার ভিত্তিমূলে ছিল এমন সব তথ্য ও বিবেচনা যার সঙ্গে **কংগ্রেস চলাকালীন যে সব ঘটনা ও কলহ হয় তার কোন সম্পর্ক ছিল না।** সংখ্যাগুরুদের অসংখ্য বিবৃতিতে এই কথা বলা হয়েছে এবং সংখ্যালঘুরা তা খণ্ডন করেননি (খণ্ডন করার চেষ্টাও করেন নি)। ছয়জনের সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ নিতে গিয়ে সংখ্যা-লঘুরা যে জায়গায় গিয়ে দাঁড়ান তা **নীতিগতভাবে ভুল এবং**

---

* ঐ একই অধিবেশনে কমরেড সরোকিন কমরেড দিউৎসের কথা যেভাবে বুঝে-ছিলেন তা এই (দ্রষ্টব্য ৩২৪ পৃঃ—"অরলভের সঙ্গে তীব্র বাদবিতণ্ডা")। কমরেড দিউৎস বোঝান (৩৫১ পৃঃ) যে তিনি "সেরকম কিছু বলেন নি" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকার করেন যে তিনি যা বলেছিলেন সেটা বহু বহু পরিমাণে "ওরই মতো"। কমরেড দিউৎস বলেন, "কাদের সাহস আছে," একথা আমি বলিনি, আমি যা বলেছিলাম তা এই: "তিনজনের মণ্ডলী নির্বাচনের মতো একটি অপরাধজনক [যথা উক্তং তল্লিখিতং] প্রস্তাব সমর্থন করতে কারা সাহস করবে তাদের দেখতে আমি উৎসুক" [যথা উক্তং তল্লিখিতং! কমরেড দিউৎস কেঁচো খুঁড়তে সাপ খুঁড়েছেন] (৩৫১ পৃঃ) কমরেড দিউৎস্ সরোকিনের কথা খণ্ডন না করে 'সমর্থনই' করেছেন। "সমস্ত ধারণাই এক্ষেত্রে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে" (ছয়জনের পক্ষে সংখ্যালঘুদের যুক্তিতে)—কমরেড সরোকিনের এই তিরস্কার কমরেড দিউৎসএর কথায় সমর্থিতই হয়। "আমরা পার্টি সদস্য এবং একমাত্র রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি দিয়েই আমাদের পরিচালিত হওয়া উচিত" এই প্রাথমিক যে সত্যটাকে কমরেড সরোকিন স্মরণ করিয়ে দেন তার যৌক্তিকতাও কমরেড দিউৎসের কথায় সমর্থিতই হয়। নির্বাচনগুলো অপরাধজনক এই কথা বলে চিৎকার করার অর্থ ফিলিস্তিনবাদের পাঁকে পা দেওয়া শুধু নয়, এমন এক আচরণের মধ্যে নেমে যাওয়া যা নির্লজ্জভাবে কলঙ্কজনক!

অনমুমোদনীয়, ফিলিস্তিনসুলভ বিচাব-বিবেচনাব ওপবেই তাব ভিত্তি। কর্মকর্তা নির্বাচনেব ব্যাপাবে সংখ্যালঘুবা **পার্টি** মনোভাব একেবাবেই বিস্মৃত হন, এমন-কি পদপার্থীদেব প্রত্যেকেব একটি কবে গুণাগুণেব পবিচায়িকা দাখিল কবা এবং সে পবিচাযিকাব মধ্যে প্রার্থীটি তাঁব পদেব পক্ষে উপযুক্ত না অনপযুক্ত তাব বিচাব কবাব চেষ্টা পযন্ত তাবা কবেন নি। প্রশ্নটিব আসল ভাল-মন্দ কী তা নিয়ে আলোচনা সংখ্যালঘুবা এড়িযে যান, এবং তাব বদলে তাঁদেব প্রখ্যাত সামঞ্জস্যেব কথা বলেন, "অশ্রুবর্ষণ কবেন" আব এমন একটা "কাকণ্যেব আবহাওয়া গডে তোলেন" (লাঙ্গেব বক্তৃতা, ৩২৭ পৃঃ) যেন "কেউ বুঝি খুন হচ্ছে।" "স্নাযবিক উত্তেজনাব" বশে সংখ্যা লঘুবা এমন কি "মানুষেব আত্মাব গভীবে সন্ধান কবতে", নির্বাচনগুলো অপবাধজনক ব্যাপাব বলে চিৎকাব জমাতে এবং ঐরূপ সব অশোভন ক্রিয়াকলাপেব আশ্রয গ্রহণেও পিছপা হন নি। (৩২৫ পৃঃ)

ছয না তিন এই নিযে আমাদেব কংগ্রেসেব ৩০তম অধিবেশনে যে লডাই চলে সেটা ছিল **ফিলিস্তিনবাদ** বনাম **পার্টি মনোভাবের** লডাই, নিকৃষ্ট ধবনেব **"ব্যক্তিত্ব"** মোহ বনাম **রাজনৈতিক বিচারের** লডাই, **অসার শব্দসম্ভার** বনাম **বিপ্লবী কর্তব্যের** প্রাথমিক ধাবণাব লডাই।

ভোট দেননি এমন তিনজন বাদে ১৯ ১৭ সংখ্যাধিক্যে ৩১তম অধিবেশনে কংগ্রেস যখন পুবনো সম্পাদকমণ্ডলীকে সমগ্রভাবে অনুমোদন কবাব প্রস্তাব **বাতিল করে** দেন, (৩৩০ পৃঃ ও ক্রুটি সংশোধনী দেখুন) এবং **ভূতপূর্ব সম্পাদকেরা** যখন অধিবেশন গৃহে ফিবে আসেন, তখন কমবেড মার্তভ "ভূতপূর্ব সম্পাদকমণ্ডলীব সংখ্যা-গুরুদের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি" দেন (৩৩০-৩৩১)। তাতে তিনি বাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাজনৈতিক ধাবণা-চেতনা সম্পর্কে ঐ বকম

বিচলিতচিত্ততা ও অস্থিরমতিত্বের পরিচয় দেন আরো বেশি পরিমাণে। এই সমবেত **বিবৃতির** প্রত্যেকটা পয়েন্ট এবং আমার জবাবটা একটু খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা যাক। (৩৩২-৩৩ পৃঃ)

পুরাতন সম্পাদকমণ্ডলী যখন অনুমোদন পেল না তখন কমরেড মার্তভ বললেন, "এখন থেকে পুরনো 'ইস্ক্রা'র অস্তিত্ব আর রইল না, তাই তার নাম বদল করে নেওয়াই হবে বেশি সুসঙ্গত। অন্ততপক্ষে, কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনগুলির একটাতে ইস্ক্রার ওপর যে আস্থা-প্রস্তাব পাশ হয়েছিল কংগ্রেসের নতুন প্রস্তাবে তাকে বেশ কিছু পরিমাণে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে।"

রাজনৈতিক সুসঙ্গতি সম্পর্কে সত্যি সত্যি আগ্রহোদ্দীপক এবং নানাদিক থেকে শিক্ষাপ্রদ একটি প্রশ্ন কমরেড মার্তভ ও তাঁর সহযোগীরা উত্থাপন করেছেন। এর জবাবে 'ইস্ক্রা'র অনুমোদন-কালে **সকলেই** যা বলেছিলেন তার উল্লেখ আমি আগেই করেছি। ('অনুবিবরণী', ৩৪৯ পৃঃ, পূর্বে ৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) *। এখানে নিঃসন্দেহেই পাওয়া যাচ্ছে রাজনৈতিক সঙ্গতিহীনতার একটি প্রকট দৃষ্টান্ত, কিন্তু সেটি কার পক্ষে প্রযোজ্য—কংগ্রেসের সংখ্যাগুরুদের সম্পর্কে, না কি পুরনো সম্পাদকমণ্ডলীর সংখ্যাগুরুদের সম্পর্কে তা বিচারের ভার পাঠকদের ওপরেই রইল। এছাড়া আরো দুটি প্রশ্ন কমরেড মার্তভ ও তাঁর সহযোগীরা উত্থাপন করেছিলেন, তাও আমরা পাঠকদের সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি: (১) **কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীর জন্য কর্মকর্তা নির্বাচনের কংগ্রেস সিদ্ধান্তের** ফলে ইস্ক্রার ওপর আস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবটি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে এই আবিষ্কার করার জন্য যে উদ্বেগ—সেটিতে **পার্টি** মনোভাব প্রকাশিত হচ্ছে, না কি **ফিলিস্তিন** মনোভাব? (২) ঠিক কোন্ সময় থেকে

---

* এই পুস্তকের ১৭৩-৭৪ পাতা দেখুন—অনুবাদক

পুরাতন 'ইস্ক্রা'র অস্তিত্ব শেষ হল—৪৬ নং সংখ্যা থেকে? যখন আমাদের দুজন, প্লেখানভ আর আমি, এটি চালাতে শুরু করি? নাকি ৫৩ নং সংখ্যা থেকে, যখন পুরনো সম্পাদকমণ্ডলীর সংখ্যা-গুরুদের হাতে এটি চলে গেল? প্রথম প্রশ্নটা যদি হয় **নীতির দিক থেকে** একটি সর্বাপেক্ষা আগ্রহোদ্দীপক **প্রশ্ন**, তবে দ্বিতীয়টি হল **ঘটনার দিক** থেকে একটি সর্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক **প্রশ্ন**।

কমরেড মার্তভ আরো বলেন, "তিনজনের সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচন যেহেতু স্থির হল, তাই আমার নিজের পক্ষ থেকে এবং অপর তিনজন কমরেডের পক্ষ থেকে আমাকে ঘোষণা করতেই হবে যে এই নতুন সম্পাদকমণ্ডলীতে আমরা কেউই থাকতে রাজি নই। কিছু কমরেড নাকি এই 'ত্রয়ী'র জন্য আমার নাম তালিকাভুক্ত করতে চান। একথা যদি সত্যি হয় তবে আমার নিজের পক্ষ থেকে বলা দরকার যে এটা আমি একটা অপমান বলে গণ্য করি এবং আমি এমন কিছু করিনি যে তা আমার প্রাপ্য হয়।" (হুবহু মার্তভেরই উক্তি)। "যে পরিস্থিতিতে সম্পাদকমণ্ডলীকে পরিবর্তন করা ঠিক হল সেই পরিস্থিতির কথা মনে রেখেই আমি একথা বলছি। কোনো এক প্রকারের 'সংঘর্ষ' *, পুবাতন

* সম্ভবত কমরেড মার্তভ কমবেড পোসাদভস্কি কথিত "অসঙ্গতি"ব উল্লেখ কবছেন। পুনবায বলি, কমরেড পোসাদভস্কি তাতে কি বোঝাতে চেযেছিলেন, তা তিনি কংগ্রেসেব কাছে কখনো ব্যাখ্যা করেন নি। কিন্তু কমবেড মুবাভিযভও ঐ একই কথা ব্যবহাব করেছিলেন, তিনি বলেন যে, কংগ্রেসে আলোচনার মধ্যে নীতিগত যে সব অসঙ্গতি প্রকাশ পায় তিনি তার কথাই বলতে চেয়েছিলেন। পাঠকের মনে থাকাব কথা যে চারজন সম্পাদকই (প্লেখানভ মার্তভ, আক্সেলরদ ও আমি) যাতে যোগ দিয়েছেন, সত্যিসত্যিই নীতিগত এমন আলোচনার একমাত্র যে ঘটনাটি ঘটে, তা নিয়মাবলীর ১ম অনুচ্ছেদ নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে, এবং কমবেড মার্তভ ও স্তারোভাব লিখিতভাবে নালিশ করেছিলেন যে সম্পাদকমণ্ডলী 'পরিবর্তন" করার একটি যুক্তি হল 'সুবিধাবাদের মিথ্যা অভিযোগ"। এই পত্রে কমরেড মার্তভ সুবিধাবাদের সঙ্গে সম্পাদকমণ্ডলী

সম্পাদকমণ্ডলীর অকার্যোপযোগিতার যুক্তিতেই এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল; তদুপরি, এই সংঘর্ষ সম্পর্কে সম্পাদকমণ্ডলীকে কোনো কথা জিজ্ঞেস না করে, এমন কি কাজ চালানো অসম্ভব কিনা সে সম্পর্কে রিপোর্ট দেবার জন্য কোনো কমিশন নিযুক্ত না করেই কংগ্রেস নির্দিষ্ট এক পথ ধরে প্রশ্নটির ওপর সিদ্ধান্ত নেন।…" (আশ্চর্য! সংখ্যা-লঘুদের একজন সদস্যেরও মনে হল না যে "সম্পাদকমণ্ডলীকে প্রশ্ন করা" কিংবা কমিশন নিযুক্ত করার জন্য কংগ্রেসের কাছে প্রস্তাব করা যাক! তার কারণ কি এই নয় যে ইস্ক্রা সংগঠনের মধ্যে ভাঙন এবং কমরেড মার্তভ ও স্তারোভার লিখিত আপোস-আলোচনা ব্যর্থ হবার পর তাতে কোনো লাভ হত না?)…"এই অবস্থায়, এইভাবে সংস্কার করা সম্পাদকমণ্ডলীতে আমি স্থান নিতে রাজী হব এই কথা কিছু কমরেড যে ভেবেছেন সেটিকে আমার রাজনৈতিক সম্মানের ওপর কলঙ্ক বলে আমি গণ্য করি।…"*

পরিবর্তন করার পরিকল্পনার একটি সুস্পষ্ট সম্পর্ক আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু কংগ্রেসে তিনি "কোনো এক প্রকারের সংঘর্ষ" সম্পর্কে অস্পষ্ট ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছুই করেন নি। সুবিধাবাদের মিথ্যা অভিযোগের কথাটা তার আগেই ভুলে যাওয়া হয়েছিল।

* কমরেড মার্তভ আরো বলেছিলেন, "এ রকম একটা ভূমিকায় রিয়াজানভ রাজি হতে পারলেও মার্তভ পারেন না, যে-মার্তভকে আপনারা তার কাজকর্ম থেকে জানেন বলে আমার ধারণা।" যেহেতু এটা কমরেড রিয়াজানভের ওপর একটি ব্যক্তিগত আক্রমণ হয়ে পড়ে তাই কমরেড মার্তভ এ মন্তব্য প্রত্যাহার করেন। কিন্তু কমরেড রিয়াজানভের নামটা যে কংগ্রেসে একটা উপাধি বিশেষের মতো ব্যবহৃত হতে থাকে, তা তাঁর ব্যক্তিগত গুণাগুণের জন্য অবশ্য নয় (তার উল্লেখটা হত অপ্রাসঙ্গিক); তার কারণ বরবা অনুদলটির রাজনৈতিক চেহারা, তার রাজনৈতিক ভ্রান্তিসমূহ। প্রকৃতই হোক বা কল্পিতই হোক, ব্যক্তিগত অপমানসূচক মন্তব্য প্রত্যাহার করে কমরেড মার্তভ ভালোই করেছেন। কিন্তু তা থেকে রাজনৈতিক ভ্রান্তিগুলিকে বিস্মৃত হওয়ার দিকে যেন আমরা না যাই, তা থেকে পার্টির শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। "সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলা"

আমি এই যুক্তিটা পুরোপুরি উদ্ধৃত করেছি একটা উদ্দেশ্যে; **কংগ্রেসের পর** থেকে যে জিনিসটা এমন পল্লবিত হয়ে ফুটে উঠেছে এবং যাকে **কামড়াকামড়ি** ছাড়া আর কোনো নামে অভিহিত করা সম্ভব নয় তার একটি নমুনা ও একটি সূত্রপাতের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় ঘটাতে চেয়েছি। **'ইস্ক্রা' সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে পত্রে** আমি এই শব্দটা ইতিপূর্বেই ব্যবহার করেছি, এবং সম্পাদকমণ্ডলীর বিরক্তি সত্ত্বেও তার পুনরুক্তি করতে আমি বাধ্য কারণ এর সঠিকতা সন্দেহের অতীত। একথা ভাবা ভুল যে 'কামড়া-কামড়ি' একথায় "নীচ অভিসন্ধি" ধরে নেওয়া হয় ('ইস্ক্রা' সম্পাদকেরা এই সিদ্ধান্তেই এসেছেন)। আমাদের নির্বাসিত ও রাজনৈতিক পলাতকদের উপনিবেশগুলির সঙ্গে আদৌ পরিচিত এমন সমস্ত বিপ্লবীই নিশ্চয়ই কামড়াকামড়ির বহু ঘটনা দেখেছেন যে-ক্ষেত্রে স্নায়বিক উত্তেজনার এবং অস্বাভাবিক একঘেয়ে জীবনযাত্রার জন্য চূড়ান্ত রকমের অদ্ভুত সব অভিযোগ, সন্দেহ, আত্মধিক্কার, "ব্যক্তিত্ব বিলাস" প্রভৃতি পেশ করা হয়েছে, তা নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর করা হয়েছে। এই সমস্ত কামড়াকামড়ির **প্রকাশটা যতই নীচ হোক না কেন,** তার পেছনে অপরিহার্য কোনো নীচ অভিসন্ধি খুঁজতে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই যাবেন না। এবং মৎ-উদ্ধৃত মার্তভের বক্তৃতার মধ্যে অবাস্তবতা, ব্যক্তিত্ববিলাস, অদ্ভুত আতঙ্ক, মনের মধ্যে উঁকি মারা, কল্পিত অপমান এবং "নীতিগত বিচারের দিক থেকে অপ্রয়োজনীয় অনৈক্য" সৃষ্টির অভিযোগে বরবা অনুদলটি কংগ্রেসে অভিযুক্ত হয় (কমরেড মার্তভের বক্তৃতা ৩৮ পৃঃ)। এই ধরনের রাজনৈতিক আচরণ সত্যই নিন্দার্হ, তা শুধু পার্টি কংগ্রেসের পূর্বে, সাধারণ বিশৃঙ্খলার অবস্থায় যখন একটি ছোটো অনুদল সে কাজ করে তখনই নয়, পার্টি কংগ্রেসের পরে, বিশৃঙ্খলা যখন দূর করা হয়েছে তখনও যদি কেউ সেকাজ করে তাহলেও তা নিন্দার্হ, হোন্ না কেন তাঁরা এমন-কি 'ইস্ক্রা' সম্পাদকমণ্ডলীর সংখ্যাগুরু এবং 'শ্রমমুক্তি সংস্থার অধিকাংশ।

ও কলঙ্কের ঐ জটটার কারণ হিসেবে কেবলমাত্র "স্নায়বিক উত্তেজনার" উল্লেখই আমরা করতে পারি। জীবনযাত্রার অচলাবস্থায় শ'য়ে শ'য়ে এই ধরনের কামড়াকামড়ির সৃষ্টি হয় এবং রোগটিকে যদি তার আসল নামে চিহ্নিত করার, নির্মমভাবে রোগ নির্ণয় করার এবং আরোগ্যের উপায় খুঁজে নেওয়ার সাহস যদি কোনো রাজনৈতিক পার্টির না থাকে তবে সে পার্টি সম্মানের যোগ্য হবে না।

জটের এই গোছার মধ্যে যদি কোনো নীতি আদৌ আবিষ্কার করা সম্ভব হয় তবে তা থেকে আমাদের অনিবার্যভাবেই এই সিদ্ধান্তের দিকে যেতে হবে যে "নির্বাচনের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্মানের ওপর কলঙ্কের কোন সম্পর্ক নেই", "নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান করার অধিকার কংগ্রেসের যে আছে তা অস্বীকার করা, নিয়মসঙ্গত নিয়োগাদির মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটানো এবং কংগ্রেস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংস্থায় অদল বদল করা"র অর্থ হল প্রসঙ্গটিকে গুলিয়ে ফেলা, এবং "পুরাতনমণ্ডলীর মাত্র একাংশকে নির্বাচিত করার ন্যায্যতা সম্পর্কে কমরেড মার্তভের মতামত থেকে **রাজনৈতিক ধ্যানধারণার চূড়ান্ত বিভ্রান্তিই** প্রকাশ পাচ্ছে" (কংগ্রেসে আমি যা বলেছিলাম ৩৩১ পৃঃ)।

ত্রয়ীর পরিকল্পনাটা কে প্রথম হাজির করেন তা নিয়ে কমরেড মার্তভের "ব্যক্তিগত" মন্তব্যের কথা আমি তুলব না ; পুরাতন সম্পাদক-মণ্ডলীকে না-মঞ্জুর করার তাৎপর্য সম্পর্কে তাঁর 'রাজনৈতিক' সংজ্ঞাটির প্রসঙ্গে যাওয়া যাক ! এই সংজ্ঞানুসারে : ..."কংগ্রেসের শেষার্ধ হতে যে সংগ্রাম চলেছে তার সর্বশেষ ঘটনাটি এখন ঘটল..." (খুবই ঠিক ! এবং কংগ্রেসের এই শেষার্ধটা শুরু হল যখন মার্তভ নিয়মাবলীর ১ম অনুচ্ছেদ প্রসঙ্গে কমরেড আকিমভের শক্ত মুঠিতে গিয়ে পড়লেন) "এটা একটা সর্বজনবিদিত গূঢ় সত্য যে এই সংস্কার সাধনের মধ্যে 'কার্যোপযোগিতার' প্রশ্নটা মূল কথা নয়, কেন্দ্রীয় কমিটির ওপর

প্রভাব বিস্তারটাই মূলকথা…" (প্রথমত এ গূঢ় সত্যটা সবারই জানা যে কার্যোপযোগিতা **এবং** কেন্দ্রীয় কমিটি রচনায় মতভেদ **দুই-ই** ছিল এক্ষেত্রের মূলকথা, কারণ "সংস্কার সাধনের" প্রস্তাবটা এমন এক সময়ে করা হয়েছিল যখন এ নিয়ে পুনরায় মতভেদের আশঙ্কা **ছিল কল্পনারও অতীত** এবং যখন সম্পাদকমণ্ডলীর সপ্তম সদস্য হিসাবে কমরেড পাভলোভিচের নির্বাচনে কমরেড মার্তভ আমাদের সঙ্গেই যোগ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, **দলিলগত** প্রমাণ দিয়ে আমরা আগেই দেখিয়েছি যে বিতর্কের মূল কথাটা ছিল, **কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি** গঠিত হবে, শেষ পর্যন্ত, ব্যাপারটা এসে দাঁড়াল তালিকার তফাতে (গ্লেবভ, ত্রাভিনস্কি, পোপভ, না-কি গ্লেভব, ত্রৎস্কি, পোপভ)। "দেখা গেল, কেন্দ্রীয় কমিটিকে সম্পাদকমণ্ডলীর হাতিয়ারে পরিণত করার কোনো ইচ্ছা সম্পাদকমণ্ডলীর সংখ্যাগুরুদের ছিল না… " (এটি আকিমভের ধুয়াঃ বিনা ব্যতিক্রমে প্রতিটি পার্টি কংগ্রেসেই প্রত্যেক সংখ্যাগুরুরাই তাদের প্রভাব অর্জনের জন্য এমন-ভাবে সংগ্রাম করে থাকেন যাতে পরে সে প্রভাবকে কেন্দ্রীয় সংস্থা-গুলির মধ্যস্থ **সংখ্যাধিক্যের** সাহায্যে **সুসংপৃক্ত** করে তোলা যায়, প্রভাবার্জনের এই প্রশ্নটাকে এখানে **সম্পাদকমণ্ডলীর** 'হাতিয়ার', সম্পাদকমণ্ডলীর **'উপাঙ্গ'** এই ধরনের সুবিধাবাদী কুৎসার স্তরে পাচার করা হয়েছে। 'তল্পীবাহকের' কথাটা স্বয়ং কমরেড মার্তভই তুলেছিলেন কিছু পরে, ৩৩৪ পৃঃ) "……… সেই জন্যই সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা হ্রাস করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল (!!) এবং সেই জন্যই আমি এ রকম একটা সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগ দিতে পারি না…… " ('সেই জন্যই' কথাটাকে আরো একটু নজর করে দেখুন। কেন্দ্রীয় কমিটি সম্পাদকমণ্ডলীর হাতিয়ার কিংবা উপাঙ্গে পরিণত হতে পারত কি ভাবে? পরিষদে যদি সম্পাদকমণ্ডলীর তিনটি ভোট থাকে এবং

তাঁর **অসদ্ব্যবহার** যদি হয় **কেবল** তাহলেই তা সম্ভব। পরিষ্কার ব্যাপার, নয় কি ? সঙ্গে সঙ্গে এটাও কি পরিষ্কার নয় যে তৃতীয় সদস্য-রূপে নির্বাচিত হয়ে কমরেড মার্তভ প্রত্যেকবারই এ রকম অসদ্ব্যব-হারের প্রতিরোধ করতে এবং শুধুমাত্র **তাঁর একার ভোটের জোরেই** পরিষদে সম্পাদকমণ্ডলীর সমস্ত প্রাধান্য বিনষ্ট করে দিতে পারতেন ? সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটা গিয়ে দাঁড়ায় কেন্দ্রীয় কমিটি কোন কোন ব্যক্তিকে নিয়ে রচিত হবে তার মধ্যে এবং মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে হাতিয়াব এবং উপাঙ্গ-সংক্রান্ত কথাটা **মিথ্যা কুৎসা মাত্র**)। ......"পুরাতন সম্পাদকমণ্ডলীর সংখ্যাগুরুদের সঙ্গে আমিও ভেবেছিলাম যে পার্টিতে যে 'অবরোধের অবস্থা' বর্তমান, কংগ্রেস তার অবসান ঘটাবে এবং স্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। আসলে কিন্তু, কয়েকটি অন্যদলের বিরুদ্ধে জরুরি আইন সমেত অবরোধের ঐ অবস্থাটা এখনো চলছে এবং আরো বেশি তীব্র হয়ে উঠেছে। পুরাতন সম্পাদকমণ্ডলী যদি পুরাপুরিই বহাল থাকে কেবলমাত্র তাহলেই আমরা এই অঙ্গীকার দিতে পারি যে নিয়মাবলী মারফত সম্পাদকমণ্ডলীর ওপর যে সব অধিকার ন্যস্ত করা হয়েছে তা পার্টির পরিপন্থীরূপে ব্যবহৃত হবে না.........।"

কমরেড মার্তভ তাঁর যে বক্তৃতায় **'অবরোধ অবস্থার' কুখ্যাত শ্লোগানটি প্রথম পেশ করেন** তার পুরো অনুচ্ছেদটি এখানে দেওয়া হল। এবার আমার জবাবটা পড়ুন :

"....ত্রয়ী ত্রুটির পরিকল্পনার ঘরোয়া চরিত্র সম্পর্কে মার্তভের বিবৃতির ভুল দেখাতে গিয়ে, কমরেড মার্তভ আর একটি বিবৃতির—পুরাতন সম্পাদকমণ্ডলীর অনুমোদন না করার যে ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করি তার রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে বিবৃতির—কথা তোলার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। উল্টে, কমরেড মার্তভের সঙ্গে আমি

পরিপূর্ণ ও অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করি যে সে ব্যবস্থার রাজনৈতিক তাৎপর্য বিপুল—শুধু মার্তভ যা ভেবেছেন সেটি নয়। তিনি বলেন—এটি হল রাশিয়ার কেন্দ্রীয় কমিটির ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য যে সংগ্রাম তারই একটি ঘটনা। আমি মার্তভের চেয়ে আরো এগুতে চাই। পৃথক একটি অনুদল হিসেবে এযাবৎকাল "ইস্ক্রা"র সমগ্র কার্যকলাপই ছিল প্রভাব বিস্তারের সংগ্রাম। কিন্তু এখন এটি আরো কিছু বেশি—অর্থাৎ, এ প্রভাবের সাংগঠনিক সংহতি স াধন, শুধু প্রভাবের জন্য সংগ্রাম নয়। কেন্দ্রীয় কমিটিকে প্রভাবিত করার এই আকাঙ্ক্ষার জন্য তিনি আমাকে দোষারোপ করেছেন, অথচ আমি যে সাংগঠনিক পন্থায় এ প্রভাবকে সংহত করার জন্য চেষ্টা করেছি এবং চেষ্টা করে চলেছি, সেটিকে কিন্তু আমার পক্ষে একটি প্রশংসার কাজ বলেই গণ্য করি। এই ঘটনাটা থেকেই প্রমাণ হয় এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের মতভেদ কত গভীর। এমন-কি মনে হচ্ছে যেন আমরা বুঝি দুই ভিন্ন ভাষায় কথা বলছি। আমাদের সমস্ত কাজ, সমস্ত প্রচেষ্টা যদি প্রভাব বিস্তারের সেই পুরাতন সংগ্রামেই শেষ হয় অথচ তার পূর্ণ সমাধান ও সংহতি না ঘটে, তবে এ কাজকর্ম, এ প্রচেষ্টার অর্থটা কি? হাঁ, কমরেড মার্তভ একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন: যে ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করি সেটি নিঃসন্দেহেই ছিল একটি বৃহৎ রাজনৈতিক পদক্ষেপ। তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে পার্টির ভবিষ্যৎ কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি কর্মধারা বেছে নেওয়া হল। এবং **'পার্টির মধ্যে অবরোধের অবস্থা', 'অনুদল ও ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে জরুরি আইন প্রয়োগ' প্রভৃতি ভয়ঙ্কর কথায় আমার একটুও ভয় হচ্ছে না।** অস্থির ও দুর্বলচিত্ত লোকেদের ক্ষেত্রে আমরা যে একটা 'অবরোধের অবস্থা' সৃষ্টি করলেও করতে

পারি শুধু তাই নয়, করাই উচিত ; বর্তমানে কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত আমাদের সমগ্র পার্টি নিয়মাবলী এবং কেন্দ্রিকতার সমগ্র ব্যবস্থাটা রাজনৈতিক অস্পষ্টতার অসংখ্য উৎসের বিরুদ্ধে 'অবরোধের একটা অবস্থা' ছাড়া আর কি ? অস্পষ্টতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা-গ্রহণে ঠিক ঐ বিশেষ আইনটিই দরকার, তাতে সেটা যদি জরুরি আইনও হয় তা হোক। কংগ্রেসে অবলম্বিত ব্যবস্থাটিতে এই ধরনের আইন ও ব্যবস্থার প্রণয়নের দৃঢ় বনিয়াদ সৃষ্টি করে সঠিকভাবেই রাজনৈতিক মতধারা নির্ণয় করা হয়েছে।"

কংগ্রেসে প্রদত্ত আমার এই সংক্ষিপ্তসারে আমি সেই কথাটি বড় হরফ করে দিয়েছি **যে কথাটি কমরেড মার্তভ তাঁর 'অবরোধের অবস্থা' থেকে বাদ দিয়ে দেওয়াই ভাল মনে করেছেন** (১৬ পৃঃ)। এ কথাটি যে তার মনোমত হয়নি এবং এ কথাটির স্পষ্ট অর্থটি যে তিনি বুঝতে চান নি, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

'ভয়ঙ্কর কথা'র অর্থটা কি, কমরেড মার্তভ ?

তার অর্থ বিদ্রূপ, যাঁরা ছোট জিনিসে বড়ো কথা চাপান, সহজ প্রশ্নকে যাঁরা সাড়ম্বর বাগ্‌বিস্তার দিয়ে গুলিয়ে ফেলেন, তাদের প্রতি বিদ্রূপ। **একমাত্র** যা থেকে কমরেড মার্তভের 'স্নায়বিক উত্তেজনার' কারণ ঘটতে পারত এবং সত্যিই ঘটেছিল সেই ছোট ও সহজ ঘটনাটি হল **শুধু এই—কংগ্রেসে, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত হবে** এই প্রশ্নে তাঁর **পরাজয়**। এই সহজ ঘটনাটির রাজনৈতিক তাৎপর্য হল এই, জয়লাভের পর পার্টি ব্যবস্থাপনার মধ্যেও সংখ্যাধিক্য অর্জন করার মাধ্যমে, দুর্বলচিত্ততা, অস্থিরমতিত্ব, ও অস্পষ্টতা বলে তাদের কাছে যা মনে হয়েছে, নিয়মাবলীর সাহায্যে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি সাংগঠনিক ভিত্তি সৃষ্টি করার মাধ্যমে পার্টি কংগ্রেসের

সংখ্যাগুরুরা তাদের প্রভাব সংহত করেছিলেন।* এই প্রসঙ্গে, দু' চোখে আতঙ্কের ভাব জাগিয়ে "প্রভাব বিস্তারের জন্য সংগ্রামের কথা বলা এবং অবরোধের অবস্থা" সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে নালিশ করার অর্থ **সাড়ম্বর বাগ্‌বিস্তার,** ভয়ঙ্কর কথাবার্তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কমরেড মার্তভ একথা স্বীকার করবেন না? বেশ, তাহলে তিনি এমন একটা পার্টি কংগ্রেসের দৃষ্টান্ত দেখাবেন কি যেখানে (১) কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিতে সংখ্যাধিক্য অর্জন করার মাধ্যমে, (২) দুর্বল চিত্ততা, অস্থিরমতিত্ব ও অস্পষ্টতার প্রতিরোধ করার জন্য ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে সংখ্যাগুরুরা তাঁদের অর্জিত প্রভাব সংহত করার চেষ্টা করেন নি? নয়ত তিনি এটাও কি দেখাবেন যে এ সব বাদ দিয়েও পার্টি কংগ্রেসের কথা সাধারণ ভাবে ধারণা করা সম্ভব?

নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেসকে স্থির করতে হয়েছিল, কেন্দ্রীয় মুখপত্র ও কেন্দ্রীয় কমিটিতে **এক-তৃতীয়াংশ** ভোট কাদের দেওয়া হবে, পার্টি সংখ্যাগুরুদের, না পার্টি সংখ্যালঘুদের? ছয়জনের মণ্ডলী এবং কমরেড মার্তভের তালিকার অর্থ আমাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ এবং মার্তভের অনুগামীদের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ। কেন্দ্রীয় মুখপত্রের জন্য ত্রয়ীমণ্ডল এবং আমাদের তালিকার অর্থ দুই-তৃতীয়াংশ আমাদের এবং এক-তৃতীয়াংশ কমরেড মার্তভের অনুগামীদের জন্য। কমরেড মার্তভ

* 'ইস্ক্রা'-সংখ্যালঘুদের দুর্বলচিত্ততা, অস্থিরমতিত্ব, ও অস্পষ্টতার প্রকাশ কংগ্রেসে কি ভাবে হয়? প্রথমত, নিয়মাবলীর ১ম অনুচ্ছেদ নিয়ে সুবিধাবাদী বাগ্‌বিস্তারের মারফত; দ্বিতীয়ত, কমরেড আকিমভ ও লিবেরের সঙ্গে অধিভুক্তির মারফত কংগ্রেসের শেষার্ধে যা দ্রুত স্পষ্টতর হয়ে ওঠে; তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় মুখপত্রের কর্মকর্তা নির্বাচনের প্রশ্নটাকে ফিলিস্তিনবাদ, অসার শব্দসম্ভার, এমন কি অন্যের আত্মার গভীরে সন্ধানের স্তরে নামিয়ে আনার ঔৎসুক্য মারফত। সুন্দর সুন্দর এই সব গুণ তখন যা ছিল কুঁড়ি, কংগ্রেসের পরে ফুলে-ফলে তা বিকশিত হয়ে উঠল।

এতে রাজিও হলেন না। আপোস-আলোচনাতেও আসতে চাইলেন না। তিনি **লিখিত**ভাবে আমাদের চ্যালেঞ্জ করলেন কংগ্রেসে সংগ্রামের জন্য। কংগ্রেসে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হল। তারপর তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং 'অববোধের অবস্থার' কথা তুলে নালিশ করতে শুরু করলেন! এখন, একে কি কোন্দল বলে না? এইটেই কি বুদ্ধিজীবী তারল্যের নযা আত্মপ্রকাশ নয়?

এই শেষোক্ত গুণটিব এক চমৎকার সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনা সম্প্রতি কার্ল কাউৎস্কি দিয়েছেন, এই প্রসঙ্গে তা স্মরণ না করে পারা যাচ্ছে না। বিভিন্ন দেশের সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলি ইদানীং অনুরূপ পীড়ায প্রায়ই ভুগছেন, এবং অভিজ্ঞতর কমরেডদের কাছ থেকে তার সঠিক রোগ নির্ণয় এবং সঠিক প্রতিষেধ জেনে নিলে খুবই কাজ দেবে। সুতবাং কার্ল কাউৎস্কি কতিপয বুদ্ধিজীবীর যে চরিত্র-নির্ণয করেছেন সেটি আমাদের প্রসঙ্গের পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও আসলে প্রাসঙ্গিক:

"যে সমস্যাটি·········বর্তমানে আমাদের কাছে তীব্র কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে সেটি হল **বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়* ও সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যেকার বিরোধ**। এ বিরোধ আমি স্বীকার করছি দেখে আমার সহযোগীরা সকলেই প্রায় ক্রুদ্ধ হযে উঠেছেন (কাউৎস্কি নিজেও এক-জন বুদ্ধিজীবী, একজন লেখক ও সম্পাদক) কিন্তু এ বিরোধ সত্যই আছে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এ ক্ষেত্রেও ঘটনাকে অস্বীকার করার

* জার্মান Literat ও Literatentum শব্দ দুটির অনুবাদে আমি বুদ্ধিজীবী ও বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায শব্দ দু'টি ব্যবহার করেছি, তাতে শুধু লেখকই বোঝায় না, সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তি, এবং সাধারণ ভাবে সমস্ত ভদ্রজনসুলভ পেশার লোকদেরও ধরা যাচ্ছে; কায়িক শ্রমজীবীদের থেকে তফাত করে ইংরেজেরা যাঁদের বলেন মেধাজীবী (brain workers)।

মধ্য দিয়ে তাকে জয় করার চেষ্টাটা হবে সবচেয়ে নির্বুদ্ধিতাজনক কৌশল। এটি একটি সামাজিক বিরোধ, তার প্রকাশ ব্যক্তির মধ্যে নয়, শ্রেণীর মধ্যে। বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিবিশেষ পুঁজিবাদী ব্যক্তিবিশেষের মতোই সর্বহারাবার শ্রেণী-সংগ্রামে যোগ দিতে পারেন। যখন তা করেন তখন তাঁর চরিত্রের বদল হয়। এই ধরনের একজন বুদ্ধিজীবী তাঁর শ্রেণীর মধ্যে তখনও একটি ব্যতিক্রম হিসেবেই থাকেন, সে ধরনের বুদ্ধিজীবীর কথা আমরা পরবর্তী অংশে প্রধানত বলব না। অন্য উল্লেখ যেখানে না থাকবে সেখানে **বুদ্ধিজীবী এই শব্দটাকে আমি ব্যবহার করব কেবলমাত্র সাধারণ গোছের বুদ্ধিজীবীদের বোঝাবার জন্য—এমন বুদ্ধিজীবী যাঁরা বুর্জোয়া সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন** এবং যাঁরা শ্রেণী হিসেবে বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধিস্থানীয়। সর্বহারার সঙ্গে এই **শ্রেণীর** সম্পর্ক খানিকটা **বিরোধের**।

"এই বিরোধ কিন্তু শ্রম ও পুঁজির মধ্যেকার বিরোধ থেকে পৃথক। বুদ্ধিজীবী পুঁজিবাদী নয়। এ কথা সত্য যে তার জীবন যাত্রার মান বুর্জোয়াসুলভ এবং নিঃস্ব না হওয়া পর্যন্ত তাকে এ মান বজায় রাখতে হবে, কিন্তু একই সময়ে সে তার শ্রমফল এবং প্রায়শই তার শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে বাধ্য, এবং নিজেও প্রায়শই পুঁজিবাদীর কাছ থেকে শোষণ ও সামাজিক অপমান সহ্য করে থাকে। সুতরাং সর্বহারা সম্পর্কে বুদ্ধিজীবীর কোন অর্থনৈতিক বিরোধ নেই কিন্তু তার জীবন-যাত্রার মান এবং মেহনতের অবস্থা সর্বহারাসুলভ নয় এবং তা থেকে মনোবৃত্তি ও ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ বিরোধের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

"সর্বহারা যতক্ষণ পর্যন্ত একজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসেবে থাকছে, ততক্ষণ সে সত্তাহীন। তার শক্তি, তার উন্নতি, তার আশা আকাঙ্ক্ষার

একমাত্র উৎস তার **সংগঠন,** সহযোগীদের সঙ্গে একযোগে তার সুসংবদ্ধ সংগ্রাম। বিপুল ও শক্তিশালী এক সত্তার অঙ্গ হয়ে উঠতে পারলে তবেই সে নিজেও বিপুল ও শক্তিশালী বলে বোধ করে। ঐ সমগ্র সত্তাটাই হল তার পক্ষে প্রধান কথা, তুলনায় ব্যক্তির তাৎপর্যটা নিতান্তই কম। নাম পরিচয়হীন ঐ জনগণের অংশ হিসেবে সর্বহারা সংগ্রাম করে অপূর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে, ব্যক্তিগত সুবিধা বা ব্যক্তিগত গৌরবের আশা না করে ; যে পদেই তাকে নিযুক্ত করা হোক না কেন সে তার কর্তব্য সম্পাদন করে যায় এমন একটা স্বতোপ্রবৃত্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে যা তার সমস্ত ভাবনা অনুভূতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে থাকে।

"বুদ্ধিজীবীর বেলায় জিনিসটা একেবারে আলাদা। তার সংগ্রামটা ক্ষমতার জোরে নয়, যুক্তির জোরে। তার নিজস্ব জ্ঞান, নিজস্ব ক্ষমতা ও নিজস্ব বিশ্বাসই হল তার হাতিয়ার। সে যদি আদৌ কোন পদে উন্নীত হয় তবে তা হবে শুধু তার ব্যক্তিগত গুণাবলীর জন্য। সুতরাং তার ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের অবাধ আত্মপ্রকাশটাই তার কাছে সফল কার্যকলাপের প্রাথমিক শর্ত বলে মনে হবে। সমগ্রের অধীন এক অংশ হতে সম্মত হওয়া তার পক্ষে কঠিন, যদি হয় তাও হবে কেবল প্রয়োজনের তাগিদে, প্রবণতাবশে নয়। শৃঙ্খলার প্রয়োজন সে স্বীকার করে শুধু জনগণের জন্য, সমাজের মুষ্টিমেয় বরপুত্রদের জন্য নয়। এবং অবশ্যই সে নিজেও ঐ বরপুত্রদের একজন বলে মনে করে।......

"......নীৎশের দর্শনে আছে অতিমানবের অর্চনা, এ অতি-মানবের কাছে নিজস্ব ব্যক্তিত্বের পূর্ণতাসাধনই হল সব কথা, এ ব্যক্তিত্বকে কোনো একটা বড়ো সামাজিক লক্ষ্যের অধীনস্থ করা তার কাছে যেমন স্থূল, তেমনি ঘৃণ্য। এইটাই হল বুদ্ধিজীবীর আসল দর্শন ; সর্বহারার শ্রেণী সংগ্রামে অংশ নেবার দিক থেকে এ দর্শন তাকে একেবারেই অনুপযুক্ত করে তোলে।

"নীৎশের সাথে সাথে, বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায়ের দর্শনের বুদ্ধিজীবী মানসিকতার সঙ্গে খুব মেলে এমন দর্শনের সবচেয়ে প্রখ্যাত প্রচারক হলেন ইবসেন। তাঁর ডাঃ স্টকম্যানকে ('এনিমি অব পিপ্‌ল' নামক রচনায়) অনেকে সমাজতন্ত্রী বলে মনে করেন, তা তিনি নন। সর্বহারা আন্দোলনের মধ্যে কাজ করতে শুরু করা মাত্র সর্বহারা আন্দোলনের সঙ্গে তথা সাধারণভাবে জনগণের যে কোনো আন্দোলনের সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে বাধ্য এমন বুদ্ধিজীবীরই তিনি এক প্রতিনিধি। কেননা, সহযোগীদের সংখ্যাধিক অংশের প্রতি সম্মান হল সর্বহারা আন্দোলন তথা সমস্ত গণতান্ত্রিক * আন্দোলনের ভিত্তি। স্টকম্যানি কায়দায় প্রতিনিধিস্থানীয় বুদ্ধিজীবী মনে করেন 'অটুট সংখ্যাধিক্য' হল একটা দানব যাকে উৎখাত করা উচিত।

"………সর্বহারা মানসিকতায় পরিপূর্ণরূপে যিনি অভিষিক্ত হয়েছেন, এবং চমৎকার লেখক হওয়া সত্ত্বেও যিনি বুদ্ধিজীবীর বিশেষ মানসিকতাটুকু বর্জন করেছেন, যিনি সানন্দে এগিয়ে গেছেন সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে, যে পদেই দেওয়া হোক না কেন সেইখানেই কাজ করেছেন, নিজেকে আমাদের মহান্ আদর্শের অধীনস্থ করেছেন একাগ্র চিত্তে, এবং ইবসেন ও নীৎশের শিক্ষায় লালিত বুদ্ধিজীবী সহসা সংখ্যালঘু হয়ে পড়লে ব্যক্তিসত্তা দমনের নামে যে ধরনের ক্লীব-সুলভ হা-হুতাশের (weiches Gewinsel) আশ্রয় নিতে যিনি ঘৃণা

* সংগঠনের সমস্ত প্রশ্নে আমাদের মাতভপন্থীরা যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন তার চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্যসূচক একটি ঘটনা হল এই যে তাঁরা আকিমভ তথা অপাত্রে-পড়া এক গণতন্ত্রের দিকে সরে গেছেন বটে কিন্তু একই সময়ে তাঁরা সম্পাদকমণ্ডলীর গণ-তান্ত্রিক নির্বাচনের কথায় কংগ্রেসে তার নির্বাচনের কথায় চটেও ওঠেন, যদিও এ নির্বাচন ছিল আগে থেকেই সকলের দ্বারা পরিকল্পিত! তাহলে মশায় এইটেই বুঝি আপনাদের নীতি ?

করে এসেছেন। এ রকম এক বুদ্ধিজীবীর আদর্শ দৃষ্টান্ত হলেন লিবনেক্ট—সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে তাঁর প্রয়োজন আছে। আমরা মার্কসের নামও উল্লেখ করতে পারি। তিনি নিজে থেকে কখনোই সামনে দাঁড়াবার চেষ্টা করেননি এবং আন্তর্জাতিকের মধ্যে প্রায়শই সংখ্যালঘুর দলে পড়লেও সেখানে তাঁর পার্টিশৃঙ্খলা ছিল দৃষ্টান্তস্থানীয়।"

পুরনো গোষ্ঠীটা অনুমোদন পেল না কেবল এই অজুহাতে যে মার্তভ ও তাঁর সহযোগীরা যে-পদ গ্রহণে আপত্তি করলেন, সেটি সংখ্যালঘু-হয়ে-পড়া বুদ্ধিজীবীদের ঐ রকম একটা ক্লীবসুলভ হা-হুতাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। 'যুঝনি রাবোচি' ও 'রাবোচেয়ে দিয়েলো' ভেঙে দেওয়ার সময় যাঁরা মার্তভের কাছে আত্ম-পরিজন ছিলেন না, কিন্তু **তাঁর নিজের** অনুদলটি ভেঙে দেওয়ার সময় যাঁরা সহসা তাঁর কাছে সর্বস্ব হয়ে উঠলেন এমন সব বিশেষ বিশেষ অনুদলের বিরুদ্ধে অবরোধের অবস্থা ও জরুরী আইন প্রয়োগের যে নালিশ করতে শুরু করেছেন, সেটাও তাই।

"অটুট সংখ্যাধিক্যের" কথা নিয়ে নালিশ, তিরস্কার, ইঙ্গিত, অভিযোগ, কুৎসা আর বাঁকা কথার যে ক্ষান্তিহীন বর্ষণ মার্তভ শুরু করেন এবং যা এত অবাধে আমাদের পার্টি কংগ্রেসেও চালিয়ে যাওয়া হল † (কংগ্রেসের পরে আরো বেশি হারে) তা আসলে ঐ সংখ্যালঘু-হয়ে-পড়া বুদ্ধিজীবীদের ক্লীবসুলভ হা-হুতাশ মাত্র।

সংখ্যালঘুরা ক্ষিপ্ত অভিযোগ করেছিলেন যে, অটুট সংখ্যাগুরুরা ঘরোয়া সভা করেছেন। তবে সংখ্যালঘুরা ' তাঁদের নিজস্ব ঘরোয়া

---

* কার্ল কাউৎস্কি। 'ফ্রান্‌ৎস্ মেহ্‌রিং' নিউ জাইত, XXII, I, S.10 1-03, 1903 ৪র্থ সংখ্যা।

† 'কংগ্রেসের অনুবিবরণী' ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৪০, ৩৫২ প্রভৃতি পৃষ্ঠা দেখুন।

সভার আয়োজন করেছিলেন তাতে নিমন্ত্রিত প্রতিনিধিরা যোগ দিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং যাঁরা সাগ্রহে যোগ দিতে পারতেন (এগরভ, মাখভ ও ক্রুকেযাবদের দল) কংগ্রেসে তাদেরই সঙ্গে সংগ্রামের পরে আর তাদের নিমন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি—এই অপ্রীতিকর ঘটনাটুকু চেপে যাওয়ার জন্য ওঁদের কিছু বেগ পেতে হয়েছে বৈকি।

'সুবিধাবাদের মিথ্যা অভিযোগ' সম্পর্কে তিক্ত অভিযোগ উঠেছিল। তবে, অটুট সংখ্যালঘুতা যাদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল, পার্টি প্রতিষ্ঠানে গোষ্ঠী মনোবৃত্তি, যুক্তিতর্কে সুবিধাবাদ, পার্টিগত ব্যাপারে ফিলিস্তিনবাদ এবং বুদ্ধিজীবীর অস্থিরতা ও তারল্য যারা দমকে দমকে আঁকড়ে আঁকড়ে ধরেছিল তারা অংশত ঐ 'ইসক্রাবিরোধী' এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসক্রাবিরোধীদের পদাঙ্কানুসারী **ঠিক ঐ সুবিধাবাদীরাই বটেন**। এই অপ্রীতিকর ঘটনাটি চেপে যেতে ওঁদের কিছুটা বেগ পেতে হয়েছে বৈকি।

পরের পরিচ্ছেদে আমরা দেখাব, কংগ্রেসের শেষের দিকে যে একটি অটুট সংখ্যাগরিষ্ঠতা গড়ে উঠল, এই অতি কৌতূহলোদ্দীপক **রাজনৈতিক ঘটনাটির** ব্যাখ্যা কি, এবং কেন সর্ববিধ চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও সংখ্যালঘুরা তাদের **ইতিহাস** এবং তাদের উৎপত্তির **কারণগুলিকে** অমন অতি সতর্কতার সঙ্গে **এড়িয়ে** যাচ্ছেন। কিন্তু তার আগে কংগ্রেস বিতর্কের বিশ্লেষণটা শেষ করে নেওয়া যাক।

কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচনের সময় কমরেড মার্তভ অতিশয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তার প্রধান তিনটি দিককে আমি কখনো কখনো "বোড়ের তিন চাল" বলে অভিহিত করেছি। সেগুলি এই—(১) এক এক করে না নিয়ে তালিকা ধরে প্রার্থীদের ব্যালটে ফেলা, (২) তালিকাগুলি ঘোষণা করার পর দুটি অধিবেশন ছেড়ে দেওয়া

(স্পষ্টতই আলোচনার জন্য); (৩) চূড়ান্ত সংখ্যাধিক্য না হলে দ্বিতীয় ব্যালটটিকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করা। এ প্রস্তাবটি হল অতি-সুচিন্তিত এক কৌশল (শত্রু হলে গুণটুকু উল্লেখ করতেই হয় বৈকি !) কমরেড এগরভ এতে সায় দেন নি (৩৩৭ পৃঃ)। **সাতজন বুন্দিস্ট ও 'রাবোচেয়ে দিয়েলো'-পন্থীরা কংগ্রেস বর্জন করে না গেলে** কিন্তু এর ফলে **অতি অভ্রান্তরূপে** মার্তভের পক্ষে জয় সুনিশ্চিত হয়ে উঠত। এ কৌশলের কারণ এই : ('ইসক্রাপন্থী' সংখ্যাগুরুদের মধ্যে যে রকম "প্রত্যক্ষ বোঝাপড়া" ছিল) সে রকম কোনো প্রত্যক্ষ বোঝাপড়া বুন্দ ও ব্রুকেয়ারের সঙ্গে তো দূরের কথা **এমন-কি এগরভ ও মাখভদের সঙ্গেও** ইসক্রাপন্থী সংখ্যালঘুদের **ছিল না, থাকতেও পারে না।**

লীগ কংগ্রেসে কমরেড মার্তভ অনুযোগ করেন, 'সুবিধাবাদের মিথ্যা অভিযোগটার' অর্থই নাকি এই কথা ধরে নেওয়া যে তাঁর সঙ্গে বুন্দের একটা প্রত্যক্ষ বোঝাপড়া হয়েছে। আমি আবার বলি, এটা তাঁর মনে হয়েছিল শুধু আতঙ্কের বশে; এবং কমরেড এগরভ যে তালিকা ধরে ব্যালট গ্রহণে আপত্তি করেন এই থেকেই **পরিস্ফুটরূপে** এই অতি জরুরি ঘটনাটি প্রমাণিত হচ্ছে যে **এমন কি এগরভের সঙ্গেও কোনো প্রত্যক্ষ বোঝাপড়ার প্রশ্ন থাকতে পারে না।** (কমরেড এগরভ 'তখনো তাঁর নীতি বিসর্জন দেন নি'— গণতান্ত্রিক গ্যারান্টির পরম গুরুত্বের মূল্য নির্ণয়ে তিনি যে জন্য গোল্ডব্লাটের সঙ্গে যোগ দেন, এটা যে সেই নীতি তা বোঝা দরকার) কিন্তু ওঁদের সঙ্গে, মার্তভপন্থীদের সঙ্গে আমাদের যখনই কোনো গুরুতর সংঘাত বাধবে, এবং আকিমভ ও তাঁর বন্ধুবর্গকে **তুলনায় কম মন্দ** জিনিসটিকে নির্বাচিত করতে হবে, তখনই যে মার্তভপন্থীরা তাঁদের সমর্থন সম্পর্কে **নিশ্চিত থাকতে পারবেন** এই অর্থে কমরেড এগরভ ও ব্রুকেয়ার উভয়ের সঙ্গে একটি **কোয়ালিশন** থাকতেই পারে এবং তা ছিল।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই ছিল না এবং এখনো নেই যে কমরেড আকিমভ ও লীবেব কেন্দ্রীয় মুখপত্রের জন্য ছয়ের পক্ষে, এবং কেন্দ্রীয় কমিটিব জন্য মার্তভেব তালিকাব পক্ষেই নিশ্চিত ভোট দিতেন, কাবণ এইটেই তুলনায় কম •ন্দ, 'ইস্‌ক্রা'ব উদ্দেশ্য সাধনেব পক্ষে এইটেই সর্বনিকৃষ্ট পথ (প্রথম অনুচ্ছেদেব ওপব আকিমভেব বক্তৃতা এবং মার্তভ সম্পর্কে তাঁব 'আশা' প্রকাশটি লক্ষ্য করুন)। তালিকা ধবে ব্যালট গ্রহণ, দুটি অধিবেশন বাদ দেওয়া এবং পুনঃ-ব্যালটেব লক্ষ্য প্রত্যক্ষ বোঝাপড়াব অভাব সত্ত্বেও প্রায় এক যান্ত্রিক নিশ্চয়তাব সঙ্গে এই ফলাফলটাকেই হাসিল কবা।

কিন্তু আমাদেব অটুট সংখ্যাগবিষ্ঠতা যতক্ষণ অটুট থাকছে ততক্ষণ কমবেড মার্তভেব এই বাঁকাচোবা তৎপবতা কেবলমাত্র বিলম্ব ঘটাতেই সক্ষম, তাব বেশি কিছু নয়। এবং আমবা যে সে প্রস্তাব বাতিল কববই তাতে সন্দেহ নেই। এই কাবণে সংখ্যালঘুবা এক লিখিত বিবৃতিতে (৩৪১ পৃঃ) তাদেব নালিশ উজাড কবে দেন এবং যে পবিস্থিতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাব দরুন মার্তিনভ ও আকিমভেব দৃষ্টান্ত অনুসবণ কবে ভোট দিতে এবং কেন্দ্রীয় কমিটিব নির্বাচনে অংশ নিতেও আপত্তি কবেন। কংগ্রেসেব পব থেকে, নির্বাচন-কালেব অস্বাভাবিক পবিস্থিতি সম্পর্কে এই ধবনেব নালিশ (অববোধেব অবস্থা ৩১ পৃঃ) নির্বিচাবে শত শত পার্টি আড্ডাব কানে তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ **অস্বাভাবিকতার** লক্ষণটা কি? গোপন ব্যালট?—কংগ্রেসেব বিধিবদ্ধ নির্দেশনায় তা বহুপূর্বেই স্থিব হয়েছিল (৬ অনুচ্ছেদ, অনুবিববণী, ১১ পৃঃ) সুতবাং তাব মধ্যে 'কপটতা' কিংবা 'অন্যায়েব' সন্ধান হাস্যকব। অটুট সংখ্যাগবিষ্ঠতা সৃষ্টিব মধ্যে?—তবলমতি বুদ্ধিজীবীদেব চোখে যেটা 'দানব' তুল্য? নাকি, সেটা এই: কংগ্রেসেব সমস্ত নির্বাচন মান্য কবাব যে শপথ ওঁবা

গ্রহণ করেছিলেন (৩০০ পৃঃ, কংগ্রেস নিয়মাবলীর ১৮ অনুচ্ছেদ) **সেটি লঙ্ঘন করার জন্য** এই শ্রদ্ধেয় বুদ্ধিজীবীদের অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ?

নির্বাচনের দিন কমরেড পপভ তাঁর বক্তৃতায় ঐ আকাঙ্ক্ষার **সূক্ষ্ম** আভাস দিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করেন, "প্রতিনিধিদের অর্ধেকই যেখানে ভোট দিতে অস্বীকার করছেন সেখানে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত হবে—এ বিষয়ে কি ব্যুরো নিঃসন্দেহ ?"* ব্যুরো অবশ্যই জানান যে তাঁরা নিঃসন্দেহ এবং কমরেড আকিমভ ও মার্তিনভের ঘটনাটির দৃষ্টান্ত দেন। কমরেড মার্তভ ব্যুরোর মতে সায় দেন ও ঘোষণা করেন যে কমরেড পপভ ভুল করেছেন, **'কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি ন্যায়সঙ্গতই হবে।'** (৩৪৩ পৃঃ) **পার্টির সমক্ষে তাঁর এই প্রকাশ্য ঘোষণার** সঙ্গে "কংগ্রেস থেকেই সূচিত অর্ধেক পার্টির বিদ্রোহ" সম্পর্কে যে কথা তিনি "অবরোধের অবস্থায়" লিখেছেন (২০ পৃঃ) তার তুলনা করে রাজনৈতিক একনিষ্ঠতার (খুবই স্বাভাবিক একনিষ্ঠতা বটে) যে চেহারা পাওয়া যাচ্ছে তাকে কি বলতে হয় তা এবার পাঠকেরাই ঠিক করুন। কমরেড মার্তভের ওপর কমরেড আকিমভ যে ভরসা রেখেছিলেন, তার কাছে মার্তভের নিজস্ব ক্ষণস্থায়ী শুভবুদ্ধি দাঁড়াতে পারে নি।

'তোমারই জয়-জয়কার' কমরেড আকিমভ !

* * *

কংগ্রেসের **উপসংহার,** নির্বাচনের পরবর্তী উপসংহারটুকুর আপাত-তুচ্ছ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিক থেকে দেখা যাবে,

* ৩৪২ পৃঃ পরিষদের পঞ্চম সদস্য নির্বাচন প্রসঙ্গে কথাটা ওঠে। (মোট ৪৪টি ভোটের মধ্যে) ২৪টি ব্যালটপত্র পেশ করা হয়, তার মধ্যে দুটি ব্যালটপত্র ছিল সাদা।

'অবরোধেব অবস্থা' এই বহুখ্যাত কথাটি, চিরকালের জন্য যে-কথাটি শোকাবহ অথচ হাস্যকর তাৎপর্য লাভ করল—সেটি কত 'ভয়ঙ্কব'। কমরেড মার্তভ বর্তমানে এই শোকাবহ অথচ হাস্যকর 'অবরোধের অবস্থা' নিয়ে মস্ত আস্ফালন চালিয়ে যাচ্ছেন ; গুরুগম্ভীর ভাব করে নিজেকে এবং পাঠকদের বুঝ দিচ্ছেন যেন তাঁর স্বকপোল-কল্পিত এই জুজুটির অর্থ হল "সংখ্যালঘুদের" ওপর সংখ্যাগুরুদেব এক ধরনের অস্বাভাবিক নিগ্রহ, তাডনা ও অত্যাচার। কংগ্রেসেব **পরে** অবস্থা কি দাঁড়িয়েছিল তা আমরা পবে দেখাব। এখন এমন-কি কংগ্রেস উপসংহাবটুকু লক্ষ্য কবলেও দেখা যাবে যে যাদেব কল্পনা করা হয়েছিল অত্যাচারিত, অবমানিত ও যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ বলে, নির্বাচনেব পরে সেই সব বেচারা মার্তভপন্থীদের ওপর নিপীড়ন করা তো দূরের কথা 'অনুবিবরণী কমিশনের' **তিনটি আসনের মধ্যে দুইটি আসনই** তাঁদের অটুট সংখ্যাগুরুরা দিতে চান **যেচে** (লিয়াদভ যাবক্ষত) (৩৫৪ পৃঃ)। রণকৌশল এবং অন্যান্য প্রশ্নের উপর প্রস্তাবগুলিও ধরা যাক (৩৫৪ ও পরবর্তী পৃঃ)। তাতেও দেখা যাবে, প্রস্তাবগুলি কেবল তাদের বাস্তব গুণাগুণের ওপর একমাত্র কাজ চালানোব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা আরম্ভ হয়, এবং প্রস্তাব-স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে কখনো কখনো যেমন ছিলেন দানবীয় অটুট সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতিনিধিরা, তেমনি ছিলেন "নিগৃহীত ও অপমানিত" সংখ্যালঘুদের অনুগামীরা ('অনুবিববণী,' ৩৫৫, ৩৫৭, ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৬৭ পৃঃ)। ব্যাপারটা অনেকটা 'কাজ কেড়ে নেওয়া' ও 'নিপীড়ন করার' মতোই দেখাচ্ছে, নয় কি ?

প্রস্তাবের বাস্তব গুণাগুণ বিচার করে যে সব প্রশ্নের ওপর আলোচনা হয় তার মধ্যে একমাত্র কৌতূহলোদ্দীপক কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নিতান্ত সংক্ষিপ্ত বিতর্কটি হয় উদারনৈতিকদের সম্পর্কে কমরেড

স্তারোভারের প্রস্তাব নিয়ে। এ প্রস্তাবের পক্ষভুক্ত স্বাক্ষর থেকে দেখা যাবে (৩৫৭, ৩৫৮ পৃঃ) যে, প্রস্তাবটি কংগ্রেসে গৃহীত হয় কারণ 'সংখ্যাগুরু' সমর্থকদের তিনজন (ব্রাউন, অরলভ, অসিপভ [২০]) এই প্রস্তাব এবং প্লেখানভের প্রস্তাবের মধ্যে কোনো আপোসহীন বিরোধ দেখতে না পেয়ে **এটার পক্ষেও** ভোট দেন, প্লেখানভের পক্ষেও ভোট দেন। প্রথম দৃষ্টিতে কোনো আপোসহীন বিরোধ চোখে পড়ে না, কারণ প্লেখানভের প্রস্তাবে একটি সাধারণ নীতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, **রুশিয়ায় বুর্জোয়া উদারনৈতিকতা** সম্পর্কে নীতি ও কৌশল উভয়-ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়া হয়েছে ; এবং অন্য দিকে, **কোন কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে** "উদারনৈতিক অথবা উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক অংশগুলির সঙ্গে" **সাময়িক বোঝাপড়া অনুমোদন করা চলবে** তাই নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করেছেন স্তারোভার। প্রস্তাব দুটির বিষয়বস্তু পৃথক বটে। কিন্তু স্তারোভারের প্রস্তাবের মধ্যে **রাজনৈতিক অস্পষ্টতার** দোষ রয়েছে, তাই তা অগভীর ও অকিঞ্চিৎকর। **রুশ উদার-রাজনৈতিকতার শ্রেণীসত্তা** এতে **নির্দিষ্ট হয়নি**, কি কি **নির্দিষ্ট** রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি মারফত তার আত্মপ্রকাশ ঘটছে, তা এতে সূচিত হয়নি, এই সব নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে সর্বহারাদের তত্ত্বগত প্রচার ও আন্দোলনের **গুরুত্বপূর্ণ** কর্তব্যের কথা এতে বলা হয় নি, (অস্পষ্টতা দোষ বশে) ছাত্র আন্দোলন এবং অস্‌ভবজ্‌দেনি [২১] এই দুই বিভিন্ন জিনিস এতে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। সাময়িক বোঝাপড়া অনুমোদনের নির্দিষ্ট শর্ত হিসাবে তাতে তিনটি অনুশাসন দেওয়া হয়েছে,— দেওয়া হয়েছে অত্যন্ত অদূরদর্শীভাবে অনুশাসনসর্বস্ব পুরোহিতদের মত। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মত রাজনৈতিক অস্পষ্টতা পরিণতি লাভ করেছে অনুশাসনসর্বস্বতায়। সাধারণ একটি নীতির অভাব অথচ 'শর্ত'

তালিকাবদ্ধ কবাব প্রচেষ্টা—এব ফল হয় অকিঞ্চিৎকবতা এবং, সত্যকথা বলতে গেলে, এই সব শর্ত **ভুলভাবে** নির্ধাবণ। স্তাবোভাবেব শর্ত তিনটি পরীক্ষা কবা যাক : (১) "উদাবনৈতিক অথবা উদাবনৈতিক-গণ-তান্ত্রিক অংশগুলিকে" সুস্পষ্টরূপে অ দ্ব্যর্থবাচকভাবে ঘোষণা কবতে হবে যে "স্বৈবাচাবী শাসকদেব বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাবা সুদৃঢ়রূপে রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটদেব পক্ষে থাকবেন।" উদাবনৈতিক ও উদাবনৈতিক-গণতান্ত্রিক অংশদেব মধ্যে তফাৎটা কি? প্রস্তাবে এমন কিছু নেই যাতে এ প্রশ্নেব জবাব মেলে। সেটা কি এই যে বুর্জোয়াদেব মধ্যেকাব যে অংশগুলি বাজনীতিগতভাবে সবচেয়ে কম প্রগতিশীল, উদাবনৈতিক অংশটা তাদেবই মুখপাত্র? এবং বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোযাদেব মধ্যে যাবা তুলনায় বেশি প্রগতিশীল, উদাব-নৈতিক-গণতান্ত্রিক অংশটা তাদেবই মুখপাত্র? তাই যদি হয় তবে বুর্জোযাদেব যে অংশগুলি সবচেয়ে কম প্রগতিশীল (কম হলেও প্রগতিশীল নিশ্চযই, নইলে উদাবনৈতিকতাব কোন কথাই উঠত না)। তাবা "সুদৃঢ়রূপে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদেব পক্ষে" থাকতে পাবেন একথা কমবেড স্তাবোভাব কি সত্যি সত্যিই ভাবতে পেবেছেন? এটি অবাস্তব এবং এ বকম কোনো অংশেব মুখপাত্রেবা যদি ঐ বকম **"অ-দ্ব্যর্থবাচক ভাবে সুস্পষ্টরূপে ঘোষণাও করেন"** (একেবাবেই অসম্ভব এক কল্পনা) তাহলেও তাদেব সে ঘোষণাটিকে **বিশ্বাস না করাই হবে** আমাদেব সর্বহাবা পার্টিব **কর্তব্য**। উদাবনৈতিক হওযা এবং সুদৃঢ়রূপে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদেব পক্ষে থাকা— এব একটি হলে অন্যটি হতেই পাবে না।

তাছাড়া, ধবা যাক এমন হল যে "উদাবনৈতিক ও উদাবনৈতিক গণতান্ত্রিক অংশগুলি" সুস্পষ্টরূপে এবং অদ্ব্যর্থবাচকভাবে ঘোষণা কবল যে স্বৈবতন্ত্রেব বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাবা সুদৃঢ়রূপে সোশ্যালিস্ট

রেভলুশনারিদের পক্ষে থাকবে। কমরেড স্তারোভারের কল্পনার চাইতে এ কথা ধরে নেওয়া অনেক কম অসম্ভব (কারণ সোশ্যালিস্ট রেভলুশনারী ঝোঁকটির চরিত্র হল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক)। স্তারোভারের প্রস্তাবের অস্পষ্টতা ও অনুশাসন-সর্বস্বতার দরুন **এ ক্ষেত্রে** তার মানে দাঁড়াবে এই যে, এই ধরনের উদারনৈতিকদের সঙ্গে **সাময়িক বোঝাপড়া অনুমোদন করা যাবে না**। অথচ স্তারোভার প্রস্তাবের ফলে উদ্ভূত এই অনিবার্য সিদ্ধান্তটি হবে **একেবারে মিথ্যা**। সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারিদের সঙ্গে (এ সম্পর্কে কংগ্রেস প্রস্তাব দেখুন), **সুতরাং** তাদের পক্ষভুক্ত উদারনৈতিকদের সঙ্গে সাময়িক বোঝাপড়া অনুমোদনযোগ্য।

দ্বিতীয় শর্তঃ এই সমস্ত অংশ যদি "তাদের প্রোগ্রামে এমন দাবি পেশ না করেন যা শ্রমিকশ্রেণী এবং সাধারণভাবে গণতন্ত্রের স্বার্থের পরিপন্থী, অথবা যাতে তাদের চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।" এখানেও সেই একই ভুল। তাঁদের নিজেদের প্রোগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী এবং তার (সর্বহারার) চেতনাকে আবিল করার মতো দাবি পেশ করেননি এমন ধারা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক অংশ কখনো ছিল না, থাকতেও পারে না। সোশ্যালিস্ট রেভলুশনারিরা হলেন আমাদের উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক ঝোঁকের সবচেয়ে গণতান্ত্রিক অংশ। এমন কি তাঁদের কর্মসূচীতেও (উদারনৈতিক সমস্ত প্রোগ্রামের মতো সেটিও একটি এলোমেলো প্রোগ্রাম) এমন দাবি আছে যা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী এবং তাদের চেতনাকে আবিল করে দেয়। এ ঘটনা থেকে সিদ্ধান্ত টানতে হয় এই : 'বুর্জোয়া মুক্তি আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা ও অপ্রতুলতা উদ্ঘাটিত করে দেখানোটাই' **জরুরি** ; সিদ্ধান্ত এ নয় যে সাময়িক বোঝাপড়া অনুমোদন করা যায় না।

পরিশেষে, কমরেড স্তারোভারের তৃতীয় "শর্তটি" (সর্বজনীন,

সমান, গোপন এবং প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারকে সংগ্রামের ধ্বনি হিসেবে উদারনৈতিকদের গ্রহণ করতে হবে) যে সাধারণ আকারে উপস্থিত করা হয়েছে তা **ভুল**। শর্তসাপেক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি শাসনতন্ত্র, সাধারণভাবে একটি "বিকলাঙ্গ" শাসনতন্ত্রের দাবি, যাঁরা ধ্বনি হিসেবে উপস্থিত করছেন এমন উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক অংশগুলির সঙ্গে কোনো ক্ষেত্রেই কোনো সাময়িক ও আংশিক বোঝাপড়ায় আসা চলবে না একথা ঘোষণা করা হবে **অবিবেচনার কাজ**। বস্তুত, অস্‌ভবঝ্‌দেনি "ঝোঁকটি" এই কোঠায় পড়ে। কিন্তু এমন-কি সবচেয়ে ভয়কাতুরে উদারনৈতিকদের ক্ষেত্রেও কোনো "সাময়িক বোঝাপড়া" নিষিদ্ধ করে আগে থাকতেই আমাদের হাত বেঁধে দেওয়া হবে রাজনৈতিক দৃষ্টিক্ষীণতার লক্ষণ, মার্কসবাদের সঙ্গে তা সামঞ্জস্যহীন।

সংক্ষেপে সমগ্র বিষয়টা দাঁড়ায় এই: কমরেড স্তারোভারের প্রস্তাবটিতে কমরেড মার্তভ ও আকসেলরদও তাদের স্বাক্ষর যোগ করেছেন, কিন্তু প্রস্তাবটি **ভুল**, তৃতীয় কংগ্রেসে সেটিকে বাতিল করলে বুদ্ধির কাজ হত। এ প্রস্তাবের তত্ত্বগত ও কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে রাজনৈতিক অস্পষ্টতা প্রকট। কাজ চালাবার যে সব "শর্ত" এতে ধরা হয়েছে তা ফতোয়া-সর্বস্বতায় পীড়িত। এতে **দুটি ভিন্ন প্রশ্ন গুলিয়ে ফেলা হয়েছে: (১) সকল প্রকার** উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক ঝোঁকের "বিপ্লব বিরোধী ও সর্বহারা বিরোধী" দিকগুলির উদ্ঘাটন এবং এই সব দিকের বিরুদ্ধে **সংগ্রামের** প্রয়োজনীয়তা এবং (২) এই সব ঝোঁকের যে কোনোটার সঙ্গে সাময়িক ও আংশিক **বোঝাপড়ার** শর্ত। যা উচিত এতে তা দেওয়া নেই (উদারনীতিবাদের শ্রেণী-সার) এবং যা উচিত নয় এতে তাই দেওয়া হয়েছে ('শর্তাদির' ফতোয়া)। পার্টি কংগ্রেস থেকে কোনো সাময়িক বোঝাপড়ার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ শর্তের তালিকা প্রণয়ন, তাও যখন এ সম্ভাবিত বোঝাপড়ার প্রত্যক্ষ

অংশীদার অন্য পক্ষটি কে জানা নেই—এটা সাধারণভাবে অবাস্তব। এমন-কি অন্য পক্ষটি কে তা জানা থাকলেও, সাময়িক বোঝাপড়ার শর্ত নির্ধারণের কাজটা পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির হাতে ছেড়ে দেওয়াই হবে শতগুণ যুক্তিযুক্ত। সোশ্যালিস্ট রেভলুশনারি "ঝোঁকটির" প্রসঙ্গে কংগ্রেস তাই করেছিল (কমরেড আক্‌সেলরদের প্রস্তাবের শেষে প্লেখানভের সংশোধনী দ্রষ্টব্য—অনুবিবরণী ৩৬২ ও ১৫ পৃঃ)

প্লেখানভের প্রস্তাব সম্পর্কে "সংখ্যালঘুদের" আপত্তিটা দেখা যাক। কমরেড মার্তভের একমাত্র যুক্তি হল: "জনৈক লেখকের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিতে হবে, এই অকিঞ্চিৎকর সিদ্ধান্তে" প্লেখানভের প্রস্তাব "শেষ হয়েছে। এটা কি সেই মশা মারতে কামান দাগার মত হল না?" (৩৫৮ পৃঃ)। "অকিঞ্চিৎকর সিদ্ধান্ত"—এক একটি তুখোড় মন্তব্যে আপন শূন্যগর্ভতাকে চাপা-দেওয়া এই যুক্তিটি হল সাড়ম্বর বাক্‌বিলাসের নতুন একটি নিদর্শন। প্রথমত, "বুর্জোয়া মুক্তি আন্দোলনগুলির সীমাবদ্ধতা ও অপ্রতুলতা যেখানেই আত্মপ্রকাশ করুক, সর্বহারাদের কাছে তা উদ্ঘাটিত করে দেখানোর" কথাই প্লেখানভের প্রস্তাবে বলা হয়েছে। সুতরাং, সমস্ত মনোযোগ দিতে হবে শুধু স্ত্রুভের ওপর, শুধু একজন উদারনৈতিকের ওপর,"—মার্তভের এই বিবরণ (লীগ কংগ্রেস, অনুবিবরণী ৮৮ পৃঃ) হল একেবারেই আজগুবি। দ্বিতীয়ত, রুশ উদারনৈতিকদের সঙ্গে সাময়িক বোঝাপড়ার সম্ভাবনাটাই যখন বিচার্য, তখন মিঃ স্ত্রুভকে একটি 'মশার' সঙ্গে তুলনা করার অর্থ তুখোড় একটি শব্দের লোভে প্রাথমিক রাজনৈতিক সত্যটাকেই বিসর্জন দেওয়া। না মশা নন, মিঃ স্ত্রুভ হলেন একটি রাজনৈতিক সত্তা; সেটা ব্যক্তিগতভাবে তিনি এক বৃহৎ ব্যক্তি বলে নয়; রুশ উদারনীতিবাদ—যে উদারনীতিবাদটা আদৌ কিছুটা কার্যকরী ও সংগঠিত,—বেআইনী

দুনিযাব অভ্যন্তবে সেই উদাবনীতিবাদেব একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে তাঁব পদটাব জন্য। তাই যদি কেউ বাশিযান উদাবনৈতিকদেব নিযে এবং তাদেব প্রতি আমাদেব পার্টিব কি মনোভাব হওযা উচিত তা নিয়ে কথা বলেন অথচ মিঃ স্ত্রুভ ও অস্‌ভবজ্‌দেনি'ব কথাটি বিস্মৃত হন তবে বলতে হয সেটা তাঁব কথাব কথা মাত্র। যদি বলেন তা না, তাহলে কমবেড মার্তভ দয়া কবে **অন্তত আর একটাও** উদাবনৈতিক অথবা উদাবনৈতিক-গণতান্ত্রিক ঝোঁকেব উল্লেখ কববেন কি, যাব সঙ্গে বর্তমানে অস্‌ভবজ্‌দেনি ঝোঁকটিব স্বল্পতম তুলনাও সম্ভব? দেখা যাক, তিনি কি কবেন।*

*লীগ কংগ্রেসে কমবেড মাতভ প্লেখানভেব প্রস্তাবেব বিরুদ্ধে এই যুক্তিটাও দেন: 'এ প্রস্তাবেব বিরুদ্ধে পধান আপত্তি এব প্রধান ত্রুটিটাই হল এই—স্বৈবতন্ত্রেব বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদাবনৈতিক-গণতান্ত্রিক অংশগুলিব সঙ্গে মৈত্রীব প্রশ্ন এড়িযে না যাওযাই যে আমাদেব কতব্য প্রস্তাবে তা পুবোপুবি উপেক্ষিত হযেছে। কমবেড লেনিন হযত এ দৃষ্টিভঙ্গিকে মার্তিনভ-দৃষ্টিভঙ্গি বলবেন। নতুন ইস্‌ক্রায এ দৃষ্টিভঙ্গি ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেতে শুরু কবেছে। (৮৮ পৃঃ)

একটি অনুচ্ছেদে এতগুলি 'বত্নেব' দৃষ্টান্ত সত্যিই বিবল। (১) উদাবনৈতিকদেব সঙ্গে মৈত্রীব কথাটা একেবাবেই জগাখিচুডি। মৈত্রীব কথা কেউই তোলেনি, কমবেড মার্তভ কথা যা হযেছিল তা শুধু সামযিক ও আংশিক বোঝাপডাব। সেটা একেবাবেই অন্য জিনিস। (২) প্লেখানভেব পস্তাবে যদি ঐ অবিশ্বাস্য "মৈত্রীটা' উপেক্ষিত হযে থাকে এবং সাধাবণভাবে 'সমর্থনেব' কথাই বলা হযে থাকে তবে সেটা দোষ নয, গুণই বটে। ( ) কমবেড মাতভ কি কষ্ট কবে বুঝিযে দেবেন মার্তিনভ প্রবণতাব" সাধারণ বৈশিষ্ট্য কি? এই প্রবণতা এব সুবিধাবাদেব সঙ্গে সম্পর্ক কি তা কি তিনি বলবেন না? নিযমাবলীব ১ম অনুচ্ছেদ পর্যন্ত তিনি কি এ প্রবণতাগুলিব হেতুসন্ধানে যাবেন না? (৪) "নতুন' ইস্‌ক্রাব মার্তিনভ পবণতাগুলি' কি কবে আত্মপ্রকাশ কবেছে তা শোনাব জন্য আমাব তব সইছে না। একটু তাডাতাডি কমবেড মার্তভ ধৈর্য ধবে বসে থাকাব অসহ্য জ্বালা থেকে আমায বাঁচান!

মার্তভকে সমর্থন করে কমরেড কোস্ত্রভ বলেছিলেন, "শ্রমিকদের কাছে স্ত্রুভের নামের কোন অর্থই নেই।" এ যুক্তিটা হল একেবারে আকিমভের কায়দায়—আশা করি কমরেড কোস্ত্রভ ও কমরেড মার্তভ অপরাধ নেবেন না। এ ঠিক সেই সর্বহারাকে কর্মকারকরূপে ব্যবহার করার যুক্তিটার মতো। [২২]

(প্লেখানভের প্রস্তাবে মিঃ স্ত্রুভের নামের পাশে উল্লিখিত অস্‌ভবজ্‌দেনি'র নামের মতো) "স্ত্রুভের নাম কোন্ কোন্ শ্রমিকদের কাছে অর্থহীন?" তাদের কাছেই কিছু বোঝায় না যারা রাশিয়ার "উদারনৈতিক এবং উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক ঝোঁকের" সঙ্গে অতি অল্প পরিচিত অথবা আদৌ পরিচিত নয়। তা হলে জিজ্ঞাস্য, এই রকমের শ্রমিকদের সম্পর্কে পার্টি কংগ্রেসের মনোভাব কি হবে? পার্টি সদস্যদের কি এই নির্দেশ দেওয়া হবে যে রাশিয়ার একমাত্র সুনির্দিষ্ট যে উদারনৈতিক ঝোঁকটি রয়েছে তার সম্পর্কে শ্রমিকদের কাছে বলা হোক? নাকি, রাজনীতির সঙ্গে অল্প পরিচয়ের ফলে শ্রমিকেরা যে নামটি অল্পই চেনেন তার **উল্লেখ থেকেই বিরত থাকতে হবে?** কমরেড কোস্ত্রভ মার্তভকে অনুসরণ করে এক পা এগিয়েছেন আরো এক পা। যদি তিনি এগুতে না চান তবে তিনি প্রথম কথাটাতেই সায় দেবেন। এবং তাতে সায় দিলেই তিনি দেখবেন, তাঁর যুক্তিটা ছিল কতখানি ভিত্তিহীন। **অন্তত এইটুকু নিশ্চিত** যে স্তারোভার প্রস্তাবের "উদারনৈতিক ও উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক শব্দগুলি থেকে শ্রমিকেরা যা বুঝবেন, প্লেখানভের প্রস্তাবে উল্লিখিত "স্ত্রুভ" ও "অস্‌ভবজ্‌দেনি" এ শব্দ দুটি থেকে তার চেয়ে অনেকখানি বেশি **বোঝাই সম্ভব।**

উদারনৈতিক আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রবণতাগুলির মধ্যে যা আদৌ কিছুটা অকপট, রুশশ্রমিকদের পক্ষে তার কার্যকরী পরিচয়-

লাভ বর্তমানে অসভবজ্‌দেনি মারফত ছাড়া সম্ভব নয়। আইনসঙ্গত উদারনৈতিক সাহিত্য সেদিক দিয়ে অনুপযুক্ত, কারণ সে সাহিত্য নিতান্তই অপবিস্ফুট। এবং আমাদের সমালোচনার অস্ত্র তাই অসভবজ্‌দেনির অনুগামীদের বিরুদ্ধে যথাসম্ভব অধ্যবসায়ের সঙ্গে (এবং যথাসম্ভব ব্যাপকতম শ্রমিক জনগণের মধ্যে) এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যাতে ভবিষ্যৎ বিপ্লবের কালে রুশ সর্বহারার সমালোচনার সাচ্চা হাতিয়ারটাকে ব্যবহার করে বিপ্লবের গণতান্ত্রিক চরিত্র খর্ব করার জন্য অস্‌ভবজ্‌দেনি ভদ্র সম্প্রদায়ের অনিবার্য প্রচেষ্টাকে বিকল করে দিতে পারে।

বিরোধিতামূলক এবং বিপ্লবী আন্দোলনগুলির প্রতি আমাদের "সমর্থনে" কমরেড এগরভের পূর্বকথিত "বিহ্বলতা" ছাড়া প্রস্তাবগুলির ওপর বিতর্কে আগ্রহ জাগাবার মতো আর কিছু ছিল না। আসলে বলতে গেলে কোনো বিতর্কই প্রায় হয়নি।

কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি সকল পার্টি সঙ্ঘের পক্ষেই বাধ্যতামূলক —সভাপতি সংক্ষেপে এই কথা আবার মনে করিয়ে দেবার পর কংগ্রেস সমাপ্ত হল।

[চ] কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সংগ্রামের সাধারণ চিত্র। পার্টির বিপ্লবী অংশ ও সুবিধাবাদী অংশ

কংগ্রেস বিতর্ক ও ভোটাভুটির বিশ্লেষণ শেষ করার পর এখন আমাদের সাধারণ উপসংহার টানবার পালা। কংগ্রেসের **সমগ্র**

মালমশলার ভিত্তিতে আমাদের যে প্রশ্নটির জবাব দিতে হবে তা এই: অংশ নির্বাচনের মধ্যে যে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুদের আমরা চূড়ান্তরূপে গড়ে উঠতে দেখলাম এবং কিছুকালের জন্য যা আমাদের পার্টির ভেতরকার সর্বপ্রধান ভাগাভাগিতে পর্যবসিত হতে বাধ্য, তা গড়ে উঠল কোন্ কোন্ অংশ, চক্র ও মতাবলম্বীদের নিয়ে? (এ জবাব দিতে হলে) প্রয়োজন নীতি, তত্ত্ব ও রণকৌশল সম্পর্কে যত প্রকার বিভিন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে, তার সমস্ত মালমশলা থেকে সাধারণ উপসংহার টানা। কংগ্রেসের অনুবিবরণীতে এ মালমশলার উপকরণ অতি প্রচুর। সাধারণ একটি "সংক্ষিপ্ত সংকলন" ছাড়া, সমগ্রভাবে কংগ্রেসের এবং ভোটাভুটির সময়কার প্রধান প্রধান জোটগুলির একটি সাধারণ চিত্র ছাড়া, এ উপকবণ কিন্তু খুবই এলোমেলো, খুবই অগোছালো; ফলে প্রথম দৃষ্টিতে, এবং বিশেষ করে যিনি কংগ্রেসের অনুবিবরণীর স্বাধীন ও পরিপূর্ণ **পর্যালোচনার** জন্য কষ্ট স্বীকার করবেন না (অতটা কষ্ট ক'জন পাঠকই বা করেছেন?), তাঁর কাছে কতকগুলি দল-বাঁধাবাঁধির ঘটনা নেহাত আকস্মিক বলে মনে হতে পারে।

ইংরেজদের পার্লামেণ্টারি রিপোর্টে আমরা প্রায়ই একটা বৈশিষ্ট্য-সূচক শব্দ পাই—"ডিভিশন" (ভাগাভাগি)। কোনো একটা প্রশ্নের ওপর ভোট নেওয়া হলে বলা হয়, অমুক অমুক সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুতে সভা 'ডিভিশন' হয়ে গেল। কংগ্রেসে আলোচিত বিভিন্ন প্রশ্নের ওপর আমাদের সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক সভাটিতে যে যে 'ডিভিশন হল' তা থেকে পার্টির ভেতরকার সংগ্রাম, তার নানা ঝোঁক, মতামত ও চক্রের এমন একটা চিত্র পাওয়া যায় **পরিপূর্ণতায় ও যাথার্থ্যে যা একক এবং অমূল্য**। ছবিটিকে সুনির্দিষ্ট আকারে পেশ করার উদ্দেশ্যে, এলোমেলো, অগোছালো, বিচ্ছিন্ন নানা তথ্য ও ঘটনার স্তূপের

বদলে একটি সত্যকার **ছবি** দেবার জন্য, পৃথক পৃথক ভোট নিয়ে (কে কার পক্ষে ভোট দিয়েছিল, কে কাকে সমর্থন করেছিল ?) ক্লান্তিহীন ও অর্থহীন বিতর্কের অবসান ঘটানোর জন্য আমি ঠিক করেছি—কংগ্রেসে **মৌলিক ধরনের** যত ভাগাভাগি হয়েছে তার **সব কটিকে একটি নকশার মাধ্যমে** এঁকে দেখাবার চেষ্টা করব। বহু লোকের কাছেই হয়ত ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকবে কিন্তু সত্যসত্যই যথাসম্ভব পরিপূর্ণ ও যথার্থরূপে সাধারণ প্রকৃতি নির্ধারণ ও সংক্ষিপ্ত সংকলন প্রদানের এ ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। বিশেষ কোনো এক প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো এক প্রতিনিধি ভোট দিয়েছিলেন কিনা তা নাম-ডাকা ভোটের ক্ষেত্রে একেবারে ঠিক ঠিক করে বলে দেওয়া যায়। নাম ডাকা ভোট নেওয়া হয়নি এমন গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি ক্ষেত্রেও অতি উচ্চমাত্রার সম্ভবপরতার সঙ্গে, সত্যের যথেষ্ট নিকটবর্তীরূপে তা অনুবিবরণী থেকে স্থির করা যায়। **সমস্ত** নাম-ডাকা ভোট এবং কিছুটা গুরুত্ব আছে (বিতর্কের পরিপূর্ণতা ও উত্তাপ থেকে তা আন্দাজ করা যেতে পারে) এমন প্রশ্নের ওপর নেওয়া অন্যান্য সমস্ত ভোটের হিসাব যদি আমরা করি তা হলে আভ্যন্তরীন পার্টি সংগ্রামের যে ছবিটি পাওয়া যাবে তা হবে যথাসাধ্য বিষয়ানুগ,—যে মালমশলা আমাদের হাতে আছে, তাতে যতখানি বিষয়ানুগ হওয়া সম্ভব ততখানি। তা থেকে আমরা ফোটোগ্রাফ অর্থাৎ আলাদা আলাদা ভাবে প্রত্যেকটি ভোটের প্রতিকৃতির বদলে দেবার চেষ্টা করব একটা চিত্র, অর্থাৎ তুলনায় অকিঞ্চিৎকর যে সব ব্যতিক্রম ও বিভিন্নতার আমদানি করলে শুধু বিভ্রান্তিই বাড়বে তা বাদ দিয়ে সমস্ত প্রধান প্রধান **ধরনের** ভোটাভুটিই এতে থাকবে।

তা ছাড়া দরকার পড়লে যে কোনো সময়েই যে কেউ অনুবিবরণীর সাহায্যে আমাদের চিত্রের প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি যাচাই করে দেখতে

পারবেন এবং ইচ্ছে করলে কোনো বিশেষ ভোটাভুটির হিসাব জুড়ে নিতে পারবেন; সংক্ষেপে সমালোচনাও করতে পারবেন, তবু যুক্তি, সন্দেহ ও বিচ্ছিন্ন ঘটনার উল্লেখ মারফত তা নয়, এইসব মাল মশলার ভিত্তিতে **পৃথকতর এক চিত্র এঁকে।**

ভোটাভুটিতে অংশ নিয়েছেন এমন সমস্ত প্রতিনিধিদের নকশায় চিহ্নিত করতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের রেখাবিন্যাসের সাহায্যে চারটি প্রধান অনুদলকে বোঝানো হবে। কংগ্রেস বিতর্কের মধ্য দিয়ে এ অনুদলগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় আগেই পাওয়া গিয়েছে, যথা :- - (১) সংখ্যাগুরু ইস্ক্রাপন্থী (২) সংখ্যালঘু ইস্ক্রাপন্থী (৩) মধ্যপন্থী (৪) ইস্ক্রাবিরোধী। এই সব অনুদলের মধ্যে নীতিভেদের পার্থক্য আমরা অসংখ্য ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি।—যাঁরা আঁকাবাঁকা পথের ভক্ত এ নামগুলি থেকে তাঁদের ইস্ক্রা মতবাদ ও ইস্ক্রা সংগঠনের কথা বড়ো বেশি করে মনে পড়বে; তাই পাছে এ নামকরণ কারও পছন্দ না হয় সেজন্য বলে নেওয়া যাক যে নামে কিছু এসে যায় না। কংগ্রেসের **সমস্ত** বিতর্কের মধ্যেকার বিভিন্ন মত-পার্থক্যের পর্যালোচনা যেহেতু আমাদের করা হয়ে গেছে তাই ইতিপূর্বে প্রচলিত ও পরিচিত ঐ সব পার্টি-নামকরণের বদলে (কিছু লোকের কাছে এগুলি কটু শোনাবে) **অনুদলগুলির মত-বিভিন্নতার মূল তাৎপর্যের** চরিত্র নির্ণয় করা এখন সহজ হয়ে গেছে। এইভাবে নাম পালটিয়ে নিলে ঐ চারটি অনুদলের জন্য নিম্নোক্ত নামকরণ সম্ভব: (১) নিষ্ঠাবান বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমোক্রাট (২) খুদে সুবিধাবাদী (৩) মাঝারি সুবিধাবাদী (৪) বড়দরের সুবিধাবাদী (রুশ মানদণ্ড অনুসারে বড়-দরের)। কিছুদিন থেকে যাঁরা নিজেদের এবং অন্যদের এই বুঝ দিচ্ছেন যে ইস্ক্রাপন্থী এ নামের অর্থ শুধু এক "গোষ্ঠী" **মতবাদ** নয়, আশা করা যাক যে এই নামগুলি তাঁদের কাছে কম মর্মন্তুদ হবে।

নকশায় (কংগ্রেসে সংগ্রামের সাধারণ চিত্র—এই নকশাটি দ্রষ্টব্য) কোন্ কোন্ ধরনের ভোটের "ছবি নেওয়া হয়েছে" তার একটি বিশদ ব্যাখ্যা এবার দেওয়ার চেষ্টা করা যাক।

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সংগ্রামের সাধারণ চিত্র

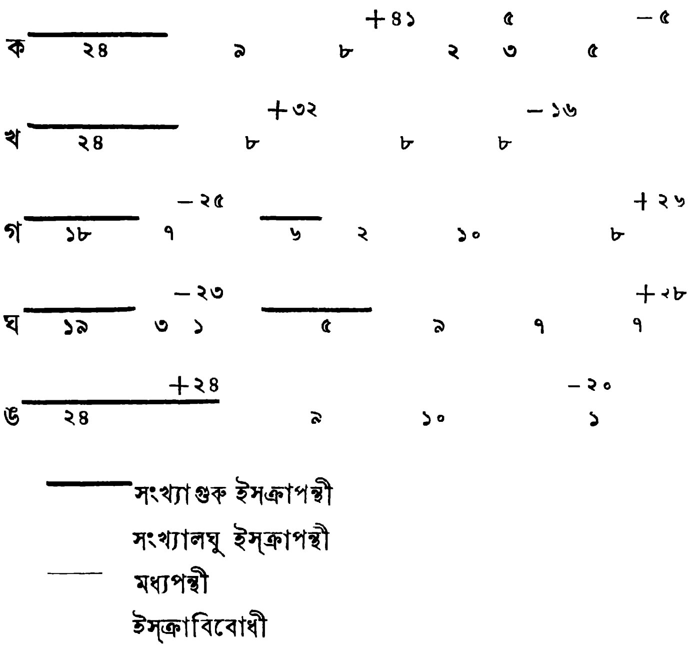

বিশেষ বিশেষ বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে প্রদত্ত ভোটের মোট সংখ্যাকে যোগ ও বিয়োগ চিহ্নের সাহায্যে বুঝানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট রেখাটির নিম্নে যে সংখ্যাটি উল্লেখ করা হয়েছে তা ভিন্ন ভিন্ন চারটি অনুদল কর্তৃক প্রদত্ত ভোট সংখ্যার হিসেব। ক থেকে ঙ পর্যন্ত ভাগাভাগিগুলির পরিচয় পুস্তকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রথম ধরনের ভোট (ক) মধ্যপন্থীরা যে সব ক্ষেত্রে ইস্ক্রা-বিরোধীদের অথবা তাদের একাংশের বিরুদ্ধে ইস্ক্রাপন্থীদের সঙ্গে একযোগে ভোট দেন তা এতে দেখান হয়েছে। এতে আছে কর্মসূচীর উপর সমগ্রভাবে গৃহীত ভোট (একমাত্র কমরেড আকিমভ ভোট দিতে বিরত থাকেন। বাকি সকলেই এর পক্ষে ভোট দেন); নীতিগতভাবে সংযুক্ত সত্তা (ফেডারেশনের) বিরোধিতা করে গৃহীত প্রস্তাবের উপর ভোট (পাঁচজন বুন্দিস্ট বাদে সকলেই পক্ষে ভোট দেন); বুন্দ নিয়মাবলীর ২য় অনুচ্ছেদের ওপর ভোট (পাঁচজন বুন্দিস্ট আমাদের বিপক্ষে ভোট দেন, পাঁচজন ভোট দেননি, যথা মার্তিনভ, আকিমভ, ব্রুকেয়ার এবং দুটি ভোট সহ মাখভ ; বাকি সকলে আমার পক্ষে ছিলেন) ; **'ক' নং নকশায় এই ভোটটাই দেখানো হয়েছে।** এ ছাড়া, পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র হিসেবে ইস্ক্রাকে অনুমোদন করার প্রশ্নে যে তিনবার ভোট নেওয়া হয় তাও ছিল এই ধরনের। সম্পাদকেরা ভোট দেননি (পাঁচটি ভোট), তিনটি ডিভিশনেই বিপক্ষে ভোট দেন দুজন (আকিমভ ও ব্রুকেয়ার) এবং তা ছাড়া, ইস্ক্রা অনুমোদনের প্রস্তাবে যখন ভোট নেওয়া হয় তখন পাঁচজন বুন্দিস্ট ও কমরেড মার্তিনভ ভোট দিতে বিরত থাকেন।*

খুবই কৌতূহলজনক ও জরুরী একটা প্রশ্নের জবাব এই ধরনের

* নকশার অঙ্গ হিসেবে বুন্দ নিয়মাবলীর ২য় অনুচ্ছেদের ওপর ভোটটা ধরা হল কেন ? কারণ ইস্ক্রা অনুমোদন করা সম্বন্ধে যে ভোট নেওয়া হয় তা এতটা পরিপূর্ণ ছিল না এবং প্রোগ্রাম ও ফেডারেশনের প্রশ্নের ওপর যে ভোট নেওয়া হয় তার পেছনকার রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের চরিত্রটা ছিল তুলনায় অস্পষ্ট। সাধারণভাবে বলতে গেলে, একই ধরনের কয়েকটি ভোটের মধ্যে থেকে যে কোনোটাকেই ধরা হোক না কেন, তাতে চিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যের কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে তা যে কেউ পরখ করে দেখতে পারেন।

ভোট থেকে পাওয়া যাবে—কংগ্রেসে মধ্যপন্থীরা ইস্ক্রাপন্থীদের পক্ষে ভোট দিয়েছিল কখন? দুই একটি ব্যতিক্রম বাদে (কর্মসূচী গ্রহণ, উদ্দেশ্য বিবৃত না করে ইস্ক্রার অনুমোদন) **ইস্ক্রাবিরোধীরাও যখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন,** হয় তখন ; নয়ত যখন বিষয়টা ছিল মাত্র এ-ধরনের **বিবৃতির** মতো, এমন বিবৃতি যাতে কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতামতের প্রতি প্রত্যক্ষ সমর্থন সূচিত হয় না (ইস্ক্রার সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপের স্বীকৃতি—এই থেকেই একথা আসে না যে তার সাংগঠনিক নীতিকে বিশেষ বিশেষ অনুদল প্রসঙ্গে কার্যকরী করার সম্মতি দেওয়া হল। সংযুক্তসত্তার [ফেডারেশনের] নীতি বাতিল করার ফলে সংযুক্তসত্তার কোনো একটা বিশেষ পরিকল্পনার প্রসঙ্গে ভোটদানে বিরতি থাকাও বাতিল হয়ে যাচ্ছে না, কমরেড মাখভের ক্ষেত্রে তা দেখা গেছে)। সাধারণ কংগ্রেসের দল বাঁধাবাঁধির তাৎপর্যের কথা বলতে গিয়ে আগেই দেখানো হয়েছে, এবিষয়টা সরকারী ইস্ক্রার সরকারী ভাষ্যে কি রকম মিথ্যে করে পেশ করা হয়েছে (কমরেড মার্তভের জবানি মারফত)। এ ভাষ্যে ইস্ক্রাপন্থী এবং "মধ্যপন্থী"দের মধ্যেকার, নিষ্ঠাবান বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমোক্রাট এবং সুবিধাবাদীদের মধ্যেকার তফাত **ধামাচাপা** দেওয়া হয়েছে এবং উল্লেখ করা হয়েছে শুধু সেই ঘটনা **যখন ইস্ক্রাবিরোধীরাও আমাদের পক্ষ নিয়েছেন! কর্মসূচীকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করার** মতো প্রশ্নগুলিতে জার্মান ও ফরাসী সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সবচেয়ে "দক্ষিণপন্থী" সুবিধাবাদীরাও কখনো বিরুদ্ধে ভোট দেন না।

দ্বিতীয় ধরনের ভাগাভাগি (খ): সমস্ত ইস্ক্রা-বিরোধীদের এবং সমগ্র মধ্যপন্থীদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠাবান অথবা নিষ্ঠাহীন উভয় প্রকারের ইস্ক্রাপন্থীরা যে-সব ক্ষেত্রে ভোট দেন, তা এতে ধরা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলি ছিল ইস্ক্রা কর্মনীতির বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট

পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করা, **শুধু কথায় নয় কাজে ইস্ক্রাকে অনুমোদন করার** ব্যাপার নিয়ে। এর ভেতর পড়ে **সংগঠন কমিটি সংক্রান্ত ঘটনাটি**।* পার্টিতে বুন্দের স্থান—এটিকে আলোচ্য সূচীর প্রথমে ধরা হবে কিনা তার প্রশ্ন; যুঝ্‌নি রাবোচি অনুদল ভেঙে দেওয়া; কৃষি কর্মসূচীর ওপর দুটি ভোট, এবং ষষ্ঠত ও পরিশেষে, প্রবাসী রুশ সোশ্যাল ডেমেক্রোটিক ইউনিয়নের **বিরুদ্ধে** ভোট (রাবোচেয়ে দিয়েলো), অর্থাৎ, প্রবাসের একমাত্র পার্টি-সংগঠন হিসেবে লীগের স্বীকৃতি। এই রকম ধরনের ক্ষেত্রে পুরাতন প্রাক্‌পার্টি গোষ্ঠী মনোবৃত্তি, সুবিধাবাদী অনুদল ও সংগঠনগুলির স্বার্থ ও মার্কসবাদের সঙ্কীর্ণ ধারণার সঙ্গে সংগ্রাম বেধেছে বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমোক্রাসির কর্মনীতির কঠোর একনিষ্ঠতার সঙ্গে; ইস্ক্রাপন্থীদের সংখ্যালঘুরা তখনো কতকগুলি ক্ষেত্রে, কতকগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভোটের ক্ষেত্রে (যুঝ্‌নি রাবোচি, রাবোচেয়ে দিয়েলো ও সংগঠন কমিটির

---

* এই ভোটাভুটি 'খ" রেখাচিত্রে দেখানো হয়েছে: ইস্ক্রাপন্থীরা পেয়েছিল ৩২টি ভোট, আর বুন্দিস্ট প্রস্তাবটি ১৬ ভোট। উল্লেখ করা দরকার যে এই ধরনের কোন ভোটাভুটিই নাম ডাকা পদ্ধতিতে হয়নি। বিভিন্ন প্রতিনিধিরা কে কিভাবে ভোট দিয়েছিলেন তা দু' ধরনের সাক্ষ্য থেকে অনেকটা নিশ্চয়তার সঙ্গেই প্রমাণ করা যায়:—(১) তর্কবিতর্ক চলাকালে ইস্‌ক্রাপন্থীদের দু'টি অনুদলই ভোট দেয় পক্ষে এবং ইস্‌ক্রাবিরোধী ও কেন্দ্রপন্থীরা বিপক্ষে, (২) পক্ষে প্রদত্ত ভোটসংখ্যা প্রত্যেকবারই ৩৩-এর খুবই কাছাকাছি ছিল। একথাও ভুলে যাওয়া উচিত না যে কংগ্রেস তর্কবিতর্কের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ভোটাভুটি ছাড়াও আমরা দেখিয়েছিলাম যে বেশ কয়েকটি ব্যাপারে "কেন্দ্রপন্থীরা" আমাদের বিরুদ্ধে ইস্‌ক্রাবিরোধীদের (সুবিধাবাদীদের) সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। এই ধরনের বিভিন্ন ব্যাপারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত: গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়ার অন্য-নিরপেক্ষ মূল্য, বিরোধী শক্তিগুলিকে আমরা সমর্থন করব কি করব না, কেন্দ্রিকতার সংকোচসাধন ইত্যাদি।

দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ) আমাদেব পক্ষেই থাকছিলেন··· যতক্ষণ না তাঁদেব **নিজেদের** গোষ্ঠী মনোবৃত্তি, তাঁদেব নিজস্ব অসঙ্গতিটাকেও কাঠগডায় এনে দাঁড করানো হল। এই ধবনেব "ডিভিশন" থেকে ছবির মতো এইটে ফুটে ওঠে যে আমাদেব নীতিগুলিব ব্যবহাবিক প্রয়োগেব কথা যেসব ক্ষেত্রে উঠছে এমন কতকগুলি **প্রশ্নে মধ্যপন্থীরা ইস্ক্রা-বিরোধীদের সঙ্গে যোগ দেন,** আমাদেব তুলনায তাদেব সঙ্গে বোধ কবেন অনেক বেশি আত্মীয়তা, সোশ্যাল ডেমোক্রাসিব **বিপ্লবী** অংশেব তুলনায **সুবিধাবাদী** অংশেব প্রতি কাজেব ক্ষেত্রে অনেক বেশি আকর্ষণ। যাবা শুধু নামেই ইস্ক্রাপন্থী অথচ ইস্ক্রাপন্থী হতে যাঁবা লজ্জা পান এমন লোকেবা তাঁদেব আসল মূর্তিতে আবির্ভূত হন, অনিবাযভাবেই যে সংগ্রাম এব ফলে বাধে, তাতে নেহাৎ কম উত্তাপেব সৃষ্টি হয় নি। এ উত্তাপেব ফলে সংগ্রামেব গতিপথে নীতিব যে বিভিন্নতা সামনে এসে পড়ে, সবচেয়ে কম বিচাবশীল এবং সবচেয়ে বেশি ভাবপ্রবণ লোকেদেব কাছে তাব তাৎপয তখন ধবা পড়েনি। কিন্তু এখন লডাইযেব উত্তেজনা কিছুটা কমে এসেছে, উত্তপ্ত ও ধাবাবাহিক এই সংগ্রামেব নিবপেক্ষ সংক্ষিপ্তসাব হিসেবে অনুবিববণী-গুলিও বর্তমান। এখন শুধু যাঁবা ইচ্ছে কবে চোখ বুজে থাকেন তাঁবা ছাডা আব কাবো পক্ষে একথা না বোঝাব অবকাশ নেই যে মাখভ ও এগবভদেব সঙ্গে আকিমভ ও লীবেবেব মৈত্রীবন্ধনটা নিতান্ত দৈবঘটিত ছিল না, থাকতেও পাবে না। তাই মার্তভ ও আক্সেলবদেব পক্ষে এখন কবাব যা বাকি আছে তা হল হয় অনুবিববণীব সম্পূর্ণ ও সঠিক বিশ্লেষণটাকে এড়িয়ে যাওয়া, নয় তাদেব কংগ্রেসকালীন আচরণ যা হয়ে গেছে তা এখন **খারিজ** কবাব জন্য এই এতকাল বাদে নানা **খেদোক্তির** আশ্রয় নেওয়া। যেন মতামতেব বিভিন্নতা ও কর্মনীতিব বিভিন্নতা খেদোক্তি দিয়েই মিটিয়ে ফেলা সম্ভব। যেন, মার্তভ ও

আক্‌সেলরদের সঙ্গে আকিমভ, ব্রুকেয়ার ও মার্তিনভের বর্তমান মৈত্রীর ফলে ইস্‌ক্রাপন্থী ও ইস্‌ক্রা-বিরোধীদের মধ্যেকার যে সংগ্রামটি কার্যত সারা কংগ্রেস জুড়ে চলেছে তাকে দ্বিতীয় কংগ্রেসে পুনর্গঠিত আমাদের পার্টির পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব।

কংগ্রেসের তৃতীয় ধরনের ভোট দেখানো হয়েছে নক্‌শায় অবশিষ্ট তিনটি অংশ মারফত (গ, ঘ, ঙ)। এর বৈশিষ্ট্যসূচক দিক হল এই যে ইস্‌ক্রাপন্থীদের থেকে ভেঙে ক্ষুদ্র একটি অংশ ইস্‌ক্রা-বিরোধীদের দিকে চলে যায় এবং তার ফলে ইস্‌ক্রা বিরোধীদের জয়লাভ ঘটতে থাকে (যতক্ষণ তারা কংগ্রেসে ছিলেন)। ইস্‌ক্রাপন্থী সংখ্যালঘুদের সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌ক্রা-বিরোধীদের এই কোয়ালিশনের উল্লেখমাত্রেই কংগ্রেসে মার্তভ হিস্টিরিয়াগ্রস্ত আপীল পেশ করতে প্ররোচিত হয়ে উঠেছিলেন। তাই পরিপূর্ণ যাথার্থ্যের সঙ্গে এ কোয়ালিশনের বিকাশ অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে এই ধরনের **নামডাকা** ভোটের প্রধান তিন প্রকার ভোটের সব কটিকেই দেখানো হয়েছে। 'গ' হল ভাষার সীমানাধিকার প্রসঙ্গে ভোট (তিনটি নামডাকা ভোটের শেষেরটি দেওয়া হয়েছে কারণ সেইটেই সবচেয়ে চূড়ান্ত)। ইস্‌ক্রা-বিরোধীদের সকলে এবং সমগ্র মধ্যপন্থী দল আমাদের সুদৃঢ় বিরোধিতা করেন, এবং সংখ্যাগুরুদের একাংশ ও সংখ্যালঘুদের একাংশ ইস্‌ক্রাপন্থীদের থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। **ইস্‌ক্রাপন্থীদের মধ্যে থেকে কাদের পক্ষে গিয়ে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী কোয়ালিশন গঠন করা সম্ভব, তা তখনো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল না।** পরবর্তী 'ঘ'—এতে আছে নিয়মাবলীর প্রথম অনুচ্ছেদের ওপর ভোট (দুটি ভোটাভুটির মধ্যে যেটি সবচেয়ে স্পষ্ট, অর্থাৎ যেটিতে কেউ ভোট দানে বিরত থাকেন নি, সেইটি নেওয়া হয়েছে)। **কোয়ালিশনটা এবার আরো গভীর হয়েছে, এবং আরো মজবুত আকার**

নিয়েছে।* এবং আকিমভ ও লীবেরের পক্ষ নিয়েছেন সংখ্যালঘু ইস্ক্রাপন্থীদের সকলে এবং সংখ্যাগুরু ইস্ক্রাপন্থীদের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ। তার পাল্টা মধ্যপন্থীদের তিনজন এবং ইস্ক্রা-বিরোধীদের একজন আমাদের পক্ষে যোগ দেন। নকশাটার দিকে তাকালেই দেখা যাবে কোন্ কোন্ অংশগুলির এপক্ষ থেকে ওপক্ষে যাওয়া আসা কেবল সাময়িক ও আকস্মিক এবং কোন্ কোন্ অংশগুলি **আকিমভদের সঙ্গে স্থায়ী কোয়ালিশনের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে এক অমোঘ আকর্ষণে।** শেষ ভোটটায় (ঙ—কেন্দ্রীয় মুখপত্র, কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পার্টি পরিষদের নির্বাচন) **কার্যক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যা-লঘুর ভাগাভাগিটা চূড়ান্তভাবে প্রকাশ পেল** এবং এ থেকে ইস্ক্রাপন্থী সংখ্যালঘুদের সঙ্গে **সমগ্র** মধ্যপন্থীদল ও **অবশিষ্ট** ইস্ক্রা-বিরোধীদেব যে একটা পরিপূর্ণ একীভবন ঘটল তা পরিষ্কাব বেরিয়ে আসে। ইতিমধ্যে ইস্ক্রা-বিরোধীদের আটজনের মধ্যে কংগ্রেসে রইলেন শুধু ব্রুকেয়াব। (কমরেড আকিমভ তাঁর ভুলটার কথা তাঁকে ইতিমধ্যে বুঝিয়ে বলেছেন এবং ব্রুকেযাব তাঁর উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করেছেন মার্তভপন্থীদেব মধ্যে)। **সুবিধাবাদীদের সর্বদক্ষিণ অংশের**

* নিয়মাবলীর ওপর অন্য চাবটি ভোটও যে এই একই ধবনেব, তা সবদিক থেকেই সুস্পষ্ট। ২৭৮ পৃঃ—ফোমিনের পক্ষে ২৭, আমাদেব পক্ষে ২১ ; ২৭৯ পৃঃ—মার্তভের পক্ষে ২৬, আমাদের পক্ষে ২৪ ; ২৮০ পৃঃ—আমাব বিরুদ্ধে ২৭, পক্ষে ২২ , ঐ পৃষ্ঠাতেই, মার্তভের পক্ষে ২৪, আমাদেব বিরুদ্ধে ২৩। এসব ভোট হল কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিতে অধিভুক্তির প্রশ্নে, আগেই তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নাগডাকা কোনো ভোট নেই (একটি ছিল, কিন্তু তার নথিপত্র হারিয়ে গেছে)। স্পষ্টই বোঝা যায় যে বুন্দিষ্টদের একাংশ অথবা সমগ্র অংশের জন্যই মার্তভ রক্ষা পান। এই সব ভোট সম্পর্কে (লীগে) মার্তভের ভুল বিবৃতিটা আগেই ঠিক করে দেখানো হয়েছে।

সাতজন কংগ্রেস ত্যাগ করায় নির্বাচনের ফলাফল গেল মার্তভের বিরুদ্ধে।*

এবার **সকল প্রকার** ভোটাভুটির তথ্যনিষ্ঠ সাক্ষ্যের সাহায্যে কংগ্রেসের ফলাফলটা স্থির করা যাক।

আমাদের কংগ্রেসে যে সংখ্যাগুরু গড়ে উঠল তার চরিত্রটা নাকি **"আকস্মিক"**—এই নিয়ে অনেক কথা উঠেছে। 'পুনরায় সংখ্যালঘু' নামক রচনায় বস্তুতপক্ষে এই ছিল কমরেড মার্তভের একমাত্র সান্ত্বনা। নকশা থেকে স্পষ্টই দেখা যাবে যে **এক হিসেবে,** এবং কেবলমাত্র এই একটি অর্থেই, সংখ্যালঘুদের দৈব-নির্ভর বলা যেতে পারে,—যে দক্ষিণপন্থীদের সর্বাধিক সুবিধাবাদী সাতজন প্রতিনিধির কংগ্রেস ত্যাগটা **আকস্মিক**। এই কংগ্রেসত্যাগটি যদি আকস্মিক হয়ে থাকে তবে আমাদের সংখ্যাগুরুত্বও ঠিক সেই পরিমাণেই আকস্মিক—(তার বেশি নয়)। দীর্ঘ যুক্তিবিস্তারের পরিবর্তে নকশাটার দিকে একটু তাকালেই অনেক সহজে দেখা যাবে, এ সাতজন কার পক্ষে যেতেন, কার পক্ষে **যেতে বাধ্য**।** কিন্তু প্রশ্ন হল, ঐ সাতজনের কংগ্রেসত্যাগ সত্যি সত্যিই কতোখানি আকস্মিক?

---

* দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকে যে সাতজন সুবিধাবাদী বেরিয়ে যান তাঁদের মধ্যে পাঁচজন হলেন বুন্দিষ্ট (সংযুক্তসত্তার [ফেডারেশনের] নীতি কংগ্রেসে বাতিল হয়ে যাবার পরই বুন্দ চলে যান) এবং দুজন হলেন রাবোচেয়ে দিয়েলোর প্রতিনিধি, কমরেড মার্তিনভ ও আকিমভ। ইস্ক্রাপন্থী লীগকেই প্রবাসের একমাত্র পার্টি সংগঠন বলে স্বীকার করার পর, অর্থাৎ রাবোচেয়ে দিয়েলোপন্থী প্রবাসী রুশ সোশ্যাল ডেমক্রাট ইউনিয়নকে ভেঙে দেবার পর এই শেষোক্ত দুইজনও কংগ্রেসত্যাগ করেন। (১৯০৭ সালের সংস্করণে লেখকের পাদটীকা)

** পরে দেখা যাবে যে কংগ্রেস হয়ে যাবার পর কমরেড আকিমভ এবং তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় বদ্ধ ভরোনেজ কমিটি—উভয়েই "সংখ্যালঘুদের" প্রতি তাদের সুস্পষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

সংখ্যাগুরুদের আকস্মিক চরিত্র নিয়ে যাঁরা স্বচ্ছন্দে কথা বলেন এ প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া তাঁদের পছন্দ নয়। তাঁদের কাছে এ একটা অপ্রীতিকর প্রশ্ন। আমাদের পার্টির বাম পন্থীদের কেউ না হয়ে দক্ষিণপন্থীদের সবচেয়ে কুখ্যাত প্রতিনিধিরাই যে কংগ্রেস ত্যাগ করলেন সেটা হল আকস্মিক? নিষ্ঠাবান **বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা** না হয়ে সুবিধাবাদীরাই যে কংগ্রেস ত্যাগ করলেন সেটা কি আকস্মিক? সারা কংগ্রেস জুড়ে সুবিধাবাদী পক্ষের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালানো হয়েছিল এবং নকশায় যার ছবি অতো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে তার সঙ্গে কি এই "আকস্মিক" কংগ্রেসত্যাগের কোন সম্পর্কই নেই?

সংখ্যালঘুদের কাছে অতি অপ্রীতিকর এই সব প্রশ্ন করা মাত্রই বোঝা যাবে কোন্ ঘটনাকে **চাপা** দেওয়াই হচ্ছে সংখ্যাগুরুদের আকস্মিক চরিত্র সম্পর্কে এই সব কথার উদ্দেশ্য। **আমাদের পার্টির যে সব সদস্য সুবিধাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়তে সবচেয়ে উৎসুক তাদের নিয়েই সংখ্যালঘুরা গড়ে উঠেছে**—এ তথ্য প্রশ্নের অতীত, এই তথ্যের খণ্ডন অসাধ্য। আমাদের পার্টির সেইসব অংশ নিয়ে সংখ্যালঘুরা গড়ে উঠেছিল তত্ত্বের প্রশ্নে যারা **সবচেয়ে কম সুদৃঢ়**, এবং **নীতিগত ব্যাপারে সবচেয়ে কম নিষ্ঠাবান**। পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশ থেকেই সৃষ্টি হয় সংখ্যালঘুদের। বিপ্লবীপক্ষ এবং সুবিধাবাদী পক্ষে একজন মুর্ত্যা ও আর একজন জির্দের [২৩] মধ্যে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের যে ভাগাভাগিটার সৃষ্টি শুধু হালের ঘটনা নয়, শুধু রুশ শ্রমিকদের পক্ষেই নয়, এবং যে ভাগাভাগিটা ভবিষ্যতে নিঃসন্দেহেই অন্তর্ধান করবে, সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর এই ভাগাভাগিটাও হল তারই এক প্রত্যক্ষ ও অপরিহার্য ধারা।

আমাদের মতদ্বৈধের কারণ ও তার বিভিন্ন অবস্থার ব্যাখ্যার পক্ষে

এ ঘটনাটির গুরুত্ব সর্বপ্রধান। এ ঘটনাটিকে **পাশ কাটাতে** গিয়ে যদি কেউ কংগ্রেসের সংগ্রাম এবং তদুদ্ভূত নীতিগুলির বিভিন্নতাকে ধামাচাপা দিতে চান তবে তিনি শুধু তাঁর বুদ্ধি ও রাজনৈতিক চেতনার দৈন্যেরই প্রমাণ দেবেন। এ ঘটনাকে না এড়িয়ে যদি কেউ তাকে **অপ্রমাণ** করতে চান তাহলে **প্রথমত** দেখাতে হবে এই যে পার্টি কংগ্রেসে ভোটাভুটি ও ডিভিশনের যে সাধারণ ছবি আমি এঁকেছি আসল ঘটনা তা থেকে পৃথক এবং **দ্বিতীয়ত** যে সব প্রশ্নে কংগ্রেসে ভাগাভাগি দেখা দেয় তার প্রতিটি ক্ষেত্রে মূলগতভাবে ভুল করেছিলেন কেবল তাঁরাই যারা সবচেয়ে একনিষ্ঠ বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমোক্রাট, রাশিয়ায় যাঁদের নাম ইস্ক্রাপন্থী।* মশাইরা একবার এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করে দেখুন!

পার্টির মধ্যেকার সবচেয়ে সুবিধাবাদী, সবচেয়ে অস্থিরমতি এবং

---

* কমরেড মার্তভের উপকারে লাগবে এমন একটি মন্তব্য। ইস্ক্রাপন্থী বললে কোনো এক গোষ্ঠীগত সদস্য বোঝায় না, বোঝায় কোনো একটি মতবাদের অনুগামীদের—একথা যদি কমরেড মার্তভ ইদানিং ভুলে গিয়ে থাকেন তবে অনুরোধ এ বিষয়ে কমরেড আকিমভের কাছে কমরেড ত্রৎস্কি যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন সেটি যেন তিনি কংগ্রেস অনুবিবরণী থেকে পড়ে নেন। (পার্টির দিক থেকে দেখলে) কংগ্রেসে ইস্ক্রাপন্থী গোষ্ঠী ছিল তিনটি: শ্রমমুক্তি সংস্থা, ইস্ক্রা সম্পাদকমণ্ডলী এবং ইস্ক্রা সংগঠন। এদের মধ্যে দুটি গোষ্ঠী শুভবুদ্ধিবশত নিজেদের ভেঙে দেয়। তেমন কিছু করার জন্য তৃতীয় গোষ্ঠীটির মধ্যে যথেষ্ট পার্টি-প্রেরণা দেখা যায় নি। কংগ্রেস থেকেই তাকে ভেঙে দেওয়া হয়। ইস্ক্রাগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ব্যাপকতম গোষ্ঠী হল ইস্ক্রা সংগঠন। সম্পাদকমণ্ডলী ও শ্রমমুক্তি সংস্থাও এর অন্তর্ভুক্ত), তা থেকে কংগ্রেস প্রতিনিধি ছিলেন মোট ষোলো-জন, তাঁদের মধ্যে ভোটের অধিকার ছিল "মাত্র এগারো জনের"। "মতবাদের" দিক থেকে ইস্ক্রাপন্থী কিন্তু ইস্ক্রাগোষ্ঠীগুলির কোনোটারই অন্তর্ভুক্ত নন এমন প্রতিনিধি আমার হিসাবমতে ছিলেন তেত্রিশটি ভোট সহ সাতাশজন। সুতরাং ইসক্রাপন্থী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এমন লোকেদের সংখ্যা ছিল মোট ইসক্রাপন্থীদের 'অর্ধেকের কম'।

সবচেয়ে কম নিষ্ঠাবান অংশগুলি দিয়েই যে সংখ্যালঘু গড়ে উঠেছে এই ঘটনা থেকে অসংখ্য আপত্তি ও বিস্ময়সূচক প্রশ্নের জবাব মিলবে। যাঁরা বিষয়টার সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত নন কিংবা তা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা করেন নি তাঁরা সংখ্যাগুরুদের কাছে সব প্রশ্ন পেশ করে থাকেন। আমাদের বলা হয়েছে, মতদ্বৈধের কারণ হিসেবে কমরেড মার্তভ ও কমরেড আক্‌সেলরদের একটি গৌণ প্রকৃতির ভ্রান্তিকে নির্দেশ করা কি খুব অগভীর হবে না? আজ্ঞে হঁ্যা, কমরেড মার্তভের ভুলটা একটা গৌণ ভুল (এবং এমন কি কংগ্রেসে, সংগ্রামের উত্তেজনার মধ্যেও একথা আমি বলেছি), কিন্তু এই গৌণ ভুলটাও যে প্রচুর ক্ষতি করতে **পারে** (এবং **সত্যিই করেছে**) তার কারণ যে-সব প্রতিনিধিরা **ধারাবাহিকভাবে ভুল করে** আসছিল এবং একাধিক প্রশ্নে সুবিধাবাদ ও নীতিগত অসঙ্গতির প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করছিল কমরেড মার্তভ তাদের দিকেই সরে গিয়েছিলেন। কমরেড মার্তভ ও কমরেড আকসেলরদ-এর মধ্যেই যে অস্থিরমতিত্ব দেখা গেল সেটা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং তার গুরুত্ব নেই। কিন্তু সবচেয়ে কম দৃঢ় অংশগুলির **সবাইকে** নিয়ে, যারা ইস্‌ক্রা মতবাদকে পুরোপুরি বর্জন করেছিল ও প্রকাশ্যেই তার বিরোধিতা করছিল অথবা যারা মুখে তার সমর্থন করেও আসলে ইস্‌ক্রাবিরোধীদেরই পক্ষ নিচ্ছিল, বারংবার এমন **সবাইকে** নিয়ে যে একটি অতি বৃহৎ আকারের সংখ্যালঘু অংশ গড়ে উঠল তা কিন্তু আর ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, **পার্টিগত** ব্যাপার এবং **তার গুরুত্বটা নেহাত নগণ্য নয়**।

পুরাতন ইস্‌ক্রা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর অভ্যন্তরের এক অতি পুরাতন গোষ্ঠীমনোবৃত্তি ও বিপ্লবী ফিলিস্তিনবাদের অস্তিত্ব—মাত্র এইটেকেই মতদ্বৈধতার **কারণ হিসেবে** নির্দেশ করা কি আজগুবি নয়? না নয়। কারণ, আমাদের পার্টির মধ্যে

যারা সারা কংগ্রেস ধরে সব রকমের গোষ্ঠীর পক্ষে লড়াই চালিয়েছেন, বিপ্লবী ফিলিস্তিনবাদের উর্ধ্বে উঠতে যারা সাধারণত অক্ষম, ফিলিস্তিন ও গোষ্ঠীমনোবৃত্তির "ঐতিহাসিক" চরিত্রের উল্লেখ করে যারা এ অভিশাপটার ন্যায্যতা প্রমাণ করতে ও তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন, তাদের **সকলেই** এই **বিশেষ গোষ্ঠী**টির সমর্থনে **উঠে দাঁড়িয়েছিলেন**। ইস্ক্রা সম্পাদকমণ্ডলীর একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে যে সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীমনোবৃত্তির প্রাধান্য ঘটেছিল তাকে হয়ত আকস্মিক বলে গণ্য করা সম্ভব। কিন্তু এটা মোটেই আকস্মিক নয় যে এই গোষ্ঠীটার দৃঢ় সমর্থনে উঠে দাঁড়ালেন সেই আকিমভ ও ব্রুকেয়ারের দল যাঁরা ভরোনেজ কমিটি ও কুখ্যাত সেণ্ট পিতার্সবুর্গ "শ্রমিক" সংগঠনকেও কম মূল্যবান গণ্য করেন নি (বেশি যদি বা নাও হয়); উঠে দাঁড়ালেন সেই এগরভেরা যাঁরা পুরাতন সম্পাদকমণ্ডলীর "হত্যায়" যতটা তিক্ত আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন, (তার চেয়ে বেশি না হলেও) ততটা আক্ষেপই প্রকাশ করেছেন "রাবোচেয়ে দিয়েলোর" "হত্যায়", উঠে দাঁড়ালেন মাখভেরা এবং আরো আরো অনেকে। কথায় বলে সঙ্গ দেখে সাধুর বিচার। একটা লোকের **রাজনৈতিক চরিত্রের** বিচারও করা যায় তার রাজনৈতিক সঙ্গীদের দেখে, তার পক্ষে যারা ভোট দেয় তাদের দেখে।

কমরেড মার্তভ ও কমরেড আকসেলরদের ছোট্ট ভুলটা **ছোট্টই** ছিল এবং থাকতে পারত শুধু ততক্ষণ যতক্ষণ না তাকে সূত্র করে ওঁদের সঙ্গে আমাদের পার্টির সমগ্র সুবিধাবাদী অংশের একটা স্থায়ী মৈত্রী গড়ে উঠল, যতক্ষণ না ঐ মৈত্রীর ফলে হল সুবিধাবাদের পুনরুত্থান; যাদের বিরুদ্ধে ইস্ক্রা সংগ্রাম চালিয়েছিল তাদের উপর এবং বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমোক্রাসির একনিষ্ঠ অনুগামীদের ওপর **ঝাল-ঝাড়ার** সম্ভাবনায় যারা এখন আহ্লাদে আটখানা, তাদের প্রতিহিংসার

চবিতার্থতায যতক্ষণ না এব পবিণতি ঘটল। আব কার্যক্ষেত্রেও, কংগ্রেস উত্তব ঘটনাবলীব পবিণতি হিসেবে আমবা দেখছি নতুন ইস্ক্রায় স্থবিধাবাদেব একটা পুনরুত্থান, আকিমভ ও ক্রকেযাবদেব প্রতিহিংসা-চবিতার্থতা (ভবোনেজ কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত প্রচাব-পত্র দ্রষ্টব্য *) এবং মার্তিনভদেব আহ্লাদ—সকল প্রকাব বিগত বিক্ষোভেব জন্য ঘৃণিত শত্রুব বিরুদ্ধে ঘৃণিত ইস্ক্রাব পাতায় পদাঘাত নিক্ষেপেব অনুমতি তাঁবা অবশেষে (অবশেষে !) পেয়েছেন। এ থেকে বিশেষ করে পবিষ্কাব হয়ে ওঠে, ইস্ক্রাব "ধাবাবাহিকতা" বক্ষাব জন্য ইস্ক্রাব "পুবাতন সম্পাদকমণ্ডলীব পুনঃ প্রতিষ্ঠা" (৩বা নভেম্বব, ১৯০৩, কমবেড স্তাবোভাবেব চবমপত্র থেকে উদ্ধৃত কবা হচ্ছে) ছিল কি বকম জরুবি ....

এমনিতে দেখতে গেলে, কংগ্রেস (ও পার্টি) যে বাম ও দক্ষিণ বিপ্লবী পক্ষ ও স্থবিধাবাদী পক্ষে বিভক্ত হল সেটা ভযঙ্কব কিছু নয়, জীবন-মবণ সমস্যাও সেটা নয়, এমন কি এতে অস্বাভাবিকতাও কিছু নেই। ববং রুশ (এবং শুধু রুশ নয অন্যত্রও) সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক আন্দোলনেব বিগত দশকেব সমগ্র ইতিহাসটাব অনিবায ক্ষমাহীন যাত্রাই ছিল এই ধবনেব একটা ভাগাভাগিব দিকে। দক্ষিণপন্থীদেব অতি ছোট্ট ধবনেব কয়েকটি ভুল, (তুলনায) অতি গুরুত্বহীন কযেকটি মতভেদ থেকেই যে এ ভাগাভাগিটা ঘটল (পল্লবগ্রাহী দর্শক ও ফিলিস্তিন মানসিকতাব কাছে ব্যাপাবটা মর্মান্তিক মনে হতে পাবে) তাতে **সমগ্রভাবে আমাদের পার্টির অগ্রগতির পক্ষে একটি বিরাট পদক্ষেপই সূচিত হচ্ছে। আগে আমাদের মতভেদ হত বৃহৎ বৃহৎ প্রশ্নে—এমন সব প্রশ্ন যাতে** ভাঙন ঘটলেও অন্যায্য কিছু হল বলে নাও মনে হতে পাবত। কিন্তু বর্তমানে আমবা প্রধান

* এই পুস্তিকাব 'থ' অধ্যাযেব শেষ তিন পৃষ্ঠা দেখুন—অনুবাদক

প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত প্রশ্নেই মতৈক্যে এসে গেছি। বিভিন্নতা যা তা শুধু **তারতম্যের** বিভিন্নতা—এরকম বিভিন্নতা নিয়ে আমরা তর্ক করতে পারি এবং তা **করাই উচিত**, কিন্তু এ নিয়ে ঠাঁই ঠাঁই হওয়া অবাস্তব এবং ছেলেমানুষী (কমরেড প্লেখানভ তাঁর চিত্তাকর্ষক রচনা "অনুচিত কাজ"-এ এই কথা সঠিকভাবেই বলেছিলেন ; এ নিয়ে পরে আরো বলা যাবে)। কিন্তু **কংগ্রেসের পরে এখন** যখন সংখ্যালঘুদের অরাজক আচরণের ফলে পার্টি প্রায় একটা ভাঙনের মুখে এসে পড়েছে, এখন কিন্তু বিলম্ব-বুদ্ধি বিচক্ষণ ব্যক্তিদের প্রায়ই বলতে শোনা যায়, "সংগঠন কমিটির ঘটনা, নয়ত যুজনি রাবোচি দল ভেঙে দেওয়া, নয়ত রাবোচেয়ে দিয়েলো, বা ১ম অনুচ্ছেদ, বা সম্পাদক-মণ্ডলী ভেঙে দেওয়া প্রভৃতির মতো অকিঞ্চিৎকর বিষয় নিয়ে লড়াই চালানো কি কংগ্রেসে উচিত হয়েছিল ?" যাঁরা এইভাবে * প্রশ্ন তোলেন তাঁরা আসলে পার্টির ব্যাপারে চক্র মনোবৃত্তিরই আমদানি

* এই প্রসঙ্গে 'মধ্যপন্থী' জনৈক প্রতিনিধির সঙ্গে কংগ্রেসে আমার যে আলাপ হয়, তা স্মরণ না করে পারছি না। তাঁর অভিযোগ, 'আমাদের কংগ্রেসের আবহাওয়াটা কি অসহ্য। তিক্ত এই সব লড়াই, একের বিরুদ্ধে অন্যের আন্দোলন, হুল ফোটানো বিতর্ক, এই সব অ-কমরেডসুলভ মনোভাব··' আমি জবাব দিয়েছিলাম, "কি চমৎকারই না আমাদের কংগ্রেসটা। স্বচ্ছন্দ ও প্রকাশ্য এক সংগ্রাম। যার যা মত পেশ করা হয়েছে। মতপার্থক্য সব বেরিয়ে এসেছে। অনুদলগুলো আকার নিয়েছে। ভোটের জন্য হাত উঠেছে। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। একটা পর্যায় পার হয়ে আসা গেছে। তারপর এগুবার পালা। এই রকম জিনিসই আমি চাই। এই হচ্ছে জীবন ! এ মোটেই বুদ্ধিজীবীদের সেই অন্তহীন, ক্লান্তিকর, কচকচির মতো নয়—প্রশ্নের মীমাংসা হয়েছে বলে যে কচকচি শেষ হচ্ছে না তা নয়, হচ্ছে ওঁরা সকলে ক্লান্তিতে কথা কইতেও পারছেন না বলে।···"

মধ্যপন্থী কমরেডটি বিমূঢ়ের মতো আমার দিকে চেয়ে থেকে কাঁধ নাচালেন। আমরা দুজনে কথা কইছিলাম দুই ভাষায়।

ঘটাচ্ছেন। পার্টিতে মতপার্থক্য নিয়ে লড়াই **অবশ্যম্ভাবী** এবং **অপরিহার্য,** যদি-না তা থেকে অরাজকতা ও ভাঙনের সৃষ্টি হয়, সমস্ত কমরেড ও পার্টি সদস্যদের সাধারণ সম্মতিক্রমে নির্ধারিত একটি সীমার মধ্যে যদি-না তাকে নিয়ন্ত্রিত রাখা যায়। **এবং কংগ্রেসে** পার্টির দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে, আকিমভ ও আক্‌সেলরদ, মার্তিনভ ও মার্তভের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে **এই সীমারেখা কোনো দিক থেকেই লঙ্ঘন করা হয়নি**; তার অতি অবিসম্বাদী প্রমাণ হিসেবে শুধু দুটি ঘটনা একবার স্মরণ করলেই হবে: (১) কমরেড মার্তিনভ ও আকিমভ যখন কংগ্রেস ত্যাগের উপক্রম করেন তখন "অপমানের" যে ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল তা নিরাকরণেব জন্য আমবা **সব কিছু করতে তৈরি ছিলাম**; এ সম্পর্কে প্রদত্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক বলে গ্রহণ করা এবং তাঁদের বিবৃতি প্রত্যাহার করার জন্য ঐ সব কমরেডকে আমন্ত্রণ করার জন্য ত্রৎস্কিব প্রস্তাব **আমরা সকলেই গ্রহণ করি** (বত্রিশ ভোটে)। (২) কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির নির্বাচনের প্রসঙ্গ যখন উঠল, তখন আমরা **কেন্দ্রীয় দুটি সংস্থাতেই** সংখ্যালঘু (অথবা সুবিধাবাদী) অংশটির জন্য সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বেব মতো জায়গা ছেড়ে দিতে রাজি ছিলাম: কেন্দ্রীয় মুখপত্রেব জন্য মার্তভ এবং কেন্দ্রীয় কমিটির জন্য পপভ। এ ছাড়া পার্টি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অন্য কিছু কবা **সম্ভব ছিল না** কারণ কংগ্রেস শুরু হবার আগে থেকেই দুটি ত্রয়ী নির্বাচনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। **কংগ্রেসে উদ্‌ঘাটিত মতপার্থক্যটা যদি বড়োরকমের কিছু হয়ে থাকে,** তবে এ পার্থক্যের সংগ্রাম থেকে টানা ব্যবহারিক সিদ্ধান্তটাও ভয়ানক কিছু হয়নি, তিনজন তিনজন নিয়ে তৈরি উভয় সংস্থাতেই দুই তৃতীয়াংশ আসন পার্টি-কংগ্রেসে নির্বাচিত সংখ্যাগুরুদের দিতে হবে—এই হল সে সিদ্ধান্তের **একমাত্র** কথা।

পার্টি কংগ্রেসের সংখ্যালঘুরা কেন্দ্রীয় সংস্থাতেও সংখ্যালঘু হবেন—এতে গররাজি হওয়া থেকেই শুরু হল প্রথমে পরাজিত বুদ্ধিজীবীদের "ক্লীবসুলভ হা-হুতাশ" এবং তারপরে অরাজক কথাবার্তা ও অরাজক ক্রিয়াকলাপ।

উপসংহারে, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সংবিন্যাসের দৃষ্টিকোণ থেকে নকশাটার দিকে আর একবার লক্ষ্য করা যাক। খুবই স্বাভাবিক যে নির্বাচনের সময় প্রতিনিধিরা মতপার্থক্যের প্রশ্ন **ছাড়াও** এ ব্যক্তি বা অপর ব্যক্তির **উপযুক্ততা** কর্মদক্ষতা প্রভৃতির প্রশ্ন নিয়েও মাথা ঘামাবেন। অথচ এগুলি যে পৃথক ধরনের প্রশ্ন তা স্বতঃসিদ্ধ। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তা দেখা যাবে এই সোজা ঘটনাটা থেকে যে কেন্দ্রীয় মুখপত্রের জন্য **প্রাথমিক** ত্রয়ীর নির্বাচনটা এমন কি **কংগ্রেসের আগে থেকেই** পরিকল্পিত হয়েছিল—পরিকল্পিত হয়েছিল এমন একটা সময়ে যখন, মার্তভ ও আক্সেলরদের সঙ্গে মার্তিনভ ও আকিমভের মৈত্রী কেউ কল্পনাও করতে পারতেন না। যে প্রশ্ন পৃথক, তার জবাবও দিতে হবে পৃথকভাবে। মতপার্থক্য সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়া যাবে **কংগ্রেসের অনুবিবরণীতে,** প্রতিটি প্রশ্নের ওপর **প্রকাশ্য** আলোচনা ও ভোটাভুটির মধ্যে। অন্যদিকে বিভিন্ন **ব্যক্তির** উপযুক্ত-তার প্রশ্নের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সকলেই স্থির করেছিলেন যে তার মীমাংসা হবে **গোপন ব্যালট** মারফত। **সমগ্র কংগ্রেস** এ সিদ্ধান্ত **সর্ববাদীসম্মতভাবে** গ্রহণ করলেন কেন? এ প্রশ্ন এতই প্রাথমিক যে তা নিয়ে বাক্যব্যয় করাও অস্বাভাবিক। কিন্তু (ব্যালট বাকসে তাঁদের পরাজয়ের পর) সংখ্যালঘুরা প্রাথমিক কথাগুলোকেও ভুলতে বসছেন। পুরাতন সম্পাদকমণ্ডলীর সমর্থনে আমরা রাশি রাশি উত্তেজিত আবেগগর্ভ বক্তৃতা শুনেছি—এতই উত্তপ্ত যে তা পর্যবসিত হয়েছে দায়িত্বজ্ঞানহীনতায়, কিন্তু ছয়জন না তিনজনের মণ্ডলী—

কংগ্রেসে এই নিয়ে সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত মতামতগুলি সম্পর্কে **একেবারে কিছুই** আমরা **শুনিনি**। কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত লোকদের অকর্মন্যতা, অনুপযুক্ততা, বদ মতলব প্রভৃতি সম্পর্কে চারিদিকে নানা কথা নানা গুজব শোনা যাচ্ছে; কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রাধান্যের জন্য যে সব মত **কংগ্রেসে** সংগ্রাম করেছিল তার সম্পর্কে **একেবারে কিছুই শোনা যাচ্ছে না**। **কংগ্রেসের বাইরে** বিভিন্ন ব্যক্তিবিশেষের গুণাগুণ ও আচরণ সম্পর্কে কথা বলা ও গুজব রটিয়ে বেড়ানো আমার কাছে অশোভন ও লজ্জাকর বলে মনে হয়। (কারণ শতকরা নিরানব্বুইটি ক্ষেত্রে এসব আচরণের কথা সাংগঠনিক গোপনীয়তার বিষয়ীভূত—পার্টির সর্বোচ্চ সংস্থার কাছেই শুধু তা প্রকাশ করা চলে)। **কংগ্রেসের বাইরে** এই ধরনের **রটনা** মারফত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া হল আমার মতে, **কুৎসাপরতা**। এই ধরনের কথাবার্তার প্রকাশ্য জবাব দিতে হলে আমি শুধু কংগ্রেসের সংগ্রামের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি। আপনারা বলছেন, স্বল্প এক সংখ্যাধিক্যে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়েছে। তা সত্যি। কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ সংখ্যাধিক্যটা তৈরি হয়েছে এমন সবাইকে নিয়ে যারা ইস্ক্রা পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য সর্বাধিক নিষ্ঠাসহকারে সংগ্রাম করেছেন—শুধু বচনে নয় আসল কাজে। তাই এ-সংখ্যাগুরুর **নৈতিক** মর্যাদা তার আনুষ্ঠানিক মর্যাদার তুলনায় অনেক উঁচু—উঁচু তাঁদের সকলের চোখে যাঁরা কোনো একটা ইস্ক্রা গোষ্ঠীর ধারাবাহিকতার চেয়ে ইস্ক্রা-মতবাদের ধারাবাহিকতার উপর আরোপ করেন অধিকতর মূল্য। ইস্ক্রার সে কর্মনীতিকে কাজে পরিণত করার দিক থেকে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির উপযুক্ততা বিচারে কারা **সবচেয়ে যোগ্য**? যাঁরা এ কর্মনীতির জন্য কংগ্রেসে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন তাঁরা? নাকি তাঁরা, যাঁরা বেশ কিছু ক্ষেত্রে সে কর্মনীতির বিরুদ্ধেই লড়াই চালিয়েছেন,

এবং সমর্থন করেছেন যা কিছু পশ্চাদগামী তাকে, হতো রকমের আবর্জনা যতো রকমের গোষ্ঠী মনোবৃত্তি সব কিছুকে ?

[ণ] কংগ্রেসের পরেকার অবস্থা। সংগ্রামের দুটি পদ্ধতি

কংগ্রেসের বিতর্ক ও ভোটাভুটির যে বিশ্লেষণ আপাতত সমাপ্ত হল তা থেকে ভ্রূণাকারে **কংগ্রেসের পরে যা যা ঘটেছে তার সব কিছুর** ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। তাই এবার সংক্ষিপ্তাকারে পার্টি সংকটের পরবর্তী অধ্যায়গুলির রূপরেখাটা পেশ করা চলতে পারে।

মার্তভ ও পপভ নির্বাচনে দাঁড়াতে অস্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে পার্টির মতপার্থক্য নিয়ে পার্টিগত সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে একটা কোন্দলের আবহাওয়া সৃষ্টি করা হল। কংগ্রেস সমাপ্তির ঠিক পরদিনই কমরেড গ্লেবেভ প্লেখানফ ও আমার কাছে প্রস্তাব করেন যে ব্যাপারটার একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হওয়া উচিত। অনির্বাচিত সম্পাদকেরা যে সত্যি সত্যি আকিমভ ও মার্তিনভের **পক্ষে চলে যাবার** সিদ্ধান্ত করতে পারেন, এটা অবিশ্বাস্য এবং সমস্ত ব্যাপারটা প্রধানত উত্তেজনা-প্রসূত বলে তাঁর মনে হয়। তিনি প্রস্তাব করেন যে চারজনের সকলকেই অধিভুক্ত (কো-অপট) করে নেয়া হোক এই শর্তে যে পরিষদের মধ্যে সম্পাদকমণ্ডলীর প্রতিনিধিত্ব যাতে থাকে তার গ্যারান্টি থাকবে (অর্থাৎ দুজন প্রতিনিধির মধ্যে একজন অবশ্যই **পার্টি** সংখ্যাগুরুদের মধ্য থেকে থাকবেন)। এ শর্তটা প্লেখানভ ও আমার কাছে বেশ যুক্তিসম্মত বলে মনে হয়, কারণ এটা গৃহীত হবার অর্থ, **কংগ্রেসের যে ভুল হয়েছিল তা প্রকারান্তরে স্বীকার করা**, এর অর্থ হবে যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি, আকিমভ ও মার্তিনভের বদলে প্লেখানভ ও আমাদের প্রতি অধিকতর ঘনিষ্ঠ হবার আকাঙ্ক্ষা। এই

দিক থেকে অধিভুক্তি সংক্রান্ত সুবিধাটির চরিত্র দাঁড়াচ্ছে **ব্যক্তিগত**, এবং তিক্ততা দূর করে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য একটা ব্যক্তিগত সুবিধা দানে আপত্তি করা উচিত নয়। সুতরাং প্লেখানভ ও আমি সম্মতি দেই। কিন্তু সম্পাদকমণ্ডলীর সংখ্যাগুরু অংশ এ শর্ত অগ্রাহ্য করলেন। **গ্রেবভ ফিরে গেলেন**। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম কি হয় দেখার জন্য: কংগ্রেসে মার্তভ (মধ্যপন্থীদের প্রতিনিধি পপভের বিরুদ্ধে) বিশ্বাস রক্ষার যে স্থান গ্রহণ করেছিলেন, তাতে টিকে থাকবেন, নাকি, যে সব অস্থিরমতি অংশগুলি ভাঙনের দিকে ঝুঁকে-ছিল এবং মার্তভ যাদের অনুগমন করেছেন, তারাই প্রবল হবে?

আমরা একটা উভয় সংকটে পড়ি: কংগ্রেসকালীন অধিভুক্তিটাকে কমরেড মার্তভ কি একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে গণ্য করবেন (১৮৯৫ সালে ভলমারের সঙ্গে বেবেলের অধিভুক্তিটা যেমন ছিল একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা—লাতিন প্রবাদে যাকে বলা হয় বড়র সঙ্গে ছোটর তুলনা), নাকি তিনি এই অধিভুক্তিটাকেই **সংহত** করতে চাইবেন, সর্ববিধ উপায়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করবেন যে কংগ্রেসে ভুল যা হয়েছে তা সব **আমার এবং প্লেখানভের**, হয়ে উঠবেন আমাদের পার্টির সুবিধাবাদী অংশটির ষোল আনা নেতা? এই উভয় সংকটটাকেই অন্যভাবে বিবৃত করতে হলে বলা যায়: কোন্দল, নাকি রাজনৈতিক পার্টি সংগ্রাম? কংগ্রেসের পরদিন আমরা কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির যে তিন জন মাত্র সদস্য উপস্থিত ছিলাম তার মধ্যে গ্লেবভ এ সংকটের প্রথম জবাবটিকে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন, বাকি যে ছেলেরা বিপথে গেছে তাদের সঙ্গে মিটমাট করে নেবার জন্য তিনি যথাসাধ্য করেন। কমরেড প্লেখানভ ছিলেন খানিকটা অনমনীয়—দ্বিতীয় জবাবটিকে গ্রহণ করার দিকেই ছিল তার অত্যধিক ঝোঁক। এই ক্ষেত্রে আমি 'মধ্যপন্থী'র মতো অথবা 'মার্শের' মতো আচরণ করি, এবং চেষ্টা

করি বুঝিয়ে শুনিয়ে চলার। বুঝিয়ে শুনিয়ে আনার যে সব মৌখিক চেষ্টা হয়েছিল, বর্তমানে তা মনে করিয়ে দিতে যাওয়াটা হবে খুবই জটিল এবং সে কাজে সফলতার আশা বাতুলতা। কমরেড মার্তভ ও কমরেড প্লেখানভের কুদৃষ্টান্ত তাই আমি অনুসরণ করতে যাব না, তবে বোঝানোর জন্য লিখিত চেষ্টা যা হয়, তার একটি থেকে কয়েকটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করা দরকার মনে হচ্ছে। এই চিঠি লেখা হয়েছিল ইস্ক্রা 'সংখ্যালঘুদের' জনৈক সদস্যের কাছে :

"...সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগ দিতে কমরেড মার্তভের অস্বীকৃতি, সহযোগিতা করতে তাঁর এবং অন্যান্য পার্টি লেখকদের অস্বীকার, কেন্দ্রীয় কমিটিতে কাজ করতে একাধিক ব্যক্তির অস্বীকার, বয়কট বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের জন্য প্রচার—এসবের ফলে মার্তভ ও তাঁর বন্ধুরা না চাইলেও পার্টির মধ্যে একটা ভাঙন সৃষ্টি হতে বাধ্য। এমন কি মার্তভ যদি বিশ্বস্ত থাকেনও, (কংগ্রেসে তিনি অত জোরের সঙ্গে একদা যা করেছিলেন), তাহলেও অন্যেরা তা থাকবেন না। এবং যে ফলাফলের কথা আমি বলেছি তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে......

"...সুতরাং আমি নিজের কাছেই প্রশ্ন করেছি : আমরা যে ভিন্ন হতে চলেছি সত্যি সত্যি সেটা কি জন্য?...কংগ্রেসের সমস্ত ঘটনা ও সমস্ত স্মৃতি আমি ঝালিয়ে দেখেছি ; আমি স্বীকার করব যে আমার ব্যবহার ও কাজে মাঝে মাঝে অতি ভয়ানক রকমের ঝাঁঝ প্রকাশ পেয়েছে—'উন্মাদের মতো'। আমার এ দোষের কথা আমি যে-কোনো লোকের কাছেই কবুল করতে রাজি, যদি অবশ্য পরিবেশ, প্রতিক্রিয়া, বাক্যবাণ, সংগ্রাম প্রভৃতির ফলে যা স্বাভাবিক, তাকে দোষ বলে অভিহিত করা যায় ; এর যা পরিণতি, উন্মত্ত সংগ্রাম চালনা থেকে যা লাভ হল, এখন অতি অনুত্তেজিত অবস্থায় তার পর্যালোচনা করার পর আমি তার মধ্যে এমন কিছু খুঁজে পাইনি,

একেবারেই কিছু পাইনি, যা পার্টির পক্ষে ক্ষতিকর, একেবারেই কিছু পাই নি যা সংখ্যালঘুদের পক্ষে অসম্মানজনক কিংবা অপমানকর।

"নিজেদের সংখ্যালঘু হয়ে পড়তে হল এই ঘটনাটুকু অবশ্যই বিরক্তি-কর না বোধ হয়েই পারে না। কিন্তু আমরা কারো নামে 'কলঙ্ক চাপিয়েছি', আমরা কাউকে আঘাত বা অপমানিত করতে **চেয়েছি,** একথার সরাসরি প্রতিবাদ আমি করব। সে রকম কিছুই ঘটে নি। রাজনৈতিক মতপার্থক্য ঘটলেই তার যদি এই পরিণতি হয় যে ঘটনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নীতিবিগর্হিত অবিবেচনা, আইনের মারপ্যাঁচ, ষড়যন্ত্র এবং আরো নানান রকম যে-সব মিষ্টি মিষ্টি বুলি আমরা এই আসন্ন ভাঙনের আবহাওয়ায় ক্রমাগত বেশি বেশি করে শুনতে পাচ্ছি, তা দিয়ে অপর পক্ষকে অভিযুক্ত করা হবে, তবে তা আমরা কিছুতেই অনুমোদন করতে পারি না, এ চলতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ, খুব কম করে বললেও, এ হল যুক্তিহীনতার পরাকাষ্ঠা।

"মার্তভ ও আমার মধ্যে একটা রাজনৈতিক (এবং সাংগঠনিক) মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়, আগেও এরকম হয়েছে বহুবার। নিয়মাবলীর প্রথম অনুচ্ছেদে পরাজয়ের পর আমি আমার পক্ষে (এবং কংগ্রেসের পক্ষে) অবশিষ্ট ক্ষেত্রটিতে যথাশক্তি পালটা জবাবের জন্য চেষ্টা না করে পারি না। একদিকে খাঁটি একটি ইস্ক্রা কেন্দ্রীয় কমিটি এবং অন্য দিকে সম্পাদকমণ্ডলীতে একটি ত্রয়ীর জন্য আমি চেষ্টা না করে পারি না।...শিথিলতা ও আপ্যায়নের ভিত্তিতে গড়া কোন সংস্থার তুলনায়, আমার মতে এই ত্রয়ীই হল **একমাত্র** বস্তু যা একটি ক্ষমতাপন্ন সংস্থায় পরিণত হতে পারে, একমাত্র বস্তু যা একটি যথার্থ কেন্দ্র হবার উপযুক্ত, এমন কেন্দ্র যার প্রত্যেকটি সদস্য সব সময় তাদের পার্টি মত পেশ করবেন ও তার সপক্ষে দাঁড়াবেন এবং তা দাঁড়াবেন সবরকম ব্যক্তিগত বিবেচনা-নিরপেক্ষ ভাবে, কে আঘাত

পেল, কে পদত্যাগ করবে ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো রকম ভয় না রেখে—তার একতিল কম নয়।

"কংগ্রেসে যা ঘটল, তার পরে ত্রয়ীর ফল দাঁড়াত এক হিসেবে মার্তভের বিরুদ্ধে তার সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক লাইনকে আইন-সঙ্গত করা। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তার জন্যই কি ভিন্ন হতে হবে? এই কারণেই কি পার্টি ভেঙে দেওয়া উচিত? কেন? মার্তভ ও প্লেখানভ তো শোভাযাত্রার প্রশ্নে আমার বিরুদ্ধতা করেছেন। কর্মসূচীর প্রশ্নে আমি ও মার্তভও তো প্লেখানভের বিরুদ্ধে যাই। প্রত্যেকটি ত্রয়ীর ক্ষেত্রেই কি একজনের বিরুদ্ধে বাকি দুইজন যায় না? ইস্ক্রাপন্থীদের অধিকাংশই যদি ইস্ক্রা সংগঠন এবং কংগ্রেস উভয় ক্ষেত্রেই মার্তভের সাংগঠনিক রাজনৈতিক লাইনের এই বিশেষ মতটুকুকে ভ্রান্ত বলে গণ্য করে থাকেন, তবে তার হেতু হিসেবে 'চক্রান্ত' 'প্ররোচনা' প্রভৃতির কথা তোলা কি কাণ্ডজ্ঞানহীনতা নয়? এই ব্যাপারটাকে অস্বীকার করে সংখ্যাগুরুদের গালিপাড়া এবং তাদের 'হল্লাবাজ' 'বাজে লোক' বলে অভিহিত করা কি অর্থহীন নয়?

"আমি আবার বলছি, কংগ্রেসের অধিকাংশের মতো আমিও এ বিষয়ে একান্ত সুনিশ্চিত যে মার্তভ যে লাইন নিয়েছিলেন তা ভুল এবং তার সংশোধন প্রয়োজন। এ সংশোধনে আহত বোধ করা, এটাকে অপমান প্রভৃতি বলে গণ্য করা অযৌক্তিক। আমরা কারো ওপর 'কলঙ্ক' চাপাইনি, চাপাচ্ছি না, কাজ থেকে কাউকে সরিয়ে আনছি না। শুধু কেন্দ্রীয় এক সংস্থা থেকে কাউকে সরানো হয়েছে বলেই একটা ভাঙন ঘটাতে হবে এ এক অচিন্তনীয় মূর্খতা।"*

---

* এ চিঠি (৩১শে আগস্ট [১৩ই সেপ্টেম্বর] ১৯০৩, তারিখে এ এন পত্রেসভের কাছে লিখিত—সম্পাঃ) লেখা হয় সেপ্টেম্বরে (নতুন পঞ্জিকা)। আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে যা অবান্তর বলে আমার মনে হয়েছে চিঠি থেকে শুধু সেইগুলিই বাদ দেওয়া হয়েছে। পত্র-প্রাপক যদি বাদপড়া অংশগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন, তবে

আমার এ লিখিত বিবৃতিটিকে এখন মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বোধ হল, কারণ, এ থেকে পরিষ্কার বেরিয়ে আসে যে সংখ্যাগুরুরা তৎক্ষণাৎ একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা টানতে চাইছিলেন। তার এক দিকে ছিল হুলফোটানো ক্ষিপ্ত আক্রমণাদির ফলে উদ্ভূত সম্ভবপর ব্যক্তিগত ক্ষোভ ও ব্যক্তিগত বিরক্তি (উত্তপ্ত সংগ্রামের ক্ষেত্রে যা অবশ্যম্ভাবী) এবং অন্যদিকে রয়েছে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ভ্রান্তি, একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লাইন (দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে অধিভুক্তির)

এ বিবৃতি থেকে দেখা যাবে যে সংখ্যালঘুদের **নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ শুরু হয় কংগ্রেসের ঠিক পর থেকেই**। আমাদের দিক থেকেও তৎক্ষণাৎ সাবধান করে জানিয়ে দেওয়া হয় যে ওটা **পার্টি ভাঙার দিকে একটা পদক্ষেপ**। **বিশ্বাস রক্ষার যে ঘোষণা কংগ্রেসে দেওয়া হয়েছিল** ওতে তার সরাসরি বিরুদ্ধতা করা হচ্ছে। আর এ ভাঙনের একান্ত ও একমাত্র কারণ দাঁড়াবে এই যে **অমুককে কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে অপসারিত করা হয়েছে** (অর্থাৎ তাতে তিনি নির্বাচিত হন নি), কেননা **কাজ থেকে** কাউকে অপসারিত করার কোনো কথা কদাচ কারো মনে হয় নি। আমাদের দিক থেকে সাবধান করে বলা হয় যে রাজনৈতিক মতভেদটাকে (এ মতভেদ অবশ্যম্ভাবী, কেননা কংগ্রেসে কার পথটা ঠিক ছিল এখনো তা স্থির হয় নি ও মীমাংসা হয়নি) **ক্রমাগত বিকৃতি ঘটিয়ে কোন্দলেতে দাঁড় করানো হচ্ছে**, গালিগালাজ, সন্দেহ প্রভৃতি নানাধরনের বস্তু এসে তাতে যুক্ত হচ্ছে।

তিনি তা সহজেই যোগ দিয়ে নিতে পারেন। প্রসঙ্গত এই সুযোগে বলে নেওয়া যাক যে আমার বিরোধীরা যদি মনে করেন যে আদর্শের খাতিরে আমার কোনো ব্যক্তিগত চিঠি প্রকাশ করা দরকার তবে আমার যে-কোনো চিঠি তাদের যে কেউ প্রকাশ করতে পারেন।

কিন্তু এসব ব্যর্থ হল। সংখ্যালঘুদের ব্যবহার থেকে দেখা গেল তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে অস্থিরমতি অংশ, যাদের কাছে **পার্টির মূল্য সবচেয়ে কম,** তারাই প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে। এর ফলে প্লেবভের প্রস্তাবে যে সম্মতি দেওয়া হয়েছিল তা প্রত্যাহার করতে আমি ও প্লেখানভ বাধ্য হই। কারণ, বাস্তবিকপক্ষে শুধু নীতির ক্ষেত্রে নয়, এমন কি **প্রাথমিক পার্টি আনুগত্যের ক্ষেত্রেও** যদি সংখ্যালঘুরা তাদের **কাজকর্মের মারফত** রাজনৈতিক অস্থিরমতিত্ব-টাকে প্রকাশ করে যেতে থাকেন, তাহলে আর মুখে ওই বহুশ্রুত 'ধারাবাহিকতা' রক্ষার **কথা** বলে লাভ কি? যাঁরা খোলাখুলি তাদের নতুন নতুন ও ক্রমবর্ধমান মতপার্থক্যের ঘোষণা করে যাচ্ছেন এমন সব লোকেদের দিয়ে গড়া একটা সংখ্যাধিক্যের কাছ থেকে পার্টি সম্পাদকমণ্ডলীতে "অধিভুক্তি" দাবি করার মধ্যে একটা চূড়ান্ত অবাস্তবতা রয়েছে, এবং তা নিয়ে সবচেয়ে বেশি উপহাস যিনি করেন তিনি প্লেখানভ। পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থায় যারা সংখ্যাগুরু তাদের সন্ত গজানো মতভেদগুলি পত্রিকায় পার্টির সকলের সমক্ষে **প্রকাশ পাবার আগেই** তাঁরা স্বেচ্ছায় নিজেদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করে ফেলছেন—দুনিয়ায় এমন ঘটনা কি কখনো ঘটেছে? সবচেয়ে আগে মতভেদগুলি বিবৃত করা হোক, পার্টি বিচার করে দেখুক সেগুলি কতোখানি গভীর এবং কতোখানি জরুরি, দ্বিতীয় কংগ্রেসে ভুল হয়েছে এটা যদি আদৌ প্রমাণ করা সম্ভব হয়, তবে পার্টি নিজেই সে ভুল সংশোধন করুন। অথচ তখনো পর্যন্ত যা জানা এমন সব মত-ভেদের **অজুহাতেই** যে ঐ ধরনের একটা দাবি করা হয়েছিল এই ঘটনা থেকেই প্রমাণ হয় দাবি-করনেওয়ালাদের চূড়ান্ত অস্থির-চিত্ততা, রাজনৈতিক মতভেদকে কোন্দলের মধ্যে একেবারে তলিয়ে দেওয়া, সমগ্র পার্টির এবং তাদের নিজস্ব বিশ্বাস উভয় **সম্পর্কেই**

চূড়ান্ত অমর্যাদা। নিজেদেব **নীতিতে স্থির বিশ্বাস** বয়েছে এমন ব্যক্তিবা সে নীতিব প্রতি অন্যেব **বিশ্বাস উৎপাদনের** চেষ্টা কবতে অস্বীকাব কবেছেন, তাও যে-প্রতিষ্ঠানটিকে আপন মতাবলম্বী কবতে চাওয়া হচ্ছে তাতে (**ঘরোয়াভাবে**) সংখ্যাধিক্য অর্জন কবাব পূর্বেই—এ কখনো হয নি, হবেও না।

শেষ পর্যন্ত ৪ঠা অক্টোবব, কমবেড প্লেখানভ ঘোষণা কবেন যে এই অদ্ভুত অবস্থাব অবসানকল্পে তিনি একটা **শেষ** চেষ্টা কবে দেখবেন। পুবনো সম্পাদকমণ্ডলীব ছযজন সদস্যেব সবাইকে নিয়ে একটা সভা ডাকা হোল, নতুন কেন্দ্রীয় কমিটিব একজন সদস্যও তাতে উপস্থিত থাকলেন*। যে সংস্থায় "সংখ্যাগুরুবা" দুইজন সেখানে 'সংখ্যালঘুদেব' চাবজনকে 'অধিভুক্ত' কবাব দাবিটা কি বকম অযৌক্তিক প্লেখানভ তা দেখাবাব চেষ্টা কবলেন পুবো তিন ঘণ্টা ধবে, তিনি প্রস্তাব কবলেন, **দুজনকে অধিভুক্ত করা হোক** , তাতে, একদিকে আমবা যদি কাউকে 'হুমকি দিতে,' দমন কবতে, অববোধ কবতে, খতম কবতে, বা কববস্থ কবতে চাই তাব সব ভয দূব হবে, অন্যদিকে পার্টিব সংখ্যাগুরু অংশেব পদমর্যাদা ও অধিকাবও বক্ষা পাবে। **দুইজন অধিভুক্তির প্রস্তাবও সমানভাবে বাতিল করে দেওয়া হল**।

৬ই অক্টোবব প্লেখানভ এবং আমি ইস্ক্রাব পুবাতন সম্পাদকমণ্ডলীব সকলকে এবং অন্যতম লেখক কমবেড ত্রংস্কিকে এই চিঠিখানি লিখি :

প্রিয় কমবেডবা—

"ইস্ক্রা এবং জাবিযাব [২৬] সঙ্গে সহযোগিতা থেকে আপনাবা

* কেন্দ্রীয কমিটিব এই সদস্যটি এ ছাড়াও সংখ্যালঘুদেব সঙ্গে একাধিক ও যৌথ আলাপ আলোচনাব আযোজন কবেন। এতে কাঁচা ধবনেব যে-সব কাহিনী বটনা হচ্ছে তিনি তা খণ্ডন কবে দেখান এবং পার্টি কর্তব্যেব প্রতি বিশ্বস্ততাব জন্য আবেদন কবেন।

বিরত, এইজন্য কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী সরকারীভাবে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করা কর্তব্য মনে করছেন। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বারংবার এবং তার পর থেকে কয়েকবার সহযোগিতার জন্য আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও আমরা আপনাদের কাছ থেকে একটি রচনাও পাইনি। কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী একথা জানিয়ে রাখতে চান যে তাঁরা এমন কিছু করেন নি যাতে আপনাদের অসহযোগিতা ন্যায্য বলে ধরা যায়। পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্রে আপনাদের কাজ করার পক্ষে অবশ্যই কোনো ব্যক্তিগত উষ্মাব বাধা গ্রাহ্য করা উচিত নয়। যদি অবশ্য অসহযোগিতার কারণটা এই হয় যে কোনো একটা বিষয়ে আমাদের মতের সঙ্গে আপনাদের মতপার্থক্য ঘটছে, তাহলে আপনারা যদি সে সব মতভেদ বিশদাকারে লিপিবদ্ধ করে দেন, তবে তাতে আমাদের পার্টির খুবই উপকার হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তাছাড়া আমাদের বিবেচনায় এটা খুবই বাঞ্ছনীয় হবে যদি আমাদের সম্পাদকের আওতায়-পড়া পত্রিকাপুস্তকাদির স্তম্ভ মারফত আপনারা সমগ্র পার্টির কাছে এই সব মতভেদের প্রকৃতি ও গভীরতার কথা ব্যাখ্যা করে বলেন।"

পাঠকেরা দেখতে যাচ্ছেন, "সংখ্যালঘুদের" ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হচ্ছে ব্যক্তিগত উষ্মা থেকে, নাকি **নতুন একটি পথে** মুখপত্রকে (এর পার্টিকে) পরিচালিত করাব বাসনা থেকে, আর তা যদি হয় তবে

---

* কমরেড মার্তভের কাছে লেখা চিঠিতে একটা পুস্তিকা প্রসঙ্গে অতিরিক্ত একটু উল্লেখ ছিল। তাতে এই কথা যোগ করা হয় "পরিশেষে আমাদের কাজের স্বার্থে আমরা আবার জানাই যাতে পার্টির সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানে আপনি আপনার নিজ মত বিবৃত ও সমর্থন করার সবরকম সুযোগ আপনি সরকারীভাবে পান তার জন্য এমন কি এই অবস্থায়ও আমরা আপনাকে কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীতে অধিভুক্ত করতে প্রস্তুত আছি।"

সে পথটা ঠিক কি—তা আমাদের কাছে তখনো খুব পরিষ্কার লাগে নি। এমন কি এখনো যদি জন সত্তর জ্ঞানী পুরুষকে যে কোনো লেখা বা সাক্ষ্যের সাহায্যের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে বলা হয়, তবে তাঁরাও এই জটের মাথামুণ্ডু কিছু বুঝে উঠতে পারবেন না বলেই আমার ধারণা। যেটা কোন্দল, তার জট আদপেই খোলা যায় কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে : হয় তাকে ছেঁটে বাদ দিতে হবে, নয় তা থেকে সরে দাঁড়াতে হবে দূরে।*

৬ই অক্টোবরের এই চিঠির জবাবে আক্‌সেলরদ, স্তারোভার, জাসুলিচ্, ত্রৎস্কি এবং কল্‌ৎসভ তুচ্ছত্র যা লিখে পাঠান তার মর্ম : নতুন সম্পাদকমণ্ডলীর হাতে ইস্‌ক্রা যেদিন থেকে চলে গেল, তারপর থেকে স্বাক্ষরকারীরা এতে কোনো অংশ নিচ্ছেন না। আদান প্রদানের ব্যাপারে কমরেড মার্তভ এঁদের চেয়ে একটু বেশি উদারতা দেখিয়ে নীচের প্রত্যুত্তরটি পাঠিয়ে আমাদের সম্মানিত করেন :

"রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী সমীপেষু—

"প্রিয় কমরেডরা,

"আপনাদের ৬ই অক্টোবরের চিঠির জবাবে আমার বক্তব্য এই : ৪ঠা অক্টোবর কেন্দ্রীয় কমিটির জনৈক সদস্যের উপস্থিতিতে আমাদের যে সম্মেলন হয় তারপরে একটি মুখপত্রে আমাদের একত্র কাজ করা নিয়ে আমাদের সমস্ত আলোচনার অবসান হয়ে গেছে বলেই আমার ধারণা। পরিষদের জন্য কমরেড লেনিনকে আমাদের 'প্রতিনিধি' করতে রাজি হব এই শর্তে আকসেলরদ, জাসুলিচ, স্তারোভার ও আমি সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগ দেব— আপনাদের এই প্রস্তাব আপনারা কি

* কমরেড প্লেখানভ সম্ভবত আরো বলতেন, "নয়ত কোন্দলের নাটের-গুরুদের প্রতিটি দাবি পূরণ করতে হবে।" তা অসম্ভব ; কেন, তা পরে দেখা যাবে।

কারণে প্রত্যাহার করে নিলেন তার কোনো রকম জবাব দিতে আপনারা সে সম্মেলনে অস্বীকার করেছেন। সাক্ষীর সমক্ষে আপনাদের নিজস্ব বিবৃতি সুনির্দিষ্টরূপে পেশ করার প্রশ্ন আপনরা এ-সম্মেলনে যে বারংবার এড়িয়ে গেলেন তার পরে আমি মনে করি না যে বর্তমান পরিস্থিতিতে ইস্ক্রাতে কাজ করতে আপত্তির কি কারণ আমার আছে তা চিঠির মাধ্যমে আপনাদেব কাছে ব্যাখ্যা করার আর কোনো প্রয়োজন থাকছে। যদি দরকার পড়ে, তাহলে সমগ্র পার্টির কাছেই আমি সে কারণ ব্যাখ্যা কবে বলব। (ইতিমধ্যে) দ্বিতীয় কংগ্রেসের অনুবিবরণী থেকে সমগ্র পার্টি জানতে পাববেন, পরিষদ ও সম্পাদক-মণ্ডলীতে স্থান গ্রহণ কবার যে প্রস্তাব আপনারা এখন পুনবাবৃত্তি করছেন তা আমি প্রত্যাখ্যান কবেছি কেন।......*

এল মার্তভ"

বয়কট, বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা এবং ভাঙন সৃষ্টির আয়োজন সম্পর্কিত যে অভিযোগটি—সংগ্রামের পদ্ধতিটা বিশ্বস্ত হবে, নাকি অবিশ্বস্ত হবে—যে প্রশ্নটি কমরেড মার্তভ তাঁর 'অবরোধের অবস্থা' নামক পুস্তিকায় অত চেষ্টায় এড়িয়ে গে' 'ন। বিস্ময়সূচক অব্যয় চিহ্ন আর সারি সারি ফুটকির সাহায্যে) পূর্বকথিত দলিলপত্রের সঙ্গে এই চিঠিটি মিলিয়ে পড়লে সে প্রশ্নের অনস্বীকা জবাব মিলবে।

কমরেড মার্তভ ও অন্যান্যদের **আমন্ত্রণ** জানানো হল, তাঁদের মতপার্থক্য তাঁরা পেশ করুন, তাঁদের **জানানো হল,** সোজাসুজি তাঁরা বলুন সমস্যাটা কি নিয়ে এবং কি তাঁদের অভিপ্রায়, তাঁদের **অনুরোধ করা** হল, না গুমরিয়ে স্থিরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখুন ১ম অনুচ্ছেদ নিয়ে তাঁদের কি ভুল হয়েছে (দক্ষিণপন্থার দিকে তাঁদের সরে

* তাঁর পুস্তিকাটির প্রসঙ্গে মার্তভ যে জবাব দেন, তা আমি উদ্ধৃত করি নি। উক্ত পুস্তিকাটি তখন আবার প্রকাশ করা হচ্ছিল।

যাওযাব ভ্রান্তিব সঙ্গে এ ভুলটা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত)—কিন্তু কমবেড মার্তভ ও তাঁব সাঙ্গোপাঙ্গবা **কথা কইতেই অস্বীকার** কবছেন এবং চিৎকাব কবছেন "আমাদেব ঘেবাও কবা হযেছে। আমাদেব ওপব জববদস্তি কবা হচ্ছে।" 'ভয়ঙ্কব কথাব র্তা' নিয়ে বিদ্রূপেব পবেও এই সব হাস্যকব নির্ঘোষেব উত্তাপ ঠাণ্ডা হল না।

কিন্তু, যে লোক **একসঙ্গে কাজ করতেই আপত্তি** কবছে, তাকে **ঘেরাও** কবা সম্ভব কি কবে? কমবেড মার্তভেব কাছে আমবা এ প্রশ্ন কবেছি। যে সংখ্যালঘু **সংখ্যালঘু থাকতেই অস্বীকার করল,** তাব প্রতি অসদ্ব্যবহাব, জববদস্তি ও অত্যাচাব কবা যায় যেমন কবে? সংখ্যালঘু থাকাব অর্থ ই হল তাতে অবশ্য ও অপবিহার্যরূপ কিছু অসুবিধা থাকবে। এ অসুবিধাটা, এই যে, হয় এমন একটা সংস্থায় যোগ দিতে হচ্ছে যেখানে কোনো কোনো প্রশ্নে অন্যেবা আপনাব চেয়ে সংখ্যাধিক, নয় সে-সংস্থাব বাইবে থাকতে হয ও তাকে আক্রমণ কবতে হয়। আব তাব ফলে সইতে হয় এক সুসজ্জিত বাহিনীব প্রতি-আক্রমণ।

"অববোধেব অবস্থা" বলে কমবেড মার্তভেব এই যে চীৎকাব—তাব মানে কি এই যে সংখ্যালঘু হিসাবে তাদেব সঙ্গে লড়াই কবা হচ্ছে অথবা তাদেব শাসন কবা হচ্ছে অন্যায় কবে, পার্টি আনুগত্যেব সীমা লঙ্ঘন কবে? **কেবল** যদি এইটুকু বলা হয়, মাত্র তাহলেই তবু খানিকটা বোধগম্য কথা হয (মার্তভেব চোখে), **কারণ,** আবাব বলা যাক্‌, সংখ্যালঘু হওয়াব অর্থ ই হল অপবিহায ও অবশ্যম্ভাবীরূপে কিছু অসুবিধাব সম্মুখীন হওয়া। কিন্তু মজা হল এই, কমবেড মার্তভেব সঙ্গে **লড়াইই করা যায় না** যতক্ষণ না তিনি কথাবার্তায় যোগ দিচ্ছেন। সংখ্যালঘুদেব **শাসনই করা যায় না** যতক্ষণ না তাবা সংখ্যালঘু থাকতে রাজি হচ্ছে।

প্লেখানভ এবং আমি যখন কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলাম তখন কোনো ক্ষমতা-বহির্ভূত কাজ করা হয়েছে, অথবা ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়েছে তা দেখাবার মতো **একটি দৃষ্টান্তও** কমরেড মার্তভ দেন নি। কেন্দ্রীয় কমিটির দিক থেকেও অনুরূপ **একটি ঘটনারও** কোনো উল্লেখ সংখ্যালঘুদের ব্যবহারিক কর্মীরা করেন নি। 'অবরোধের অবস্থা'য় কমরেড মার্তভ এখন যতই না কেন ছটফট করুন, চেঁচান, এটা অখণ্ডনীয় ও চূড়ান্ত একটা ঘটনা হয়েই থাকছে যে **"অবরোধের অবস্থা"** নিয়েও **কোলাহলের মধ্যে "ক্লীবসুলভ হা-হুতাশ" ছাড়া আর কিছুই নেই।**

কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত সম্পাদকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে কমরেড মার্তভ কোম্পানির কোনো **বোধগম্য** যুক্তি যে একেবারেই নেই তা প্রমাণিত হয় তাদেরই নিজেদের এই ধরতাই বুলিটা দিয়ে: আমরা গোলাম নই! ("অবরোধের অবস্থা," ৩৪ পৃঃ)। এর মধ্যে অতি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেয়েছে সেই বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর মানসিকতা যিনি **গণ-সংগঠন ও গণ-শৃঙ্খলার ঊর্ধ্বে** নিজেকে "মুষ্টিমেয় বরপুত্রদের" অন্যতম বলে গণ্য করেন, পার্টিতে কাজ করার আপত্তির কারণ হিসেবে এই **ব্যাখ্যা দেওয়া** যে তাঁরা "গোলাম নন"—তার অর্থ **পরিপূর্ণরূপে নিজেদের উদ্‌ঘাটিত করা,** যুক্তির একান্ত অভাবটাকেই স্বীকার করা, অসন্তোষের জন্য কোনো বোধগম্য কারণ কোনো উদ্দেশ্য পেশ করতে চূড়ান্ত অক্ষমতাটাকেই কবুল করা। প্লেখানভ এবং আমি ঘোষণা করলাম যে আমরা এমন কিছু করিনি যাতে তাদের অস্বীকৃতিটা ন্যায্য হতে পারে, অনুরোধ করলাম তাঁদের মতভেদ তাঁরা লিপিবদ্ধ করুন। আর তার জবাবে **শুধু উত্তর এল এই,** "আমরা গোলাম নই।" (অধিকন্তু জানানো হল যে অধিভুক্তির বিষয়ে কোনো রফা-নিষ্পত্তি এখনো হয় নি।)

১ম অনুচ্ছেদ নিয়ে বিতর্কে সুবিধাবাদী যুক্তিজাল ও অরাজকতাবাদী বাক্যবিলাসের প্রতি একটা দুর্বলতা প্রদর্শনের মধ্যে ইতিপূর্বেই যে বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিসর্বস্বতার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, তার কাছে সর্বহারা সংগঠন ও শৃঙ্খলার **সবটাই** হল **গোলামি**। পাঠক সাধারণ শিগগীরই এও শুনবেন যে এমন-কি নতুন **পার্টি কংগ্রেসটাও** এই সব পার্টিসভ্য ও পার্টি 'কর্তৃপক্ষীয়'দের চোখে একটা গোলামী প্রতিষ্ঠান, "মুষ্টিমেয় বরপুত্রদের" পক্ষে তা ভয়ঙ্কর বস্তু, ঘেন্নার বস্তু।····· তা বটে, পার্টি সভ্যের খেতাবটি দখল করতে আপত্তি নেই। কিন্তু পার্টির স্বার্থ ও অভিপ্রায়ের সঙ্গে এই খেতাবটির **সুসঙ্গতি** অনুভবের বোধ যাদের **নেই** তাদের কাছে এ "প্রতিষ্ঠান" সত্যিই এক ভয়ানক বস্তু।

নতুন ইস্ক্রার সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে আমার পত্রে আমি কমিটি-প্রস্তাবসমূহের তালিকা পেশ করি, কমরেড মার্তভ তা "অবরোধের অবস্থা"য় প্রকাশও করেছেন, এই সব প্রস্তাব থেকে সত্য সত্যই দেখা যাবে যে সংখ্যালঘুদের ব্যবহারটা আগাগোড়া শুধু কংগ্রেস সিদ্ধান্ত **অমান্য করা** এবং নির্দিষ্ট ব্যবহারিক কাজগুলির **বানচাল** করাতেই পর্যবসিত হয়েছে। যাঁরা সুবিধাবাদী এবং যাঁরা ইস্ক্রাকে ঘৃণা করেন, এমন লোকদের নিয়ে গড়ে ওঠা "সংখ্যালঘু"রা হন্যে হয়ে উঠেছিল যাতে কংগ্রেসের পরাজয়টার প্রতিশোধ নেওয়া যায়, কিন্তু এটা তারা টের পেয়েছিলেন যে দ্বিতীয় কংগ্রেসে তাদের বিরুদ্ধে সুবিধাবাদ ও বুদ্ধিজীবী অস্থিরচিত্ততার যে অভিযোগ উঠেছিল, **সৎ ও বিশ্বস্ত** কোনো উপায়ে (এ-বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য কংগ্রেসে বা সংবাদপত্রে বিবৃত করা মারফত) তা খণ্ডন করা **অসাধ্য** হবে, তাই তাদের চেষ্টা হয় শুধু **পার্টিকে ছিন্নভিন্ন করা**, পার্টির কাজকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত করা। পার্টিকে **স্বমতে** আনা যে তাদের ক্ষমতার বাইরে একথা বুঝতে পেরে তারা **পার্টিকে বিপর্যস্ত করে**

এবং তার **সব কিছু কাজে বাধা দিয়ে** নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়। পার্টিতে তাদের তিরস্কার করা হয়েছিল এই বলে যে (কংগ্রেসে তাদের ভুলের ফলে) তারা পাত্রে চিড় ধরিয়েছে; এ তিরস্কারের জবাব তারা দিল চিড়-খাওয়া পাত্রটিকে **সর্বশক্তি দিয়ে একেবারেই গুঁড়িয়ে দেবার জন্য** চেষ্টা করে।

ওঁদের ভাবনা-ধারণা ওঁরা এমনি গুলিয়ে ফেলেছেন যে সহযোগিতায় অস্বীকার আর বয়কটকেই "সংগ্রামের **সদুপায়**"* বলে দাবি করা হচ্ছে। সূক্ষ্ম এই প্রশ্নটির সামনে কমরেড মার্তভ এখন কেঁচোর মত চারপাশে মোচড়ামুচড়ি শুরু করেছেন। কমরেড মার্তভ এমনই "নীতিপরায়ণ" যে তিনি বয়কট সমর্থন করেন……যখন তা পরিচালনা করে সংখ্যালঘুরা, কিন্তু বয়কটের নিন্দা করেন, যখন তাঁর নিজের দলটাই সংখ্যাগুরু হয়ে ওঠার ফলে সর্বনাশ জ্ঞান করার কথা স্বয়ং মার্তভেরই!

এটা একটা কোন্দল, না, সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টিতে সংগ্রামের সদুপায় নিয়ে "নীতিভেদ", আমার মনে হয় সে প্রশ্ন আলোচনার আর দরকার নেই।

"অধিভুক্তি" নিয়ে যে সব কমরেড হল্লা বাধিয়েছেন তাদের কাছ থেকে এ সম্পর্কে কোনো কৈফিয়ত আদায় করার ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর (৪ঠা ও ৬ই অক্টোবর), কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে অপেক্ষা করা এবং সংগ্রামের বিশ্বস্ত উপায় মেনে চলা হবে—এই মৌখিক

---

* খনি এলাকার প্রস্তাব (অবরোধের অবস্থা—৩৮ পৃঃ)।

প্রতিশ্রুতির কি পরিণতি হয় তা দেখা ছাড়া আর কিছু করার রইল না। ১০ই অক্টোবর, কেন্দ্রীয় কমিটি লীগের কাছে একটি ইশতেহার-পত্র (লীগের অনুবিবরণী ৩-৫ পৃঃ দেখুন) পাঠিয়ে জানান যে কেন্দ্রীয় কমিটি নিয়মাবলীর খসড়া রচনা করেছেন এবং তাতে সাহায্য করার জন্য লীগ সভ্যদের আমন্ত্রণ করা হচ্ছে। লীগ ব্যবস্থাপকেরা সে সময় লীগ কংগ্রেস আহ্বান করতে অস্বীকার করেছিল (দুই-এক ভোটে, লীগ অনুবিবরণী, ২০ পৃ)। এই ইশতেহারের যে জবাব সংখ্যালঘু অনুবর্তীদের কাছ থেকে পাওয়া গেল, তাতে এক মুহূর্তেই বেরিয়ে এল যে বিশ্বস্ত থাকা এবং কংগ্রেস সিদ্ধান্ত মেনে চলার বিখ্যাত প্রতিশ্রুতিটি শুধু কথার কথামাত্র, আসলে সংখ্যালঘুরা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে মান্য না করাই স্থির করে নিয়েছে সুনিশ্চিতভাবে, সহযোগিতার জন্য তাদের আবেদনের জবাব দিচ্ছে এমন সব **এড়িয়ে-যাওয়ার অজুহাত** তুলে, যা শুধু কথার মারপ্যাঁচ আর **অরাজকতাবাদী** বাগাড়ম্বরে পরিপূর্ণ। লীগ ব্যবস্থাপকদের জনৈক সভ্য (১০ পৃঃ) দিউৎসের বিখ্যাত খোলা চিঠির জবাবে প্লেখানভ, আমি এবং সংখ্যালঘুদের অন্যান্য সমর্থকেরা "পার্টির একটা গুরুতর শৃঙ্খলাভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাই। এইভাবে শৃঙ্খলাভঙ্গ করে লীগের কর্মকর্তা একটা পার্টি প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটাবার সাহস পায় এবং এইভাবে শৃঙ্খলা ও নিয়মাবলী অগ্রাহ্য করার জন্য অন্যান্য কমরেডদের আহ্বান করে! 'কেন্দ্রীয় কমিটির আমন্ত্রণের ভিত্তিতে এই ধরনের কাজে অংশ নিতে আমি নিজেকে বাধ্য মনে করছি না,' অথবা 'কমরেডস্, আমরা একে (কেন্দ্রীয় কমিটিকে) লীগের জন্য নতুন নিয়মাবলী করতে কিছুতেই দিতে পারি না,' ইত্যাদি মন্তব্য হল শুধু এক ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টির কৌশল। তা শুনে পার্টি, সংগঠন, পার্টিশৃঙ্খলা প্রভৃতি শব্দের মানে সম্পর্কে যাদেরই এতটুকু ধারণা আছে তাদের কাছেই

অসহ্য লাগবে। এ কৌশলটি আরো অসহ্য এই কারণে যে তা প্রয়োগ করা হচ্ছে একটি সদ্যগঠিত পার্টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে, এ কৌশল তাই হল পার্টি সভ্যদের মধ্যে সে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আস্থা-হানির নিঃসন্দেহ চেষ্টা; উপরন্তু এটি প্রচারিত হচ্ছে লীগ ব্যবস্থাপক-মণ্ডলীর জনৈক সভ্যের বকলমে, কেন্দ্রীয় কমিটির অজ্ঞাতসারে।" (১৭ পৃঃ)

এই রকমের অবস্থায় লীগ কংগ্রেসে যা হবে বলে আশা করা যেত সেটা একটা হাটুরে হট্টগোল ছাড়া আর কিছু নয়।

একেবারে গোড়া থেকেই কমরেড মার্তভ তাঁর "অন্যের মনের অন্তস্থল সন্ধান করার" কংগ্রেসকালীন কৌশল প্রয়োগ করে চললেন, এইক্ষেত্রে তাঁর লক্ষ্য হলেন প্লেখানভ, বিকৃত করা হল তাঁর ব্যক্তিগত কথাবার্তা। কমরেড প্লেখানভ প্রতিবাদ করায় কমরেড মার্তভ তাঁর অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন (লীগ অনুবিবরণী ৩৯ ও ১৩৪ পৃঃ)। হয় চটুলতা নয় বিরক্তিই হল এধরনের অভিযোগের ভিত্তি।

রিপোর্টের সময় হল। পার্টি কংগ্রেসে আমি ছিলাম লীগের প্রতিনিধি। আমার রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসারের দিকে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে (৪৩ ও পরবর্তী পৃঃ) যে তাতে আমি কংগ্রেসের ভোটাভুটি বিশ্লেষণের একটা মোটামুটি রূপরেখা সামনে রাখি, বিশদাকারে সেইটা দিয়েই এই বর্তমান পুস্তিকাটির বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। সে রিপোর্টের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ছিল এইটে দেখানো যে ভুল করার দরুন মার্তভ কোম্পানি পার্টির সুবিধাবাদী পক্ষটায় গিয়ে হাজির হয়েছেন। এ রিপোর্ট যে শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে হাজির করা হয়, অতি উত্তেজিত বিরোধীরাই ছিলেন তার অধিকাংশ; তবু এর মধ্যে তারাও এমন কিছু আবিষ্কার করতে পারেন নি যা পার্টি-সংগ্রাম ও পার্টি-বিতর্কের ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতির বহির্ভূত।

উল্টোদিকে, আমার বিবৃতির বিশেষ বিশেষ অংশের "ভ্রান্তি সংশোধন" ছাড়া, (ঐ সব "ভ্রান্তি সংশোধনের" ভ্রান্তিটা আমরা আগেই দেখিয়েছি) কমরেড মার্তভের রিপোর্ট'টা বিশৃঙ্খল স্নায়ুমণ্ডলীর এক প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ আবহাওয়ায় সংখ্যাগুরুরা যে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে অস্বীকার করবেন তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কমরেড প্লেখানভ প্রতিবাদ করেন এই "ক্ষিপ্ত কাণ্ডকারখানা"র বিরুদ্ধে (৬৮ পৃঃ)—একখানা "কাণ্ডই" বটে!—এবং রিপোর্টের সারমর্ম সম্পর্কে তার আপত্তিটাও তিনি জানাতে অস্বীকার করে কংগ্রেস ত্যাগ করে যান, যদিও এ আপত্তি তিনি ইতিপূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। সংখ্যাগুরু সমর্থকদের বাকি প্রায় সকলেও একইভাবে কমরেড মার্তভের "অনুচিত ব্যবহারের" বিরুদ্ধে লিখিত প্রতিবাদ পেশ করে কংগ্রেস ত্যাগ করে গেলেন। (লীগ অনুবিবরণী ৭৫ পৃঃ)।

সংগ্রামের যে পদ্ধতি সংখ্যালঘুরা গ্রহণ করেছেন তা সকলের কাছে পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে যায়। আমরা এই অভিযোগ করেছিলাম যে সংখ্যালঘুরা কংগ্রেসে একটি রাজনৈতিক ভুল করেছেন, তাঁরা সরে গেছেন সুবিধাবাদের দিকে এবং বুন্দিস্ট, আকিমভ, ব্রুকেয়ার, ইগরভ ও মাখভদের সঙ্গে একটা কোআলিশন গড়ে তুলেছেন। কংগ্রেসে সংখ্যালঘুরা পরাজিত হবার পরে এখন তাঁরা সংগ্রামের দুটি পদ্ধতির "পরিকল্পনা তৈরি" করে নিয়েছেন। হামলা, আক্রমণ, অভিযান ইত্যাদির অসংখ্য রকমফের যা কিছু তা সব এই দুই পদ্ধতিরই অন্তর্গত।

প্রথম পদ্ধতি—"কারণ উল্লেখ ব্যতিরেকে," পার্টির কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, আদর্শের ক্ষতিসাধন, এবং সব কিছুতেই বাধাদান।

দ্বিতীয় পদ্ধতি—"কাণ্ড" বাধিয়ে তোলা, এবং এই ধরনের অন্যান্য কীর্তি *।

দ্বিতীয় "সংগ্রামপদ্ধতি"টার আরো একবার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে লীগের বিখ্যাত "নীতিগত" প্রস্তাবগুলির মধ্যে। সংখ্যাগুরুরা অবশ্য তার আলোচনায় কোনো অংশ নেন নি। কিন্তু কমরেড মার্তভ এ প্রস্তাবগুলি তাঁর 'অবরোধের অবস্থায়' পুনরুল্লেখ করেছেন। সেগুলি বিচার করে দেখা যাক।

প্রথম প্রস্তাবটিতে সই করেছেন কমরেড ত্রৎস্কি, ফোমিন, দিউৎস এবং অন্যান্য। এতে পার্টি সংখ্যাগুরুদের বিরুদ্ধে দুটি নিবন্ধ আছে:—(১) "লীগ এইজন্য তার গভীর দুঃখ প্রকাশ করছে যে ইস্ক্রার পূর্বতন কর্মনীতির মূলত বিরুদ্ধে যায় এমন সব প্রবণতার আত্মপ্রকাশ কংগ্রেসে ঘটেছে বলে পার্টির নিয়মাবলীর খসড়া রচনা-কালে কেন্দ্রীয় কমিটির স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব নিরাপদ করতে যথেষ্ট গ্যারাণ্টিব ব্যবস্থার জন্য যথোচিত যত্ন নেওয়া হয় নি।" (লীগ অনুবিবরণী ৮৩ পৃঃ)

আমরা আগেই দেখেছি, "নীতি" সংক্রান্ত এই নিবন্ধটির অর্থ **আকিমভ** সুসমাচার ছাড়া আর কিছুই দাঁড়ায় না এবং সে সুসমাচারের সুবিধাবাদী চরিত্রটাও পার্টি কংগ্রেসে এমনকি কমরেড পপভও খুলে

* আমি আগেই দেখিয়েছি, রাজনৈতিক শরণার্থী ও নির্বাসিতেরা যে আবহাওয়ার বাস করেন তাতে কোন্দল খুব স্বাভাবিক এবং এ কোন্দলের সবচেয়ে নীচতাপূর্ণ আত্ম-প্রকাশের পেছনেও নীচ উদ্দেশ্য আরোপ করতে যাওয়া অবিবেচনার কাজ হবে। ব্যাপারটা একটা সংক্রামক রোগের মতো, অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা, বিপর্যস্ত স্নায়ুমণ্ডলী ইত্যাদির ফলে তার সৃষ্টি। এখানে এই ধরনের সংগ্রামের একটা সত্যকার ছবি আমাকে দিতে হল কারণ মার্তভ তাঁর "অবরোধের অবস্থায়" পুনরায় এ সংগ্রামের পথ গ্রহণ করেছেন পুরোমাত্রায়।

দেখিয়ে দিয়েছেন! বস্তুতপক্ষে, কেন্দ্রীয় কমিটির স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব নিরাপদ রাখার কোনো ভাবনা সংখ্যাগুরুদের ছিল না—এ বিবৃতিতে নিতান্ত একটা গালগল্প ছাড়া আর কিছুই তখনো বোঝায় নি। শুধু এইটুকু উল্লেখ করলেই হবে যে যখন আমি আর প্লেখানভ সম্পাদক-মণ্ডলীতে ছিলাম, তখন **পরিষদে** কেন্দ্রীয় কমিটির তুলনায় কেন্দ্রীয় মুখপত্রেব কোনো প্রাধান্যই **ছিল না**; কিন্তু যখন মার্তভপন্থীরা সম্পাদক-মণ্ডলীতে যোগ দিলেন, তখনই পরিষদে কেন্দ্রীয় কমিটির তুলনায় কেন্দ্রীয় মুখপত্রের জন্য প্রাধান্যের **ব্যবস্থা করে** নেন! আমরা যখন সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলাম, তখন পবিষদে প্রবাসী লেখকদের তুলনায় **প্রাধান্য ছিল** সেই সব লোকেদেব **যাঁরা রাশিয়ায় ব্যবহারিক কাজে লিপ্ত।** অথচ যেদিন থেকে মার্তভপন্থীরা সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগ দিলেন সেদিন থেকেই ঠিক এর উল্টো ঘটনা ঘটে আসছে। আমরা যখন সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলাম, তখন পরিষদ কোনো **ব্যবহারিক** কাজেই হস্তক্ষেপ করার **একবারও চেষ্টা করেন নি।** অথচ সর্ববাদী-সম্মত অধিভুক্তির পর থেকে এধরনের **হস্তক্ষেপ শুরু হয়েছে** এবং পাঠকসাধারণ অদূর ভবিষ্যতে সুনিশ্চিতরূপেই তা জানতে পারবেন।

আলোচ্য প্রস্তাবের পরবর্তী নিবন্ধ "...পার্টির সরকারী কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি গঠন করার সময় কংগ্রেস কার্যক্ষেত্রে চালু কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়োজন উপেক্ষা করেছে...।"

এ নিবন্ধের সারকথা শুধু দাঁড়ায় এই—কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি **ঠিক কাদের নিয়ে রচিত হবে।** সংখ্যালঘুরা এ তথ্যটিকে এড়িয়ে যেতে চান যে কংগ্রেসে পুরনো কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির অনুপযুক্ততা প্রমাণিত হয়েছে এবং তারা একাধিক ভুল করেছে। কিন্তু সংগঠন কমিটির প্রসঙ্গে 'ধারাবাহিকতার' উল্লেখটাই হল সবচেয়ে রগড়ের। আমরা দেখেছি, কংগ্রেসে ইঙ্গিত করেও কেউ বলেন নি যে, সংগঠন

কমিটির সমস্ত সদস্যকেই অনুমোদন করা হোক। কংগ্রেসে মার্তভ নিজেকে ক্ষেপিয়ে তোলেন এবং ঘোষণা করেন যে তালিকায় সংগঠন কমিটির তিনজন সদস্যের নাম দেখে তিনি অপমানিত বোধ করেছেন। অথচ কংগ্রেসে সংখ্যালঘুরা যে **চূড়ান্ত** তালিকা প্রস্তাব করেন তাতে ছিল সংগঠন কমিটির একজন সদস্য (**পপভ**, গ্নেবভ অথবা ফোমিন, ত্রংস্কি), আর সংখ্যাগুরুরা যে তালিকা পাশ করেন, তাতে ছিল সংগঠন কমিটির **দুইজন** সদস্য (**ত্রাভিনস্কি, ভাসিলিয়েভ**, ও গ্নেবভ)। তাই জিজ্ঞাসা করতে হয়, 'ধারাবাহিকতা'র এই উল্লেখটাকে কি সত্যি করেই একটা 'নীতিগত মতভেদ' বলে বিবেচনা করা চলে ?

দ্বিতীয় প্রস্তাবটিকে নেওয়া যাক, এতে আক্সেলরদের নেতৃত্বে স্বাক্ষর করেছেন পুরনো সম্পাদকমণ্ডলীর চারজন সদস্য। "সংখ্যাগুরুদের" বিরুদ্ধে বড়ো বড়ো যে সব অভিযোগ পরে সংবাদপত্রে বারংবার উল্লিখিত হয়েছে, এতে তা সবই আছে। এই সব অভিযোগ সম্পাদকীয় চক্রের সদস্যরা নিজেরাই যে-আকারে রেখেছেন, সেই আকারেই তাদের পরীক্ষা করলেই সবচেয়ে সুবিধা। এতে অভিযোগ উত্থিত হয়েছে "পার্টির স্বৈরাচারী ও আমলতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার" বিরুদ্ধে, "আমলতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার" বিরুদ্ধে ; "সত্যকার সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক কেন্দ্রিকতা"র থেকে ঐ কেন্দ্রিকতাকে তফাত করে তার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এই রকম : এতে "আভ্যন্তরীন ঐক্যের বদলে সামনে রাখা হয় একটা বাহ্যিক আনুষ্ঠানিক ঐক্য, তা অর্জিত ও অক্ষুণ্ণ রাখা হয় নেহাৎ যান্ত্রিক একটা উপায়ের দ্বারা, ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও স্বাধীন সামাজিক ক্রিয়াকলাপের নিয়মিত দমন মারফত।" সেই জন্য "সমাজগঠনকারী সমস্ত অংশের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী ঐক্য স্থাপন এর প্রকৃতির পক্ষেই সম্ভব নয়।"

কোন্ "সমাজটার" কথা কমরেড আক্সেলরদ কোম্পানি এখানে বলছেন তা শুধু ঈশ্বরই জানেন। মনে হয়, এমন কি কমরেড আক্সেল-

রদের নিজেরও ঠিক খেয়াল নেই তিনি কি করছেন, বাঞ্ছনীয় শাসন-সংস্কার সম্পর্কে একটা জেমস্ত্‌ভো অভিভাষণ লেখা হচ্ছে, নাকি "সংখ্যা-লঘুদের" নালিশ উদ্গীরণ করা হচ্ছে? পার্টির মধ্যে যে "স্বৈরতন্ত্র" নিয়ে অসন্তুষ্ট "সম্পাদকেরা" অত শল্লা লাগিয়েছেন সে স্বৈরতন্ত্রের **মানেটা কি হতে পারে?** স্বৈরতন্ত্রের অর্থ একজনমাত্র ব্যক্তির চূড়ান্ত অনিয়ন্ত্রিত, অবিচার্য, ও অনির্বাচিত শাসন। সংখ্যালঘুদের সাহিত্য থেকে একথা সকলের কাছেই খুব সুবিদিত যে স্বৈরতন্ত্রী বলতে তাঁরা **আমাকেই** বোঝাচ্ছেন, আর কাউকে নয়। প্রস্তাবটি যখন রচিত ও গৃহীত হচ্ছিল তখন প্লেখানভ সহ আমি, কেন্দ্রীয় মুখপত্রে ছিলাম। সুতরাং কমরেড আক্‌সেলবদ কোম্পানির কথায় এইটাই প্রকাশ পাচ্ছে যে প্লেখানভ সহ কেন্দ্রীয় কমিটির সমস্ত সদস্য "পার্টিকে শাসন" করছেন, তাঁরা যা আদর্শের পক্ষে উপযোগী বলে বিবেচনা করছেন সেই অনুসারে নয়, স্বৈরতন্ত্রী লেনিনেব **ইচ্ছা** অনুসারে। স্বৈরতন্ত্রী শাসনের এ অভিযোগের সুনিশ্চিত ও অপরিহার্য অর্থ হল এই কথা স্বীকার কবা যে এক স্বৈরতন্ত্রী ছাডা শাসক সংস্থার সকলেই হলেন নিতান্ত অন্য এক জনেব হাতের কলকাটি, অন্য একজনের ইচ্ছার বশংবদ দালাল ও বোডের চাল মাত্র। তাই পুনবপি প্রশ্ন, মহা মহোদয় কমবেড আক্‌সেলরদের দিক থেকে এটা কি সত্যি সত্যিই একটা 'নীতিগত মতপার্থক্য?'

তাছাডা, যে পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত বৈধ হবে হলে তারা গভীর-ভাবে ঘোষণা করে এসেছেন সে কংগ্রেস থেকে সদ্য ফেরা আমাদের এই পার্টি সভ্যেরা কোন্‌ ধরনের বাহ্যিক আনুষ্ঠানিক ঐক্যের কথা বলছেন? পার্টি কংগ্রেস ছাডা আর কোনো পদ্ধতি কি তাঁদের জানা আছে যাতে আদৌ স্থায়ী একটা ভিত্তিতে গঠিত একটা পার্টির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা যায়? যদি তা জানা থাকে তবে খোলাখুলি তাঁদের এ কথা বলার সাহস নেই কেন যে তাঁরা দ্বিতীয় কংগ্রেসকে আর বৈধ

বলে গণ্য করেন না ? সংগঠিতরূপে কল্পিত এক কল্পিত পার্টির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার নয়া ধারণা আর নয়া পদ্ধতির কথা প্রচারের চেষ্টাই বা কেন করছেন না ?

তাছাড়া, ঠিক এ ব্যাপারের আগেই যাঁদের মতভেদের বিষয় জানানোর জন্য পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্রের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে, অথচ যারা **তা না করে** দর কষাকষি করতে **শুরু** করেছেন অধিভুক্তি নিয়ে, আমাদের এই সব ব্যক্তিস্বাতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীরা কোন্ ধরনের 'ব্যক্তিগত উদ্যোগ দমনের' কথা বলছেন ? এবং সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, যে লোকেরা আমাদের সহযোগী হিসাবে **কোনো রকম** 'কাজকর্মে' আসতেই অস্বীকার করেছেন তাদের উদ্যোগ এবং স্বাধীন ক্রিয়াকলাপ দমন করা প্লেখানভ এবং আমি অথবা কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে সম্ভবই বা কেমন করে হয় ? কোনো একটি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মধ্যে যে **কোনো রকম কাজের ভাগ নিতেই অস্বীকার করেছে** তাকে সেই প্রতিষ্ঠান অথবা সংস্থার মধ্যে দমন করা যায় কি করে ? **'শাসিত হতেই'** অস্বীকার যারা করেছে সেই সব অনির্বাচিত সম্পাদকেরা 'শাসন ব্যবস্থার' নালিশ করতে পারেন কেমনভাবে ? আমাদের কমরেডদের পরিচালনা করতে আমরা যে **কোন** ভুলই **করবার সুযোগ পাই নি** তার সোজা কারণটা এই যে আমাদের কমরেডরা আমাদের পরিচালনায় কখনো কাজ করেননি।

আমাদের ধারণা, এ সত্যটি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে বহু-বিঘোষিত আমলাতন্ত্র নিয়ে এই যে চিৎকার তা হল কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সদস্য-গত সংবিন্যাসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ঢেকে রাখবার একটি পর্দা বিশেষ, কংগ্রেসে যে পবিত্র প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছিল তা অমান্য করাটাকে চাপা দেবার জন্য একটা নামাবলীমাত্র। আপনি আমলাতান্ত্রিক, কারণ আমার ইচ্ছানুসারে আপনি নিযুক্ত হননি, কংগ্রেস আপনাকে নিযুক্ত

করেছে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে; আপনি একজন কেতা-সর্বস্ব ব্যক্তি কারণ আপনি আমার সম্মতিক্রমে মতস্থির করছেন না, করছেন কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে। আপনার কার্যকলাপের পদ্ধতিটা হচ্ছে বিদঘুটে রকমের যান্ত্রিক, কারণ অধিভুক্ত হবার জন্য আমার ইচ্ছার প্রতি দৃক্‌পাত না করে আপনি পার্টি কংগ্রেসের 'যান্ত্রিক' সংখ্যাধিক্যের পক্ষ নিয়েছেন, আপনি একজন স্বৈরতন্ত্রী, কারণ আপনি ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজি নন সেই গুটিয়ে-পটিয়ে বসা ছোট্ট পুরনো দলটার হাতে, যাঁরা চক্র হিসেবে তাদের 'ধারাবাহিকতার' জন্য জিদ ধরেছেন, এবং তা আরো বেশি এই জন্য যে এই চক্রমনোবৃত্তিটাকে অবাঞ্ছনীয় বলে কংগ্রেসের সুস্পষ্ট ঘোষণাটাকে তাঁরা পছন্দ করছেন না।

আমলাতান্ত্রিকতা নিয়ে এ সব চিৎকারের কোনো **বাস্তব** অর্থ কিছু নেই, কখনো ছিলও না, শুধু আমি যে অর্থটার উল্লেখ করলাম* তা ছাড়া। আর সংগ্রামের এ পদ্ধতিটা থেকে আরো একবার উদ্ঘাটিত হচ্ছে সংখ্যালঘুদের আসল চেহারা—অস্থিরমতি বুদ্ধিজীবী। তারা পার্টিকে এই কথা বিশ্বাস করাতে চেয়েছিল যে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির মনোনয়নের ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু কি পদ্ধতিতে? প্লেখানভ ও আমার পরিচালিত ইস্ক্রার সমালোচনা করে? না, এ রকম সমালোচনা পেশ করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। স্বমতে আনার তাঁদের পদ্ধতি হল পার্টির একটি অংশ কর্তৃক ঘৃণাস্পদ কেন্দ্রীয় সংস্থা-গুলির পরিচালনায় কাজ করতে অস্বীকৃতির মারফত। কিন্তু যে লোকেরা কেন্দ্রীয় সংস্থার পরিচালনাকেই অস্বীকার করছে তাদের পরিচালনা করার ক্ষমতা প্রমাণ করতে পারে দুনিয়ায় কোথাও এমন

* এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে কমরেড প্লেখানভ যেদিন থেকে সহৃদয় অধিভুক্তির কাজটি করে দিলেন সেদিন থেকেই তিনি আর সংখ্যালঘুদের চোখে এক 'আমলা-তান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার' সমর্থক রইলেন না।

কোনো পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থা নেই। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির পরিচালনা গ্রহণ করতে অস্বীকারের অর্থই হল পার্টিতে থাকতে অস্বীকার করা, পার্টিকে বিপর্যস্ত করা। এ হল ধ্বংস করার এক পদ্ধতি, স্বমতে আনয়নের পদ্ধতি নয়। এবং বিশ্বাস অর্জনের পরিবর্তে ধ্বংস করার এই সব প্রচেষ্টার মধ্য থেকেই সূচিত হচ্ছে তাদের সুসঙ্গত নীতির অভাব, নিজেদের বক্তব্যেই তাদের নিজেদের আস্থার অভাব।

ওঁরা আমলাতন্ত্রের কথা তুলেছেন। আমলাতন্ত্রের অর্থ করা যায় পদলোলুপতা বলে। আমলাতন্ত্রের অর্থ আদর্শের স্বার্থটিকে নিজের **ভবিষ্যৎ** গড়ে তোলার স্বার্থাধীন করে তোলা। এর অর্থ **পদের** প্রতি গভীর মনোযোগ এবং আসল কাজকেই উপেক্ষা। এর অর্থ **মতবাদের** জন্য সংগ্রাম করার বদলে অধিভুক্তির জন্য কলহ-কোন্দল। এ ধরনের আমলাতন্ত্র যে অবাঞ্ছনীয় এবং পার্টির পক্ষে ক্ষতিকর এ সত্য সন্দেহাতীত। পাঠকদের কাছে অনায়াসে আমি এ বিচারের ভার দিতে পারি, পার্টির মধ্যেকার বিবদমান পক্ষ দুটির কোন্‌টি এ রকম আমলাতন্ত্রের দোষে দোষী?... ...ঐক্য প্রতিষ্ঠার স্থূল যান্ত্রিক পদ্ধতির কথা ওঁরা বলেন। সন্দেহ নেই যে স্থূল যান্ত্রিক পদ্ধতিটা ক্ষতিকারক। কিন্তু এবারেও আমি পাঠকদের ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি, তারাই বিচার করুন, নতুন ও পুরাতন নীতি ধারার মধ্যে সংগ্রামে নতুন মতামতের সঠিকতা সম্পর্কে পার্টি স্থিরনিশ্চিত হবার পূর্বেই এবং এই সব মতামত পার্টির কাছে প্রচারিত হবার পূর্বেই ঐ নতুন নীতিধারার জন্য পার্টি প্রতিষ্ঠানে আসন দান করার চেয়ে অধিকতর স্থূল এবং অধিকতর যান্ত্রিক কোনো পদ্ধতি কল্পনা করা যায় কিনা।

কিন্তু হয়ত-বা সংখ্যালঘুদের অতিপ্রিয় এই সব ধরতাই বুলির মধ্যে নীতিগত কিছু বস্তু আছে? বর্তমান ক্ষেত্রে মোড় ফেরা শুরু হয় কতকগুলি তুচ্ছ ও অপ্রধান কারণ অবলম্বন করে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও

হয়ত বা এসব বুলির মধ্যে বিশেষ কিছু একটা চিন্তাধারা প্রকাশ পাচ্ছে? অধিভুক্তি সংক্রান্ত কলহ-কোন্দল থেকে যদি আমাদের বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া যায় তাহলে এ সমস্ত চলতি বুলিকে হয়ত বা মতামতের একটি পৃথক ধারার আত্মপ্রকাশ বলেই দেখা যাবে?

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টার পরীক্ষা করা যাক। তা করার আগে আমরা লিপিবদ্ধ করে বলে রাখতে চাই যে এ ধরনের পরীক্ষার সর্বপ্রথম চেষ্টা যিনি করেছেন তিনি কমরেড প্লেখানভ, এবং সেই সময় যখন লীগের সভায় তিনি দেখান যে সংখ্যালঘুরা **নৈরাজ্যবাদ** ও **সুবিধাবাদের** দিকে সরে গেছেন; এই ঘটনাটি তাঁর 'অবরোধের অবস্থায়' **একেবারে উপেক্ষা** করতেই কমরেড মার্তভ চেয়েছেন (বর্তমানে তিনি ভারি আহত বোধ করছেন কারণ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটা যে একটা নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি* এ কথা স্বীকার করতে সকলে রাজি নন)

* নতুন ইস্ক্রার যা অভিযোগ, লেনিন, তাদের কথা অনুসারে, নীতির ভেদাভেদ দেখতে চাইছেন না, তা অস্বীকার করছেন, এর চেয়ে রগড়ের আর কিছু নেই। আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটা যতই নীতির ওপর ভিত্তি করবে ততই দ্রুত আমার পুনরাবৃত্ত এই বিবৃতিটি আপনাদের পরীক্ষা করা উচিত যে আপনারা সুবিধাবাদের দিকে সরে গেছেন। আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গিটার ভিত্তি যতই নীতির ওপর থাকবে ততই আপনাদের উচিত হবে মতাদর্শগত একটি সংগ্রামকে পদের জন্য কোন্দলের মধ্যে নামিয়ে না আনা। এর জন্য দোষ যা তা আপনাদেরই, কারণ আপনাদের নীতিনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা অসম্ভব করে তোলার জন্য সব কিছু করেছেন আপনারাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ কমরেড মার্তভের কথা ধরুন: 'অবরোধের অবস্থায়' বইতে লীগ কংগ্রেসের কথা বলতে গিয়ে তিনি নৈরাজ্যবাদ নিয়ে প্লেখানভের সঙ্গে বিতর্কের কথা একটুও বলেন না, অথচ এ সব কথা বেশ বলেন যে লেনিন হল একটি অতি-কেন্দ্র, লেনিন চোখ টিপলেই কেন্দ্র তার নির্দেশনামা বার করে দেন, কেন্দ্রীয় কমিটি লীগকে দলিত করে গেছেন ইত্যাদি। ঠিক এই প্রসঙ্গটাকেই বেছে নেবার মধ্যে দিয়ে কমরেড মার্তভ যে তাঁর আদর্শ ও নীতির সারবত্তাই প্রকাশ করেছেন তাতে আর যেই সন্দেহ করুক, আমি— নৈব নৈবচ।

লীগ কংগ্রেসে একটা সাধারণ প্রশ্ন উত্থিত হয়েছিল, লীগ বা কোনো কমিটি তার নিজের জন্য যে নিয়মাবলী প্রণয়ন করবেন তা কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন ব্যতিরেকে, অথবা এমন-কি কেন্দ্রীয় কমিটির আপত্তি সত্ত্বেও বৈধ হতে পারে কিনা। মনে হতে পারে এতে অস্পষ্টতার কি আছে? নিয়মাবলী হল সংগঠনের একটি বিধিগত প্রকাশ এবং আমাদের পার্টি নিয়মাবলীব ৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে কমিটি সংগঠনের অধিকার অর্পিত থাকছে সুস্পষ্টরূপে কেন্দ্রীয় কমিটির ওপব। একটি কমিটির স্বায়ত্তাধিকারের সীমা নির্দিষ্ট হচ্ছে তার নিয়মাবলীতে এবং এ সীমা নিরূপণের চূড়ান্ত নির্দেশ যেখান থেকে আসতে পারে, সেটা পার্টির স্থানীয কোনো প্রতিষ্ঠান নয, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। **এ হল একটা প্রাথমিক কথা** এবং খুব একটা জ্ঞানগাম্ভীর্যের মেজাজ নিয়েই তর্ক তোলা যে 'সংগঠন করার' অর্থ সর্বক্ষেত্রেই নিয়মাবলী অনুমোদন করা নয় (স্বেচ্ছায় আনুষ্ঠানিক নিযমাবলীর ভিত্তিতে সংগঠিত হবার ইচ্ছেটা যেন লীগ স্বয়ং প্রকাশ করে নি)—এ হল নেহাত ছেলেমানুষী। কিন্তু কমরেড মার্তভ সোশ্যাল ডেমোক্রাসির অ-আ-ক-খটাও ভুলে গেছেন (আশা করা যাক সেটা সাময়িক)। তাঁর মতে নিয়মাবলী অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে এই দাবির মানে "ইস্ক্রার পূর্বতন বিপ্লবী কেন্দ্রিকতার জায়গা নিচ্ছে আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা" (লীগ অনুবিবরণী ৯৫পৃঃ) এবং কমরেড মার্তভ ঐ একই বক্তৃতায় বলেন (৯৬পৃঃ)—এইখানেই আসছে ঐ 'নীতির' প্রশ্নটা, সেই নীতি যা তিনি 'অববোধের অবস্থা'য় উপেক্ষা করতেই পছন্দ করেছিলেন।

কমরেড প্লেখানভ তৎক্ষণাৎ মার্তভের জবাব দিয়ে অনুরোধ করেন যেন আমলাতন্ত্র, নবাবিপনা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার না করা হয়, তাতে "কংগ্রেসের মর্যাদার হানি ঘটে" (৯৬পৃঃ)। এ নিয়ে এরপর কমরেড মার্তভের সঙ্গে খানিকটা কথা কাটাকাটি চলে। মার্তভের মতে এই

সব শব্দে "একটি বিশেষ ঝোঁকের পেছনকার নীতিটা প্রকাশ করা যাচ্ছে।" **সেই সময়** সংখ্যাগুরুদের অন্য সব সমর্থকদের মতোই কমরেড প্লেখানভ এ শব্দগুলি আসল মূল্যটাই বিচার করেছিলেন এবং স্পষ্টই অনুভব করেছিলেন যে এ সব শব্দের সম্পর্ক, বলা যেতে পারে নীতির সঙ্গে নয়, অধিভুক্তির সঙ্গে। যাই হোক, মার্তভ ও দিউৎসের জেদাজেদির কাছে তিনি নতিস্বীকার করেন (৯৬-৯৭পৃঃ) এবং তথা-কথিত এই সব নীতিগুলিকে পরখ করতে যান **নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে**। তিনি বলেন, "তাই যদি হয় (অর্থাৎ নিজেদের সংগঠন গড়া এবং নিজেদের নিয়মাবলী রচনার ক্ষেত্রে কমিটিগুলি যদি স্বায়ত্তশাসিত হয়), তাহলে সমগ্রের দিক থেকে, পার্টির দিক থেকে তারা স্বায়ত্ত-শাসিত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এটা এমন কি বুন্দিস্টদের মতও নয়, একেবারে নৈরাজ্যবাদী মত। নৈরাজ্যবাদীরাও ঠিক এইভাবেই যুক্তি দেন: ব্যক্তির অধিকারের সীমা নেই, এক অধিকারের সঙ্গে অন্য অধিকারের সংঘাত লাগতে পারে, তাই ব্যক্তির নিজ অধিকারের সীমা স্থির করছে সেই ব্যক্তি স্বয়ং। স্বায়ত্তাধিকারের সীমা কোনো অনুদল নিজে থেকে স্থির করতে পারে না, স্থির করা উচিত সমগ্রের পক্ষ থেকে, অনুদল যার একটি অংশমাত্র। এ নীতি লঙ্ঘনের জাজ্বল্যমান উদাহরণ হল বুন্দ। এই জন্যই স্বতন্ত্রাধিকারের সীমা স্থির করা হয় কংগ্রেস থেকে, অথবা কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত সর্বোচ্চ সংস্থা থেকে। একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব নির্ভর করছে নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক মর্যাদার ওপর—একথা অবশ্য আমি মানি। প্রতিষ্ঠানের নৈতিক মর্যাদার জন্য সংগঠনের প্রত্যেকটি প্রতিনিধির উদ্বেগ থাকা উচিত। কিন্তু এ থেকে এই কথা আসে না যে শুধু মর্যাদাই প্রয়োজন, কর্তৃত্বটা নয়। কর্তৃত্বের অধিকারের প্রতিবাদীরূপে ভাবাদর্শের অধিকার পেশ করা হল অরাজকতাবাদী বক্তৃতা, এখানে তার কোনো স্থান

থাকা উচিত নয়।" (৯৮ পৃঃ) যতটা প্রাথমিক হওয়া সম্ভব এ নীতিগুলি ততটা প্রাথমিক। বস্তুতপক্ষে এগুলি হল স্বতঃসিদ্ধ সত্য, তাকে ভোটে তোলাই তাজ্জব (১০২), এ নীতি সম্পর্কে সন্দেহ জাগতে পারে শুধু এই কারণে যে "ধ্যানধারণাগুলি এখন গুলিয়ে গেছে।" (পূর্বেই যা বলা হয়েছে) কিন্তু বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিসর্বস্বতার তাড়নায় সংখ্যালঘুরা অনিবার্যরূপেই কংগ্রেসকে ছত্রভঙ্গ করার এবং সংখ্যাগুরুদের অমান্য করার আকাঙ্ক্ষাপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছিয়েছেন। এবং এ আকাঙ্ক্ষাকে ন্যায্য প্রতীয়মান করতে হলে অরাজতাবাদীর বক্তৃতা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ভারি একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্যণীয়, সুবিধাবাদ, নৈরাজ্যবাদ প্রভৃতি ভয়ানক ভয়ানক রূঢ় শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে এই নালিশ ছাড়া প্লেখানভের জবাবে সংখ্যালঘুদের বলার কিছু ছিল না। এ নালিশে খোঁচা মেরে প্লেখানভ সঠিকভাবেই প্রশ্ন করেন, "উয়ারেজবাদ, অরাজকতাবাদ প্রভৃতি শব্দ শৃঙ্খলা-বিরুদ্ধ হল অথচ হুজুর, নবাবিপনা এসব শব্দ চলবে" তা কেন? কোনো জবাব এল না। কমবেড মার্তভ-আক্সেলরদ কোম্পানির বেলায় এই ধরনের অদ্ভুত লেনদেনের সম্পর্কটি মাঝে মাঝে দেখা দেয়; তাদের নতুন চালু বুলিগুলির মধ্যে বিরক্তির স্পষ্ট ছাপ পড়েছে; অথচ বাস্তব তথ্যের কোনো উল্লেখ করা মাত্রই তাঁরা আহত বোধ করছেন—কেননা ওঁরা হলেন—বুঝতে পারছেন না?—ওঁরা হলেন নীতি-পরায়ণ ব্যক্তি। অথচ ওঁদেরই কিনা বলা হল **নীতির দিক থেকে** যদি অংশ কর্তৃক সমগ্রের অধীনতা অস্বীকার করা হয়, তবে ওঁরা অরাজকতাবাদী হয়ে উঠবেন। এবং পুনরায় তাঁদের মনে হল শব্দটা বড়োই রূঢ়, ফলে তাঁরা আহত বোধ করলেন! অর্থাৎ, তাঁরা প্লেখানভের সঙ্গে লড়াই করতে চান কিন্তু শুধু একটি শর্তে, প্লেখানভ সত্যি সত্যি যেন প্রতিঘাত করে না বসেন!

এটাও কম ছেলেমানুষি নয়। মার্তভ এবং অন্যান্য 'মেনশেভিক'রা

কতবারই না আমার মধ্যে নিম্নোক্ত 'স্ববিরোধ' আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা 'কী করিতে হইবে' কিংবা 'জনৈক কমরেডের নিকট পত্র' থেকে এমন এক আধটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেন যেখানে মতাদর্শগত প্রভাব, প্রভাবের জন্য সংগ্রাম ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে এবং তার সঙ্গে নিয়মাবলীর সাহায্যে প্রভাব বিস্তার করার আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির, কর্তৃত্বের ওপর নির্ভর করার 'স্বৈরাচারী' প্রবণতা ইত্যাদির তুলনা টানেন। কি অজ্ঞতা! ইতিমধ্যেই ওঁরা ভুলে বসেছেন যে **পূর্বে** আমাদের পার্টিটা আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত এক সমগ্রতা হয়ে ওঠেনি, তা ছিল বিচ্ছিন্ন সব অনুদলের সমষ্টি। তাই এইসব অনুদলের মধ্যে মতাদর্শগত প্রভাব ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক সম্ভব ছিল না। এখন আমরা হয়েছি একটি সংগঠিত পার্টি, এবং তার অর্থ কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা, মতাদর্শের ক্ষমতাকে কর্তৃত্বের ক্ষমতায় রূপান্তর সাধন নিম্নতম পার্টিসংস্থাগুলিকে উচ্চতম পার্টিসংস্থার অধীনস্থ করা। বলতে গেলে নিজেদেরই পুরনো কমরেডদের উপকারের জন্য এই সব প্রাথমিক কথাগুলিকে চর্বিত-চর্বণ করা ভাবি অস্বস্তিকর, বিশেষ করে যখন এই ধারণা জন্মেছে যে, সমস্ত ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে শুধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুদের অধীনতা স্বীকারে অনিচ্ছার মধ্যে! কিন্তু **নীতির দৃষ্টিকোণ** থেকে, আমার স্ববিরোধিতা নিয়ে এই ক্ষান্তিহীন উদ্ঘাটন শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হচ্ছে অরাজকতাবাদী বচন ছাড়া **আর কিছুতেই** নয়। নতুন ইস্ক্রা পার্টি প্রতিষ্ঠানের খেতাব ও অধিকার ভোগ করতে পরাঙ্মুখ নয় বটে, কিন্তু পার্টির সংখ্যাগুরুদের অধীনতা স্বীকার করাতেই তার যতো অনিচ্ছা।

আমলাতন্ত্রের বুলিটার মধ্যে যদি আদৌ কোনো নীতি থেকে থাকে, সমগ্রের অধীনতা স্বীকারের যে-কর্তব্য অংশের, শুধু তারই একটা অরাজকতাবাদী অস্বীকৃতি না হয়ে থাকে, তবে যা পাওয়া যাবে

সেটি হল **সুবিধাবাদের নীতি**, এ নীতির চেষ্টা হল সর্বহারার পার্টির প্রতি ব্যক্তিবিশেষ বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব লঘু করে তোলা, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রভাব লঘু করা, পার্টির মধ্যেকার সবচেয়ে কম নিষ্ঠাবান অংশগুলির স্বতন্ত্রাধিকার বর্ধিত করা, সাংগঠনিক সম্পর্ককে একটি বিশুদ্ধ আত্মিক স্বীকৃতি, শুধু মুখের কথার গ্রহণের পর্যায়ে নামিয়ে আনা। পার্টি কংগ্রেসে আমরা এই-ই দেখেছি, সেখানে 'দানবিক' কেন্দ্রিকতা সম্পর্কে আকিমভ ও লীবেররা যে বক্তৃতা দেন, লীগ কংগ্রেসে ঠিক সেই রকম বক্তৃতাই নির্গত হয়েছে মার্তভ কোম্পানির মুখ থেকে। মার্তভ ও আক্সেলরদের সাংগঠনিক মতামত যে সুবিধাবাদ থেকেই উদ্ভূত হচ্ছে, এবং তা শুধু রাশিয়ার ক্ষেত্রেই নয়, সারা দুনিয়ার ক্ষেত্রেই, তা আমরা পরে, নতুন ইস্ক্রায় কমরেড আক্সেলরদের প্রবন্ধ বিচার করার প্রসঙ্গে দেখাব।

[ত] ছোটোখাটো ঝামেলা নিয়ে বৃহৎ ব্যাপার পণ্ড করা উচিত নয়

লীগের নিয়মাবলী হতে কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষ এই প্রস্তাব লীগ বাতিল করে দিল (১০৫ পৃঃ লীগ অনুবিবরণী)। এর অর্থ **"পার্টি নিয়মাবলীকে নির্লজ্জভাবে লঙ্ঘন"** করা; এবং পার্টি কংগ্রেসের সংখ্যাগুরুদের কাছে তা তৎক্ষণাৎ এইভাবেই প্রতিভাত হয়। নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরাই এ কাজ করেছেন এ কথা মনে রাখলে এ লঙ্ঘনকে নৈরাজ্যবাদ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কিন্তু কংগ্রেস-পরবর্তী সংগ্রামের আবহাওয়ায় অনিবার্যরূপে এই ধারণারই সৃষ্টি হয়ে গেল, বুঝি পার্টি সংখ্যালঘুরা পার্টি সংখ্যাগুরুদের ওপর একটা "শোধ তুলছেন" (লীগ অনুবিবরণী ১১২ পৃঃ)। এ থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে ওঁরা পার্টিকে মান্য করতে কিংবা পার্টির ভেতরে থাকতে ইচ্ছুক নন।

নিয়মাবলীর পরিবর্তন অবশ্যপ্রয়োজনীয় বলে কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতিতে গণ্য করা হয়েছিল ; (কিন্তু) তার ওপর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করতে লীগ অস্বীকার করল (১২৪-২৫ পৃঃ)। এ থেকে অনিবার্যরূপে এই কথাই বেরিয়ে আসে, এই যে সমিতিটি পার্টি সংগঠনের একটি সমিতি হিসেবে গণ্য হতে চাইছে অথচ একই সময়ে পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থাকে মান্য করতে চাইছে না। সেটিকে **বিধিবহির্ভূত** বলে ধরতে হবে। সুতরাং একটি অশোভন প্রহসনের দায় যাতে না বইতে হয় সেজন্য পার্টি সংখ্যাগুরুদের অনুগামীরা অবিলম্বে এই আধাপার্টি সমাবেশ থেকে বেরিয়ে এলেন।

সাংগঠনিক সম্পর্কের (শুধু) আত্মিক স্বীকৃতিতে রাজি এমন বুদ্ধিজীবীদের ব্যক্তিসর্বস্বতার একটা আত্মপ্রকাশ দেখা দেয় প্রথম অনুচ্ছেদ নিয়ে দ্বিধার মধ্যে। এ ব্যক্তিসর্বস্বতার একটি যুক্তিসঙ্গত পরিণতির কথা আমি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম সেই সেপ্টেম্বরেই, দেড় মাস আগেই। কার্যক্ষেত্রে সে পরিণতি ঘটল এইভাবেই, যথা, পার্টি সংগঠনকে **ধ্বংস করার** সীমায় এসে উপনীত হয়ে। ওই সময় লীগ কংগ্রেস যেদিন শেষ হল সেই সন্ধ্যায় কমরেড প্লেখানভ পার্টির কেন্দ্রীয় দুটি সংস্থাতেই তাঁর সহকর্মীদের কাছে বলেন যে, “তাঁর কমরেডদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া” আর তাঁর সহ্য হচ্ছে না ; “ভাঙন ঘটার চাইতে বরং নিজের মাথায় গুলি মারা ভালো” এবং বৃহত্তর একটা অনিষ্ট এড়িয়ে যাবার জন্য দরকার ব্যক্তিগত দিক থেকে সর্বাধিক সুবিধা দেওয়া, কারণ সত্যিকথা বলতে, ১ম অনুচ্ছেদ সংক্রান্ত ভুল দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পরিলক্ষিত নীতিনিচয়ের উপরে (সংগ্রাম চলেছে তার চাইতে অনেক বেশি মাত্রায়) এই বিধ্বংসী সংগ্রামটা চলেছে ঐ ব্যক্তিগত সুবিধার প্রশ্ন নিয়েই। কমরেড প্লেখানভের ডিগবাজির ব্যাপারটায় কিছুটা সাধারণ পার্টি-তাৎপর্যের সৃষ্টি হয়েছে ; তাই এ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত সঠিক একটা

বিবরণ দিতে হলে ব্যক্তিগত কথোপকথনের ওপর নির্ভর করা আমার মতে উচিত হবে না, ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের ওপর ভরসা করাও ঠিক নয় (শুধু চূড়ান্ত অবস্থাতেই এই শেষ পন্থাটি গ্রাহ্য) ; প্লেখানভ এ সম্পর্কে স্বয়ং যে বিবরণ সমগ্র পার্টির সামনে উপস্থিত করেছেন সেটিকেই অবলম্বন করা উচিত, যথা ৫২নং ইসক্রায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ "কি করা উচিত নয়" ; এ প্রবন্ধ লেখা হয় ঠিক কংগ্রেসের পরেই, কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী থেকে আমার পদত্যাগের (১লা নভেম্বর, ১৯০৩) পর এবং মার্তভপন্থীদের অধিভুক্তির (২৬ নভেম্বর, ১৯০৩) আগে।

"কি করা উচিত নয়" এ প্রবন্ধের মূল কথাটা হলো এই : রাজনীতির ক্ষেত্রে স্পষ্টবক্তা, অত্যধিক রূঢ় এবং অত্যধিক অনমনীয় হওয়া উচিত নয় ; ভাঙন এড়িয়ে যাওয়া এবং এমনকি (আমাদের কনিষ্ঠ বা অস্থিরমতি অংশগুলির মধ্যেকার) পুনর্লিখনপন্থীদের, অরাজকতাবাদী, ব্যক্তিসর্বস্ববাদীদের দাবিও মেনে নেওয়া উচিত। খুবই স্বাভাবিক যে এইসব অমূর্ত সাধারণ নীতি দেখে ইসক্রা পাঠকদের মধ্যে একটা সর্বজনীন বিমূঢ়তা দেখা দেবে ! (পরবর্তী প্রবন্ধগুলিতে) প্লেখানভের দাম্ভিক ও রাজসিক বিবৃতিগুলিতে বলা হয় যে, তাঁর ধ্যানধারণাগুলো এতই অভিনব এবং লোকেদের দ্বান্দ্বিক নীতির জ্ঞান এতই স্বল্প যে কেউ তাকে বুঝতেই পারেনি। তা সত্যি, 'কি করা উচিত নয়' এ প্রবন্ধ যখন লেখা হয়, তখন তা বোধগম্য হয়েছিল কেবল জন বারো লোকের কাছে, যাদের বাস জেনেভার এমন দুটি উপকণ্ঠে যে-দুটি জায়গার নামের আদ্যক্ষর এক। কমরেড প্লেখানভের দুর্ভাগ্য, সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস-পরবর্তী সংগ্রামের বিকাশে অংশ নিয়েছেন এমন মাত্র জন বারো লোকের জন্যই যা উদ্দিষ্ট সেই সব আভাস, ইঙ্গিত, তিরস্কার, বীজগণিতের সঙ্কেত এবং ধাঁধার এক সমাহার তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন

মোটামুটি হাজার দশেক পাঠকের মধ্যে। এ দুর্ভাগ্য তাঁর ঘটল কারণ যে দ্বান্দ্বিক শাস্ত্রের উল্লেখ তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে করেছেন সেই দ্বান্দ্বিক শাস্ত্রের মূলনীতিটাকেই তিনি লঙ্ঘন করেছেন, যথা, অমূর্ত (abstract) সত্য বলে কিছু নেই, সত্য সর্বদাই সমূর্ত (concrete)। এই জন্যই, লীগ কংগ্রেসের পরে মার্তভপন্থীদের কাছে নতিস্বীকার করার অতি সমূর্ত ধারণাটিকে অমূর্ত একটা রূপদানের চেষ্টা অনুচিত।

নতিস্বীকার এই কথাটা কমরেড প্লেখানভ একটি নতুন রণধ্বনি হিসাবে প্রচার করছেন। এ নতিস্বীকার বৈধ এবং অবশ্য-প্রয়োজনীয় হয় দুটি ক্ষেত্রে; হয় যখন নতিস্বীকার-কর্তার স্থির প্রত্যয় জন্মায় যে যাঁরা তার নতিস্বীকারেব জন্য চেষ্টা করছেন তাদের কথাই ঠিক (এরকম ক্ষেত্রে সততাশ্রয়ী রাজনীতিকেরা খোলাখুলি ও প্রকাশ্যে তাঁদের ভুল স্বীকার করেন) ; নয়, যখন বৃহত্তব কোনো অনিষ্ট এড়িয়ে যাবার জন্যে অযৌক্তিক ও ক্ষতিকর একটি দাবি মেনে নেওয়া হয়। উল্লিখিত প্রবন্ধ থেকে অতি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে লেখক দ্বিতীয় ক্ষেত্রটির কথাই ভেবেছেন। তিনি পুনর্লিখনপন্থী ও অরাজকতাবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্রীদের কাছে (অর্থাৎ মার্তভপন্থীদের কাছে, লীগের অনুবিবরণী থেকে সব পার্টিসদস্যই তা টের পাবেন) নতিস্বীকারেব কথা কইছেন সোজাসুজি, এবং বলছেন ভাঙন ধরাবার জন্যে তা প্রয়োজন। দেখা যাচ্ছে কমরেড প্লেখানভের তথাকথিত অভিনব ধারণাটি যে নাতি-অভিনব মামুলি রচনাটিতে এসে ঠেকেছে সেটি এই—ছোটোখাটো ঝামেলার অজুহাতে বৃহৎ ব্যাপার পণ্ড হতে দেওয়া উচিত নয়, সেটি এই যে এক আধটা সুবিধাবাদী পদস্খলন এবং এক আধটুকু অরাজকতাবাদী কথাবার্তা পার্টি ভাঙনের চাইতে ভালো। কমরেড প্লেখানভ যখন এ প্রবন্ধ লেখেন, তখন একথা তাঁর স্পষ্টই জানা ছিল যে সংখ্যালঘুরাই হল আমাদের পার্টির সুবিধাবাদী অংশ এবং

তাঁরা লড়ছে অরাজকতাবাদী অস্ত্রের সাহায্যে। জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা যেভাবে বার্নস্টেইনের মোকাবেলা করেছিলেন (Si licet parva componere magnis) সেইভাবে ব্যক্তিগত সুবিধা দিয়ে এই সংখ্যালঘুদের সঙ্গে মোকাবেলা করার পরিকল্পনা নিয়ে কমরেড প্লেখানভ এগিয়ে এলেন। বেবেল তাঁর পার্টির কংগ্রেসে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে পারিপার্শ্বের প্রভাবে প্রভাবিত হবার এতটা প্রবণতা তিনি কমরেড বার্নস্টেইন ছাড়া আর কারো মধ্যে দেখেননি (মিঃ বার্নস্টেইন নয় কমরেড বার্নস্টেইন, যদিও প্লেখানভ একদা মিঃ বার্নস্টেইন বলে অভিহিত করতেই তাঁকে পছন্দ করতেন), (সুতরাং) আমাদের পারিপার্শ্বের মধ্যেই তাঁকে গ্রহণ করা হোক, তাঁকে একজন রাইখস্টাগের সদস্য করা হোক; পুনর্লিখনপন্থীদের সঙ্গে মোকাবেলা করা যাক অত্যধিক রূঢ়তা দিয়ে নয় (à la Sobakevich Parvus), "দয়া মারফত মৃত্যু ঘটিয়ে"—যতদূর স্মরণ হয়, কথাটা এইভাবে বলেছিলেন কমরেড এম্. বিয়ার, ইংরেজ সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের এক সভায়, যেখানে সোবাকেভিচ্-হাইণ্ডমানের ইংরাজসুলভ আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি জার্মানসুলভ আপোষ মনোভাব, শান্তিপ্রিয়তা, দয়া, নমনীয়তা ও সুবিবেচনার পক্ষ গ্রহণ করেছিলেন। এবং কমরেড প্লেখানভ ঠিক একই পদ্ধতিতে কমরেড আকসেলরদ ও কমরেড মার্তভের ছোটোখাটো অরাজকতাবাদ ও ছোটোখাটো সুবিধাবাদগুলির 'দয়া মারফত মৃত্যু' ঘটাতে চাইলেন। "অরাজকতাবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্রী"দের সম্পর্কে সোজাসুজি ইঙ্গিত করলেও সংশোধনবাদীদের সম্পর্কে প্লেখানভ যে সুচিন্তিতভাবে একটা ঝাপসা রকমের উক্তি করেন, একথা সত্যি। এ মন্তব্য তিনি এমনভাবে করেন যাতে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে তাঁর উল্লেখটা রাবোচেয়ে দিয়েলোপন্থীদের সম্পর্কে—যারা সুবিধাবাদ থেকে গোঁড়ামির দিকে ঝুঁকছিলেন, এবং আকসেলরদ মার্তভ সম্পর্কে নয়,

যারা ঝুঁকতে শুরু করেছে **গোঁড়ামি থেকে পুনর্লিখনবাদের দিকে।** কিন্তু এ হল নিতান্তই একটা নিরীহ গোছের সামরিক প্যাঁচ*, পলকা একটা কেল্লা, পার্টিপ্রচারের গোলাবর্ষণ সইবার ক্ষমতা তার নেই।

সুতরাং সে সময় যা করেছিলাম তা করা ছাড়া আমার কোন উপায় ছিলনা একথা এমন সকলেই বুঝবেন যাঁরা বর্ণিত রাজনৈতিক সংকটকালের আসল অবস্থা সম্পর্কে পরিচিত, প্লেখানভের মনোভাব যাঁরা লক্ষ্য করেছেন। সম্পাদকমণ্ডলী (ওদের হাতে) সমর্পণ করার জন্য সংখ্যাগুরুদের যে-সব অনুগামীরা আমাকে তিরস্কার করেছেন, আমার একথা বলা তাঁদের উপকারের জন্যই। লীগ কংগ্রেসের পর

* পার্টি কংগ্রেসের পরে কমরেড মার্তিনভ, আকিমভ ও ব্রুকেয়ারের জন্য সুবিধা দেবার কোন প্রশ্ন কদাচ ওঠেনি। ওঁরাও 'অধিভুক্তি' দাবি করেছিলেন, এমন কথা আমার জানা ছিল না। কমরেড স্তারোভার কিংবা কমরেড মার্তভ যখন আমাদের উদ্দেশ্যে 'অর্ধেক পার্টির" নামে তাঁদের পত্রাঘাত ও 'নোট' প্রেরণ করেছিলেন··· তখন তাঁরা কমরেড ব্রুকেয়ারের সঙ্গে আলোচনা করে নিয়েছিলেন কিনা এমন-কি এ বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে। লীগের কংগ্রেসে "রিয়াজনভ বা মার্তিনভের সঙ্গে মিলন", তাদের সঙ্গে "বোঝা-পড়ার" কোন সম্ভাবনা, এমনকি তাদের সঙ্গে একত্রে "পার্টির কাজ করার" (সম্পাদক হিসেবে; লীগ অনুবিবরণী ৫৩ পৃঃ) ধারণাটি পর্যন্ত কমরেড মার্তভ অনমনীয় এক রাজনৈতিক বীরবাহুর উপযুক্ত গভীর ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেন। কমরেড মার্তভ লীগ কংগ্রেসে কঠোরভাবে 'মার্তিনভ প্রবণতাগুলির" নিন্দা করেন (৮৮ পৃঃ) এবং কমরেড গোঁড়া [২৮ যখন সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করে এই কথা জানালেন যে আক্‌সেলরদ ও মার্তভ নিশ্চয়ই একথা "স্বীকার করেন যে কমরেড আকিমভ, মার্তিনভ ও অন্যান্যদের পক্ষে একত্র হওয়া ও নিজেদের জন্য ন্যায্য বোধ হচ্ছে এমন নিয়মাবলী প্রণয়ন করা ও তদনুসারে কাজ করার অধিকার আছে" (৯৯ পৃঃ) তখন মার্তভপন্থীরা কিন্তু তাতে আপত্তি করেছিলেন এমনভাবে যেন পিটার আপত্তি করছেন খৃষ্টের কথায় (১০০ পৃঃ "আকিমভ, মার্তভ ইত্যাদি সম্পর্কে" "কমরেড গোঁড়ার আশঙ্কার" "কোনো ভিত্তি নেই")।

কমরেড প্লেখানভ যখন ঘুরে দাঁড়ালেন এবং সংখ্যাগুরুদের এক সমর্থক থেকে হয়ে উঠলেন যে-কোনো মূল্যে আপোসের সমর্থক, তখন এই ডিগবাজির সর্বোত্তম একটা ব্যাখ্যা ধরে নিতেই আমি বাধ্য, ধরে না নিয়ে আমি পারি না। এমন কি হতে পারে না যে কমরেড প্লেখানভ তাঁর প্রবন্ধে একটা বন্ধুসুলভ অকপট শান্তির কর্মসূচী রাখতে চাইছিলেন? এরকমের যে কোনো কর্মসূচীর শেষকথা হল উভয় পক্ষ থেকেই অকপটভাবে নিজেদের ভ্রান্তির কথা স্বীকার করা। সংখ্যাগুরুদের ভুলটা কী হয়েছিল বলে প্লেখানভ দেখাচ্ছেন? পুনর্লিখনপন্থীদের প্রতি অত্যধিক রূঢ়তা, এমন রূঢ়তা যা সোবাকেভিচকেই শোভা পায়। গাধার কথা নিয়ে তাঁর নিজের রসিকতা, নাকি আকসেলরদের সামনেই অরাজকতাবাদ ও সুবিধাবাদ সম্পর্কে তাঁর অতি অসতর্ক উল্লেখ—কোন্‌টা মনে করে একথা প্লেখানভ বলেছেন জানিনা—"অমূর্ত"ভাবে, এবং তদুপরি অন্যদের সম্পর্কে একটা খোঁচা রেখেই প্লেখানভ অবশ্য তাঁর আপন মনোভাব ব্যক্ত করতে ভালবাসেন, কিন্তু সেটা হল একটা রুচির প্রশ্ন। অন্তত, আমার ব্যক্তিগত রূঢ়তার কথা কিন্তু আমি ইসক্রাপন্থী'দের কাছে পত্রে এবং লীগ কংগ্রেসে উভয় ক্ষেত্রেই প্রকাশ্যে স্বীকার করি। তা হলে, এ ধরনের "ভুল" সংখ্যাগুরুদের হয়েছিল একথা স্বীকার করতে আমি আপত্তি করলাম কেমন করে? আর সংখ্যালঘুদের কথা ধরলে, প্লেখানভ তাদের ভুলটা বেশ স্পষ্ট করেই দেখিয়ে দিয়েছিলেন—যথা, পুনর্লিখনবাদ (পার্টি কংগ্রেসে সুবিধাবাদ এবং লীগ কংগ্রেসে উয়ারেজবাদ সম্পর্কে প্লেখানভের মন্তব্য লক্ষ্যণীয়) এবং এমন একটা অরাজকতাবাদ যা ভাঙনে গিয়ে পৌঁছেছে। এই সব ভুলের একটা স্বীকৃতি আদায় করা এবং যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণের জন্য ব্যক্তিগত সুবিধা ও সাধারণভাবে "দয়া" দেখানোর চেষ্টা না করে পারা যেত কি? কমরেড প্লেখানভ যখন "কি করা উচিত

নয়” প্রবন্ধে আমাদের কাছে সরাসরি এই আবেদন করলেন যেন আমরা সুবিধাবাদীদের মধ্যেকার “প্রতিপক্ষদের ক্ষমা” করি, (কারণ) তাঁরা যে পুনর্লিখনবাদী হয়ে পড়েছেন, “খানিকটা অস্থিরচিত্ততাই তার একমাত্র কারণ”, তখন সে চেষ্টা না ক’র পারা যেত কি? আর যদি সে চেষ্টায় আমার আস্থাই না থাকে, তাহলে কেন্দ্রীয় মুখপত্র সম্পর্কে একটা ব্যক্তিগত সুবিধা দিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটিতে সরে যাওয়া এবং সেখানে সংখ্যাগুরুদের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করা ছাড়া অন্য কিছু করা কি আমার পক্ষে সম্ভব হত ?* ৬ই অক্টোবরের পত্রে কামড়াকামড়িটার কারণ হিসেবে “ব্যক্তিগত উষ্মার” কথা আমিই তুলতে চেয়েছিলাম। আর কিছু না হলেও শুধু এই জন্যেই আমার পক্ষে ও-ধরনের কোনো চেষ্টাব যুক্তিযুক্ততা অস্বীকার করা এবং সম্ভাব্য ভাঙনের পুরো দায়িত্বটা

* কমরেড মার্তভ এবিষয়েব উল্লেখ করতে গিয়ে বেশ একটা খাসা মন্তব্য করে বলেছেন যে, আমি সরে গেলাম avec armes et bagages কমরেড মার্তভ খুব সামরিক উপমার ভক্ত: লীগেব বিরুদ্ধে অভিযান, লড়াই, অসাধ্য ক্ষত ইত্যাদি। সত্যি কথা বলতে কি, সামবিক উপমার প্রতি আমারও একটা দুর্বলতা আছে, বিশেষ করে এই মুহূর্তে যখন প্রশান্ত মহাসাগব এলাকার খবর লোকে এত তীব্র ঔৎসুক্য নিয়ে অনুসরণ করে চলেছে। কিন্তু সামরিক শব্দ যদি ব্যবহার করতেই হয় তবে, কমবেড মার্তভ, ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই রকম: পার্টি কংগ্রেসে আমবা দুটি কেল্লা দখল করি। লীগ কংগ্রেসে আপনি তাদের আক্রমণ কবলেন। উভয়পক্ষ থেকে অল্প কিছুক্ষণ গুলিবর্ষণের পর একটি কেল্লার সেনাপতি শত্রুদেব জন্য কেল্লার ফটক খুলে দিলেন। স্বভাবতই, আমার যেটুকু গোলন্দাজ বাহিনী ছিল সেটাকে একত্র কবে বাকি যে কেল্লাটি কার্যত অরক্ষিত হযে রয়েছে সেটিতে সরে এলাম, যাতে বিপুল সংখ্যক শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে ‘অবরোধ ঠেকানো’ যায়। আমি এমন কি শান্তিরও প্রস্তাব করলাম, কাবণ দুটি শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারার সম্ভাবনা আমার কিইবা আছে? কিন্তু আমার প্রস্তাবের জবাবে নয়া মিত্রশক্তিরা আমার শেষ কেল্লাটির উপরেও গোলা মারতে লাগলেন। পালটা গোলাবর্ষণ আমিও করলাম। কিন্তু তাতে আমার ভূতপূর্ব সহকর্মী ওই সেনাপতিটি অপূর্ব বিরক্তিতে চেঁচিয়ে উঠছেন, “দ্যাখো, ভালো মানুষেরা দ্যাখো, কীরকম জঙ্গীবাজ এই চেম্বারলেনটা!”

নিজের ঘাড়ে নেওয়া কিছুতেই সম্ভব হত না। কিন্তু সংখ্যাগুরুর প্রতিষ্ঠা রক্ষা করা আমার রাজনৈতিক কর্তব্য বলে আমি তখনো গণ্য করতাম, এখনো করি। এ কাজের জন্য প্লেখানভের ওপর ভরসা করা শক্ত হত, তাতে বিপদের ভয় ছিল। কারণ, সব কিছু থেকে এইটাই দেখা যাচ্ছিল যে "রাজনৈতিক শুভবুদ্ধির বিরুদ্ধে যাচ্ছে এমন হলে নিজের জঙ্গী মেজাজের বলগা ছেড়ে রাখার কোনো অধিকার কোনো সর্বহারা নেতার নেই"— প্লেখানভ তাঁর একথাটির এমন এক দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যা করতে উন্মুখ হয়ে উঠেছেন যাতে তার মানে দাঁড়ায় এই—গুলি যদি চালাতেই হয়, তাহলে (নভেম্বরে জেনেভার আবহাওয়া মাফিক) শুভবুদ্ধির কাজ হবে সংখ্যাগুরুদের বিরুদ্ধেই গুলি চালানো…। সংখ্যাগুরুদের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করা ছিল একান্তই জরুরি, কেননা কমরেড প্লেখানভ বিপ্লবীর স্বাধীন (?) ইচ্ছার প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে **বিপ্লবীর প্রতি আস্থার** প্রশ্নটা সবিনয়ে এড়িয়ে গিয়েছিলেন, এড়িয়ে গিয়েছিলেন এমন এক "সর্বহারা নেতার" প্রতি আস্থার প্রশ্ন, যিনি পার্টির একটি নির্দিষ্ট অংশের পরিচালনা করছেন; এবং তা এড়িয়ে গেছেন দ্বান্দ্বিক শাস্ত্র লঙ্ঘন করে, কেননা এ শাস্ত্রের দাবিই হল বিমূর্তরূপে ও সমগ্রভাবে পরীক্ষা। অরাজকতাবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা বলতে গিয়ে কমরেড প্লেখানভ "মাঝে মাঝে" আমাদের উপদেশ দিয়েছেন শৃঙ্খলাভঙ্গের দিকে চোখ বুজে থাকতে এবং "কখনো কখনো" বুদ্ধিজীবী যথেচ্ছাচারের কাছে নতিস্বীকার করতে, কেননা তার উৎপত্তি নাকি "এমন এক মনোভাবের মধ্যে যাতে বিপ্লবী ভাবাদর্শের প্রতি বিশ্বস্ততার দিক থেকে কিছু আসে যায় না"; স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে কমরেড প্লেখানভ এ কথা বিস্মৃত হয়েছেন যে পার্টি সংখ্যাগুরুদের শুভবুদ্ধির হিসেবটাও নেওয়া উচিত এবং অরাজকতাবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্রীদের জন্য কি পরিমাণ সুবিধা দেওয়া দরকার তা স্থির করার ভার থাকা উচিত

শুধু ব্যবহারিক কর্মীদের ওপরেই। অবাজকতাবাদেব কাণ্ড-জ্ঞানহীন ছেলেমানুষিব বিরুদ্ধে সাহিত্যিক সংগ্রাম কবা যেমন সোজা, একই সংগঠনেব মধ্যে একজন অবাজকতাবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্রীকে নিয়ে ব্যবহাবিক কাজ চালিযে যাওয়াও তেমনি কঠিন। কাজেব ক্ষেত্রে অবাজকতাবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেব কাছে কতটা সুবিধা ছেড়ে দেওযা যেতে পাবে তা স্থিব কবাব ভাব যদি কোনো লেখক তাঁব নিজেব উপব তুলে নেন, তাহলে তাঁব অদম্য ও সত্যিকাবেব বুলিবাগীশ একটা সাহিত্যিক অহমিকাবই প্রমাণ দেওযা হবে মাত্র। প্লেখানভ বাজসিকভাবে ঘোষণা কবেন (বাজাবভেব সেই উক্তিব মতো, বিষযটিব গুরুত্ব দেখে [২৯]) যে, একটা নতুন ভাঙন যদি ঘটে তাহলে শ্রমিকেবা আব আমাদেব বুঝে উঠতে পাববেন না , অথচ একই সময়ে তিনি নতুন ইসক্রায পবপব এমন অনর্গল প্রবন্ধমালা প্রকাশেব পথ খুলে দিলেন, যাব সত্য ও বাস্তব অর্থ শুধু শ্রমিকদেব কাছেই নয়, দুনিযাব সাধাবণ মানুষেব কাছেও দুর্বোধ্য হতে বাধ্য। অবাক হবাব কিছু নেই যে, "কি কবা উচিত নয়" প্রবন্ধটিব 'প্রুফ' পড়াব সময কেন্দ্রীয কমিটিব একজন সদস্য কমবেড প্লেখানভকে হুঁশিযাব কবে বলেন যে বিশেষ একটা পুস্তকেব (পার্টি কংগ্রেস ও লীগ কংগ্রেসেব অনুবিববণী) আযতন কিছুটা হ্রাস কবে দেবাব যে পবিকল্পনা তাঁব ছিল এ প্রবন্ধেব ফলে তা বানচাল হয়ে যাচ্ছে, কাবণ এ লেখা ঔৎসুক্য খুঁচিয়ে তুলবে, বাস্তাব মানুষেব হাতে এমন একটা জিনিস তুলে দেওয়া হবে যা মুখবোচক অথচ যা তাব কাছে একেবাবে দুর্বোধ্য*, এবং এব ফলে বিব্রতভাবে লোকে জিজ্ঞেস

* কোন একটা ঘবেব মধ্যে আমাদেব মধ্যে একটা উত্তপ্ত ও উত্তেজিত তর্ক চলেছে। হঠাৎ আমাদেব মধ্যেই কেউ লাফিযে উঠে জানালাটা খুলে দিলেন এবং সোবাকেভিচ, অবাজকতাবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্রী, পুনর্লিখনবাদী পভৃতিদেব নামে শাপমন্যি কবতে লাগলেন। স্বভাবতই, কৌতুহলী নিষ্কর্মাদেব একটা ভিড় জুটে গেল বাস্তায় আর

করবে "ব্যাপার কি ?" অবাক হবার কিছু নেই যে কমরেড প্লেখানভের প্রবন্ধে যে রকম অমূর্তভাবে যুক্তি দেওয়া হয় এবং যে রকম ধোঁয়াটে আভাস ইঙ্গিত করা হয়, তাতে সোশ্যাল ডেমোক্রাসির শত্রু মহলে উল্লাসের সৃষ্টি হয়েছে—রেভলিউশানাইয়া রসিয়ার [৩১] স্তম্ভে ধেই-ধেই নৃত্য এবং অজ্‌ভবজ্‌দেনিয়ে থেকে ঝানু পুনর্লিখনবাদীদের সোল্লাস স্তুতিবাদ। বিমূর্ত প্রশ্নাদির বিচার করতে হবে তাদের সমগ্র বিমূর্ততা নিয়েই—দ্বান্দ্বিক শাস্ত্রের এই নীতিটিকে লঙ্ঘন করার ফলেই কিন্তু কমরেড প্লেখানভের এইসব কৌতুককর ও দুঃখজনক ভুল বোঝা-বুঝির সৃষ্টি, যা থেকে পরে তিনি নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন অমন কৌতুকজনক ও দুঃখজনকভাবে। বিশেষ করে কমরেড স্ত্রুভের খুশি হয়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক: কমরেড প্লেখানভ যে-সব "শুভ" উদ্দেশ্য (দয়া মারফত মৃত্যু ঘটানো) অনুসরণ করতে চাইছিলেন (কিন্তু অর্জন করতে হয়ত পারতেন না) তাতে মিঃ স্ত্রুভের আদৌ কোন আগ্রহ ছিল না। নতুন ইসক্রার মধ্যে **পার্টির সুবিধাবাদী অংশের প্রতি পক্ষ পরিবর্তনের** যে সূত্রপাত দেখা দিয়েছিল এবং এখন যা সকলের কাছেই সহজবোধ্য, মিঃ স্ত্রুভ তাকেই স্বাগত করেছিলেন আর তা না করে তিনি পারতেন না। যে কোনো সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যে যত অল্পই হোক এবং যত সাময়িকই হোক সুবিধাবাদের

আমাদের শত্রুরা আনন্দে বগল বাজাতে লাগলেন। বিতর্কের অন্যপক্ষীয়েরাও জানলার কাছে গেলেন এবং যে-সব বিষয় কারো জানা নেই তা নিয়ে ইঙ্গিত করার বদলে গোড়া থেকে ব্যাপারটার একটা সুসংবদ্ধ বিবরণ হাজির করতে চাইলেন। তাতে করে জানলাটা ঝনাৎ করে বন্ধ করে দেওয়া হল এই অজুহাতে যে কে নিয়ে আলোচনা করা উচিত হবে না (ইসক্রা ৫৩ সংখ্যা, ৮ পৃঃ ২য় কলম নিচু থেকে ২৪ তম লাইন)। সত্যি, কমরেড প্লেখানভ, [৩০] ইসক্রা "কোন্দল" নিয়ে আলোচনা শুরু করাটাই উচিত হয়নি—এই কথা বললেই খাঁটি কথা বলা হত!

দিকে প্রত্যেকটি পদক্ষেপকে যে কেবল রুশীয় বুর্জোয়া ডেমোক্রাটরাই অভিনন্দন জানান এমন নয়। ধূর্ত শত্রু শুধু ভুল বোঝার ভিত্তিতে হিসেব করে খুব কদাচিৎ, একটা লোক কি ভুল করল তা বলা যায় তার শত্রুদের প্রশংসা দেখে। সুতরাং অমনোযোগী পাঠকের ওপর ভরসা করে কমরেড প্লেখানভ যদি ভাবেন যে বিষয়টাকে এমন ভাবে দেখানো যাবে যেন সংখ্যাগুরুরা যে আপত্তি করছে সেটা নিঃসন্দেহে পার্টির বামপক্ষ থেকে দক্ষিণ পক্ষে সরে যাওয়া সম্পর্কে নয়, 'অধিভুক্তির' ব্যক্তিগত সুবিধা দেওয়া সম্পর্কে, তবে তাঁর সে ভরসা বিফলে যাবে। ভাঙন এড়াবার জন্যে কমরেড প্লেখানভ কোনো ব্যক্তিগত সুবিধা ছেড়ে দিয়েছিলেন কিনা সেটা কথা নয়, (সে কাজ প্রশংসার্হই বটে), কথা হল এই যে অস্থিরমতি পুনর্লিখনবাদী ও অরাজকতাবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্রীদের সঙ্গে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা সত্ত্বেও তিনি সংগ্রাম পছন্দ করলেন সংখ্যাগুরুদের সঙ্গে, এবং অরাজকতাবাদের জন্য সম্ভাব্য কার্যকরী সুবিধা কি **পরিমাণ** ছাড়া হবে তাই নিয়ে তাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করলেন। সম্পাদক-মণ্ডলীর ব্যক্তিক সংবিন্যাসে তিনি পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন কি না সেটা কথা নয়, কথা হল এই যে সুবিধাবাদ ও অরাজকতাবাদের সঙ্গে কলহে তিনি তাঁর নিজের পদের অবস্থানের দিক থেকে বেইমানী করলেন এবং পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্রের মধ্যে সে পদের অবস্থানটিকে রক্ষা করার চেষ্টা ছেড়ে দিলেন।

কেন্দ্রীয় কমিটি সম্পর্কে বলতে হয়, **সে সময়** এ-কমিটি সংখ্যা-গুরুদের একমাত্র সংগঠিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছিল এবং অরাজকতাবাদের জন্য কতোখানি সম্ভাব্য ব্যবহারিক সুবিধা ছেড়ে দেওয়া যাবে, এ প্রশ্নই ছিল তখন একমাত্র কারণ যে-জন্য কমরেড প্লেখানভ এ-কমিটির পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ ধরেছিলেন। ১লা নভেম্বরের পর

প্রায় মাস খানেক কেটে গেল। ঐ তারিখে আমার পদত্যাগের পর থেকে দয়া মারফত মৃত্যু ঘটানোর নীতিটির জন্য পথ একেবারে খোলসা হয়ে যায়। যাবতীয় সম্পর্ক সাক্ষাতাদি মারফত এ নীতিটির উপযুক্ততা যাচাই করার সব রকম সুবিধা কমরেড প্লেখানভ পেয়েছিলেন। এই সময় কমরেড প্লেখানভ তাঁর 'কি করা উচিত নয়' প্রবন্ধ নিয়ে এগিয়ে এলেন—বলতে গেলে, সম্পাদকমণ্ডলীতে প্রবেশের এইটেই ছিল মার্তভপন্থীদের একমাত্র ছাড়পত্র এবং এখনো **তাই আছে।** সে টিকিটের ওপরে সসম্ভ্রম বাঁকা হরফে মুদ্রিত করে দেওয়া হয়েছে এই দুটি বুলি—পুনর্লিখনবাদ (তার সঙ্গে লড়াই করতে হবে বটে কিন্তু শত্রুর গায়ে হাত দেওয়া চলবে না) এবং অরাজকতাবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (তাকে আপ্যায়িত করতে হবে, দয়া মারফত মৃত্যু ঘটাতে হবে)।

আসুন, ভদ্রমহোদয়েরা, কৃপা করে ভেতরে আসুন, দয়া মারফত আমি আপনাদের মৃত্যু ঘটাবো—নিমন্ত্রণপত্র মারফত সম্পাদকমণ্ডলীর সহ-কর্মীদের কাছে এই হল প্লেখানভের বক্তব্য। স্বভাবতই কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে করার যা বাকি রইল তা হল, অরাজকতাবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্য তাঁদের মতে অনুমোদনযোগ্য কি পরিমাণ সুবিধা ছেড়ে দেওয়া যায় সে সম্পর্কে শেষ কথা জানানো, (আর তারই অর্থ চরমপত্র—সম্ভাব্য শান্তির জন্য শেষ কথা)। হয় আপনারা শান্তি চাইছেন, সে-ক্ষেত্রে আমাদের দয়া, শান্তিপ্রিয়তা, সুবিধা দানে আগ্রহ ইত্যাদির প্রমাণ-স্বরূপ এই কয়েকটি আসন আমরা ছেড়ে দিচ্ছি (পার্টিতে যদি শান্তি নিশ্চিত করতে হয়,—কলহের অবসান এই অর্থে শান্তি নয়, নৈরাজ্য-বাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ফলে পার্টি ধ্বংস হতে পাবে না এই অর্থে—তাহলে এর বেশি আসন দেওয়া আমাদের সম্ভব নয়); এ আসনগুলি গ্রহণ করুন এবং আবার শান্তভাবে আকিমভের কাছ থেকে সরে আসুন প্লেখানভের কাছে। নয়ত, আপনারা আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গিটাকে অক্ষুণ্ণ

বাখতে ও বিকশিত কবতে চাইছেন, পুবোপুবি আকিমভেব দিকে সবে যেতে চাইছেন (হয়ত-বা সে শুধু সাংগঠনিক প্রশ্নেব ক্ষেত্রেই) এবং পার্টিকে এই কথা বোঝাতে চাইছেন যে আপনাদেব কথাই ঠিক, প্লেখানভেব কথা নয়, সে ক্ষেত্রে আপনাদেব নিজস্ব একটা লেখক-গোষ্ঠী নিয়ে এগিয়ে চলুন, পববর্তী কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্ব অর্জন করুন এবং ধর্মযুদ্ধ মাবফত, প্রকাশ্য বিতর্ক মাবফত সংখ্যাগুরুত্ব লাভেব চেষ্টায় লাগুন। মার্তভপন্থীদেব কাছে কেন্দ্রীয় কমিটিব ১৯০৩, ২৫শে নভেম্ববেব চবমপত্রে এই গত্যন্তবেব কথাটা বেশ পবিষ্কাব কবেই পেশ কবা হয় (অববোধেব অবস্থা এবং লীগ অনুবিববণীব উপব মন্তব্য*

* 'অববোধেব অবস্থা' বইতে ব্যক্তিগত কথোপকথন প্রভৃতি উদ্ধৃত কবে মাতভ অবশ্য কেন্দ্রীয় কমিটিব এই চবমপত্র' নিয়ে যে জট পাকিয়েছেন সে প্রসঙ্গে আমি যাব না। পরবর্তী পবিচ্ছেদে যে বিববণ আমি দিয়েছি এটা হল সেই সংগ্রামেব দ্বিতীয় পদ্ধতি, স্নায়ুবিকাবেব কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেব পক্ষেই মাত্র এ জট খোলা। সাফল্যেব আশা সম্ভব। শুধু এতটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে আপোস আলোচনাগুলি প্রকাশ না কবাব জন্য কেন্দ্রীয় কমিটিব সঙ্গে একটা চুক্তি হয়েছিল বলে কমবেড মাতভ দাবি কবছেন অথচ তন্ন তন্ন অনুসন্ধানেব পবও আজ পর্যন্ত তেমন কোনো চুক্তি আবিষ্কৃত হয় নি। কেন্দ্রীয় কমিটিব পক্ষ থেকে কথাবার্তা চালিয়েছিলেন কমবেড ত্রাভিনস্কি, তিনি লিখিতভাবে আমায় জানিয়েছেন যে সম্পাদকমণ্ডলীব নিকট আমাব পত্র 'ইসক্রাব' বাইবেও প্রকাশ কবাব অধিকাব আমাব আছে বলে তিনি বিবেচনা কবেন।

কমবেড মার্তভেব একটা কথায় আমাব বিশেষ আনন্দ হল। কথাটা হল নিকৃষ্ট ধবনেব বোনাপার্টবাদ'। অতি উপযুক্ত ক্ষেত্রে কমবেড মাতভ এ জিনিসটাব উল্লেখ কবেছেন বলে আমি দেখতে পাচ্ছি। কথাটাব অর্থ কি তা নিবাসক্ত ভাবে পবীক্ষা কবা যাক। আমাব মতে এ অর্থ হল এমন পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখল কবা, যেটা "আনুষ্ঠানিকভাবে" বৈধ কিন্তু আসলে' যা জনগণেব (অথবা কোন পার্টিব অভিপ্রায় অমান্য কবছে। তাই নয় কি কমবেড মার্তভ? তাই যদি হয়, তাহলে নিকৃষ্ট ধরনের বোনাপার্টবাদেব' অপরাধ কে কবেছে সেটা বিচার করার ভার আমি

'দ্রষ্টব্য) ; এবং ১৯০৩, ৬ই অক্টোবরে প্রাক্তন সম্পাদকদের কাছে আমি ও প্লেখানভ যে পত্র দিই, তার সঙ্গে এর পূর্ণ সঙ্গতি বর্তমান। হয়, এটা শুধু একটা ব্যক্তিগত উষ্মার ব্যাপার (সে ক্ষেত্রে, বিষয়টা যদি চরম খারাপের দিকেই যায়, তাহলে আমরা "অধিভুক্ত" করতেও রাজি হতে পারি) নয় এ হল একটা নীতিগত মতভেদের বিষয় (সে ক্ষেত্রে আগে পার্টিকে স্বমতে আনতে হবে, এবং তার পরেই মাত্র কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির ব্যক্তিসংক্রান্ত সংবিন্যাস পরিবর্তনের কথা তোলা যেতে পারে)। সূক্ষ্ম এই উভয়সংকট সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব মার্তভ-পন্থীদের নিজেদের ওপরেই ছেড়ে দিতে কেন্দ্রীয় কমিটি সাগ্রহে রাজি হয় কারণ **ঠিক সেই সময়েই** কমরেড মার্তভ তাঁর জবানবন্দী লেখেন ('পুনরপি সংখ্যালঘু') এবং তাতে নিম্নোক্ত পঙক্তিগুলি আছে :

"**শুধু একটি মর্যাদা সংখ্যালঘুরা দাবি করেছিলেন**, যথা, আমাদের পার্টির ইতিহাসে সর্বপ্রথম এইটে দেখিয়ে দেওয়া যে **নতুন একটা পার্টি গঠন না করেও** 'পরাজিত' থাকা সম্ভব। পার্টির সাংগঠনিক বিকাশ সম্পর্কে তাদের যা মতামত তা থেকেই সংখ্যালঘুদের এ দৃষ্টিভঙ্গি বেরিয়ে আসছে ; পার্টির পূর্বতন কাজকর্মের সঙ্গে তাদের যে শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে, তা থেকেই এ দৃষ্টিভঙ্গি বেরিয়ে আসছে। 'কাগুজে বিপ্লবের' অতিন্দ্রিয় ক্ষমতায় সংখ্যালঘুরা কোনো বিশ্বাস রাখে

নির্ভাবনায় জনসাধারণের ওপর ছেড়ে দিতে পারি—লেনিন এবং কমরেড ওয়াই [৩২]? মার্তভপন্থীদের প্রবেশাধিকার না দেবার জন্য যারা হয়ত তাঁদের "আনুষ্ঠানিক' অধিকার খাটিয়েছিলেন এবং তদুপরি নির্ভর করেছিলেন দ্বিতীয় কংগ্রেসের ইচ্ছার ওপর ; নাকি তাঁরা—যারা সম্পাদকমণ্ডলী দখল করার ব্যাপারে "আনুষ্ঠানিকভাবে" ("সর্বসম্মত অধিভুক্ত") সঠিক, কিন্তু যাঁরা জানতেন যে "আসলে তাতে দ্বিতীয় কংগ্রেসের অভিপ্রায় মান্য করা হচ্ছে না" এবং তৃতীয় কংগ্রেসে এ অভিপ্রায় যাচাই করতে যাঁরা ভীত ?

না। তাবা মনে কবে যে তাদেব প্রচেষ্টার **গভীর** ও **মূলগত** ন্যায্যতাই হল সেই গ্যাবাণ্টি যাব কল্যাণে **পার্টির অভ্যন্তরে বিশুদ্ধ মতাদর্শগত সংগ্রাম দ্বারাই তারা তাদের সাংগঠনিক নীতির জয় অর্জনে সমর্থ হবে।**" (বড হবফ আমাব)

কী গর্বেব, মহিমাব কথা ? আব, কি তিক্তই না বটে অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষালাভ কবা যে **ও শুধু কথাই**। আশা কবি কমবেড মার্তভ মাফ ববেন, কিন্তু যে 'মর্যাদাব' **যোগ্য আপনি হতে পারেন নি**, সেটা এখন **সংখ্যাগুরুদের পক্ষ থেকে আমি দাবি করছি**। এ মর্যাদা সত্যই এক বৃহৎ মযাদা, তাব জন্যে সংগ্রাম কবা সার্থক। কেননা, ভাঙন সম্পর্কে একটা অস্বাভাবিক লঘুচিত্ততা এবং 'হাতে হাত না মেলালেই তুমি আমাব শত্রুব' এই নীতিবাক্যেব অস্বাভাবিক উগ্র প্রযোগেব একটা ঐতিহ্য আমবা চক্রগুলিব কাছ থেকে পেযেছি।

ছোটোখাটো ঝামেলাব তুলনায় ('অধিভুক্তি" নিয়ে কোন্দল) বৃহৎ ব্যাপাবটা (ঐক্যবদ্ধ পার্টি) ওজনে ভাবি হযে উঠতে বাধ্য এবং তাই হল। কেন্দ্রীয় মুখপত্র থেকে আমি পদত্যাগ কবলাম এবং কমবেড ওযাই (কেন্দ্রীয় মুখপত্রেব পক্ষ থেকে তাঁকে আমি ও প্লেখানভ পবিষদেব জন্য প্রতিনিধি হিসেবে প্রেবণ কবেছিলাম) পদত্যাগ কবলেন পবিষদ থেকে। মার্তভপন্থীবা কেন্দ্রীয় কমিটিব পক্ষ থেকে শান্তিব শেষ আবেদনেব জবাবে যে চিঠি দিলেন (উল্লিখিত পুস্তকগুলি দ্রষ্টব্য) সেটা যুদ্ধ ঘোষণাবই সমতুল্য। তখন, এবং মাত্র তখনই আমি প্রচাবণা সম্পর্কে সম্পাদকমণ্ডলীব কাছে আবাব চিঠি পাঠাই (ইস্ক্রা ৫৩)। পুনর্লিখনবাদ সম্পর্কে কথা যদি বলতেই হয়, এবং অস্থিবচিত্ততা, অবাজকতাবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আব বিভিন্ন নেতার

পরাজয় সম্পর্কে আলোচনা যদি করতেই হয়, তাহলে ভদ্রমহোদয়রা আসুন, যা ঘটেছে তার একটুও না চেপে সবখানি বলা যাক—প্রচারণা প্রসঙ্গে এই ছিল সে চিঠির বক্তব্য। সরোষ গালি ও হাকিমী ধমক দিয়ে সম্পাদকমণ্ডলী জবাব দিলেন: "খবরদার, **চক্রেজীবনের সংকীর্ণতা আর কোন্দল** (ইস্ক্রা ৫৩) খুঁচিয়ে তুলতে যেও না।" তাই নাকি? মনে মনে ভাবলাম, "চক্রজীবনের সংকীর্ণতা আর কোন্দল?"···বেশ, বেশ······এ বিষয়ে ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের কথায় আমার সায় আছে। কেননা এর অর্থ হল, 'অধিভুক্তি' সংক্রান্ত এই সমস্ত হৈচৈটাকে আপনারা সরাসরি **'চক্রগত কোন্দল"** বলে অভিহিত করে দিচ্ছেন। এটা সত্যি কথা। কিন্তু এ আবার কি বৈষম্য? —ঐ একই ৫৩তম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে সেই একই সম্পাদকমণ্ডলী (তাই ধরে নিতে হয় বৈকি) আমলাতান্ত্রিকতা, নিয়ম তান্ত্রিকতা ইত্যাদি নানা বিষয়ে কথা কইছেন *। কেন্দ্রীয় মুখপত্রের 'অধিভুক্তি' নিয়ে সংগ্রাম সম্পর্কে খবরদার তোমারা কোনো প্রশ্ন তুলতে যেও না, কারণ সেটা হবে কোন্দল। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির 'অধিভুক্তি' নিয়ে আমরা প্রশ্ন তুলব এবং তাকে কোন্দল না বলে বলব 'নিয়ম-তান্ত্রিকতা' সম্পর্কে নীতিগত একটা মতভেদ। না, প্রিয় কমরেডরা, মনে মনে আমি বললাম, ও কাজ করতে অনুমতি না দেবার অনুমতি আমায় দিতে হবে। আপনারা চাইছেন আমার কেল্লায় গোলা দাগতে অথচ দাবী করছেন যেন আমার গোলন্দাজ বাহিনীটা আমি আপনাদের কাছেই সমর্পণ করি। কি রসিকতাই যে আপনারা জানেন! সুতরাং

* পরে যা কিছু ঘটল, তা থেকে খুব সহজেই 'বৈষম্যটির' ব্যাখ্যা করা যায়:— এটা হল কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকদের ভেতরকার একটা বৈষম্য ('কোন্দল' সম্পর্কে লেখাটা হল প্লেখানভের (৫৭ সংখ্যায় তাঁর স্বীকৃতি "দুঃখজনক ভুল বোঝাবুঝি" দ্রষ্টব্য) আর 'আমাদের কংগ্রেস' শীর্ষক সম্পাদকীয়টা লেখেন মার্তভ ('অবরোধের অবস্থা' ৮৪পৃ:)। তাঁরা দুজন দুদিকে টানাটানি লাগিয়েছিলেন।

সম্পাদকমণ্ডলীর নিকট পত্র (ইস্ক্রা থেকে আমার পদত্যাগের কারণ) আমি লিখলাম এবং ইস্ক্রার বাইরে থেকে তা প্রকাশ করলাম; তাতে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করলাম সত্যি সত্যি কি কি ঘটেছে এবং নিম্নোক্ত বণ্টনের ভিত্তিতে শান্তি সম্ভব কিনা তা ভেবে দেখার জন্য আবেদন করলাম বারংবার: কেন্দ্রীয় মুখপত্রটা আপনারা নিন, আমরা নিই কেন্দ্রীয় কমিটি; এতে কোনো পক্ষই পার্টিগতভাবে নিজেদের পর পর বলে ভাববেন না। (তাতে করে সুবিধাবাদের দিকে পদক্ষেপ সম্পর্কে আমাদের বিতর্ক চলবে প্রথমত লিখিত পুস্তকাদি মারফত, এবং পরে সম্ভবত তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসে।)

শান্তির এই উল্লেখের জবাবে এমন কি পরিষদ সমেত সবকটি বাহিনী থেকে শত্রু গুলিবর্ষণ শুরু করে দিল: স্বৈরাচারী, সুইজার, আমলাতন্ত্রী, নিয়মসর্বস্ব, অতিকেন্দ্র, গোঁড়াপন্থী, রগচটা, গোঁয়ার, সঙ্কীর্ণমনা, সন্দেহ-প্রবণ, ঝগড়াটে……। বহুত আচ্ছা ভাই, আপনাদের হয়েছে? আর কিছু মজুদ নেই? নেহাতই কম রসদ, একথা বলতেই হবে…

এবার আমার পালা। সংগঠন সম্পর্কে নতুন ইস্ক্রার নতুন মতামতগুলির **মূল বক্তব্যটা** তাহলে পরীক্ষা করা যাক; 'সংখ্যাগুরু' ও 'সংখ্যালঘুতে' আমাদের পার্টি যে ভাগ হয়ে গেল তার আসল চরিত্রটা আমরা দ্বিতীয় কংগ্রেসেব বিতর্ক ও ভোটাভুটির বিশ্লেষণ থেকে দেখিয়েছি; এ ভাগাভাগির সঙ্গে নতুন ইস্ক্রাব এই সব মতামতের সম্পর্কটা কি সেটাও পরীক্ষা করে দেখি।

[থ] নতুন ইস্ক্রা-সংগঠনের প্রশ্নে সুবিধাবাদ

নতুন ইস্ক্রার নীতি বিশ্লেষণের ব্যাপারে কমরেড আক্সেলরদের প্রবন্ধ দুটিকেই * বিনা প্রশ্নে ভিত্তি হিসেবে ধরতে হবে। তাঁর প্রিয়

* দু'বছরের ইস্ক্রা ২য় খণ্ড, ১২২ পৃঃ (সেণ্ট পিতাস বুর্গ, ১৯০৬) […১৯০৭ সালের সংস্করণে লেখকের নোট—সম্পাদক]

কয়েকটি ধরতাই বুলির প্রত্যক্ষ অর্থ কি তা আগেই বিশদভাবে দেখানো হয়েছে। অন্য কোনো শ্লোগান নয়, বিশেষ করে এই শ্লোগানগুলিতেই "সংখ্যালঘুদের" (ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ একটা উপলক্ষ্যে) আসতে হল কোন্ চিন্তাধারার ফলে, প্রত্যক্ষ অর্থ ছেড়ে এবার তারই মূলে প্রবেশ করা যাক; এইসব শ্লোগান কেন উঠল তার মধ্যে না গিয়েও, অধিভুক্তির প্রশ্ন দ্বারা প্রভাবিত না হয়েও তাদের পেছনকার নীতিগুলি পরীক্ষা করা যাক। সুবিধাদানই (কনসেশন) আজকাল রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই কমরেড আক্সেলরদের জন্য একটা সুবিধা দেওয়াই যাক এবং তাঁর "তত্ত্ব"টিকে গ্রহণ করা যাক "গুরুত্ব দিয়ে"।

কমরেড আক্সেলরদের মূল নিবন্ধ (থিসিস্) (ইস্ক্রা ৫৭ সংখ্যা) হল এই: "একেবারে গোড়া থেকেই আমাদের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দুটি বিপরীত ঝোঁক; এ ঝোঁক দুটির পারস্পরিক বৈরিতার নিজস্ব বিকাশের সঙ্গে সমান তালে আন্দোলন বিকশিত ও প্রভাবিত না হয়ে পারে নি।" যথাযথভাবে বলতে গেলে, "নীতির দিক থেকে পশ্চিমী সোশ্যাল ডেমোক্রাসির সর্বহারা শ্রেণীর লক্ষ্য আর (রাশিয়ার) আন্দোলনের সর্বহারা শ্রেণীর লক্ষ্য অভিন্ন"। কিন্তু আমাদের দেশে শ্রমিকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে "এমন একটা সামাজিক অংশ যা তাদের অনাত্মীয়", যথা র‍্যাডিক্যাল বুদ্ধিজীবী। এবং এইভাবে কমরেড আক্সেলরদ আমাদের পার্টির মধ্যে সর্বহারা ঝোঁক ও র‍্যাডিক্যাল বুদ্ধিজীবী ঝোঁকের মধ্যে একটা বৈরিতা সপ্রমাণ করেছেন।

এ ব্যাপারে কমরেড আক্সেলরদ যে ভুল করেন নি, তাতে সন্দেহ নেই। এই ধরনের একটা বৈরিতার অস্তিত্ব প্রশ্নাতীত (এবং তা শুধু রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির বেলাতেই নয়)। অধিকন্তু, একথা

সকলেরই জানা যে বিপ্লবী (যা কিনা গোঁড়াপন্থী বলেও পরিচিত) এবং সুবিধাবাদী (পুনর্লিখনপন্থী, নিয়মতন্ত্রী, সংস্কারবাদী) অংশে সাম্প্রতিক সোশ্যাল ডেমোক্রাসি যে ভাগ হয়ে গেছে, আমাদের বিগত দশ বছরের আন্দোলনের মধ্যে যা রাশিয়াতেও পরিপূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে, তার কারণ বহুলাংশেই হল এই বৈরিতা। একথাও সকলের জানা যে আন্দোলনের সর্বহারা-শ্রেণীর ঝোঁকটিই প্রকাশ পাচ্ছে গোঁড়া সোশ্যাল ডেমোক্রাসির মধ্যে এবং গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীদের ঝোঁকটি প্রকাশ পাচ্ছে সুবিধাবাদী সোশ্যাল ডেমোক্রাসির মধ্যে।

কিন্তু এই সবজনীন জ্ঞানটুকুর মুখোমুখি হবার পরেই কমরেড আকসেলরদ তার সামনে থেকে সরে যেতে এবং পেছু হটতে শুরু করেছেন। সাধারণভাবে রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাসির ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে আমাদের পার্টি কংগ্রেসে এই বিভাগ কিভাবে আত্মপ্রকাশ করল, তা বিশ্লেষণ করবার বিন্দুমাত্র **চেষ্টা** কমরেড আকসেলরদ করেন নি যদিও কমরেড আকসেলরদ লিখতে বসেছেন এই কংগ্রেসেরই সম্পর্কে।

এই কংগ্রেসের অন্তর্বিবরণীকে ইসক্রার অন্যান্য সম্পাদকের মত কমরেড আকসেলরদও **যমের মতো ভয়** করেন। আগে যা বলা হয়েছে তার পরে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু যে "তত্ত্ববিদ" আমাদের আন্দোলনের বিভিন্ন ঝোঁক সম্পর্কে অনুসন্ধানের দাবি রাখেন তার পক্ষে অবশ্যই **সত্য-কুণ্ঠার** এ একটা তাজ্জব ঘটনা। এ রোগের প্রকোপবশত আমাদের আন্দোলনের ঝোঁকগুলি সম্পর্কে সর্বাধুনিক সবচেয়ে যথাযথ মালমশলা থেকে পেছন ফিরে কমরেড আকসেলরদ আশ্রয় চেয়েছেন প্রীতিকর দিবাস্বপ্নের মধ্যে। তিনি লিখেছেন: "আইনী বা আধা-মার্কসবাদ কি আমাদের উদারনীতিক-

দের হাতে একজন সাহিত্যিক নেতাকে উপহার দেয় নি? খেয়ালী ইতিহাস গোঁড়া বিপ্লবী মার্কসবাদের অনুগামীদের মধ্য থেকে একজন নেতাকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের হাতে উপহার দেবে না কি?" কমরেড আকৃসেলরদের কাছে অতি প্রীতিকর এই দিবাস্বপ্ন সম্পর্কে আমাদের শুধু এইটুকুই বক্তব্য যে ইতিহাস যদি কখনো খেয়ালীপনা করেও থাকে, তাহলেও সেই অজুহাতে যাঁরা ইতিহাস বিশ্লেষণ করবার দায় মেনেছেন, তাদের **চিন্তায় খেয়ালীপনা** থাকার কোনো যুক্তিই নেই। আধা-মার্কসবাদের নেতার আলখাল্লার মধ্য থেকে একদা যখন উদারনীতি মাথা বাড়িয়েছিল, তখন তার "ঝোঁকগুলির" সন্ধান যারা করতে চেয়েছিলেন (**এবং করতে পেরেছিলেন**) তারা ইতিহাসের কোনো সম্ভবপর খেয়ালীপনার কথা তোলেন নি। তারা সেই নেতার মনোবৃত্তি ও যুক্তিধারার গণ্ডা গণ্ডা এবং শতশত উদাহরণেরই উল্লেখ করেছিলেন এবং উল্লেখ করেছিলেন তার সাহিত্যিক রূপসজ্জার সেইসব বৈশিষ্ট্যের, যা বুর্জোয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী প্রতিবিম্বের ছাপমারা। আর "আমাদের আন্দোলনের সাধারণ বিপ্লবী এবং সর্বহারা ঝোঁকগুলির" বিশ্লেষণ করার দায় মানার পরে যদি কমরেড আকৃসেলরদ প্রমাণ স্বরূপ বা সাক্ষ্যস্বরূপ এমন **কিছুই, একেবারে কিছুই,** না দাখিল করতে পারেন যাতে বোঝা যায় তার কাছে অতি ঘৃণ্য ঐ পার্টির গোঁড়া অংশটির প্রতিনিধিদের মধ্যে এই এই ঝোঁক রয়েছে, তবে তাতে করে তার নিজের **দেউলিয়াপনারই একটা আনুষ্ঠানিক দলিল** রচনা করা হয় মাত্র। কমরেড আকসেলরদের মামলাটা সত্যিই ভারি কেঁচে যায় যখন তিনি ইতিহাসের সম্ভবপর কোনো খেয়ালীপনার উল্লেখ ছাড়া আর কিছুই তিনি করতে না পারেন।

কমরেড আকৃসেলরদের অপর উল্লেখ -"জাকোবিনদের" সম্পর্কে উল্লেখটি তাকে ফাঁসিয়েছে আরো অনেক বেশি। কমরেড আকৃসেল-

বদের সম্ভবত জানা আছে যে বিপ্লবী ও সুবিধাবাদীতে সাম্প্রতিক সোশ্যাল ডেমোক্রাসিব ভাগাভাগি হয়ে যাওয়াব (এবং এ শুধু বাশিযাতেই নয়) ফলে অনেক আগে থেকেই "মহান ফবাসী বিপ্লবেব যুগেব সঙ্গে একটা ঐতিহাসিক তুলনা" দেবাব চলন হয়েছে। কমবেড আক্‌সেলবদেব সম্ভবত এও জানা আছে যে সাম্প্রতিক সোশ্যাল ডেমোক্রাসিব জিবোন্দিস্টবা তাদেব প্রতিপক্ষদেব বর্ণনা দিতে গিয়ে যখন তখন যেখানে সেখানে "জাকোবিনবাদ" "ব্লাঙ্কবাদ" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহাব কবছেন। তাই সত্য-কুণ্ঠাব দিক দিযে আমবা কমবেড আকসেলবদকে নাই বা অনুসবণ কবলুম, ববং কংগ্রেসেব অনুবিববণী-গুলো পবখ কবা যাক এবং দেখা যাক, তা থেকে আমাদেব আলোচ্য ঝোঁক ও তুলনাগুলিব বিশ্লেষণ ও পবীক্ষাব মতো কোনো মালমশলা মেলে কি না।

প্রথম দৃষ্টান্ত: পার্টি কংগ্রেসে কর্মসূচী সংক্রান্ত বিতর্ক। কমবেড আকিমভ (মার্তিনভেব সঙ্গে পুবোপুবি একমত হযে) বলছেন, "বাজনৈতিক ক্ষমতা দখলেব শর্তটি (সর্বহাবা শ্রেণীব একনাযকত্ব)—অন্য সমস্ত সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিব সঙ্গে তুলনা কবে দেখলে দেখা যাবে—যে তা নির্ণীত হযেছে এমনভাবে যাতে তাঁব এই মানে দাঁডায এবং কার্যক্ষেত্রে প্লেখানভ এই মানেই কবেছেন যে পবিচালক সংগঠনটিব ভূমিকাব ফলে পবিচালিত শ্রেণীটি পেছনে চলে যাবে এবং একটি থেকে অন্যটি বিচ্ছিন্ন হযে পডবে। সুতবাং আমাদেব বাজনৈতিক কর্তব্য নির্ণযটা হযেছে ঠিক একেবাবে নাবদনাইযা ভলিযাব মতো।" (অনুবিববণী ১২৪ পৃঃ) কমবেড প্লেখানভ এবং অন্যান্য ইস্ক্রাপন্থীবা কমবেড আকিমভেব জবাব দেন এবং সুবিধাবাদেব দোষাবোপ কবেন। (প্রত্যক্ষ ঘটনা মাবফত, ইতিহাসেব কল্পিত কোনো খেয়ালেব মাবফত নয়) সোশ্যাল ডেমোক্রাসিব আধুনিক জাকোবিন এবং আধুনিক

জিরোন্দিস্টদের যে বৈরিতা এই কলহটা থেকে ফুটে উঠছে, সেটা কি কমরেড আক্সেলরদের লক্ষ্যে আসে নি? এবং ব্যাপারটা এই নয় কি যে (স্বকৃত ভুলের দরুন) কমরেড আক্সেলরদ সোশ্যাল ডেমোক্রাসির জিরোন্দিস্টদের দলে গিয়ে পড়েছিলেন বলেই তিনি জাকোবিনদের কথা তুলতে শুরু করেছেন?

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত: কমরেড পোসাদভ্স্কি দাবি করেন যে "গণতান্ত্রিক নীতিগুলির পরম মূল্য" সংক্রান্ত "মূলগত প্রশ্নের" ওপর একটা "গুরুতর মতপার্থক্য" রয়েছে (১৬৯ পৃঃ)। প্লেখানভের সঙ্গে একযোগে তিনি পরম মূল্যের কথা অস্বীকার করেন। "মধ্যপন্থা" অথবা মার্শ-এর নেতা (এগরভ) এবং ইস্ক্রা-বিরোধীদের নেতা (গোল্ডব্লাট) এ-মতের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং প্লেখানভের বিরুদ্ধে "বুর্জোয়া রণকৌশল অনুকরণ" করার অভিযোগ আনেন (১৭০ পৃঃ)। **গোঁড়া মার্কসবাদের সঙ্গে বুর্জোয়া ঝোঁকের সম্পর্ক বিষয় নিয়ে কমরেড আক্সেলরদের ধারণাও হল ঠিক এইটাই;** তফাত শুধু এই যে আক্সেলরদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অনির্দিষ্ট ও সাধারণ, যদিও গোল্ডব্লাট সেটিকে যুক্ত ক'রছিলেন বিতর্কের নির্দিষ্ট প্রশ্নের সঙ্গে। পুনরপি আমাদের প্রশ্ন: কমরেড আক্সেলরদের মনে হচ্ছে না কি যে এই বিতর্ক থেকেও **স্পষ্টতই** সাম্প্রতিক সোশ্যাল ডেমোক্রাসির জাকোবিন জিরোন্দিস্টদের পার্টিকংগ্রেসকালীন বৈরিতাটা বেরিয়ে আসছে? ব্যাপারটা এই নয় কি যে কমরেড আক্সেলরদ জিরোন্দিস্টদের দলে গিয়ে পড়েছিলেন বলেই এই কোলাহল তুলছেন জাকোবিনদের বিরুদ্ধে?

তৃতীয় দৃষ্টান্ত: নিয়মাবলীর ১ম অনুচ্ছেদ সংক্রান্ত বিতর্ক। **"আমাদের আন্দোলনের ভেতরে সর্বহারা শ্রেণীর ঝোঁকের"** পক্ষ নিয়েছিলেন যাঁরা তাঁরা কোন্ ব্যক্তি? শ্রমিকেরা সংগঠন করতে ভয় পায় না, অরাজকতাবাদের প্রতি সর্বহারার কোনো

সহানুভূতি নেই, সংগঠন গড়ার উৎসাহকে সে মূল্য দেয়—এ দাবি যাঁরা করেছিলেন তাঁরা কে? আপাদমস্তক সুবিধাবাদে অভিষিক্ত বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে আমাদের হুঁশিয়ারি যাঁরা দিয়েছিলেন, তাঁরা কারা? তাঁরা হলেন সোশ্যাল ডেমোক্রাসির জাকোবিন দল। আর পার্টির মধ্যে র‍্যাডিক্যাল বুদ্ধিজীবীদের চোরাই আমদানি ঘটাবার চেষ্টা যাঁরা করেন তাঁরা কে? অধ্যাপক, হাইস্কুল ছাত্র, স্বাধীন লেখক এবং র‍্যাডিক্যাল যুবকদের নিয়ে যাঁরা ভাবিত তাঁরা কারা? **জিরোন্দিষ্ট্‌ লীবের সহ জিরোন্দিষ্ট্‌ আক্‌সেলরদ।**

আমাদের পার্টি কংগ্রেসে শ্রমমুক্তি সংস্থার সংখ্যাগুরুদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই সুবিধাবাদের যে অভিযোগ করা হয়েছিল "সেই মিথ্যা অভিযোগের" বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে কমরেড আক্‌সেলরদকে কি রকম ল্যাজে গোবরেই না হতে হয়! আত্মপক্ষ-সমর্থন তিনি এমন ঢঙে করেন যাতে অভিযোগটারই প্রমাণ হয়। কারণ জাকোবিনবাদ, ব্ল্যাঙ্কবাদ প্রভৃতি নিয়ে চিরাচরিত বার্নস্টাইন কের্তনটারই তিনি বারবার পুনরাবৃত্তি করে যেতে থাকেন মাত্র! র‍্যাডিকাল বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে তাঁর চিৎকার শুধু এইজন্য যাতে ঐসব বুদ্ধিজীবীর জন্য উৎকণ্ঠায় ভরা তাঁর নিজের পার্টিকংগ্রেস-বক্তৃতাগুলি চাপা পড়ে।

জাকোবিনবাদ থেকে শুরু করে অন্যান্য এইসব "ভয়াবহ শব্দ" থেকে যা প্রকাশ পাচ্ছে সেটা **সুবিধাবাদ** এবং সুবিধাবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। সর্বহারা **সংগঠনের** সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রক্ষা করে যে জাকোবিন, নিজ শ্রেণীস্বার্থ সম্পর্কে **সচেতন** যে সর্বহারা, সে হল **বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমোক্রাট**। অধ্যাপক ও হাইস্কুল ছাত্রদের জন্য যার বিরহ বোধ হয়, সর্বহারা একনায়কত্বের কথায় যে ভীত এবং গণতান্ত্রিক দাবিসমূহের পরম মূল্যের জন্য যার দীর্ঘ

নিঃশ্বাস পড়ে সে জিরোন্দিস্ট হল **সুবিধাবাদী**। ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠনের কথায় এখনও বিপদের গন্ধ পাবে শুধু সেই যে সুবিধাবাদী, কেননা আজ রাজনৈতিক সংগ্রামকে চক্রান্তের মধ্যে সঙ্কীর্ণ করে আনার ধারণাটিকে প্রকাশিত পুস্তিকাদি মারফত লিখিতভাবে বাতিল করা হয়েছে হাজার বার এবং জীবনের বাস্তবতা দিয়ে তা বাতিল হয়ে ভেসে গেছে বহু পূর্বেই ; কেবল আজ রাজনৈতিক গণ-আন্দোলনের মৌলিক গুরুত্বের বিস্তারিত ব্যাখ্যা হয়ে গেছে এবং তার এতবার পুনরাবৃত্তি হয়েছে যে কান পচে যাবার উপক্রম। ষড়যন্ত্র সম্পর্কে, ব্লাঙ্কবাদ সম্পর্কে এ আতঙ্কের আসল কোন ভিত্তি ব্যবহারিক আন্দোলনের কোনো নির্দিষ্ট লক্ষণের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না (বার্ণস্টেইন কোম্পানি যা দীর্ঘদিন ধরে দেখাবার চেষ্টা করে এসেছেন); সে ভিত্তি পাওয়া যাবে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর জিরোন্দিস্ট-সুলভ ভীতিপ্রবণতার মধ্যে—আজকের সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের মধ্যে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর সে মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে প্রায়শই। সেই চল্লিশ আর ষাট সালের চক্রান্তকারী ফরাসী বিপ্লবীদের কর্ম-কৌশলের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দেবার জন্য তা (ইতিপূর্বেই সে হুঁশিয়ারি শতশত বার উচ্চারিত হয়ে গেছে) একটা **নতুন শব্দযোজনার** জন্য নতুন ইস্ক্রার এই ঘর্মাক্ত প্রচেষ্টার (৬২ সংখ্যা, সম্পাদকীয় [৩৪]) চেয়ে মজার ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না। ইস্ক্রার পরবর্তী সংখ্যায় সাম্প্রতিক সোশ্যাল ডেমোক্রাসির জিরোন্দিস্টরা সম্ভবত চল্লিশ সালের এমন কিছু ফরাসী চক্রান্তকারীর নাম করতে পারবেন যাদের কাছে মেহনতী জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের গুরুত্বের কথা, পার্টি কর্তৃক শ্রেণীকে প্রভাবিত করার প্রধান মাধ্যম হিসাবে শ্রমিক সংবাদপত্রের গুরুত্বের কথাটা বহু পূর্বেই শেখা আর রপ্ত করা একটা প্রাথমিক সত্য হিসেবে ধরে নেওয়া ছিল।

নতুন কিছু বলার ভান করে অ-আ-ক-খ'র পুনরাবৃত্তি এবং প্রাথমিক ব্যাপারগুলোয় ফিরে আসাব এই যে ঝোঁক নতুন ইসক্রায় দেখা যাচ্ছে, সেটা কিন্তু নেহাৎ আকস্মিক নয়; আমাদের পার্টির সুবিধাবাদী দলটিতে ভিড়ে যাওয়ার পরে এখন আক্সেলরদ ও মার্তভ নিজেরা যে পরিস্থিতিতে এসে পৌঁছেছেন, এ হল তারই অনিবার্য পরিণতি। সুবিধাবাদী বুলি তাঁদের পুনরাবৃত্তি করে চলতেই হবে, তাঁদের অবস্থান যে ন্যায্য সুদূর অতীত থেকে এর কোনো একটা প্রমাণ আবিষ্কারের জন্য তাঁদের **পেছনে ফিরে** যেতেই হবে কারণ কংগ্রেসের সংগ্রাম এবং কংগ্রেসে যে সব মতপার্থক্য ও ভাগবিভাগ রূপ নিয়েছিল তার দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের অবস্থান সমর্থনের অযোগ্য। জাকোবিনবাদ ও ব্লাঙ্কবাদ সম্পর্কে আকিমভসুলভ জ্ঞান-গম্ভীর উক্তির সঙ্গে কমরেড আকসেলরদ যোগ দিয়েছেন এই আকিমভ-সুলভ বিলাপ যে শুধু 'অর্থনীতিবাদী'রাই নয় 'রাজনীতিকেরা' ও হলেন "একপেশে," তাদের গোঁ-টাও মাত্রাতিরিক্ত। নিজেকে একপেশেমি আর গোঁয়ার্তুমির উর্ধ্বে বলে নতুন ইসক্রা সদম্ভে দাবি করছেন; তার পাতায় এ বিষয়ে গুরুগম্ভীর ভাষ্যালোচনাগুলি পাঠ করার পর বিমূঢ় হয়ে জিজ্ঞেস করতে হয়, এ কার ছবি তাঁরা আঁকছেন? এ সব কথাবার্তা তাঁরা শুনছেনই বা কোথা থেকে? কে না জানে যে অর্থনীতিবাদী এবং রাজনীতিবাদী এ দুভাগে রুশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট-দের ভাগ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা বহুদিন আগেই পুরনো হয়ে গেছে। পার্টি কংগ্রেসের আগেকার একবছর কি দুবছরের ইস্ক্রার তাড়া ঘেঁটে দেখুন, দেখা যাবে যে "অর্থনীতিবাদের" বিরুদ্ধে সংগ্রাম স্তিমিত হয়ে এসেছে এবং ১৯০২ সালের এই এতটা আগেই তা একেবারেই থেমে গেছে। উদাহরণস্বরূপ দেখা যাবে যে ১৯০৩ জুলাই মাসে (৪৩ সংখ্যা) "অর্থনীতিবাদের আমল" "সুনিশ্চিতরূপে শেষ হয়ে গেছে", অর্থনীতি-

বাদকে বিবেচনা করা হয়েছে "মৃত এবং সমাধিস্থ" বলে এবং তা নিয়ে রাজনীতিকদের মত্ততাকে সুস্পষ্ট পূর্বগামুকৃতি বলে গণ্য করা হচ্ছে। ইস্ক্রার নতুন সম্পাদকেরা তাহলে কেন এই মৃত ও সমাধিস্থ বিভাগটিতে ফিরে যাচ্ছেন? এমন কি হতে পারে যে দু বছর আগে রাবোচেয়ে দিয়েলোতে আকিমভেরা যে ভুল করেছিলেন সেইজন্যই আমরা কংগ্রেসে তাদের সঙ্গে লড়লাম? তা করে থাকলে আমাদের নিরেট মূর্খ বলে ধরতে হয়। কিন্তু সকলেই জানেন যে আমরা তা করিনি, রাবোচেয়ে দিয়েলোতে তাঁরা যা করেছিলেন সেই সব পুরনো মৃত ও সমাধিস্থ ভ্রান্তির জন্য কংগ্রেসে আমরা তাঁদের সঙ্গে লড়িনি, তাদের যুক্তিতে এবং কংগ্রেসের ভোটাভুটিতে তারা যে সব ভুল করেছিলেন, লড়েছি তার জন্য। রাবোচেয়ে দিয়েলো সম্পর্কে তাদের বক্তব্য দিয়ে নয়, কংগ্রেস-কালীন তাদের বক্তব্য দিয়েই আমরা বিচার করেছিলাম কোন্ কোন্ ভ্রান্তি যথার্থই পরিত্যক্ত হয়েছে এবং কোন্গুলো এখনো বেঁচে আছে এবং বিতর্কের অপেক্ষা করছে। কংগ্রেসের সময় অর্থনীতিবাদী আর রাজনীতিকদের পুরনো বিভাগটা আর কংগ্রেসের সময় ছিল না, কিন্তু সুবিধাবাদী বিভিন্ন ঝোঁক টিকেই রইল। একাধিক প্রশ্নের বিতর্ক ও ভোটাভুটির মধ্যে তাদের আত্মপ্রকাশ দেখা যায় এবং পরিশেষে "সংখ্যাগুরু" ও "সংখ্যালঘু"তে পার্টি নতুন করে ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ার মধ্যে তার পরিণতি ঘটে। মোট কথাটা হল এই যে ইস্ক্রার নতুন সম্পাদকেরা এই নতুন ভাগাভাগির সঙ্গে পার্টির সাম্প্রতিক সুবিধাবাদের যে সম্পর্ক রয়েছে তা উপেক্ষা করার চেষ্টা করছেন, আর তা কেন বুঝতে কষ্ট হয় না; এবং সে কারণেই তাঁরা নতুন ভাগাভাগি থেকে পুরনো ভাগাভাগিটায় ফিরে যেতে বাধ্য। নতুন ভাগাভাগিটার রাজনৈতিক উৎস ব্যাখ্যা করতে তাদের অক্ষমতার ফলে (কিংবা, তারা কতোখানি মানিয়ে চলতে চান তা প্রমাণের জন্য ঐ

উৎসের ওপর একটা পর্দা* টেনে দেবার ইচ্ছার দরুন) যে বিভাগটা দীর্ঘদিন হল অপ্রচলিত হয়ে গেছে সেইটে নিয়েই টানাটানি করতে তাঁরা বাধ্য। সকলেই জানেন যে নতুন বিভাগটার ভিত্তি হল **সাংগঠনিক** প্রশ্নে মতপার্থক্য ; তা শুরু হয় সাংগঠনিক নীতি সম্পর্কে বিতর্ক (নিয়মাবলীর ১ম অনুচ্ছেদ) থেকে এবং শেষ হয় অরাজকতা-বাদীদের উপযুক্ত একটি "আচরণে"। (আর) অর্থনীতিবাদী ও রাজনীতিকদের পুরনো বিভাগের ভিত্তিটা ছিল প্রধানত **রণকৌশল**-গত প্রশ্নে মতপার্থক্য।

পার্টি জীবনের অধিকতর জটিল, সত্য সত্যই প্রাসঙ্গিক এবং জাজ্বল্যমান প্রশ্নগুলি থেকে সবে দীর্ঘদিন পূর্বেই মীমাংসিত এবং বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে পুনরুত্থাপিত কিছু প্রশ্নে এই পশ্চাদপসরণ ন্যায্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতে গিয়ে নতুন ইস্ক্রা জ্ঞানগম্যির যে কৌতুককর প্রদর্শনীর অবতারণা করেছেন, তাকে **খ্ভস্ত্বাদ** ছাড়া আর কোনো নামে অভিহিত করা যায় না। কমবেড আকেসলরদ থেকে শুরু হয়ে নতুন ইস্ক্রার সমস্ত লেখার মধ্যে দিয়ে লাল স্তোর

---

* ৫৩ সংখ্যা ইস্ক্রায় "অর্থনীতিবাদ" সম্পর্কে প্লেখানভের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। প্রবন্ধটির উপশিরোনামায় ছোট একটু ছাপার ভুল হয়েছে বলেই মনে হয়। "দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস প্রসঙ্গে যা মনে হয়েছে" এর বদলে স্পষ্টতই হবে "লীগ কংগ্রেস প্রসঙ্গে অথবা এমন কি অধিভুক্তি প্রসঙ্গে" বিশেষ কতকগুলি অবস্থায় ব্যক্তিগত দাবির জন্য সুবিধা-দান যতই উপযুক্ত হোক, নির্দিষ্ট যেসব প্রশ্ন পার্টিকে আলোড়িত করেছে তাদেব গুলিয়ে ফেলা (পার্টি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, ফিলিস্টাইন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয) একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয় ; তাছাড়া মার্তভ ও আকসেলরদ গোঁড়া পন্থা থেকে সুবিধাবাদের দিকে সরে যেতে শুরু করেছেন, তাদের এই নতুন ভুলটার বদলে মার্তিনভ আকিমভদের পুরনো ভুলটা বসানোও ঠিক করেন (নতুন ইস্ক্রা ছাড়া তা আজ আর কেউ মনে রাখেন না) ; কে জানে, কর্ম্মসূচী ও রণকৌশলের নানা প্রশ্নে মার্তিনভ ও আকিমভেরা হয়তো সুবিধাবাদ থেকে গোঁড়া পন্থার দিকে সরে আসতে রাজী হয়েও যেতে পারেন।

মতো বেরিয়ে এসেছে এই গভীর "চিন্তা" যে আধারের চেয়ে আধেয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সংগঠনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল কর্মসূচী এবং রণকৌশল, "সংগঠনের ফলে" আন্দোলনের মধ্যে যে সারবস্তু প্রদত্ত হয় তার গুরুত্ব ও পরিমাণের সঙ্গেই সে-সংগঠনের সজীবতা সমানুপাতিক, কেন্দ্রিকতা এমন কিছু নয় "যা স্বয়ংসম্পূর্ণ" এবং সর্ব-রোগহর রক্ষাকবচও তা নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। মহৎ এবং গভীর সব সত্য! রণকৌশলের চেয়ে কর্মসূচী অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বৈ কি, এবং সংগঠনের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ রণকৌশল। শব্দরূপের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল বর্ণমালা এবং শব্দবিন্যাসের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ শব্দরূপ,—কিন্তু শব্দবিন্যাসের পরীক্ষায় ফেল করায় নিচু ক্লাসে আরো একবছর থাকতে হচ্ছে বলে যারা ডাঁট নিয়ে গর্ব করে বেড়ায় তাদের সম্পর্কে কি বলতে হয়? সাংগঠনিক নীতি সম্পর্কে কমরেড আকেসলরদের যুক্তি ছিল সুবিধাবাদীর মতো (১ম অনুচ্ছেদ) আর সংগঠনের অভ্যন্তরে আচরণ ছিল অরাজকতা-বাদীর মতো (লীগ কংগ্রেস)—এবং এখন তাঁর চেষ্টা হল সোশ্যাল ডেমোক্রাসিকে আরো গভীরতাব্যঞ্জক করে তোলা! আঙুর ফল মিষ্ট নহে! সঠিকভাবে বলতে গেলে সংগঠনটা কি? একটা আধার বই তো কিছু নয়। কেন্দ্রিকতাটা কি? যতোই বলুন, এ তো আর রক্ষাকবচ নয়। শব্দবিন্যাস নীতিটা কি? বারে, সেটা তো শব্দরূপের চেয়ে অনেক কম জরুরি। ওতো মাত্র হল গিয়ে শব্দরূপের নানা অংশ জোড়া দেবার একটা আধার মাত্র…আমরা যখন বলি যে নিয়মাবলীটা যতই নির্ভুল বলে মনে হোক না কেন, তা গ্রহণ করার তুলনায় একটা পার্টি কর্মসূচী রচনা করার মধ্য দিয়েই কংগ্রেস পার্টির কাজকর্ম কেন্দ্রীকরণের পক্ষে বেশি কাজ করেছে, তখন ইস্ক্রার নতুন সম্পাদকেরা বিজয়গর্বে প্রশ্ন করেছেন, "কমরেড আলেকজান্দ্রভ কি আমাদের সঙ্গে

একমত হবেন না?" (৫৬ সংখ্যা, সংযোজনী) আশা করতেই হয় যে এই ক্লাসিক্যাল ঘোষণাটির এমন একটা ঐতিহাসিক খ্যাতি রটবে যা কমরেড ক্রিচেভ্‌স্কির সেই বিখ্যাত উক্তির চেয়ে কম ব্যাপক বা কম স্থায়ী নয়—যথা, সোশ্যাল ডেমোক্রাসি মানবজাতির মতো শুধু সাধ্যায়ত্ত কর্তব্যকেই গ্রহণ করে। নতুন ইস্ক্রার এই গভীর জ্ঞানটুকু হুবহু ঐ একই কর্মনীতির মতো। কমরেড ক্রিচেভস্কির উক্তিকে বিদ্রূপ করা হয়েছিল কেন? কারণ, রণকৌশলের ব্যাপারে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের একাংশের একটা ভুল—সঠিকভাবে রাজনৈতিক লক্ষ্য স্থাপনে তাদের অক্ষমতা—এই ভুলটাকে তিনি যে মামুলী কথা দিয়ে সমর্থনের চেষ্টা করেছিলেন তাকে তিনি দর্শন বলে চালাতে চাইছিলেন। ঠিক একই ভাবে, সাংগঠনিক ব্যাপারে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের একাংশের একটা ভুলকে, কিছু কমরেডের মধ্যে যে বুদ্ধিজীবীসুলভ অস্থিরমতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে এবং যার ফলে তাঁরা অরাজকতাবাদী বুলিবিলাস পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছেন—তাকে সমর্থন করতে চেষ্টা করছেন এই একটা মামুলী উক্তি দিয়ে যে নিয়মাবলীর চেয়ে কর্মসূচী বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং সাংগঠনিক প্রশ্নের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রশ্ন। খ্‌ভস্ত্‌বাদ ছাড়া এটা কি? নিচের ক্লাসে আরো একবছরের জন্যে পড়ে থাকতে হচ্ছে দেখে ডাঁট নেওয়া ছাড়া আর কি এটা?

কর্মসূচী গ্রহণের ফলে কাজকর্মের কেন্দ্রীকরণের দিক দিয়ে যতটা সাহায্য হয়, তা নিয়মাবলী গ্রহণের চেয়ে বেশি। দর্শন বলে চালানো এই মামুলী কথাটা থেকে র‍্যাডিক্যাল বুদ্ধিজীবীর মানসিকতার গন্ধই আসছে—এবং সে বুদ্ধিজীবী এমন যে সোশ্যাল ডেমোক্রাসির চাইতে তার মিল বেশি বুর্জোয়া অবক্ষয়ের সঙ্গে। আহা, কেন্দ্রীকরণ কথাটা তো এই বিখ্যাত রচনাটিতে ব্যবহৃত হয়েছে শুধু প্রতীকী

*অর্থে। এ রচনাটি রচয়িতারা চিন্তা করতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক হয়ে থাকলে তাঁরা অন্তত এই সহজ ব্যাপারটা মনে করে দেখতে পারেন যে বুন্দিষ্টদের সহযোগে গৃহীত কর্মসূচীর ফলে আমাদের সাধারণ কাজকর্মের কেন্দ্রীভবন ঘটা তো দূরের কথা, ভাঙন থেকেও আমরা বাঁচিনি। পার্টি ঐক্য এবং পার্টি কাজের কেন্দ্রীকরণের জন্য কর্মসূচী ও রণকৌশলের প্রশ্নে ঐক্য অবশ্য প্রয়োজনীয় কিন্তু শুধু সেইটুকুই যথেষ্ট নয় (হায় ভগবান, আজকাল যখন সবরকমের ধারণা গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে তখন এ সব প্রাথমিক বস্তুরই না পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে)। পার্টি কাজে কেন্দ্রীকরণের জন্য এ ছাড়াও প্রয়োজন সংগঠনের ঐক্য; নিতান্ত একটা পারিবারিক চক্রের অতিরিক্ত কিছু হয়ে উঠেছে এমন একটা পার্টির পক্ষে আনুষ্ঠানিক নিয়মাবলী ছাড়া, সংখ্যালঘু কর্তৃক, সংখ্যাগুরুর অংশ কর্তৃক সমগ্রের অধীনতা স্বীকার ছাড়া সে ঐক্য কল্পনাই করা যায় না। কর্মসূচী এবং রণকৌশলের মূলগত সব প্রশ্নে যতদিন আমাদের ঐক্যের অভাব ছিল, ততদিন আমরা খোলাখুলিই স্বীকার করতাম যে আমরা অনৈক্য ও চক্র মনোভাবের একটা যুগে বাস করছি। ততদিন আমরা খোলাখুলিই ঘোষণা করেছি যে মিশতে হলে আগে পারস্পরিক পার্থক্যের সীমা রেখাটা টানতে হবে। মিলিত সংগঠনের আধার সম্পর্কে আমরা কথা পর্যন্ত কইনি, কর্মসূচী ও রণকৌশলের ক্ষেত্রে সুবিধাবাদের সঙ্গে কি ভাবে লড়তে হবে একমাত্র এই নতুন প্রশ্নগুলি নিয়েই (সে সময় এ প্রশ্নগুলো ছিল সত্যিই নতুন) আলোচনা চালাই। বর্তমানে, আমরা সকলেই একমত যে সে লড়াইয়ের ফলে ইতিমধ্যেই একটা প্রভূত পরিমাণ ঐক্য নিশ্চিত হয়েছে! পার্টি কর্মসূচী ও রণকৌশল বিষয়ে পার্টি প্রস্তাবের মধ্যে তা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এবার নেওয়া উচিত পরের ধাপটাকে, এবং সাধারণ সম্মতি অনুসারে আমরা তা

গ্রহণ করলাম, সমস্ত চক্রগুলিকে মিলিত করতে এমন ধরনের ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের আধার নির্মাণ করলাম। তারপর আমাদের হিঁচড়ে পেছনে টেনে আনা হয়েছে, এবং এই আধারের অর্ধেকটাই নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে; আমাদের টেনে নামানো হয়েছে অরাজকতাবাদী আচরণের মধ্যে, অরাজকতাবাদী বুলিবিলাসে, পার্টি সম্পাদকমণ্ডলীর স্থলে একটা চক্রের পুনরাবির্ভাবে। আর এই পশ্চাৎপদক্ষেপটির সমর্থন জানানো হচ্ছে এই অজুহাতে যে সাধুভাষার জন্য শব্দবিন্যাস রীতির চাইতে বর্ণমালার জ্ঞান বেশি উপযোগী।

রণকৌশলের প্রশ্নে খ্ভস্ত্বাদের যে দর্শনের প্রকোপ ঘটেছিল তিন বছর আগে, তাকেই আজ পুনর্জীবিত করে প্রযোগ করা হচ্ছে সাংগঠনিক প্রশ্নে। নতুন সম্পাদকদেব নিম্নোক্ত যুক্তিটাকে গ্রহণ করা যাক: কমরেড আলেকজান্দ্রভ বলেছেন, "পার্টিতে জঙ্গী সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক ঝোঁকটাকে রক্ষা করতে হবে কেবল একটা মতাদর্শগত সংগ্রাম দিয়েই নয়, নির্দিষ্ট আধারের সংগঠন দিয়েও বটে।" সম্পাদকেরা এতে উপাদেয় মন্তব্য কবে বলেছেন—"মতাদর্শগত সংগ্রাম এবং সংগঠনের আধার এ দুটি একত্র স্থাপন কবা—তা মন্দ হবে না। মতাদর্শগত সংগ্রাম হল একটা প্রবাদ আব সংগঠনের আধারটা হল শুধু একটা আধারই" (বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, ৫৬ সংখ্যার ক্রোড়পত্রে ৪পৃঃ ১ কলমের নিচে ঠিক এই হল ওদের বক্তব্য!) "তার কাজ হল শুধু একটা তরল এবং বিকাশমান আধেয় অর্থাৎ পার্টির বিকাশমান ব্যবহারিক কাজকর্মকে সজ্জিত করা।' এ হুবহু সেই রসিকতাটার মতো—কামানের গোলা হল কামানের গোলা আর বোমা হল একটা বোমা! মতাদর্শগত সংগ্রাম হল একটা প্রবাহ আর সাংগঠনিক আধার হল মাত্র একটা আধার যা আধেয়কে রক্ষা করছে। আসল প্রশ্নটা হল এই, আমাদের মতাদর্শগত সংগ্রামের

সজ্জার জন্য **উচ্চতর ধরনের** আধার, সকলের ওপর প্রযোজ্য পার্টি সংগঠনের আধার থাকবে, নাকি থাকবে পুরনো অনৈক্য আর পুরনো চক্রের আধার? উচ্চতর আধার থেকে আমাদের টেনে নামানো হয়েছে অপেক্ষাকৃত আদিম ধরনের আধারে আর তাকে ন্যায্য প্রতিপন্নের চেষ্টা হচ্ছে এই অজুহাতে যে মতাদর্শগত সংগ্রাম হল একটা প্রবাহ এবং আধার হল কেবল আধারই। এ হল ঠিক সেই কমরেড ক্রিচেভস্কির কায়দা অতীতে যা করে তিনি আমাদের পরিকল্পনামূলক রণকৌশল থেকে টেনে নামাবার চেষ্টা করেছিলেন প্রবাহমূলক রণকৌশলে।

"সর্বহারার আত্মশিক্ষা" সম্পর্কে নতুন ইসক্রার সাড়ম্বর আলোচনাটা নেওয়া যাক। আধারেব জন্য যারা আধেয় হারাবার আশঙ্কা ঘটিয়েছে বলে ধরা হচ্ছে, আ.ে.াচনাটি তাদের বিরুদ্ধে (৫৮ সংখ্যার সম্পাদকীয়)। এটা কি দুই নম্বরের আকিমভবাদ নয়? রণনীতিগত কর্তব্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক বুদ্ধিজীবীদের একাংশ যে পশ্চাৎপদতা প্রকাশ করেছিল, "সর্বহারা সংগ্রাম" ও সর্বহারা আত্মশিক্ষার অধিকতর "গভীরতাব্যঞ্জক" আধেয়ের উল্লেখ মারফত তাকে ন্যায্য প্রতিপন্ন করাই ছিল এক নম্বর আা.কমভবাদের কাজ। সংগঠনের তত্ত্ব ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সোশাল ডেমোক্রেটিক বুদ্ধিজীবীদের একাংশে যে পশ্চাৎপদতা প্রকাশ পেয়েছে, দুই নম্বর আকিমভবাদ তাকে ন্যায্য প্রতিপন্ন করতে চাইছে ঠিক একই রকম গভীর এই উল্লেখ মারফত যে সংগঠন কেবল একটা আধার, প্রধান এবং জরুরী কথাটা হল সর্বহারার আত্মশিক্ষা। ছোটো ভাইটির জন্যে আপনাদের দেখছি ভারি চিন্তা, তাই ভদ্রমহোদয়েরা, আপনাদের জানিয়ে রাখ। ক যে সংগঠন ও শৃঙ্খলার কথায় সর্বহারারা ভয় পায় না! সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন শুধু এই কারণেই সংগঠনে যোগ দিতে অনিচ্ছুক সব শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ও হাইস্কুলের ছাত্রদের পার্টি সদস্য হিসেবে স্বীকৃত করিয়ে দেবার জন্য

সর্বহারা আদৌ কিছু করবে না। সর্বহারার সারা জীবনটাই তাকে সংগঠনের জন্য শিক্ষিত করে তোলে এবং বহু বহু বুদ্ধিজীবী হামবড়ার চাইতে সে শিক্ষা হয় অনেক বেশি। আমাদের কর্মসূচী আর রণ-কৌশলের খানিকটা বোঝা হয়ে গেলেই সাংগঠনিক পশ্চাৎপদতাকে এই যুক্তিতে সমর্থন করতে শুরু করা যে আধারটা আধেয়ের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ—তা সর্বহারা করবে না। সর্বহারাদের নয়, পার্টির **কতিপয় বুদ্ধিজীবীর** মধ্যেই সংগঠন ও শৃঙ্খলার প্রেরণায় রয়েছে **আত্মশিক্ষার** অভাব, অভাব ঘটেছে অরাজকতাবাদী বাক্যবিলাসের প্রতি বিরূপতা ও ঘৃণার প্রেরণায়। ১নং আকিমভেরা যে বলে-ছিলেন যে সর্বহারা রাজনৈতিক সংগ্রাম করার মতো পরিণত হয়ে ওঠেনি, সেটা ছিল সর্বহারাদের সম্পর্কে কুৎসা। ঠিক একই রকম ভাবে ২নং আকিমভেরা যখন বলেন যে সর্বহারা সংগঠন গড়ার মতো পরিণত হয়ে ওঠেনি, তখন সেটাও হয় সর্বহারাদের সম্পর্কে কুৎসা। যে সর্বহারা একজন সচেতন সোশ্যাল ডেমোক্রাট হয়ে উঠেছেন এবং নিজেকে পার্টি সদস্য বলে মনে করেন তিনি সাংগঠনিক খ্‌ভস্ত্‌বাদকে একই রকমের ঘৃণা নিয়ে তেমনি করেই প্রত্যাখ্যান করবেন যেমন করে তিনি রণকৌশলের ক্ষেত্রে খ্‌ভস্ত্‌বাদকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

পরিশেষে, নতুন ইস্ক্রায় ব্যবহারিক কর্মীর সুগভীর জ্ঞানখানার বিচার করা যাক। তিনি বলেন "ঠিক অর্থে ধরলে, বিপ্লবীদের **কার্য-কলাপ** (জিনিসটাকে আরো গভীরতাব্যঞ্জক করাব জন্যই বড়ো হরফের ব্যবহার) ঐক্যবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত করছে, এমন এক 'জঙ্গী' কেন্দ্রীভূত সংগঠন, সঠিক অর্থ ধরলে, স্বভাবতই শুধু তখনই বাস্তব রূপ নিতে পারে যখন ঐ ধরনের কার্যকলাপ **বর্তমান**" (কথাটা নতুন এবং চতুর !) "সংগঠন ব্যাপারটাই যেহেতু একটা আধার" (কথাটা নজর করুন !) "তাই তা জন্মাতে পারে তার আধেয় অর্থাৎ বিপ্লবী কার্যকলাপের সঙ্গে

যুগপৎভাবে" (বড় হরফ লেখকের, এ উদ্ধৃতির অন্যত্রও তাই) (৫৭ সংখ্যা) ব্যাপারটা দেখে রূপকথার সেই নায়কটির কথাই কি মনে হবে না, যে একটা শ্মশানকৃত্য দেখে চেঁচিয়ে উঠেছিল, "এ শুভদিনটা যেন বার বার ফিরে আসে" ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের পার্টিতে প্রকৃত অর্থে, এমন কোন ব্যবহারিক কর্মী নেই যিনি একথা বোঝেন না যে আমাদের কার্যকলাপের আধারটাই (অর্থাৎ সংগঠন) আমাদের আধেয়ের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে থাকছে বহুদিন থেকে। এবং হঁাদারাম ছাড়া পার্টির আর কেউ পিছু-পড়াদের ধমকে হাঁক দেবে না, লাইন সামলাও, খবর্দার সামনে ছুটবে না ! আমাদের পার্টির সঙ্গে তুলনায় ধরুন বুন্দের কথাটা। আমাদের পার্টি কাজকর্মের **আধেয়** *যে বুন্দের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান, অনেক বিচিত্র, ব্যাপক ও গভীর, তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না। আমাদের তত্ত্বগত মতামতের প্রসার ব্যাপকতর, কর্মসূচী অধিকতর বিকশিত, শ্রমিক জনগণের ওপর (কেবলমাত্র সংগঠিত কারুজীবীদের ওপরেই নয়) আমাদের প্রভাব ব্যাপকতর ও গভীরতর, আমাদের প্রচার ও আন্দোলন অনেক বেশি বিচিত্র, নেতা ও কর্মী সাধারণের রাজনৈতি কাজকর্মের নাড়ীস্পন্দন অনেক বেশি সজীব, বিক্ষোভ এবং সাধারণ ধর্মঘটগুলির সময়ে **জন-আন্দোলনের** রূপ অনেক মহান, এবং অ-শ্রমিক অংশগুলির মধ্যে আমাদের কাজ

বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমোক্রাসির প্রেরণায় আমাদের পার্টিকাজের আধেয় যা কংগ্রেসে নিরূপিত হয়েছিল (কর্মসূচি প্রভৃতির মধ্যে) তা যে হয়েছিল এক সংগ্রামের বিনিময়েই, এবং সে সংগ্রামও ছিল ঠিক সেই সব ইস্ক্রাবিরোধী ও মার্শদের বিরুদ্ধেই, সংখ্যা-লঘুর মধ্যে যাদের সংখ্যাধিপত্য,—সে কথা আমি উল্লেখ করলাম না। আধেয়ের প্রশ্নটা নিয়ে যদি, দৃষ্টান্তস্বরূপ, পুরনো ইস্ক্রার ছয় সংখ্যার (৪৬-৫১) সঙ্গে যদি নতুন ইস্ক্রার বারো সংখ্যার (৫২-৫৩ সংখ্যা) একটা তুলনা করা যায়, তা হলেও জিনিসটা কৌতুহলজনক হবে। কিন্তু সে কাজটা অন্য সময় করা যাবে।

অনেক বেশি জোরদার। আর তার "আধার"? বুন্দের সঙ্গে তুলনায় আমাদের কাজের আধার ক্ষমতাতীতভাবে পশ্চাৎপদ, এতটা পিছিয়ে থাকছে যে যারা নিজ পার্টির বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে বসে বসে কেবল "নাকই খোঁটেন না" এমন সকলের কাছেই সেটা চক্ষুশূল হয়ে উঠছে, অপমানে মুখ রাঙা হয়ে উঠছে, আমাদের কাজকর্মের আধেয়ের তুলনায় সংগঠন যে পেছিয়ে রয়েছে এইটেই হল আমাদের দুর্বল স্থান, এবং সে দুর্বল স্থান দেখা দিয়েছিল কংগ্রেস হবার অনেক আগে থেকে, সংগঠন কমিটি গঠিত হবার অনেক আগে থেকে। আধারের অপরিণত ও অস্থায়ী চরিত্রেব ফলে আধেয়ের অধিকতর বিকাশের জন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে দেখা দেয় একটা লজ্জাকর স্থাণুত্ব, তার পরিণতি শক্তির অপচয়ে, কথা আব কাজের মধ্যে বৈষম্যে। এ বৈষম্যের দরুন আমাদের যথেষ্ট দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আকসেলবদেরা আর নতুন ইস্ক্রার "ব্যবহারিক কর্মিবা" এগিযে আসছেন এই গভীর বাণী নিয়ে যে আধাবেব বিকাশ হবে স্বাভাবিক ধবনে এবং আধেয়ের বিকাশের সঙ্গে যুগপৎভাবে!

অর্থহীন কথার গভীরতা সাধন এবং সুবিধাবাদী উক্তির ন্যায্যতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করলে সাংগঠনিক প্রশ্নের ছোট্ট একটু ভুল (১ম অনুচ্ছেদ) কোথায় যে ঠেলে নিয়ে যাবে এই তার নমুনা। আঁকাবাঁকা পথের ওপব ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে পদক্ষেপ!—এ ধুয়াটি আমরা রণকৌশলগত প্রশ্নে প্রয়োগ করতে শুনেছি; তাকেই আবার শুনছি সাংগঠনিক প্রশ্নের প্রয়োগে। **অরাজকতাবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্রী** যখন তার অরাজকতাবাদী বিচ্যুতিগুলোকে (শুরুর সময় তা নেহাৎ আকস্মিক বলে মনে হতে পারে) উন্নীত করতে চায় একটা মতধারায়, একটা বিশিষ্ট **নীতিগত মতভেদে,** তখন তার মানসিকতার স্বাভাবিক

ও অনিবার্য ফলই হল **সাংগঠনিক প্রশ্নে খণ্ডভন্ত্বাদ**। লীগ কংগ্রেসে আমরা এই অরাজকতাবাদের শুরুটা দেখেছিলাম, নতুন ইস্ক্রায় দেখছি তাকে একটা মতধারায় উন্নীত করার জন্য চেষ্টা। ইতিপূর্বেই যা বলা হয়েছে—সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে জড়িত বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে শ্রেণীস্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠা সর্বহারার যে পার্থক্য আছে, এই সব চেষ্টা থেকে সেই কথাটারই সুস্পষ্ট প্রমাণ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নতুন ইস্ক্রার ব্যবহারিক এই যে কর্মীটির জ্ঞানগভীরতার সঙ্গে আমাদের আগেই পরিচয় ঘটেছে, তিনি আমাকে ধিক্কৃত করেছেন এই জন্য যে পার্টিটা আমার চোখে কেন্দ্রীয় কমিটিরূপ একজন ডিরেকটার কর্তৃক পরিচালিত একটা অতিকায় ফ্যাক্টরির মতো। (৫৭ সংখ্যা ক্রোড়পত্র)। ব্যবহারিক কর্মীটির কল্পনাতেও আসেনি যে, যে-ভয়ানক কথাটি তিনি ব্যবহার করেছেন তা থেকেই ফাঁস হয়ে পড়েছে এমন এক বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর মানসিকতা যিনি না জানেন সর্বহারা আন্দোলনের তত্ত্ব, না তার ব্যবহার। কারণ কারখানাটা কিছু লোকের কাছে জুজু বলে মনে হতে পারে বটে, কিন্তু এইটাই হল পুঁজিবাদী সমবায়ের সর্বোচ্চ রূপ, তা সর্বহারাকে ঐক্য ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছে, সংগঠন গড়তে শিখিয়েছে এবং মেহনতী ও শোষিত জনসাধারণের অন্যান্য অংশের সম্মুখভাগে স্থাপিত করেছে। এবং শোষণের একটা মাধ্যম হিসেবে ফ্যাক্টরি (অনশনের ভয়জনিত শৃঙ্খলা) এবং সংগঠনের মাধ্যম হিসেবে ফ্যাক্টরি (যান্ত্রিক দিক থেকে উৎপাদনের উচ্চ বিকশিত একটা অবস্থার ফলে ঐক্যবদ্ধ যৌথ কাজের ভিত্তিতে শৃঙ্খলা)—অস্থিরমতি বুদ্ধিজীবীরা যাতে এ দুয়ের মধ্যে তফাত করতে পারে তা শিখিয়েছে এবং শেখাচ্ছে সেই মার্কসবাদই, যা হল পুঁজিবাদের দ্বারা শিক্ষিত সর্বহারারই মতাদর্শ। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর কাছে যা অত কঠিন বলে ঠেকে, সেই সংগঠন ও শৃঙ্খলা

সর্বহাবা অতি সহজে আয়ত্ত কবতে পাবে কাবণ এই ফ্যাক্টবি "পাঠশালা"। এ পাঠশালা সম্পর্কে মৃত্যুভয় এবং সংগঠনেব কাবিকা-বস্তু হিসেবে এব গুরুত্ব বুঝতে চবম অক্ষমতা—এ হল এমন একটা চিন্তাধাবাব বিশেষত্ব যাতে প্রতিফলিত হচ্ছে পেটিবুর্জোযা জীবনধাবণ পদ্ধতি, এবং সৃষ্টি কবেছে সেই বকমেব একটা অবাজকতাবাদ, জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটবা যাকে বলেন Edelanarchismus অর্থাৎ 'নোব্‌ল' ভদ্রলোকেদেব অবাজকতাবাদ আব আমি বলতে চাই অভিজাত অবাজকতাবাদ। এই অভিজাত অবাজকতাবাদটাই হল বিশেষ কবে রুশ নিহিলিস্টএব বৈশিষ্ট্যসূচক। তাব কাছে পার্টি সংগঠনটাকে মনে হয় এতটা দানবিক "ফ্যাক্টবি", অংশ কর্তৃক সমগ্রেব এবং সংখ্যালঘু কর্তৃক সংখ্যাগুরুব অধীনতা তাব কাছে মনে হয় "গোলামী" (আক্‌সেলবদেব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য), একটা কেন্দ্রেব পবিচালনায শ্রমেব বণ্টন দেখে তাব শোকাবহ-হাস্যকব প্রতিবাদ ওঠে এই বলে যে মানুষকে "যন্ত্রেব টুকবো-টাকবায" পবিবর্তিত কবা হচ্ছে, (এ বকম পবিবর্তনেব একটা বিশেষ বকমেব ভযানক দৃষ্টান্ত হল সম্পাদকদেব লেখকে পবিণত কবা) পার্টিব সাংগঠনিক নিযমাবলীব উল্লেখ মাত্রই সে ঘৃণাসূচক মুখভঙ্গি কবে ও ধিক্কাব দিযে বলে (নিযম-সর্বস্বদেব প্রতি) যে নিযমাবলীব আদৌ প্রযোজন নেই।

অবিশ্বাস্য মনে হলেও, ঠিক এই বকমেবই একটা গুরুমশাযী মন্তব্য কমবেড মার্তভ ৫৮ সংখ্যা ইস্ক্রায আমাব উদ্দেশ্যে পেশ কবেছেন এবং বিষয়টাকে ওজনদাব কবাব জন্যে "জনৈক কমবেডেব নিকট পত্র" থেকে আমাব নিজেব কথাই উদ্ধৃত কবেছেন। কিন্তু অনৈক্যেব যুগ, চক্র যুগেব দৃষ্টান্ত দিয়ে পার্টি যুগে চক্র-মনোভাব ও অবাজকতাকে বাঁচিযে বাখা ও তাব গুণগান কবাকে ন্যায্য প্রতিপন্নেব চেষ্টাটা "অভিজাত অবাজকতাবাদ" এবং খ্‌তন্ত্‌বাদ ছাড়া আব কি?

আগে আমাদের নিয়মাবলীর প্রয়োজন হয়নি কেন? কারণ তখন পার্টি গড়ে উঠেছিল বিচ্ছিন্ন সব চক্র নিয়ে, সাংগঠনিক সম্পর্কের কোনো বন্ধন তাদের ছিল না। যে কোন ব্যক্তি এক চক্র থেকে আর এক চক্রে তার নিজের "খুশির খেয়ালে" চলে যেতে পারতেন, কারণ সমগ্রের ইচ্ছার নির্ধারিত কোনো বক্তব্য তার সামনে ছিল না। চক্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান কোনো নিয়মাবলী দিয়ে হত না, হত **"লড়াই করে এবং পদত্যাগের হুমকি দিয়ে"**—জনৈক কমরেডের নিকট পত্রে আমি এই কথা বলেছিলাম এবং একাধিক চক্রের সাধারণ অভিজ্ঞতা, এবং আমাদের ছয়জনের সম্পাদকীয় চক্রটির বিশেষ অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত দিয়েছিলাম। চক্র-যুগে এ ছিল স্বাভাবিক এবং অনিবার্য, তাই বলে একে প্রশংসা করা, একেই আদর্শ বলে ধরে নেওয়ার কথা কেউ কদাচ ভাবেন নি। সকলেরই নালিশ ছিল অনৈক্য সম্পর্কে, সকলেই এতে হাঁপিয়ে উঠেছিল এবং সাগ্রহে চাইছিল যেন বিচ্ছিন্ন চক্রগুলি একটা আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত পার্টি সংগঠনের মধ্যে মিশে যায়। এ মিশ্রণ যখন বর্তমানে ঘটল তখন আমাদেব টেনে নিয়ে যাওয়া হল পিছনে এবং উচ্চতর সাংগঠনিক মতামতের আকারে পরিবেশন হল অরাজকতাবাদী বুলির! অবলমভের ঘরোয়া চক্রের ঢিলেঢালা আঙরাখা আর পাদুকায় যারা অভ্যস্ত তাদের কাছে আনুষ্ঠানিক নিয়মাবলীকে মনে হয় অপরিসর, প্রতিবন্ধমূলক, বিরক্তিকর, তুচ্ছ ও আমলাতান্ত্রিক, মতাদর্শগত সংগ্রামের স্বাধীন "প্রবাহের" ওপর চাপানো গোলামির ফাঁস এবং একটা বাধা। অভিজাত অরাজকতাবাদ এটা বঝেই পায় না যে সঙ্কীর্ণ চক্র-বন্ধনের বদলে ব্যাপক পার্টি সম্পর্কের প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রয়োজন ঠিক এই আনুষ্ঠানিক নিয়মের। একটা চক্রের আভ্যন্তরীন সম্পর্ক অথবা চক্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কগুলির জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক আকৃতি

দান ছিল অপ্রয়োজনীয় ও অসম্ভব, কাবণ এ সব সম্পর্কেব ভিত্তি ছিল বন্ধুত্ব কিংবা এমন একটা "আস্থা' যা কোনো উদ্দেশ্য বা যুক্তিব অপেক্ষা কবত না। এবং কোনোটাবই ওপব পার্টি সম্পর্কেব প্রতিষ্ঠা হতে পাবে না। তাব প্রতিষ্ঠা কবতে হয় **আনুষ্ঠানিক**, "আমলাতান্ত্রিক" শব্দ দিয়ে বচিত নিয়মাবলীব ওপব (শৃঙ্খলাহীন বুদ্ধিজীবীব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমলাতান্ত্রিক), এ নিয়মাবলীব প্রতি কঠোব আনুগত্যেব ফলেই শুধু আমবা চক্রগুলিব বৈশিষ্ট্যসূচক গোঁযার্তুমি ও খামখেযাল থেকে বক্ষা পেতে পাবি, বক্ষা পেতে পাবি সেই কামড়া-কামড়িব চক্র পদ্ধতি থেকে, যেটা মতাদর্শগত সংগ্রামেব "প্রবাহেব" নামে চলছে।

নতুন ইসক্রা সম্পাদকেবা এই গুরুমশাযী মন্তব্য দিয়ে আলেকজান্দ্রভেব ওপব টেক্কা মাবতে গেছেন যে "আস্থা হল একটা সূক্ষ্ম ব্যাপাব এবং লোকেব মনেব মধ্যে কিংবা বুকেব মধ্যে তা ঘা মেবে ঢোকানো যায না" (৫৬ সংখ্যা ক্রোড়পত্র)। সম্পাদকদেব মাথায আসে নি যে আস্থা এবং নগ্ন আস্থাব এই কথা তুলতে গিয়েই তাবা আবো একবাব তাঁদেব অভিজাত অবাজকতাবাদ ও সাংগঠনিক খ্‌ভস্তবাদেব প্রমাণ দিলেন। আমি যখন শুধুই একটা চক্রেব সভ্য ছিলাম—সে চক্র ছযজন সম্পাদকেব বা ইস্ক্রা সংগঠনেব হোক না কেন—তখন হেতু বা উদ্দেশ্য কিছুই না দর্শিয়ে ধবা যাক 'ক' এব সঙ্গে কাজ কবতে আমাব অনিচ্ছাকে সমর্থন কবাব অধিকাব আমাব ছিল শুধু এই অজুহাত যে আস্থা নেই। কিন্তু এখন যেহেতু আমি একজন পার্টি সদস্য, তাই সাধাবণভাবে আস্থাহীনতাব অজুহাত দেখাব কোনো অধিকাব আমাব নেই, কাবণ তাতে পুবোনো চক্রগুলিব যত কিছু খেয়াল-খুশিব জন্য দবজা খুলে দেওয়া হবে, আমাব "আস্থা" অথবা "আস্থাহীনতাব" আনুষ্ঠানিক কাবণ দর্শাতে আমি বাধ্য, অর্থাৎ আমাদেব কর্মসূচী বণকৌশল বা নিয়মাবলীব আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত একটি নীতিব উল্লেখ আমায়

করতেই হবে ; কোনো কারণ না দেখিয়ে আমার 'আস্থা" অথবা "আস্থাহীনতার" কথা ঘোষণা করেই খালাস হবার কোনো জো আমার নেই, একথা আমায় বুঝতেই হবে যে আমার সিদ্ধান্ত—তথা পার্টির যে কোনো অংশের সাধারণভাবে সমস্ত সিদ্ধান্তের **হিসেব দিতে হবে** সমগ্র পার্টির কাছে ; আমার 'আস্থাহীনতার' কথা প্রক:শ করার সময় কিংবা এ 'আস্থাহীনতাজাত" মতামত ও ইচ্ছাব স্বীকৃতি অর্জন করার সময় **আনুষ্ঠানিকভাবে নির্দিষ্ট** একটা কার্যক্রম অনুসরণ করতে আমি বাধ্য। 'আস্থার" জন্য হিসেব দাখিলের প্রয়োজন নেই—এই **চক্র** দৃষ্টি থেকে আমরা উঠে এসেছি এই **পার্টি** দৃষ্টিতে যে আমাদের আস্থার প্রকাশ, হিসেব, এবং **যাচাইয়ের** জন্য আনুষ্ঠানিক ভাবে বরাদ্দ একটা কাযক্রমকে অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু সম্পাদকেরা আমাদের পেছনে টেনে নিতে চাইছেন এবং তাঁদের খ্ভস্ত্বাদের নাম দিচ্ছেন সংগঠন বিষযে নতুন মতামত !

সম্পাদক মণ্ডলীতে প্রতিনিধিত্ব চাইতে পারেন এমন সব লেখক সংস্থা সম্পর্কে আমাদের তথাকথিত পার্টি সম্পাদকেরা কি ভাবে কথা কইছেন তা একটু শুনুন। "-টে উঠে শৃঙ্খলার জন্য চিৎকার শুরু করা আমাদেব উচিত নয়"—শৃঙ্খলা নামক বস্তুটি সম্পর্কে যাঁবা সদাসর্বদা এবং যত্রতত্র তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে এসেছেন সেই সব অভিজাত অরাজকতাবাদীরা আমাদের এই কথা বলে তিবস্কার করেছেন। আমাদের উচিত, হয় সংশ্লিষ্ট সংস্থাটির সঙ্গে "বিষয়টাব একটা বন্দোবস্ত" (বটে !) করা, যদি সেটা কাজচালানোর মতো কিছু হয়, নয তো এ দাবিকে ব্যঙ্গ করে উড়িয়ে দেওয়া।

মরি, মরি ! "ফ্যাক্টরি" মার্কা ইতর আনুষ্ঠানিকতার প্রতি কি উদার, কি মহান জবাব ! কিন্তু আসলে এ হল সেই চক্রগত গৎ, একটু মেজে ঘসে তা পার্টির সামনে পেশ করছেন এমন একটা

সম্পাদকমণ্ডলী যাঁরা জানেন যে তাঁরা পার্টি সংস্থা নন, পুরনো চক্রেরই একটা জের মাত্র। এ অবস্থার মূলগত অসত্যতা মিথ্যা কপটতা থেকে অনিবার্যভাবেই আসে সেই অরাজকতাবাদী জ্ঞান-গভীরতা যার লক্ষ্য অনৈক্যকে উন্নীত করা এবং যাকে তাঁরা সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক সংগঠনের অন্যতম নীতি হিসেবে সেকেলে বলে বয়াত দিয়েছেন। উচ্চতর ও নিম্নতর পার্টি সংস্থা এবং কর্তৃপক্ষের একটা স্তর-ব্যবস্থা রাখার কোনো প্রয়োজন নেই—অভিজাত অরাজকতাবাদের কাছে এ রকম ব্যবস্থা হল আমাত্যাধিকরণ, ডিপার্টমেণ্ট ইত্যাদি আমলাতান্ত্রিক উদ্ভাবনের সমতুল্য (আকসেলরদের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। সমগ্রের কাছে অংশের অধীনতা স্বীকারের প্রয়োজন নেই, কোনো কিছুর "ফয়সালা করা" অথবা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার জন্য **পার্টি** পদ্ধতির কোনো "আনুষ্ঠানিক আমলাতান্ত্রিক" সংজ্ঞার প্রয়োজন নেই। পুরনো চক্রগত কামড়াকামড়িকেই সংগঠনের "সাচ্চা সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক" পদ্ধতির সাড়ম্বর বিবৃতি মারফত পরিশুদ্ধ করে নেওয়া যাক।

ফ্যাক্টরির "পাঠশালা" থেকে-আসা সর্বহারা ঠিক এই ক্ষেত্রেই অরাজকতাবাদী ব্যক্তিসর্বস্বতাকে একটা শিক্ষাদান করতে পারে এবং করবে। বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধিজীবী বলে যে যুগে এড়িয়ে যাওয়া হত, শ্রেণীসচেতন সর্বহারা বহু আগেই সে শৈশবকাল উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে। সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে জ্ঞানের যে বৃহত্তর ভাণ্ডার এবং রাজনীতির যে ব্যাপকতর দিগন্ত পাওয়া যায়, শ্রেণীসচেতন শ্রমিক তাকে মূল্য দেবেন। কিন্তু যতই আমরা একটা **সত্যকার** পার্টি সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হচ্ছি, ততই সর্বহারা সেনাবাহিনীর একজন সৈনিকের মনোবৃত্তির সঙ্গে অরাজকতাবাদী বাক্যবিলাসী বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী মনোবৃত্তির তফাত করার শিক্ষা তাকে নিতে হবে, পার্টি সভ্যের বরাদ্দ কাজ শুধু সাধারণ কর্মীদের পক্ষেই করণীয় তা নয়,

"ওপর তলার লোকেদের" পক্ষেও অবশ্য করণীয়—এটা **দাবি করার** শিক্ষা তাকে নিতে হবে ; সেকালে রণকৌশলেব ক্ষেত্রে খ্‌ভস্তু্‌বাদের প্রতি আচরণে যে ঘৃণা পোষণ করা হয়েছিল, সেই ঘৃণাই পোষণ করতে হবে সংগঠনের ক্ষেত্রে খ্‌ভস্তু্‌বাদের প্রতি—এ তাকে শিখতে হবে।

সংগঠনের ক্ষেত্রে নতুন ইস্‌ক্রার মনোভাবের সর্বশেষ বিশেষত্বে—অর্থাৎ কেন্দ্রিকতার বদলে স্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থনের সঙ্গেও জিরন্দবাদ ও অভিজাত অরাজকতাবাদের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রয়েছে। আমলাতান্ত্রিকতা ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে নতুন ইস্‌ক্রার চিৎকার, "অ-ইস্‌ক্রাপন্থীদের (কংগ্রেসে যারা স্বায়ত্ত-বাদের সমর্থন করেছিলেন) প্রতি অন্যায় অবহেলার জন্য" তার আক্ষেপ, "শর্তহীন বাধ্যতা"র দাবির প্রতি এর কৌতুকপ্রদ গর্জন, "খাঞ্জার্খা পদ্ধতি" সম্পর্কে এর তীব্র নালিশ প্রভৃতির নীতিগত অর্থ হল ঐ স্বাতন্ত্র্যবাদ (যদি সেরকম কোনো অর্থ * আদৌ থেকে থাকে) সব পার্টিতেই তার সুবিধাবাদী অংশটা সবসময় পিছু ফেরার সবকিছু ঝোঁককেই সমর্থন করে থাকে—তা সে কর্মসূচী, রণকৌশল বা সংগঠন যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন। সংগঠনের ক্ষেত্রে পিছু ফেরার ঝোঁকগুলিকে সমর্থন করার সঙ্গে (খ্‌ভস্তু্‌বাদ) স্বাতন্ত্র্যবাদ সমর্থনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। পুরনো ইস্‌ক্রার তিন বৎসর ব্যাপী প্রচারকার্যের ফলে স্বাতন্ত্র্যবাদ সাধারণভাবে বলতে গেলে এতই অমর্যাদার বস্তু হয়ে পড়েছে যে নতুন ইস্‌ক্রা **এখনো পর্যন্ত** যে তার প্রকাশ্য প্রচার করতে লজ্জিত, তা সত্যি। কেন্দ্রিকতার জন্য তার সহানুভূতি আছে এ বিষয়ে এখনো সে আমাদের আশ্বস্ত করতে চাইছে, যদিও সে সহানুভূতির প্রকাশ ঘটছে শুধু কেন্দ্রিকতা এই শব্দটিকে বড়ো হরফে ছাপিয়ে। আসলে নতুন

---

* আমি এখানে এবং সাধারণভাবে এই পরিচ্ছেদে এ চিৎকারের "অধিভুক্তি"-মার্কা অর্থটার কথা বাদই দিচ্ছি।

ইসক্রার "যথার্থ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক" (অরাজকতাবাদী নয়?) আধা-কেন্দ্রিকতার "নীতিগুলি"তে সমালোচনার বিন্দুমাত্র স্পর্শেই প্রতিপদে স্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বেরিয়ে আসবে। সকলের কাছেই কি এটা এখন পরিষ্কার হয়ে যায় নি যে সংগঠনের ব্যাপারে আক্সেলরদ ও মার্তভ সরে গেছেন আকিমভের পক্ষে? তা কি তারা "অ-ইস্ক্রা-পন্থীদের প্রতি অন্যায় অবহেলা" এই তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ মারফত নিজেরাই গম্ভীরভাবে স্বীকার করে নি? এবং আকিমভ ও তার বন্ধুরা আমাদের পার্টি কংগ্রেসে যেটার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন সেটা স্বাতন্ত্র্যবাদ ছাড়া আর কি?

লীগ কংগ্রেসে যখন আক্সেলরদ ও মার্তভ কৌতুকপ্রদ আগ্রহের সঙ্গে এই কথা প্রমাণের চেষ্টা করেন যে সমগ্রের কাছে অংশের অধীনতার প্রয়োজন নেই, সমগ্রের সঙ্গে অংশের সম্বন্ধ নির্ণয়ে অংশের স্বাতন্ত্র্যাধিকার রয়েছে এবং প্রবাসী লীগের ক্ষেত্রে সেইভাবে নির্ণীত নিয়মাবলী পার্টি সংখ্যাগুরুর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও পার্টি কেন্দ্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও গণ্য হবে, তখন তাঁরা যার সপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন সেটাই (অরাজকতাবাদ না হলে) স্বাতন্ত্র্যবাদ। পুনরপি এই স্বাতন্ত্র্যবাদকেই কমরেড মার্তভ এখন প্রকাশ্যে নতুন ইস্ক্রার (৬০ সংখ্যা) স্তম্ভে স্থানীয় কমিটিতে সদস্য নিয়োগে কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকার প্রসঙ্গে সমর্থন করছেন। লীগ কংগ্রেসে স্বায়ত্তবাদের সমর্থনে কমরেড মার্তভ যে নিষ্ফল বাকচাতুর্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং নতুন ইস্ক্রার *

---

* নিয়মাবলীর বিভিন্ন অনুচ্ছেদের বিবরণ দেবার সময় কমরেড মার্তভ ঠিক সেই অনুচ্ছেদটিকেই বাদ দেন যাতে সমগ্রের সঙ্গে অংশের সম্পর্ক নিয়ে কথা ছিল. কেন্দ্রীয় কমিটি "পার্টি শক্তিগুলির বণ্টন করে" (৬ অনুচ্ছেদ)। পার্টি কর্মীদের এক কমিটি থেকে আর এক কমিটিতে বদলী না করে কি পার্টি-শক্তির বণ্টন সম্ভব? এই ধরনের প্রাথমিক বস্তু সম্পর্কে বিশদ করে বলতে হচ্ছে এ সত্যিই তাজ্জব।

স্তম্ভে এখনো নিচ্ছেন, সে সম্পর্কে আমি কিছু বলব না। —এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল **কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে স্বাতন্ত্র্যবাদ সমর্থনের** নিঃসন্দেহ প্রবণতা—সাংগঠনিক বিষয়ে এই হল সুবিধাবাদের একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

(৫৩ সংখ্যা) নতুন ইস্ক্রায় "**গণতান্ত্রিক** আনুষ্ঠানিক নীতি" এবং "**আমলাতান্ত্রিক** আনুষ্ঠানিক নীতির" মধ্যে যে তফাত করা হয়েছে, সম্ভবত সেটাই হল আমলাতান্ত্রিকতার এই ধারণাটিকে বিশ্লেষণ করার একমাত্র প্রচেষ্টা। এ তফাতের মধ্যে একটু সত্যি আছে। (দুর্ভাগ্যবশত, অ-ইস্ক্রাপন্থীদের সম্পর্কে উল্লেখটা ছাড়া এ তফাতকে আর বেশি বিকশিত বা বিশ্লেষিত করা হয় নি); আমলাতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র আর কেন্দ্রিকতা বনাম স্বাতন্ত্র্যবাদ হল একেবারে একই বস্তু। এ হল সুবিধাবাদী সোশ্যাল ডেমোক্রাসির সাংগঠনিক নীতির বিরুদ্ধে বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমোক্রাসির সাংগঠনিক নীতি। প্রথমটি চায় নিচে থেকে ওপর দিকে যেতে এবং সেইজন্যই যেখানে সম্ভব, যতদূর সম্ভব স্বাতন্ত্র্যবাদকে তুলে ধরে, তুলে ধরে সেই 'গণতন্ত্র'কে যেটাকে (অত্যুৎসাহীরা) নিয়ে যায় অরাজকতাবাদ পর্যন্ত। পরেরটা চায় ওপর থেকে নিচের দিকে যেতে এবং অংশের তুলনায় কেন্দ্রের ক্ষমতা ও অধিকার বৃদ্ধির পক্ষ নেয়। অনৈক্য ও চক্রের যুগে এই যে ওপরটা থেকে সোশ্যাল ডেমোক্রাসি সাংগঠনিকভাবে এগোতে চেয়েছিল, সেটা অনিবার্যভাবেই ছিল এমন একটা চক্র যেটা তার কার্যকলাপ ও বিপ্লবী নিষ্ঠার দরুণ হয়ে উঠেছিল সব চেয়ে প্রভাবশালী (এ ক্ষেত্রে, ইস্ক্রা সংগঠন)। সত্যকার পার্টি ঐক্য এবং সে ঐক্যের মধ্যে সেকেলে চক্রগুলির লয়প্রাপ্তির যুগে, পার্টির সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে পার্টি কংগ্রেসই হল এই ওপরতলা; সমস্ত সক্রিয় সংগঠনের প্রতিনিধি হয় এই কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত এবং

সেখান থেকে কেন্দ্রীয সংস্থাগুলি নিযোগ কবে পববর্তী কংগ্রেস অবধি তাদেব ওপবতলা কবে দেওয়া হয়। (এইসব সংস্থাব সদস্যসংখ্যা প্রায়শই এমন হয যে তাতে পার্টিব পশ্চাৎপদ লোকেদেব তুলনায অগ্রসব লোকেবা বেশি সন্তুষ্ট হয় এবং সুবিধাবাদী অংশেব তুলনায তা বেশি রুচিকব হয় বিপ্লবী অংশেব কাছে)। অন্তত এইটেই হল সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক ইউবোপীয়দেব বীতি এবং নীতিগত ভাবে অবাজকতাবাদীবা তাকে খুব ঘেন্না কবলেও, সে বীতি ক্রমশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক এশীয়দেব মধ্যেও ছডাতে শুরু কবেছে। যদিও তা বিনা বাধায এবং বিনা কলহে বিনা কোন্দলে নয।

সাংগঠনিক ব্যাপাবে সুবিধাবাদেব এইসব মৌলিক বৈশিষ্ট্য (স্বাতন্ত্র্যবাদ, অভিজাত অথবা বুদ্ধিজীবীসুলভ অবাজকতাবাদ, খ্‌ভস্ত্‌বাদ ও জিবন্দবাদ) তদুপযোগী ইতব বিশেষ সহ (mutatis mutandis) দুনিয়াব এমন সবকটি সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিব মধ্যেই লক্ষ্য কবা যাবে যাব মধ্যে বিপ্লবী ও সুবিধাবাদী দক্ষেব ভাগাভাগি ঘটেছে (আব কোথায়ই বা তা ঘটে নি?)। খুব সম্প্রতি এটা অতি সুস্পষ্টরূপে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিব মধ্যে প্রকাশ পেযেছে। স্যাকসনিব ২০তম নির্বাচনী এলাকাব নির্বাচনে পবাজয়েব পব (গোবে ঘটনা বলে যেটা পবিচিত *) সেখানে পার্টিব

* স্যাকসনিব ১৫শ বিভাগ থেকে গোবে ১৯০৩ ১৬ই জুন বাইখস্ট্যাগেব জন্য নির্বাচিত ঘোষিত হন। কিন্তু ড্রেসডেন কংগ্রেসেব পবে তিনি পদত্যাগ কবেন। ২০তম বিভাগেব আসনটি বোজেনাওব মৃত্যুব পব শূন্য হয এ বিভাগের নির্বাচক মণ্ডলী এ আসনটা গোবেকে দিতে চান। পার্টিব কেন্দ্রীয পবিষদ এবং স্যাকসনিব জন্য কেন্দ্রীয প্রচার বিভাগ এব বিবোধিতা কবেন। গোবেব মনোনযন নিষিদ্ধ কবাব কোনো আনুষ্ঠানিক অধিকাব তাদের না থাকলেও, এ আসন গ্রহণে গোবেব অস্বীকৃতি আদাযে তাঁবা সফল হন। নির্বাচনে সোশ্যাল ডেমোক্রাটবা পরাজিত হয।

সংগঠনের নীতির প্রশ্নটি সামনে এসে পড়েছে। এই ঘটনাটা নিয়ে যে একটা নীতিগত প্রশ্ন দাড় করানো হল তার পেছনে রয়েছে প্রধানত জার্মান সুবিধাবাদীদের জেদ। গোরে (ভূতপূর্ব এক পুরোহিত, Drei Monate Fabrikarbeiter নামক সেই অনখ্যাত বইটির লেখক এবং ড্রেসডেন কংগ্রেসের অন্যতম নায়ক) নিজেই ছিলেন এক চূড়ান্ত সুবিধাবাদী এবং অবিচল জার্মান সুবিধাবাদীদের মুখপত্র Sozialistische Monatshefte (মাসিক সমাজতন্ত্র) তাঁর পক্ষ নিয়ে অবিলম্বে "লগুড ধারণ" করলেন।

কর্মসূচীর ক্ষেত্রে সুবিধাবাদের সঙ্গে স্বভাবতই রণকৌশলগত সুবিধাবাদ এবং সাংগঠনিক সুবিধাবাদের সম্পর্ক রয়েছে। "নতুন" দৃষ্টিভঙ্গিটাকে ব্যাখ্যা করে দেবার কাজটা নেন কমরেড উল্‌ফ্‌গ্যাঙ হাইনে। বুদ্ধিজীবীর রাজনৈতিক সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক আন্দোলনে যোগ দেবার সময় ইনি সুবিধাবাদী চিন্তার একটা অভ্যাস সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন এবং এই প্রতিনিধিস্থানীয় বুদ্ধিজীবীটির রাজনৈতিক চরিত্রের খানিকটা ধারণা পাঠকদের দিতে হলে এই কথা বললেই হবে যে, কমরেড উলফ্‌গ্যাঙ হাইনে হলেন একজন জার্মান আকিমভের চেয়ে কিছু কমতি আর একজন জার্মান ইগরভের চেয়ে কিছু বাড়তি।

Sozialistische Monatshefte এর পাতায় কমরেড উল্‌ফ্‌গ্যাঙ হাইনের রণযাত্রায় যতটা আড়ম্বর জেগেছিল তা নতুন ইস্‌ক্রায় কমরেড আকসেলরাদের চেয়ে কম নয়। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনামটি পর্যন্ত এক অমূল্য শিরোনামা: "গোরের ঘটনা সম্পর্কে গণতান্ত্রিক মন্তব্য" (Sozialistische Monatshefte ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল)। ভেতরের মালও কম হুঙ্কৃত নয়। কমরেড উ. হাইনে অস্ত্রধারণ করেন নির্বাচন এলাকার স্বাতন্ত্র্যাধিকারের ওপর হামলার বিরুদ্ধে, সমর্থন করেন "গণতান্ত্রিক নীতির," এবং জনগণ কর্তৃক স্বাধীনভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপারে

"ওপর থেকে নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের" (অর্থাৎ পার্টির কেন্দ্রীয় পরিষদ) হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ ঘোষণা করলেন। কমরেড উ. হাইনে আমাদের তিরস্কার করে বললেন যে প্রশ্নটা নেহাৎ একটা ঘটনার ব্যাপার নয়, এ হল **"পার্টির আমলাতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতার দিকে একটা ঝোঁকের"** প্রশ্ন ; এ ঝোঁক তাঁর মতে, আগেও দেখা গেছে বটে কিন্তু এখন তা বিশেষ রকমের বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। "নীতিগত ভাবে" একথা "স্বীকার করতে হবে যে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিই হল পার্টি জীবনের বাহক" ('পুনরপি সংখ্যালঘু' নামক কমরেড মার্তভের পুস্তিকা থেকে চোরাই ; "সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত করা হবে একটি কেন্দ্র থেকে—এ ধারণায় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া" আমাদের উচিত নয় এবং "জীবন থেকে সম্পর্কচ্যুতি ঘটায় এমন এক নীতি-বাগীশ কর্মনীতি"র বিরুদ্ধে পার্টিকে হুঁশিয়ার করা আমাদের কর্তব্য ("জীবন তার দাবি প্রতিষ্ঠা করবেই"—এই মর্মে পার্টি কংগ্রেসে কমরেড মার্তভের বক্তৃতা থেকে ধার করা)। তাঁর যুক্তিগুলিতে আরো বেশি গভীরতা আরোপ করে উ. হাইনে বলেছেন "...ব্যাপারটা যদি তলিয়ে দেখা যায়, যেমন অন্যত্র তেমনি এক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত সংঘর্ষের ভূমিকা অল্প নয়, কিন্তু তা থেকে যদি আমরা নিজেদের মুক্ত করে নিই, তাহলে দেখা যাবে যে **পুনর্লিখনপন্থীদের** সম্পর্কে (বড়ো হরফ লেখকের, স্বভাবতই, পুনর্লিখনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং পুনর্লিখনবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই—এ দুইয়ের পার্থক্য বোঝাবার জন্য তা একটা ইঙ্গিত) এই তিক্ততা থেকে **"বাইরের লোক"দের** সম্পর্কে (উ. হাইনে স্পষ্টতই অবরোধের অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করার পুস্তিকাটি এখনো পড়েন নি, তাই একটা ইংরেজীয়ানার আশ্রয় নিয়েছেন—outsidertum) পার্টির কর্তাব্যক্তিদের অবিশ্বাসটাই প্রধানত প্রকাশ পাচ্ছে ; "এ হল

অভূতপূর্বের প্রতি চিরাচরিতের অবিশ্বাস, যা কিছু ব্যক্তিক তার প্রতি নির্ব্যক্তিক প্রতিষ্ঠানের অবিশ্বাস" (ব্যক্তিগত উদ্যোগ দমন বিষয়ে লীগ কংগ্রেসে আক্‌সেলরদের প্রস্তাব দ্রষ্টব্য)—"এক কথায় এ হল সেই ঝোঁক, যেটাকে আমরা ইতিপূর্বে পার্টির ভেতর আমলাতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতার প্রতি ঝোঁক বলে অভিহিত করেছি।"

"শৃঙ্খলা"র কথায় কমরেড উ. হাইনের যে বিরক্তিবোধ জাগ্রত হয় তা কমরেড আক্‌সেলরদের চেয়ে কম মহান নয়। তিনি লিখেছেন …"পুনর্লিখনবাদীদের বিরুদ্ধে, শৃঙ্খলাহীনতার নালিশ আনা হয়েছে কারণ তাঁরা Sozialistische Monatshefteএর জন্য লিখেছেন। এ কাগজটির সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক চরিত্র এপর্যন্ত স্বীকার করে নেওয়া হয়নি এইজন্য যে তা **পার্টি নিয়ন্ত্রিত** নয়। 'সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক' এই ধারণাটিকে এইভাবে সঙ্কীর্ণ করে আনাব এই চেষ্টা, যেখানে চূড়ান্ত স্বাধীনতা থাকার কথা সেই মতাদর্শগত সৃষ্টির ক্ষেত্রে **শৃঙ্খলার** জন্য এই জেদ," (মতাদর্শগত সংগ্রাম হল একটা প্রবাহ এবং সংগঠনের আধার হল কেবল একটা আধারই সেকথা স্মরণীয়) "—এ থেকেই আমলাতন্ত্রেব এবং ব্যক্তিসত্তা দমনের ঝোঁকটা ফুটে উঠেছে।" এবং এইভাবেই উ. হাইনে ক্রমাগত চালিয়ে গেছেন, "যথাসম্ভব কেন্দ্রীভূত **একটি** বৃহৎ সর্বব্যাপক সংগঠন **এক** ধারার রণকৌশল এবং **একটি**মাত্র তত্ত্বের" বিরুদ্ধে, "শর্তহীন বাধ্যতা" "অন্ধ অধীনতা"র জন্য দাবির বিরুদ্ধে, "অতিসরলীকৃত কেন্দ্রিকতা" ইত্যাদির বিরুদ্ধে তিনি আগুন ছড়িয়ে গেছেন একেবারে "আক্ষরিকভাবে আক্‌সেলরদী ঢঙে"।

উ. হাইনের উত্থাপিত বিতর্ক ছড়িয়ে পড়ল; এবং যেহেতু প্রশ্নটাকে ধূম্রাচ্ছন্ন করে তোলার মতো অধিভুক্ত ঘটিত কোনো কোন্দল জার্মান পার্টিতে ছিল না, এবং যেহেতু জার্মান আকিমভদের আত্মপ্রকাশ শুধু

কংগ্রেসেই নয় তাদের নিজস্ব একটি স্থায়ী সাময়িকপত্রেও ঘটে থাকে সেই হেতু অনতিবিলম্বেই এ বিতর্ক এসে দাঁড়ায় সাংগঠনিক প্রশ্নে গোঁড়া ও পুনর্লিখনবাদী ঝোঁকের নীতিগুলিকে বিশ্লেষণ করার মধ্যে। বিপ্লবী ঝোঁকের অন্যতম মুখপাত্র হিসেবে (ঠিক একেবারে আমাদের পার্টির মতই এ ঝোঁকটার বিরুদ্ধেও অবশ্য "একনায়কত্ব" "তল্লাসদারী" ঝোঁক প্রভৃতি ভয়ানক ভয়ানক অপরাধের নালিশ আনা হয়) কার্ল কাউৎস্কি এগিয়ে এলেন (দাই নিউ জাইত'এর ২৮ সংখ্যা, ১৯০৪এ প্রকাশিত "Wahlkreis und Partei"—"নির্বাচন এলাকা ও পার্টি" নামক প্রবন্ধ মারফত)। তিনি বলেছেন, "উ. হাইনের প্রবন্ধ থেকে সমগ্র পুনর্লিখনবাদী ঝোঁকটার চিন্তাধারাই বেরিয়ে আসছে।" শুধু জার্মানিতেই নয়, ফ্রান্স এবং ইটালিতেও, সুবিধাবাদীরা সকলেই হলেন স্বাতন্ত্র্যবাদ, পার্টি শৃঙ্খলার শিথিলতা, ও তাকে শূন্যে নামিয়ে আনার সুদৃঢ় সমর্থক, সবত্রই তাদের ঝোঁকের পরিণতি হল সংগঠন ভাঙার মধ্যে, গণতান্ত্রিক নীতিকে দোষদুষ্ট করে তাকে **অরাজকতাবাদে** পরিণত করায়। কার্ল কাউৎস্কি বলেছেন, "গণতন্ত্রের অর্থ কর্তৃপক্ষের অভাব নয়: গণতন্ত্র বলতে অরাজকতাবাদ বোঝায় না। অন্যান্য ধরনের কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে জনগণের তথাকথিত সেবকেরাই আসলে তাদের প্রভু হয়ে বসে। এর থেকে আলাদা করে, গণতন্ত্রের অর্থ হল প্রতিনিধিদের ওপর জনগণের কর্তৃত্ব। বিভিন্ন দেশে সুবিধাবাদী স্বাতন্ত্র্যবাদ যে বিধ্বংসী ভূমিকা নিয়েছে, কে. কাউৎস্কি তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন ; তিনি দেখিয়েছেন যে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে "**বিপুল সংখ্যক বুর্জোয়া লোকজন**"*

*দৃষ্টান্ত হিসেবে কার্ল কাউৎস্কি উগাবেজের উল্লেখ করেছেন। এসব লোকেরা যতই সুবিধাবাদের দিকে বিচ্যুত হচ্ছে ততই তারা 'পার্টি শৃঙ্খলাকে তাদের স্বাধীন ব্যক্তিত্বের ওপর একটা অসহ্য বাধা বলে গণ্য করতে বাধ্য।"

যোগ দিয়েছে এই কথাটা থেকেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে স্বাতন্ত্র্যবাদ, সুবিধাবাদ, ও শৃঙ্খলাহানিব ঝোঁক; এবং আরো একবার তিনি এই কথা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, "সর্বহারার মুক্তি আনার হাতিয়াব হল সংগঠন" এবং "শ্রেণী সংগ্রামে সর্বহারার বৈশিষ্ট্যসূচক হাতিয়ারটাই হল সংগঠন।"

ইতালি বা ফ্রান্সের তুলনায় জার্মানিতে সুবিধাবাদ অপেক্ষাকৃত দুর্বল; সেখানে "স্বাতন্ত্র্যবাদী ঝোঁকের ফল এপর্যন্ত যা হয়েছে তা হল শুধু একনায়ক আর তল্লাসীদার মহা-কোটালদেব বিরুদ্ধে, নির্বাসন দণ্ড * ও বিপরীত বক্তব্যের উপব হামলার বিরুদ্ধে কমবেশি বাগাড়ম্বরপূর্ণ ধিক্কারবাক্য মাত্র, এবং এমন সব অসথ্য আপত্তি ঘোষণায়, অন্য পক্ষ যাব উত্তর দিলে অসংখ্য কোন্দলেরই সৃষ্টি হবে মাত্র।

রাশিয়ায় পার্টির মধ্যে সুবিধাবাদ জার্মানির চেয়েও দুবল। তাই অবাক হবাব কিছু নেই যে সেখানে স্বায়ত্তবাদী ঝোঁক থেকে আরো কম বক্তব্য এবং আরো বেশি "বাগাড়ম্বরপূর্ণ ধিক্কারবাক্য" ও কোন্দলের সৃষ্টি হবে।

অবাক হবার কিছু নেই যে কাউৎস্কি নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে এসেছেন:

"রূপ আর রঙের অজস্র বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সব দেশেরই সুবিধাবাদ সাংগঠনিক প্রশ্নে যতটা এক, এমন আর কোনো প্রশ্নে নয়।" এই ক্ষেত্রে গোঁড়াপন্থা আর পুনর্লিখনবাদের মূল ঝোঁকগুলিকেও কার্ল কাউৎস্কি "ভয়ানক সব কথা" দিয়ে অভিহিত করেছেন: আমলাতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র। তিনি বলেছেন, "আমাদের বলা হচ্ছে যে (পার্লামেন্টের

---

* Bannstrahl: সম্প্রদায় থেকে বহিষ্কার, এ হল "অবরোধের অবস্থা" এবং "জরুরী আইন" এই রুশীয় শব্দের জার্মান প্রতিশব্দ। জার্মান সুবিধাবাদীদের এই হল 'ভয়ানক কথা"।

জন্য) নির্বাচনমণ্ডলী কর্তৃক প্রার্থীর নির্বাচন প্রভাবিত করার অধিকার যদি পার্টি নেতৃত্বকে দেওয়া হয় তাহলে নাকি সেটা 'গণতান্ত্রিক নীতির ওপর একটা নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ হবে, কারণ গণতান্ত্রিক নীতির দাবি হচ্ছে সমস্ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ উঠবে নিচু থেকে ওপর দিকে, জনগণের স্বাধীন কার্যকলাপ মারফত, আমলাতান্ত্রিক উপায়ে ওপর থেকে নিচে নয়'···কিন্তু গণতান্ত্রিক নীতি যদি কিছু থাকে তবে সেটা এই যে সংখ্যালঘুদের ওপর ইচ্ছা খাটবে সংখ্যাগুরুর, বিপরীতটা নয় ··।" কোনো একটা নির্বাচনমণ্ডলী কর্তৃক আইন সভায় সদস্য নির্বাচনের ব্যাপারটা সমগ্র পার্টির কাছে একটা জরুরী প্রশ্ন, সমগ্র পার্টির উচিত প্রার্থীর মনোনয়ন প্রভাবিত করা, যদিও সে শুধু পার্টি প্রতিনিধিদের মারফত (Vertrauensmanner)। "যদি কেউ এটাকে অতি আমলাতান্ত্রিক কিংবা অতিকেন্দ্রিক বলে বিবেচনা করেন তবে তিনি না হয় এই পরামর্শ দিন যে পার্টির সমস্ত সভ্যের প্রত্যক্ষ ভোট মারফত প্রার্থী মনোনীত হোক (sammtliche Partei genossen)। যদি তার মনে হয় যে কার্যক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়, তবে সমগ্র পার্টিকে প্রভাবিত করছে এমন অনেক কাজেব মতো এ কাজটাও যদি এক বা একাধিক পার্টি সংস্থা থেকে চালানো হয় তবে গণতন্ত্রের অভাব ঘটেছে বলে তার নালিশ করা উচিত নয়।" জার্মান পার্টির মধ্যে অনেক দিন থেকেই একটা "সাধারণ নিয়ম" হয়ে আছে যে প্রার্থী নির্ধারণের ব্যাপারে নির্বাচকমণ্ডলীগুলি পার্টি নেতৃত্বের সঙ্গে একটা "বন্ধুত্বমূলক বোঝাপড়া" করে নেয়। "কিন্তু পার্টি এতটা বড়ো হয়ে গেছে যে এই ধরে-নেওয়ার সাধারণ নিয়মটা আর যথেষ্ট হচ্ছে না। সাধারণ নিয়মটা যখন আর স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ বলে গণ্য না হয়, যখন তার বিধিব্যবস্থা এমন-কি তার অস্তিত্ব সম্পর্কেই প্রশ্ন ওঠে তখন তা তার নিয়ম রইল না। তখন বিশেষ-

ভাবে আইনটিকে রচনা করা, তাকে বিধিবদ্ধ করা"···অধিকতর "যথাযথ বিধিবদ্ধ সংজ্ঞা"* (statutarische Festlegung) গ্রহণ "এবং তদনুসারে, সংগঠনের অধিকতর কঠোরতা" হয়ে ওঠে একান্ত প্রয়োজনীয়।

এইভাবে, ভিন্ন এক পরিবেশে আমরা পাচ্ছি, সাংগঠনিক প্রশ্নে পার্টির সুবিধাবাদী অংশ ও বিপ্লবী অংশের মধ্যে সেই একই সংগ্রাম, সেই একই সংগ্রাম স্বাতন্ত্র্যবাদের সঙ্গে কেন্দ্রিকতার, গণতন্ত্রের সঙ্গে "আমলাতন্ত্রের", সংগঠন ও শৃঙ্খলার কঠোরতা হ্রাসের সঙ্গে কঠোরতা বৃদ্ধির প্রবণতার, অস্থির বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে একনিষ্ঠ সর্বহারার মনোবৃত্তির, বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সর্বহারা সংহতির। প্রশ্ন করা যেতে পারে এ সংগ্রামের প্রতি জার্মানির **বুর্জোয়া গণতন্ত্রের** মনোভাব কি ছিল—কমরেড আক্সেলরদের কাছে সুরসিক ইতিহাস চুপি চুপি যা একদিন দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে সে রকম বুর্জোয়া গণতন্ত্র নয়, সত্যিকারের এবং বাস্তবের সেই বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং যার মুখপাত্ররা আমাদের অস্‌ভবজ্‌দেনির ভদ্রলোকদের চেয়ে কম চতুর ও চক্ষুষ্মান নয়, তার মনোভাব? নতুন বিতর্ক সম্পর্কে জার্মান বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া হয় অবিলম্বে, এবং রুশীয় বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মতই, সর্বদেশের ও সর্বকালের বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মতই, তারা সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সুবিধাবাদী

সাধারণভাবে ধরে নেওয়া একটা অলিখিত আইনের বদলে আনুষ্ঠানিক ভাবে সংজ্ঞাবদ্ধ ও বিধিবদ্ধ একটা আইন প্রবর্তন সম্পর্কে কে কাউৎস্কির এই মন্তব্যের সঙ্গে আমাদের পার্টি কংগ্রেসের পর থেকে সাধারণভাবে পার্টি এবং বিশেষ করে সম্পাদক-মণ্ডলীতে যে "বদল" ঘটছে তার একটা তুলনা ভারি শিক্ষাপ্রদ হবে। "সাম্প্রতিক পরিবর্তনের পুরো তাৎপর্য ভি. আই. জাসুলিচ মোটেই বোঝেন নি. তার বক্তৃতা তুলনীয়। (লীগ কংগ্রেস, ৬৬ পৃঃ)

অংশের পক্ষে অটুট সমর্থনে এগিয়ে আসে। জার্মান স্টক্ এক্স্চেঞ্জের প্রধান মুখপত্র ফ্রাঙ্কফুর্টার জাইতুং-এ একটি বজ্রকণ্ঠ সম্পাদকীয় প্রকাশিত হল (ফ্রাঙ্কফুর্টার জাইতুং, ৭ই এপ্রিল ১৯০৪, ৯৭ সংখ্যা সান্ধ্য সংস্করণ); তা থেকে দেখা যাবে যে আক্সেলরদের বক্তব্য আত্মসাৎ করার অবিবেকী অভ্যাসটা জার্মান সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে বেশ একটা রোগ হয়েই দাঁড়াচ্ছে। সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যে "স্বৈরাচারের", "পার্টি একনায়কত্বের", "পার্টি কর্তৃপক্ষগুলির স্বৈরাচারী আধিপত্য বিস্তারের", "বহিষ্কারের"—যার উদ্দেশ্য "যেন পুনর্লিখনবাদীদের সকলকে তিরস্কার করা" ("সুবিধাবাদের মিথ্যা দোষারোপ" স্মরণীয়), এবং "অন্ধ আনুগত্যের", শ্মশান-শৃঙ্খলার", "দাসবৎ অধীনতার" আর "পার্টি সদস্যদের" রাজনৈতিক শবদেহে যন্ত্রের টুকরোটাকরার চাইতে ঢের বেশি কড়া কথা!) পরিণত করার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত আঘাত ফ্রাঙ্কফুর্ট স্টক-এক্সচেঞ্জের কড়া গণতন্ত্রীরা হেনেছেন। সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিতে অগণতান্ত্রিক শাসনের মূর্তি দেখে স্টক এক্সচেঞ্জের বীরবাহুরা সরোষে জানিয়েছেন, "দেখতে পাচ্ছেন না, ব্যক্তিত্বের সমস্ত বৈশিষ্ট্য, সব রকমের স্বকীয়তার ওপর অত্যাচার চালাতেই হবে, কারণ এ থেকে ফরাসী ধরনের একটা বিপদের সম্ভাবনা থাকছে, উযারেজবাদ আর মিলের াঁবাদ-এর বিপদ, আর এ বিষয়ে রিপোর্ট করতে গিয়ে জিন্দার-মান সেকথা বলেই দিয়েছেন" স্যাকসন সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের পার্টি-কংগ্রেসে।

সুতরাং সংগঠন বিষয়ে নতুন ইস্ক্রার নতুন ধরতাই বুলিগুলির মধ্যে আদৌ যদি কোনো নীতি থেকে থাকে তবে তা যে সুবিধাবাদী নীতি এতে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। এ সিদ্ধান্তের সমধিক

সমর্থন মিলবে আমাদের পার্টি কংগ্রেসের সমস্ত বিশ্লেষণ থেকে—সুবিধাবাদী ও বিপ্লবী এই দুই অংশে এ কংগ্রেস ভাগ হয়ে গেছে—এবং **সমস্ত** ইউরোপীয় সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির দৃষ্টান্ত থেকে, সাংগঠনিক সুবিধাবাদের আত্মপ্রকাশ সে সব পার্টিতে ঘটেছে একই প্রবণতার মধ্যে, একই অভিযোগ, এমন কি প্রায়শই ওই একই ধরতাই বুলিতে। অবশ্যই তাতে বিভিন্ন পার্টির জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থার ছাপ পড়ছে এবং ফরাসী সুবিধাবাদ থেকে জার্মান সুবিধাবাদকে, ইতালীয় সুবিধাবাদ থেকে ফরাসী সুবিধাবাদকে এবং রুশ সুবিধাবাদ থেকে ইতালীয় সুবিধাবাদকে রীতিমত পৃথক করে তুলছে, কিন্তু অবস্থায় উল্লিখিত এই সব পার্থক্য সত্ত্বেও এই সমস্ত পার্টির মধ্যে একটা বিপ্লবী ও একটা সুবিধাবাদী অংশে ভাগাভাগির সাদৃশ্য এবং সংগঠনিক সুবিধাবাদের চিন্তাধারা ও প্রবণতার সাদৃশ্যটা পরিষ্কার বেরিয়ে আসে।* আমাদের মার্কসবাদী ও আমাদের সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক র‍্যাডিক্যাল বুদ্ধিজীবীর অস্তিত্বের দরুন বিভিন্নতম নানা ক্ষেত্রে এবং বিভিন্নতম নানা রূপে তাদের মনোবৃত্তি থেকে সৃষ্ট

---

* আজ আর কেউ এ বিষয়ে সন্দেহ করবেন না যে রণকৌশলের প্রশ্নে রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের মধ্যে অর্থনীতিবাদী ও রাজনীতিবাদীদের পুরনো ভাগাভাগিটা সমগ্র আন্তর্জাতিক সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের সুবিধাবাদী ও বিপ্লবী অংশে ভাগাভাগিরই অনুরূপ, যদিও একদিকের কমরেড মার্তিনভ ও আকিমভের সঙ্গে ওদিকের কমরেড ভন্ ভলমার আর ভন এলম কিংবা জরেজ আর মিলেরাঁর মধ্যে পার্থক্য কম নয়। রাজনৈতিক দিক থেকে ভোটাধিকারহীন এবং মুক্ত দেশের মধ্যে অবস্থার প্রভূত পার্থক্য সত্ত্বেও সাংগঠনিক প্রশ্নে প্রধান প্রধান ভাগাভাগির মধ্যে সাদৃশ্য সম্পর্কেও কোন সন্দেহ নেই। নতুন ইস্ক্রার অতি নীতিনিষ্ঠ সম্পাদকেরা কাউৎস্কি ও হাইনের বিতর্কের কথাটা কিছুটা তুললেও (৬৪ সংখ্যা) সুবিধাবাদ ও গোঁড়াপন্থার 'সাধারণ নীতির' ঝোঁকগুলির কথা যে সভয়ে এড়িয়ে গেছেন সেটা একটা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যসূচক ব্যাপার।

সুবিধাবাদের অস্তিত্ব অনিবার্য হয়ে উঠছে। আমাদের বিশ্বদৃষ্টির মূলগত সমস্যাসমূহের ক্ষেত্রে, আমাদের কর্মসূচীর প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে আমরা সুবিধাবাদের সঙ্গে লড়ি ; আমাদের লক্ষ্যের একান্ত পার্থক্যের ফলে অনিবার্যভাবে যে উদারনীতিকেরা আমাদের নিয়মানুগ মার্কস-বাদীদের দোষদুষ্ট করে তুলছিল তাদের সঙ্গে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের একটা অপুরণীয় বিচ্ছেদের সৃষ্টি হল। রণকৌশলগত প্রশ্নে আমরা সুবিধাবাদের সঙ্গে লড়ি ; অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপুর্ণ এইসব প্রশ্ন নিয়ে কমরেড ক্রিচেভ্স্কি ও কমরেড আকিমভের সঙ্গে আমাদের মতভেদটা স্বভাবতই ছিল মাত্র সাময়িক ধরনের, তা থেকে ভিন্ন ভিন্ন পার্টি তৈরি হয়ে গেল না। এবার সাংগঠনিক প্রশ্নে মার্তভ ও আক্‌সেলরদের সুবিধাবাদকে পরাস্ত করতে হবে এবং বলাই বাহুল্য যে তা কর্মসূচী ও রণকৌশলের চেয়ে আরো কম মূলগত, কিন্তু পার্টি জীবনের পুরোভাগে তা এখন এসে পড়েছে।

আমরা যখন সুবিধাবাদের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা বলি, তখন সর্বক্ষেত্রের সাম্প্রতিক সুবিধাবাদের একটি চরিত্র লক্ষণের কথা যেন আমরা না ভুলি—অর্থাৎ তার অস্পষ্টতা, শিথিলতা, পিচ্ছিলতা। সুবিধাবাদীর স্বভাবই হল এই যে কোনো সমস্যাকে সুস্পষ্টরূপে ও চূড়ান্ত আকারে নির্ণয় করার কাজ সে অনবরত এড়িয়ে যাবে, অনবরত সে চাইবে একটা মধ্যপথ খুঁজে নিতে, পরস্পরবিরোধী দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সে অনবরত সাপের মতো আঁকুপাঁকু করে বেড়াবে এবং দুপক্ষের মতেই "সায়" দিতে চাইবে এবং অকিঞ্চিৎকর সংশোধনী প্রস্তাব, সন্দেহপ্রকাশ, শুভ ও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত পরামর্শ প্রভৃতি মারফত তার মতভেদগুলিকে লঘু করে আনার চেষ্টা করবে। কমরেড এডওয়ার্ড বার্নস্টেইন হলেন কর্মসূচীর ক্ষেত্রে একজন সুবিধাবাদী। তিনি তার পার্টির বিপ্লবী কর্মসূচীতে "সায়" দেন এবং যদিও এটার "আমূল

পুনর্লিখনের" জন্য অতিশয় উদগ্রীব তবু তাঁর বিবেচনায় সে কাজটা অসুবিধাজনক এবং অনুপযুক্ত এবং "সমালোচনাব" "সাধারণ নীতিগুলির" বিস্তৃত ব্যাখ্যার মতো এতটা গুরুত্বপূর্ণ নয় (এবং প্রধানত সে সমালোচনা হল বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নীতি ও বুলিগুলিকে বিনা সমালোচনায় ধার কবে আনা)। রণকৌশলের প্রশ্নে একজন সুবিধাবাদী কমরেড ভন্ ভলমারও সোশ্যাল ডেমোক্রাসিব পুরনো কৌশলের সঙ্গে সায় দেন এবং "মন্ত্রীসভাসুলভ" কোনো নির্দিষ্ট রণকৌশলের প্রকাশ্য প্রচারের পরিবর্তে কেবল বরং ধিক্কারবাক্য, অকিঞ্চিৎকর সংশোধন প্রস্তাব এবং ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মধ্যেই প্রধানত আবদ্ধ থাকেন। সাংগঠনিক প্রশ্নে সুবিধাবাদী কমরেড মার্তভ ও আক্সেলরদও অদ্যাবধি এমন কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিগত বিবৃতি দিতে পারেননি যেটাকে "বিধিবদ্ধ" করা সম্ভব, যদিও তা করার জন্য তাঁদের সরাসরি আহ্বান জানানো হয়েছে ; আমাদের সাংগঠনিক নিয়মাবলীর একটা "আমূল পুনর্লিখন" তাদের পছন্দ, নিশ্চয়ই পছন্দ (ইস্ক্রা ৫৮ সংখ্যা, ২ পৃঃ ৩য় কলম), তবে সর্বাগ্রে "সংগঠনেব সাধাবণ সমস্যা" নিয়ে আলোচনা করাই তাঁদেব ইচ্ছে (কাবণ ১ম অনুচ্ছেদ সত্ত্বেও আমাদের নিয়মাবলী হল একটা কেন্দ্রিকতাবাদী নিয়মাবলী, এবং নতুন ইসক্রার আদর্শে পরিচালিত হলে, তার আমূল সংশোধনের অনিবার্য ফল দাঁড়াবে স্বায়ত্তবাদ ; কিন্তু অবশ্যই কমরেড মার্তভ মনে মনেও একথা মানতে চাইবেন না যে তাঁর ঝোঁকটা নীতির দিক থেকে স্বাতন্ত্র্যবাদের অভিমুখী) সুতবাং, তাদেব সাংগঠনিক "নীতিব" মধ্যে ফুটে উঠছে রামধনুর সব কটি রঙ: প্রধান রংটা হল স্বৈরাচার ও আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে, অন্ধ আনুগত্য ও যন্ত্রের টুকরোটাকরার বিরুদ্ধে নিরীহ এবং উচ্চভাষী ধিক্কার—সে ধিক্কার এতই নিরীহ যে তার মধ্যে কোনখানটা আসলে নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং

কোনখানটা আসলে সম্পর্কিত অধিভুক্তির সঙ্গে, তা বেছে নেওয়া ভাবি ভাবি মুশকিল।

আর যতই এগুনো যাবে, ততই খারাপ হয়ে উঠবে অবস্থা, ঘৃণ্য এই "আমলাতন্ত্রের" সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে অনিবার্যভাবে পৌছতে হবে স্বাতন্ত্র্যবাদে, "গভীরতা" সাধন এবং ন্যায্যতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করতে গিয়ে অনিবার্যভাবেই পৌছতে হবে পশ্চাৎপদতার সমর্থনে, খণ্ডস্তবাদে, জিরন্দ্‌বাদী বাক্যবিলাসে। অবশেষে সংগঠনের সুনির্দিষ্ট একমাত্র নীতি হিসেবে বেরিয়ে আসবে অরাজকতাবাদের নীতি, এবং সেই হিসেবেই সবিশেষ স্পষ্টতার সঙ্গে তা ফুটে উঠবে ব্যবহারিকক্ষেত্রে। (ব্যবহার সর্বদাই চলে তত্ত্বের আগে আগে)। শৃঙ্খলার প্রতি শ্লেষ—স্বাতন্ত্র্যবাদ—অরাজকতাবাদ, এই হল সেই মই, যার সাহায্যে আমাদের সাংগঠনিক ক্ষেত্রের সুবিধাবাদ কখনো ওপরে উঠছে কখনো নিচে নামছে, এ ধাপ থেকে ওধাপে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে এবং তার নীতিসমূহের সুনির্দিষ্ট একটা বিবৃতি এড়িয়ে চলেছে সুকৌশলে *। কর্মসূচী ও রণকৌশলের প্রশ্নেও

* ১ম অনুচ্ছেদের ওপর বিতর্কের কথা যাঁদের মনে আছে তারা এখন পরিষ্কার দেখতে পাবেন যে কমরেড মার্তভ ও কমরেড আকসেলরদ ১ম অনুচ্ছেদ নিয়ে যে ভুল করেন তাকে বিকশিত ও গভীরতা-ব্যঞ্জক করে তোলা হলে অনিবার্যভাবেই সাংগঠনিক সুবিধাবাদে গিয়ে পৌছতে বাধ্য। পার্টিতে স্বয়ং ভুক্তি কমরেড মার্তভের এই মূলগত ধারণাটি হল মেকি গণতন্ত্র নিচু থেকে ওপর দিকে পার্টি গড়ে তোলার ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। অপরপক্ষে, আমার ধারণা হল আমলাতান্ত্রিক", এই অর্থে যে পার্টিকে গড়া হচ্ছে ওপর থেকে নিচের দিকে পার্টি কংগ্রেস থেকে শুরু করে এক একটা পার্টি সংগঠন পর্যন্ত। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী, অরাজকতাবাদী বাক্যবিলাসী ও সুবিধাবাদী খণ্ডস্তবাদী জ্ঞানগম্যি—এ সব কিছু মানসিকতাই ১ম অনুচ্ছেদের ওপর বিতর্কে তখনই লক্ষ্য করা যায়। কমরেড মার্তভ বলেন (অবরোধের অবস্থা ২০ পৃঃ) যে নতুন ইসক্রা "নতুন সব ধারণা রচনা করতে শুরু করেছে"। তা এই অর্থে সত্যি যে তিনি এবং

হুবহু ঐ একই রকম ধাপ দেখা যাবে সুবিধাবাদের মধ্যে ; গোঁড়াপন্থার প্রতি শ্লেষ, সঙ্কীর্ণতা ও অনড়তা—পুনর্লিখনবাদী "সমালোচনা" এবং মন্ত্রীসভাবাদ—বুর্জোয়া গণতন্ত্র।

শৃঙ্খলার প্রতি এই ঘৃণার সঙ্গে সাধারণভাবে আজকের সমস্ত সুবিধাবাদীদের এবং বিশেষ করে আমাদের সংখ্যালঘুদের লেখায় প্যানপেনে **অবমাননাবোধের** অবিরাম যে একটা সুর দেখা যায় তার একটা ঘনিষ্ঠ মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক রয়েছে। অত্যাচার, তাড়না, বহিষ্কার, অবরোধ ও জুলুম চলেছে ওঁদের ওপর। জালিম আর জুলুম নিয়ে উপাদেয় এবং বুদ্ধিমান রসিকতাটির উদ্ভাবক নিজেও বোধ হয় যা ভাবতে পারেননি, এইসব ধরতাই বুলির মধ্যে তার চেয়েও বেশি মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক সত্য রয়েছে। কারণ পার্টি কংগ্রেসের অনুবিবরণীগুলি হাতড়ালেই দেখা যাবে যে যাঁরাই মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন, কোনো না কোন কারণে কখনো না কখনো যাঁরাই বিপ্লবী সোশ্যাল

আক্সেলরদ ১ম অনুচ্ছেদ থেকে শুরু করে সত্যসত্যই ধারণাগুলিকে নতুন একটা দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছেন। শুধু মুশকিল হল এই যে ওটা সুবিধাবাদী দিক। এই দিকে যতই তাঁরা "কাজ" করছেন, সে কাজ কর্ম থেকে যতই অধিভুক্তি সংক্রান্ত কোন্দল সাফ হয়ে যাচ্ছে ততই বেশি করে তাঁরা পাঁকে ডুবছেন। পার্টি কংগ্রেসের সময়েই কমরেড প্লেখানভ ঘটনাটা পরিষ্কার লক্ষ্য করেন এবং "কি করা উচিত নয়" এই প্রবন্ধে ওঁদের আর একবার সতর্ক করে দেন! তিনি একথা পর্যন্ত বলেন, "এমন কি তোমাকে অধিভুক্ত করতেও আমি প্রস্তুত। কিন্তু এ রাস্তায় আর পা চালিয়ো না, ওর পরিণতি শুধু সুবিধাবাদে আর অরাজকতাবাদে"। এ সদুপদেশে মার্তভ ও আক্সেলরদ কর্ণপাত করেন নি : "কি! এ পথে পা চালাব না আর লেনিনের সঙ্গে সায় দেব যে অধিভুক্তিটা কোন্দল ছাড়া কিছু নয়? কদাচ নয়! আমরা ওকে দেখিয়ে দেব যে অ...দের নীতি আছে!' —আর তা তাঁরা দেখিয়েছেন। সকলের কাছেই ওঁরা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে তাঁদের নতুন নীতি আদৌ যদি কিছু থাকে, তবে তা হল সুবিধাবাদী নীতি।

ডেমোক্রাটদেব দ্বাবা অপমানিত হয়েছেন, তাবা সকলেই হলেন সংখ্যালঘু। এর মধ্যে বয়েছেন বুন্দিস্টরা আর রাবোচেযে দিয়েলো-পন্থীরা—তাঁদের আমরা এমন জঘন্যভাবে "অবমাননা" করেছিলাম যে তাঁরা কংগ্রেস ছেড়ে চলে গেলেন; বয়েছেন যুঝনি বাবোচি-পন্থীরা, সাধাবণভাবে সমস্ত সংগঠন এবং বিশেষ করে তাঁদের নিজস্ব সংগঠনকে কোতল করায় যাঁরা মর্মান্তিকভাবে অবমানিত হযেছি: • রযেছেন কমরেড মাখভ, যখনি তিনি বক্তৃতা করতে উঠেছেন তখনি তাঁকে অপমান সইতে হয়েছে (কারণ যতবাব তিনি বক্তৃতা কবেছেন ততবারই তিনি নিজেকে বোকা বানিয়েছেন); এবং সর্বশেষে বযেছেন কমবেড মার্তভ ও আকৃসেলবদ, নিযমাবলীব ১ম অনুচ্ছেদ প্রসঙ্গে তাঁদেব সম্পর্কে "সুবিধাবাদেব মিথ্যা দোষাবোপে" এবং নির্বাচনে পবাজযেব ফলে তাঁবা অবমানিত বোধ কবেন। আজো পযন্ত বহু ফিলিস্টাইন যা ভাবেন, অননুমোদনীয় রসিকতা, রূঢ আচবণ, ক্ষিপ্ত বিতর্ক, দড়াম করে দবজা বন্ধ করা আর ঘুষি পাকিযে আস্ফালনেব আকস্মিক পবিণতি থেকেই বুঝি এই অবমাননা-বোধেব সৃষ্টি তা নয়, এ হল ইস্ক্রাব পুবো তিন বছব যাবৎ মতাদর্শগত কাজকর্মেব অনিবার্য বাজনৈতিক পরিণতি। এই তিন বছর ধরে আমবা নেহাৎ বক বক করে গেছি তা নয়। আমরা প্রকাশ করেছি এমন সব সংকল্প যাকে কাজে পবিণত করতে হবে, কংগ্রেসে আমরা ইস্ক্রা-বিবোধী ও 'মার্শ'দেব সঙ্গে না লডে পাবতাম না। আর কমরেড মার্তভের সঙ্গে একত্রে আমবা বাশি বাশি লোককে অবমানিত করার পব (অনাবৃত মূর্তিতে সম্মুখেব সারিতে দাঁড়িয়েই কমরেড মার্তভ তখন লডেছিলেন) পাত্র পূর্ণ হবাব অল্পই বাকি ছিল, কমরেড আকৃসেলরদ আর মার্তভকে এই একটুখানি আঘাত দেওয়ামাত্রই পাত্রটা উপচে পড়ল। পরিমাণ পবিবর্তিত হল গুণে। নেতির

পরিণতি হল নেতিতে। অবমানিতরা সকলেই তাদের পারস্পরিক কোন্দল ভুলে গিয়ে এ ওর গলা জড়িয়ে ধরে কান্না জুড়ল এবং নিশান ওড়াল "লেনিনবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের" *।

বিদ্রোহ একটি অপূর্ব বস্তু যখন প্রতিক্রিয়াশীল অংশগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অগ্রবর্তী অংশেরা। বিপ্লবী অংশটা যখন সুবিধাবাদী অংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, সেটা হয় একটা ভালো জিনিস। যখন সুবিধাবাদী অংশটা বিদ্রোহ করে বিপ্লবী অংশের বিরুদ্ধে, তখন সে হয় ভারি বিশ্রী একটা ব্যাপার।

বলতে গেলে, যেন এক যুদ্ধবন্দীর মতো এই বিশ্রী ব্যাপারটায় গিয়ে যোগ দিতে কমরেড প্লেখানভ বাধ্য হয়েছেন। "সংখ্যাগুরু"দের স্বপক্ষে রচিত কোনো প্রস্তাবের রচয়িতার অপরিচ্ছন্ন কিছু বাক্য তিনি খুঁজে পেতে এনে তাঁর "ঝাল ঝাড়তে" চেষ্টা করছেন আর চেঁচাচ্ছেন, "বেচারা কমরেড লেনিন! কি সব গোঁড়াপন্থী সমর্থকই না তিনি জুটিয়েছেন!" (ইস্ক্রা, ৬৩, ক্রোড়পত্র)

আজ্ঞে, কমরেড প্লেখানভ, আমার বক্তব্যটুকু শুধু এই যে আমি যদি হই বেচারা, তবে নব্য ইস্ক্রা-সম্পাদকেরা হলেন একেবারেই দেউলিয়া। যত বেচারাই আমি হই না কেন, এখনো তেমন একটা চূড়ান্ত নিঃসম্বলতার পর্যায়ে আমি নামিনি যে আমার রসিকতার কেরদানি দেখানোর মালমশলা খুঁজতে পার্টি কংগ্রেসের দিকে না তাকিয়ে কমিটি সভ্যদের প্রস্তাব হাতড়াব। যত বেচারাই আমি হই না কেন, যাদের সমর্থকেরা অনবধানতাবশত কোনো অপরিচ্ছন্ন

---

* বিস্ময়কর এই কথাটি হল মার্তভের (অবরোধের অবস্থা ৬৮ পৃঃ) আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার আগে কমরেড মার্তভ একজনের বিরুদ্ধে পাঁচজন না পাওয়া পর্যন্ত চুপ করেছিলেন। কমরেড মার্তভের যুক্তিটা ভারি আনাড়ী: প্রতিপক্ষকে তিনি ধ্বংস করতে চান অথচ তাকেই দিয়ে বসলেন সর্বোচ্চ সম্মান।

বাক্য উচ্চারণ না করলেও প্রতিটি প্রশ্নে—তা সে সংগঠন, রণকৌশল বা কর্মসূচী যাই হোক না কেন—প্রতিটি প্রশ্নে বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমোক্রাসির ঠিক বিপরীত নীতিগুলিকে দৃঢ়তার সঙ্গে এবং তীব্রতার সঙ্গে আঁকড়িয়ে থাকে, তাদের চেয়ে আমি হাজারোবার সমৃদ্ধ। যত বেচারাই আমি হই না কেন, এখনো সে স্তরে আমাকে যেতে হয় নি, যেখানে এই সব সমর্থকেরা আমার যে প্রশংসা করেছেন তাকে **জনসাধারণের কাছ থেকে গোপন করে** রাখতে হয়। আর নতুন ইস্ক্রা সম্পাদকদের ঠিক এই কাজটাই করতে হচ্ছে।

পাঠক, জানেন কি, রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির ভরোনেজ কমিটি কি চায়? না জানলে পার্টি কংগ্রেসের অনুবিবরণীগুলি পড়ুন, তা থেকে দেখবেন যে ঐ কমিটির চিন্তাধারা প্রকাশ করেছেন কমরেড আকিমভ এবং কমরেড ব্রুকেযার। কংগ্রেসে এঁরা পার্টির বিপ্লবী অংশের সঙ্গে আগাগোড়া লড়াই করে এসেছেন এবং কমরেড প্লেখানভ থেকে শুরু করে কমরেড পপভ সকলেই তাদের বহুবার সুবিধাবাদী বলে অভিহিত করেছেন। এখন, এই ভরোনেজ কমিটি তার জানুয়ারি মাসের প্রচারপত্রে (১২ নং জানুয়ারি, ১৯০৪) এই বিবৃতি দিয়েছেন:

"আমাদের নিশ্চিতগতি ক্রমবর্ধিষ্ণু পার্টির জীবনে গত বৎসর একটি বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস, পার্টি সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের একটি কংগ্রেস হয়। একটা পার্টি কংগ্রেস আহ্বান করা অতি জটিল কাজ, এবং রাজতন্ত্রের আমলে তা বিপজ্জনক ও কঠিন। সুতরাং, সেকাজ যদি **অতি অসম্পূর্ণভাবে** সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং কোনো বিপদ না ঘটলেও যদি কংগ্রেসটা সমগ্র পার্টির আশানুরূপ না হয়ে ওঠে তবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ১৯০২ সালের সম্মেলন থেকে যে

কমরেডদের ওপর কংগ্রেস আহ্বানের ভার দেওয়া হয়েছিল তাঁরা গ্রেপ্তার হয়ে যান এবং **সেইসব ব্যক্তিই কংগ্রেসের ব্যবস্থা করেন যাঁরা রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাসির মধ্যেকার শুধু একটা ঝোঁকের অর্থাৎ ইস্ক্রা-পন্থীদেরই প্রতিনিধিত্ব করছিলেন।** সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের মধ্যেকার যেসব সংগঠন ইস্ক্রা-পন্থী ছিলেন না তাদের অনেককেই কংগ্রেসের কাজে অংশগ্রহণের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়নি। পার্টির **কর্মসূচী ও নিয়মাবলী** প্রণয়নের কাজটা যে কংগ্রেসে **চূড়ান্ত রকমের অসম্পূর্ণভাবে** পরিচালিত হয়, তার অন্যতম কারণ এই, প্রতিনিধিরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে নিয়মাবলীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ গলতি রয়ে গেছে, 'তা থেকে বিপজ্জনক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে।' কংগ্রেসে ইস্ক্রা-পন্থীদের নিজেদের মধ্যেই ভাঙন ঘটেছে এবং রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবর-পার্টির প্রধান প্রধান যেসব কর্মীকে ইস্ক্রার কর্মসূচীর সঙ্গে এতদিন সম্পূর্ণ একমত বলে মনে হচ্ছিল, তেমন বহু কর্মী স্বীকার করেছেন যে **প্রধানত লেনিন এবং প্লেখানভ** কর্তৃক প্রচারিত ইস্ক্রার অনেক মতামত কার্যোপযোগী নয়। কংগ্রেসে শেষোক্তদেরই আধিপত্য ঘটেছে বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনের শক্তি এবং বাস্তব কাজের দাবি থেকে তত্ত্ববিদদের ভুলগুলো দ্রুত সংশোধন করে নেওয়া হচ্ছে এবং তাতে অ-ইস্ক্রাপন্থীরাও অংশ নিচ্ছেন, কংগ্রেসের পর থেকে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীও প্রবর্তিত করেছেন। **"ইস্ক্রার" মধ্যে একটা গভীর পরিবর্তন ঘটেছে** এবং সাধারণভাবে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের সমস্ত কর্মীর দাবির প্রতি সযত্ন মনোযোগের **প্রতিশ্রুতি** সে দিচ্ছে। অতএব, পরবর্তী কংগ্রেসে এ **কংগ্রেসের কাজকর্মকে যদিও পরিশুদ্ধ করে নিতে হবে,** কেননা প্রতিনিধিদের নিজেদের কাছেই স্পষ্ট যে এ কংগ্রেস সন্তোষজনক হয়নি,

বলে তার সিদ্ধান্তগুলিকে বিচার বহির্ভূত হিসেবে পার্টি গ্রহণ করতে পারে না, তবু এ কংগ্রেস থেকে পার্টির আভ্যন্তরীন অবস্থাটা সাফ হয়ে গেছে এবং পার্টির পরবর্তী তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক কাজের জন্য অনেক মালমশলা পাওয়া গেছে, এবং তা হচ্ছে পার্টির সাধারণ কাজের পক্ষে প্রভূত শিক্ষাপ্রদ একটি অভিজ্ঞতা। কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত এবং তার রচিত নিয়মাবলীর কথা সব সংগঠনই **মনে রাখবেন।** কিন্তু তাদের সুস্পষ্ট অসম্পূর্ণতার **জন্য অনেক সংগঠনই একমাত্র এগুলির দ্বারা পরিচালিত হতে অপারগ থাকবেন।**

পার্টির সাধারণ কাজকর্মের গুরুত্ব পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করে বলেই ভরোনেজ কমিটি কংগ্রেস সংগঠন করার সমস্ত বিষয়ে সক্রিয়ভাবে **সাড়া দেন।** কংগ্রেসে যা ঘটেছে তার গুরুত্ব এ কমিটি পূর্ণ উপলব্ধি করছে এবং কেন্দ্রীয় মুখপত্র (প্রধান মুখপত্র) ইস্ক্রার মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটেছে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

পার্টির ভেতরে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যেকার অবস্থা যদিও **এখনো পর্যন্ত** আমাদের কাছে সন্তোষজনক নয়, তবু এ বিষয়ে আমরা স্থির নিশ্চিত যে সকলের উদ্যোগে পার্টি গঠনের দুরূহ কাজ সম্পূর্ণ হবে। মিথ্যা গুজবগুলো সম্পর্কে ভরোনেজ কমিটি জানাচ্ছেন যে তাঁদের পার্টি ত্যাগের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি থেকে ভরোনেজ কমিটির মতো একটি শ্রমিক সংগঠনের বহির্গমনের ফলে কি রকম বিপজ্জনক একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হবে, **পার্টির প্রতি এটা কি পরিমাণ তিরস্কারই না হবে,** এবং যেসব শ্রমিক সংগঠন এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে চাইবে তাদের পক্ষে কি বিপদেরই না কারণ ঘটবে, সে কথা ভরোনেজ কমিটি পরিপূর্ণ উপলব্ধি করেন।

নতুন নতুন ভাঙন ধরানো আমাদের উচিত নয়, বরং সমস্ত শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক ও সমাজতন্ত্রীদের একটা পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে যাওয়া উচিত। তাছাড়া, দ্বিতীয় কংগ্রেসটা একটা সংবিধান সম্মেলন নয়, সাধারণ কংগ্রেস মাত্র। পার্টি থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত শুধু পার্টি আদালতই গ্রহণ করতে পারে, পার্টি থেকে কোনো সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক সংগঠনকে বহিষ্কারের অধিকার অন্য কোনো সংগঠন এমন কি কেন্দ্রীয় কমিটিরও নেই। অধিকন্তু দ্বিতীয় কংগ্রেসে নিয়মাবলীর ৮ম অনুচ্ছেদটি গৃহীত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদ অনুসারে, স্থানীয় বিষয়ে প্রত্যেকটি সংগঠনেরই স্বায়ত্তাধিকার বর্তমান, এ থেকে **নিজেদের সাংগঠনিক মতামত কাজে পরিণত করা এবং পার্টিতে তা প্রচার করার পুর্ণ অধিকার ভরোনেজ কমিটির থাকছে।**"

নতুন ইস্ক্রার সম্পাদকেরা ৬১ সংখ্যায় প্রচারপত্রটিকে উদ্ধৃত করতে গিয়ে এ অভিযানের শুধু দ্বিতীয় অংশটিকেই পুর্নমুদ্রিত করেন, বড়ো হরফে এখানে যা দেওয়া হল। আর ছোটো হরফে মুদ্রিত প্রথম অংশটির কথা ধরলে, সম্পাদকেরা তা **উহ্য রাখাই পছন্দ করেছিলেন।**

তাঁদের লজ্জা হয়েছিল।

[দ] দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব নিয়ে দু'এক কথা। দুই বিপ্লব॥

আমাদের পার্টি সংকটের পরিণতি যদি সাধারণ ভাবে লক্ষ্য করা যায় তবে দেখা যাবে যে অকিঞ্চিৎকর কিছু ব্যাতক্রম বাদে প্রতিযোগী পক্ষ দুটির সংবিন্যাস আগাগোড়া অপরিবর্তিত ছিল। আমাদের পার্টির বিপ্লবী অংশ ও সুবিধাবাদী অংশের মধ্যে এ ছিল একটা লড়াই; কিন্তু

সে লড়াই অতি বিচিত্র বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে গেছে। এ নিয়ে ইতিমধ্যেই যা লেখা হয়েছে সেই বিপুল পরিমাণ সাহিত্যের স্তূপ, এবং একরাশ টুকরো-টাকরা সাক্ষ্য, প্রসঙ্গ-বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতি ইত্যাদির ভেতর দিয়ে পথ করে নিতে চাইলে, ঐ সব স্তরের প্রত্যেকটির বিশেষত্ব সম্পর্কে পরিচয়-স্থাপন অবশ্যকর্তব্য।

প্রধান প্রধান এবং পরিষ্কার ফুটে ওঠা স্তরগুলির উল্লেখ করা যাক : (১) নিয়মাবলীর ১ম অনুচ্ছেদ নিয়ে বিতর্ক। সংগঠনের মূল নীতি নিয়ে একটি বিশুদ্ধ মতাদর্শগত সংগ্রাম। প্লেখানভ ও আমার পক্ষে সংখ্যাল্পতা। মার্তভ ও আক্সেলরদ একটি সুবিধাবাদী সূত্র প্রস্তাব করলেন, এবং সুবিধাবাদীদের কবলে গিয়ে পড়লেন। (২) কেন্দ্রীয় কমিটিব জন্য প্রার্থী তালিকা নিয়ে ইস্ক্রা সংগঠনের মধ্যে ভাঙন : পাঁচজনের কমিটিতে ফোমিন না ভাসিলিয়েভ অথবা তিনজনের কমিটিতে ত্রংস্কি না ত্রাভিনস্কি। প্লেখানভ ও আমার পক্ষে সংখ্যাধিক্য (নয় বনাম সাত), অংশত ঠিক এই জন্যই যে ১ম অনুচ্ছেদে আমরা ছিলাম সংখ্যালঘু। সংগঠন কমিটি সংক্রান্ত ঘটনা থেকে আমার গুরুতর আশঙ্কা সত্যে পবিণত করে সুবিধাবাদীদের সঙ্গে মার্তভের সম্মিলন। (৩) নিয়মাবলীর খুঁটিনাটি নিয়ে বিতর্কের পূর্বানুবৃত্তি। সুবিধাবাদীদের সহায়তায় পুনবায় মার্তভের আত্মরক্ষা। পুনরায় আমাদের সংখ্যাল্পতা। কেন্দ্রীয সংস্থাগুলিতে সংখ্যালঘু অধিকারের জন্য আমাদের লড়াই। (৪) চূড়ান্ত সুবিধাবাদী সাতজনের কংগ্রেস প্রত্যাহার। আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ এবং নির্বাচনে মার্তভ ও সুবিধাবাদীদের সম্মিলনের পরাজয় (ইস্ক্রা সংখ্যালঘু, মার্শ, এবং ইস্ক্রা বিরোধী)। আমাদের ত্রয়ী মণ্ডলীতে আসনগ্রহণে মার্তভ ও পপভের আপত্তি। (৫) অধিভুক্তি নিয়ে কংগ্রেস-পরবর্তী কোন্দল। অরাজকতাবাদী বাক্যবিলাসের একটা হুল্লোড। সংখ্যালঘুদের মধ্যস্থ

সবচেয়ে কম একনিষ্ঠ ও কম স্থিরচিত্ত অংশগুলির আধিপত্য। (৬) ভাঙন এড়াবার জন্য প্লেখানভ কর্তৃক "দয়া মারফত মৃত্যু ঘটানোর" নীতি গ্রহণ। "সংখ্যালঘুগণ" কর্তৃক কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী ও পরিষদ দখল এবং সর্বশক্তি প্রয়োগে কেন্দ্রীয় কমিটিকে আক্রমণ। সব কিছুতে তখনো কোন্দল মিশে থাকছে। (৭) কেন্দ্রীয় কমিটির ওপর প্রথম আক্রমণ ব্যাহত। কোন্দলের কিছুটা যেন হ্রাসপ্রাপ্তি। যে দুটি বিশুদ্ধ মতাদর্শগত প্রশ্ন পার্টিকে গভীর ভাবে নাড়া দিচ্ছে, অপেক্ষাকৃত স্থৈর্যের সঙ্গে তার আলোচনা চালানোর অবস্থা সৃষ্টি। এ প্রশ্ন দুটির একটি (ক) পূর্বতন সমস্ত ভাগবিভাগকে অপসারিত করে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে ভাগাভাগিতে যে "সংখ্যাগুরু" ও "সংখ্যালঘুর" সৃষ্টি হল, তার রাজনৈতিক তাৎপর্য ও ব্যাখ্যাটা কি? (খ) সাংগঠনিক প্রশ্নে নতুন ইস্ক্রার নতুন দৃষ্টিভঙ্গির নীতিগত তাৎপর্যটা কি?

সংগ্রামের পরিস্থিতি ও আক্রমণের আশু লক্ষ্যগুলি এই প্রত্যেকটি স্তরেই ছিল মূলত বিভিন্ন; এক সাধারণ সামরিক অভিযানের মধ্যে এই স্তরগুলি যেন ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডযুদ্ধ। প্রত্যেকটি খণ্ডযুদ্ধের প্রত্যক্ষ পরিস্থিতির পর্যালোচনা না করলে আমাদের সংগ্রামকে আদৌ বোঝা যাবে না। সে পর্যালোচনা সম্পন্ন হওয়া মাত্রই কিন্তু পরিষ্কার দেখা যাবে যে (সমস্ত ব্যাপারটার) বিকাশ ঘটেছে দ্বান্দ্বিকভাবে, সংঘাতের মধ্য দিয়ে: সংখ্যালঘুরা হয়ে উঠছে সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘু; প্রত্যেকটা পক্ষেরই বদল ঘটছে আত্মরক্ষা থেকে আক্রমণে এবং আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষায়; মতাদর্শগত সংগ্রামের সূত্রপাত যা নিয়ে হয় (১ম অনুচ্ছেদ) তার "নেতি" ঘটছে এবং দেখা দিচ্ছে একটা সর্বব্যাপক কোন্দল*; কিন্তু তারপরে শুরু হচ্ছে "নেতিরই নেতিপ্রাপ্তি", বিভিন্ন

* কোন্দল আর নীতিগত মতভেদের মধ্যে একটা সীমারেখা টানার দুরূহ সমস্যার নিজে থেকেই একটা সমাধান হয়েছে। অধিভুক্তি ঘটিত যা কিছু তাই কোন্দল;

কেন্দ্রীয় সংস্থায় মোটামুটি "শান্তি ও সামঞ্জস্যের" সঙ্গে বসবাসের একটা উপায় করে নেবার পরে আমরা ফিরে এলাম সেই সূত্রপাতটাতেই, সেই বিশুদ্ধ মতাদর্শগত সংগ্রামে ; কিন্তু ইতিমধ্যে এই 'তত্ত্ব' (thesis) সমৃদ্ধ হয়েছে 'প্রতিতত্ত্বের' (antithesis) সমস্ত ফলাফল দিয়ে এবং সৃষ্টি হয়েছে এক উচ্চতর 'সংতত্ত্ব' (synthesis)। সেখানে ১ম অনুচ্ছেদ ঘটিত আকস্মিক চরিত্রের একটা ভ্রান্তি পরিণত হয়েছে সংগঠন বিষয়ে সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির একটা আধা মতধারায়, এবং বিপ্লবী ও সুবিধাবাদী অংশে পার্টির ভাগ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে এই ঘটনাটির সম্পর্ক সকলের কাছেই উত্তরোত্তর স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এক কথায়, হেগেলের মত অনুসারে শুধু ওট গাছই জন্মায় না, রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের অন্তর্যুদ্ধটাও চলে হেগেলেরই মত অনুসারে।

কিন্তু যে রাজনীতিকেরা পার্টির বিপ্লবী অংশ থেকে সুবিধাবাদী অংশে গিয়ে ভেড়ে, তাদের আঁকাবাঁকা পথটাকে সমর্থন করার ইতর কৌশল কিংবা একই প্রবাহেব বিভিন্ন স্তর বিকাশের মধ্যেকার পৃথক পৃথক বিবৃতি ও পৃথক পৃথক ঘটনাকে এক জায়গায় গাদা করার ইতর অভ্যাস—এর সঙ্গে সেই হেগেলীর দ্বান্দ্বিক তত্ত্বকে কিছুতেই গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়, যাকে মার্কসবাদ আত্মস্থ কবেছে আগে তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে ঠিকভাবে দাঁড় করাবার পর। সত্যিকার দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের কাজ ব্যক্তিগত ভুল ত্রুটি সমর্থন করা নয়, অনিবার্য বাঁকগুলিকেই এ তত্ত্ব পর্যালোচনা করে, সেগুলো যে অনিবার্য তা প্রমাণ করে বিকাশ-প্রবাহের সমস্ত প্রত্যক্ষতা সমেত তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা মারফত। দ্বান্দ্বিক শাস্ত্রের মূল নীতি হল এই যে অমূর্ত সত্য বলে কিছু নেই, সত্য সর্বদাই মূর্ত প্রত্যক্ষ—তাছাড়া আর একটি কথা, ইতালীর প্রবাদে যা

কংগ্রেসের সংগ্রাম বিশ্লেষণ, প্রথম অনুচ্ছেদ নিয়ে বিতর্ক এবং সুবিধাবাদ ও অরাজকতা-বাদের দিকে সরে যাওয়া সম্পর্কে যা কিছু তা হল নীতিপার্থক্য।

আরও সুন্দর করে বলা হয়েছে—মুড়ো না পেলে ল্যাজা চেপে ধরা—সেই রকম একটা ইতর সাংসারিক বুদ্ধির সঙ্গে মহান হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক তত্ত্বকে কদাচ গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।

আমাদের পার্টি সংগ্রামের দ্বান্দ্বিক বিকাশের পরিণতি যেখানে গিয়ে দাঁড়ায় তা হল দুই রকমের বিপ্লব। পার্টি কংগ্রেসটা হল একটা সত্যিকারেব বিপ্লব, মার্তভ তাঁর "পুনরপি সংখ্যালঘু" পুস্তকে এ কথা ঠিকই বলেছেন। সংখ্যালঘুবা যখন চাতুর্যেব সঙ্গে বলেন "দুনিয়া চলছে বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ; তা আমরাও একটা বিপ্লব করলাম!"—তখন তাঁবাও ঠিক কথাই বলেছেন। কংগ্রেসের পরে তাবাও যথার্থই একটা বিপ্লব সমাধা করেছেন আর একথাও সত্যি যে সাধারণ-ভাবে বলতে গেলে দুনিয়া বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই চলছে। তবে এ সাধারণ আপ্তবাক্যটা থেকে প্রত্যেকটা প্রত্যক্ষ বিপ্লবের প্রত্যক্ষ তাৎপর্য কিন্তু ধবা যাবে না। (কারণ) অবিস্মরণীয় কমরেড মাখভের অবিস্মরণীয় উক্তিটাকে সহজ ভাষায় বলতে হলে বলতে হয় যে এমন বিপ্লবও আছে যা অনেকটা প্রতিক্রিয়ার মতো। বিশেষ একটা প্রত্যক্ষ বিপ্লবের ফলে "দুনিয়াটা" (পার্টি) সামনে এগুল না পিছনে সরল তা স্থির করতে হলে আগে জানতে হবে, যে-প্রত্যক্ষ শক্তিটা বিপ্লব করল সেটা পার্টির বিপ্লবী অংশ না সুবিধাবাদী অংশ, জানতে হবে সংগ্রামীরা যে নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, সেটা বিপ্লবী নীতি না সুবিধাবাদী নীতি।

রুশ বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে আমাদের পার্টি কংগ্রেস হল একক ও অভূতপূর্ব একটি ঘটনা। এই প্রথম একটি গোপন বিপ্লবী পার্টি গোপন জীবনের অন্ধকার থেকে প্রশস্ত দিবালোকে উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হল, আমাদের পার্টির আভ্যন্তরীন সংগ্রামের সমগ্র গতি ও পরিণতি এবং কর্মসূচী, রণকৌশল ও সংগঠনের প্রশ্নে আমাদের পার্টির

ও তাব মোটামুটি লক্ষ্যগোচব প্রত্যেকটি অংশেব সমগ্র প্রকৃতি—এ সব কিছু তুলে ধবল দুনিয়াব সামনে। এতদিন যাবা নিজেদেব মধ্যে তীব্র লডাই চালিয়েছে এবং একমাত্র একটা আদর্শেব শক্তিতেই পবস্পব সংশ্লিষ্ট হয়ে থেকেছে, এই সর্বপ্রথম আমবা যে **পার্টিকে** সত্য সত্যই গডে তুলছি, সেই মহান সমগ্রতাব জন্য যাবা (নীতিব দিক থেকে) তাদেব সব কিছু চক্রগত বিচ্ছিন্নতা এবং চক্রগত স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে বাজি আছে—এমন বিভিন্ন সব চক্রেব অনেকগুলিকে একত্রিত কবাব কাজে এই প্রথম আমবা চক্রগত শিথিলতা ও বিপ্লবী ফিলিস্তিন-বাদেব ঐতিহ্য বর্জন কবতে সক্ষম হলাম। কিন্তু বাজনীতিতে বিনা মূল্যে কোনো কিছুব বিসর্জন হয না, বিসর্জন আদায় কবতে হয় যুদ্ধেব মধ্যে দিযে। সংগঠনগুলিব ধ্বংস সাধনেব জন্য যুদ্ধও অতি ভয়ঙ্কব হতে বাধ্য। মুক্ত ও প্রকাশ্য সংগ্রামেব খোলা হাওয়াটা পবিণত হল তুফানে। চক্রগত স্বার্থ, ভাবাবেগ, ঐতিহ্যেব সব বকমেব লুপ্তাবশেষ এ তুফান নিঃশেষে উডিয়ে নিযে গেল—আব তা ভালোই হল।—এবং এই প্রথম সৃষ্টি হল এমন সব কর্তৃত্বশীল সংস্থা যা সত্য সত্যই পার্টি সংস্থা।

কিন্তু নিজেকে কোনো কিছু বলে ঘোষণা কবা হল এক কথা, আব তাই হয়ে ওঠা হল অন্য এক কথা। পার্টিব জন্য চক্র ব্যবস্থাব নীতি বিসর্জন দেওয়া এক কথা, আব নিজেব আপন চক্রটিকে বর্জন কবা হল অন্য কথা। এঁদো ফিলিস্তিনবাদে যাবা এখনো অভ্যস্ত, দেখা গেল খোলা হাওযাটা তাদেব পক্ষে একটু বেশিই কডা হযে পডেছে। কমবেড মার্তভ তাব "পুনবপি সংখ্যালঘু" পুস্তিকায় অনবধানতাবশত সঠিক কথাই বলে ফেলেছেন—"প্রথম কংগ্রেসেব চাপ সহ্য কবাব ক্ষমতা পার্টিব ছিল না।" (স্বতন্ত্র) সংগঠনগুলিব নিপাত ঘটায় আমাদেব জ্বালাটা ছিল খুবই বেশি। ভয়ঙ্কব ঐ তুফানেব ফলে আমাদেব পার্টি স্রোতেব তলানি থেকে যতকিছু পাঁক সব উঠল ঘুলিয়ে, সে পাঁক তাব

প্রতিহিংসা নিল। দৃঢ়-সংবদ্ধ চক্র মনোভাবের কাছে সত্ত তরুণ পার্টি প্রেরণার হার হল। পার্টি সুবিধাবাদী অংশটার চরম বিপর্যয় ঘটলেও আকিমভী দৈব-সৌভাগ্যের আকস্মিক সাহায্যের ফলে তারা বিপ্লবী অংশটির ওপর আধিপত্য পেয়ে গেল—যদিও অবশ্যই সেটা সাময়িক।

তার ফল নতুন ইস্ক্রা, যেখানে পার্টি কংগ্রেসে কৃত ভ্রান্তিটাকে বিকশিত ও গভীর করে তুলতে তার সম্পাদকেরা বাধ্য। পুরনো ইস্ক্রা শিখিয়েছিল বিপ্লবী সংগ্রামের সত্যগুলিকে। নতিস্বীকার এবং সকলের সঙ্গে সমন্বয় করে বসবাসের সাংসারিক বুদ্ধির শিক্ষা দিচ্ছেন নতুন ইস্ক্রা। পুরনো ইস্ক্রা ছিল সংগ্রামী গোঁড়াপন্থার মুখপত্র। নতুন ইস্ক্রায় পরিবেশিত হচ্ছে সুবিধাবাদ—প্রধানত সংগঠনের প্রশ্নে। রুশীয় এবং পশ্চিম ইওরোপীয়—উভয় প্রকারের সুবিধাবাদীদের কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠার সম্মান অর্জন করেছিল পুরনো ইস্ক্রা। নতুন ইস্ক্রা "বিচক্ষণ" হয়ে উঠেছে এবং শীগগিরই চূড়ান্ত সুবিধাবাদীদের প্রশংসা বর্ষণে লজ্জাবোধ করতে ক্ষান্ত হবে। লক্ষ্যস্থলের দিকে পুরনো ইস্ক্রার যাত্রা ছিল অবিচলিত—কথা আর কাজের মধ্যে তার কোনো বৈষম্য ছিল না। নতুন ইস্ক্রার অস্তিত্বের মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত অসত্যতার দরুন সে এমন কি কারো ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ের ওপর নির্ভর না করলেও অনিবার্যভাবেই চলেছে রাজনৈতিক কপটতার দিকে। চক্র-মনোভাবের বিরুদ্ধে এর চিৎকার হল শুধু পার্টি-প্রেরণার ওপর চক্র-মনোভাবের জয়লাভটাকে চাপা দেওয়ার জন্য। ভাঙনের বিরুদ্ধে নতুন ইস্ক্রা মোল্লার মতো এমন বয়াত দিচ্ছে যেন আদৌ কিছুটা সংগঠিত পার্টি বলতে যা বোঝায় তার উপযুক্ত কোনো পার্টিতে সংখ্যালঘু কর্তৃক সংখ্যাগুরুর অধীনতা স্বীকার ছাড়াও ভাঙন এড়াবার অন্য কোনো পন্থা কল্পনা করা সম্ভব। বিপ্লবী জনমতের কথা শোনা উচিত, একথা মুখে

বলছে অথচ আকিমভের প্রশংসাবাক্যগুলিকে গোপন রেখে পার্টির বিপ্লবী অংশটার কমিটিগুলি সম্পর্কে ক্ষুদ্রচেতা কুৎসারটনায় গা ভাসাচ্ছে।* লজ্জার কথা! আমাদের পুরনো ইস্ক্রার নামটাকে ওরা কি ভাবেই না ডোবালো।

এক পা আগু দুই পা পিছু…। এ ব্যাপার ব্যক্তির জীবনে ঘটে, ঘটে জাতির ইতিহাসে, পার্টির বিকাশে। (তাই) বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমোক্রাসির নীতি সমূহের অবশ্যম্ভাবী ও পরিপূর্ণ জয়লাভ সম্পর্কে, সর্বহারা সংগঠন ও পার্টি শৃঙ্খলার অবশ্যম্ভাবী ও পরিপূর্ণ জয়লাভ সম্পর্কে মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ করা হবে সবার বাড়া কাপুরুষোচিত অপরাধ। এর ভেতরেই আমরা অনেকখানি অগ্রসর হয়েছি। বিপর্যয়ে নিরুৎসাহ না হয়ে লড়াই আমাদের চালিয়েই যেতে হবে; লড়াই চালাতে হবে দৃঢ়তার সঙ্গে, চক্রগত কামড়া-কামড়ির ফিলিস্তিন পদ্ধতিকে ঘৃণায় প্রত্যাখান করে, সমস্ত রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের মধ্যে বহু কষ্টার্জিত ঐ একক পার্টি সম্পর্কটাকে যথাসাধ্য রক্ষা করে। অদম্য এবং সুশৃঙ্খল কাজের মধ্য দিয়ে সমস্ত পার্টিসভ্য এবং বিশেষ করে শ্রমিকদের পরিপূর্ণ ও বুদ্ধিমন্ত জ্ঞান দিয়ে জানাতে হবে পার্টি সভ্যের কর্তব্য কি, দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের সংগ্রামটা কি, এবং আমাদের মতভেদের সবকটি স্তর ও সবকটি হেতু কি কি, সুবিধাবাদের চূড়ান্ত রকমের সর্বনাশা ফলই বা কিরকম—কর্মসূচী ও রণকৌশলের মতো সংগঠনের ক্ষেত্রেও যে সুবিধাবাদ অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করে বুর্জোয়া মনস্তত্ত্বের কাছে, বিনা সমালোচনায় গ্রহণ করে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি, এবং সর্বহারার শ্রেণী সংগ্রামের অস্ত্রটাকে ভোঁতা করে দেয়।

* এই মুখরোচক বিলাসটির জন্যে একটি বাধি গৎও তৈরী করা গেছে, যথা: আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা 'ক' জানাচ্ছেন যে সংখ্যাগুরুদের 'খ' কমিটি সংখ্যালঘুদের কমরেড় 'গ'-এর প্রতি খারাপ ব্যবহার করেছে।

ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে সংগঠন ছাড়া সর্বহারার অন্য কোনো অস্ত্র নেই। বুর্জোয়া দুনিয়ার অরাজকতাবাদী প্রতিযোগিতার শাসনে সে ঐক্য-হীন, পুঁজির স্বার্থে বাধ্যতামূলক মেহনতে সে নিষ্পেষিত, চূড়ান্ত দুস্থতা, বন্যতা ও অধঃপাতের "নীচুতলায়" সে প্রতিনিয়ত নিক্ষিপ্ত, (তবু) এক অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত হতে সর্বহারা সক্ষম এবং অবশ্যম্ভাবী-রূপেই তা সে হবে শুধু তখনই যখন মার্কসবাদী নীতি থেকে সৃষ্ট তার মতাদর্শগত ঐক্যবদ্ধতা সংহত হবে একটি সংগঠনের বাস্তব ঐক্যের মারফত, এমন সংগঠন যা লক্ষ লক্ষ মেহনতী মানুষকে সংহত করবে শ্রমিক শ্রেণীর সৈন্য বাহিনীতে। সেই সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করার সাধ্য না থাকবে রুশীয় জারতন্ত্রের স্থবির হুকুমতের, না থাকবে আন্তর্জাতিক পুঁজির জরাগ্রস্ত শাসনের। সবকিছু আঁকাবাঁকা আর আর পিছু-পা পদক্ষেপ সত্ত্বেও, সাম্প্রতিক সোশ্যাল ডেমোক্রাসির জিরন্দবাদীদের সুবিধাবাদী বাক্যবিলাস সত্ত্বেও, সেকেলে-হয়ে-যাওয়া চক্র-মনোবৃত্তির আত্মসন্তুষ্ট প্রশংসাধ্বনি সত্ত্বেও, এবং বুদ্ধিজীবী অরাজকতাবাদের ফরফরানি সত্ত্বেও তার বাহিনী হয়ে উঠবে ক্রমাগতই শৃঙ্খলাবদ্ধ।

পরিশিষ্ট

কমরেড গুসেভ ও দ্যিউৎস্‌-কে নিয়ে কি হয়েছিল ?

এই ঘটনাটিব সঙ্গে কমরেড মার্তভ ও স্তারোভারেব পত্রে উল্লিখিত এবং [ঞ] পবিচ্ছেদে উদ্ধৃত তথাকথিত "মিথ্যা" (কমবেড মার্তভের উক্তি) তালিকাটির খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বযেছে। এ ঘটনাব সারমর্ম হল এই: কমরেড পাভ্‌লোভিচকে কমবেড গুসেভ জানান যে কমরেড স্টাইন, এগবভ, পপভ, ত্রৎস্কি ও ফোমিনের নাম দেওয়া এই তালিকাটি তাঁকে, গুসেভকে দিযেছেন কমবেড দ্যিউৎস (কমরেড পাভ্‌লোভিচের **পত্র**, ১২ পৃ)। এই কথা বলাব জন্য কমবেড গুসেভের বিরুদ্ধে কমরেড দ্যিউৎস "অভিসন্ধিমূলক কুৎসাব" অভিযোগ আনেন, এবং কমবেডদের একটি সালিশ আদালত থেকে কমবেড গুসেভেব বিবৃতিকে "**বেঠিক**" বলে ঘোষণা করা হয় (৬২ নং ইসক্রায আদালতের সিদ্ধান্ত দ্রষ্টব্য)। ইসক্রার **সম্পাদকমণ্ডলী** আদালতের সিদ্ধান্ত প্রকাশ কবাব পরে কমবেড **মার্তভ** (এবাব আর সম্পাদকমণ্ডলী নয) **কমরেডদের সালিশ আদালতের রায়** নামে একটি বিশেষ প্রচারপত্র প্রকাশ করেন, তাতে তিনি শুধু আদালতের বাযটাকেই প্রকাশ করেন নি, মামলার পুবো বিবরণটাও প্রকাশ কবেছেন এবং **তাঁর নিজস্ব একটি উপসংহারও** যোগ করেছেন। এ উপসংহাবে কমবেড মার্তভ আবো নানা কথাব মধ্যে ঘোষণা করেছেন যে "উপদলীয় সংগ্রামেব স্বার্থে তালিকা জাল কবা" হল একটা "ন্যক্কারজনক ঘটনা"। কমরেড লিয়াদভ ও গোরিনও দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁরা এর জবাবে "**সালিশী আদালত সম্পর্কে জনৈক দর্শকের বক্তব্য**" নামে তাঁদের নিজস্ব একটি প্রচারপত্র বার কবেন। আদালত যেখানে কোনো

ইচ্ছাকৃত কুৎসা আবিষ্কার করতে পারেনি এবং মাত্র এইটুকু বলেছে যে গুসেভের বিবৃতি সঠিক নয়; সেখানে "আদালতের সিদ্ধান্তের চেয়ে বেশি এগিয়ে কমরেড গুসেভের উপর দুষ্ট অভিসন্ধির আরোপ করায় কমরেড মার্তভের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ" তাঁরা এ প্রচারপত্র মারফৎ জানান। কমরেড গোরিন ও লিয়াদভ বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করে দেখান যে নিতান্ত স্বাভাবিক একটা ভুল থেকে কমরেড গুসেভের বিবৃতির সৃষ্টি হতে পারে; এবং যে কমরেড মার্তভ নিজেই কয়েকটা ভুল বিবৃতি দিয়েছিলেন (এবং প্রচারপত্রটিতে দিয়েছেন) তাঁর পক্ষে গুসেভের ওপর দুষ্ট অভিসন্ধি আরোপ করাকে একটি "অমর্যাদাকর" আচরণ বলে তাঁরা বর্ণনা করছেন। তাঁরা বলেন এক্ষেত্রে সাধারণভাবে দুষ্ট অভিসন্ধির কোনো কথাই উঠতে পারে না। আমার ভুল না হয়ে থাকলে, এ প্রশ্নের ওপর প্রকাশিত এই হল সেই সব "সাহিত্য" বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যার সাহায্য করা আমার উচিত বলে মনে হচ্ছে।

প্রথমত, তালিকাটি (কেন্দ্রীয় কমিটির জন্য প্রার্থী তালিকা) যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখনকার কাল ও পরিস্থিতির একটা পরিষ্কার ধারণা পাঠকদের থাকা উচিত। এ পুস্তিকায় আমি আগেই বলেছি, কংগ্রেসের কাছে যৌথভাবে পেশ করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির জন্য একটি প্রার্থী তালিকা রচনা করার জন্য কংগ্রেস চলা কালেই সংগঠন কমিটির একটি সম্মেলন হয়েছিল। মত-বিরোধে তার সমাপ্তি ঘটে; ইসক্রা সংগঠনের সংখ্যাগুরুরা ত্রাভিনস্কি, গ্লেবভ, ভাসিলিয়েভ, পপভ, ও ত্রৎস্কিকে নিয়ে একটি তালিকা গ্রহণ করেন কিন্তু সংখ্যালঘুরা তা মানতে অস্বীকার করেন এবং ত্রাভিনস্কি, গ্লেবভ, ফোমিন, পপভ ও ত্রৎস্কিকে নিয়ে একটি তালিকার জন্য জেদ করেন। যে সভায় এই তালিকা দুটি প্রণীত ও তা নিয়ে ভোটাভুটি হয় তার পরে ইসক্রা সংগঠনের এ দুই অংশ আর মিলিত হয় নি। কংগ্রেসে স্বাধীন আন্দো-

লনের মল্লভূমিতে এসে উভয় অংশই অবতীর্ণ হল, উভয়েই চাইল গোটা পার্টি কংগ্রেসের ভোট দিয়ে উত্থাপিত প্রশ্নটির সমাধান করতে এবং প্রত্যেকেই যত বেশি পারা যায় প্রতিনিধিদের স্বপক্ষে টানার চেষ্টা শুরু করল। কংগ্রেসের মধ্যে স্বাধীন প্রচার থেকে অবিলম্বেই যে রাজনৈতিক সত্যটি বেরিয়ে এল তার অতি বিশদ একটা বিশ্লেষণ এ পুস্তিকায় আমি করেছি ; অর্থাৎ, আমাদের ওপরে জয়লাভ করতে হলে 'মধ্যপন্থী' (মার্শ) ও ইসক্রা-বিরোধীর সাহায্যের ওপর নির্ভর করা ছিল (মার্তভ পরিচালিত) ইসক্রাপন্থী সংখ্যালঘুদের পক্ষে অপরিহার্য। অপরিহার্য, কারণ প্রতিনিধিদের সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ যে অংশটা ইসক্রাবিরোধী ও মধ্যপন্থীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে ইসক্রার কর্মসূচী, রণকৌশল, ও সাংগঠনিক পরিকল্পনার একনিষ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন, তাঁরা অতি সত্বর অতি দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের পক্ষ গ্রহণ করলেন। যে তেত্রিশজন প্রতিনিধি (কিংবা বলা উচিত ভোট) ইসক্রা-বিরোধী বা মধ্যপন্থী এর কোনটাতেই ছিলেন না, তাদের মধ্যে চল্লিশ জনকে আমরা আমাদের পক্ষে টেনে আনি এবং তাদের সঙ্গে একটা "প্রত্যক্ষ বোঝাপড়া" করে "সুসংবদ্ধ সংখ্যাধিক্যের" সৃষ্টি করি। অন্য দিকে, কমরেড মার্তভের পক্ষে বাকি থাকে মাত্র নয়টি ভোট। জয়লাভ করতে হলে ইসক্রা-বিরোধী ও মধ্যপন্থীদের সব কটি ভোটই তাঁর প্রয়োজন,—এদের সঙ্গে তিনি মিলিত-শক্তি হতে পারেন (নিয়মাবলী ১ম অনুচ্ছেদের মতো) একটা সম্মিলিত সংস্থা (কোয়ালিশন) গঠন করতে পারতেন অর্থাৎ তাদের সমর্থন পেতে পারতেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ বোঝাপড়া করতে তিনি পারতেন না—পারতেন না কারণ ঠিক এই অন্যদলগুলির বিরুদ্ধেই তিনি সারা কংগ্রেস যে লড়াই চালিয়েছেন তা আমাদের চেয়ে কম তীব্র ছিল না। কমরেড মার্তভের পরিস্থিতির হরিষে বিষাদের কারণটা এইখানেই। "অবরোধের অবস্থায়" কমরেড মার্তভ আমাকে

চূর্ণ করতে চেয়েছেন এই ভয়ঙ্কর ও বিষাক্ত প্রশ্নে: "কমরেড লেনিনের কাছে আমাদের সবিনয় অনুরোধ, তিনি পরিষ্কার জবাব দিন—কংগ্রেসে য়ুজনি রাবোচি দলটা কাদের কাছে স্বজন বলে বোধ হয়নি?" (২৩ পৃষ্ঠার পাদটীকা)। আমার সবিনয় ও পরিষ্কার উত্তর: কমরেড মার্তভের কাছে তাদেরকে স্বজন বোধ হয়নি। তার প্রমাণ এই যে আমি অতি সত্বর ইসক্রার সঙ্গে একটা প্রত্যক্ষ বোঝাপড়ায় আসি কিন্তু কমরেড মার্তভ য়ুজনি রাবোচি অনুদল, বা কমরেড মাখভ বা কমরেড ব্রুকেয়ার, কারো সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করেন নি এবং করতে পারা সম্ভব ছিল না।

এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকলেই তবে এই বহুখ্যাত 'মিথ্যা' তালিকা ঘটিত তিক্ত প্রশ্নটার "মর্ম ভেদ" করা সম্ভব। বাস্তব পরিস্থিতিটা একটু কল্পনা করে নিন। ইসক্রা সংগঠন ভেঙে গেছে এবং কংগ্রেসে আমরা স্বাধীন প্রচার শুরু করেছি, উভয় পক্ষই তাদের আপন আপন তালিকার সমর্থন করছেন। এই সমর্থনের মধ্য দিয়ে, অসংখ্য ব্যক্তিগত আলাপের ভেতর তালিকাগুলিতে বিভিন্ন রকমের শত শত রদবদল ঘটছে; পাঁচ জনের বদলে প্রস্তাব আসছে তিন জনের কমিটির; এক প্রার্থীর বদলে অন্য প্রার্থীর কত রকম নাম প্রস্তাবিত হচ্ছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমার বেশ মনে আছে যে সংখ্যাগুরুদের ঘরোয়া আলাপে একবার কমরেড রুসভ, অসিপভিচ, পাভলোভিচ, আর দিয়েদভের [৩৬] নাম আসে তারপর আলোচনা ও বিতর্কের পর তা প্রত্যাহৃত হয়। খুবই সম্ভব যে আমার জানা নেই এমন অন্য আরো প্রার্থীর নামও প্রস্তাবিত হয়ে থাকবে। এই সব আলাপের ভেতর কংগ্রেসের প্রত্যেক প্রতিনিধিই তার নিজ নিজ অভিমত বলেছে, রদবদলের পরামর্শ দিয়েছে এবং তর্কবিতর্ক করেছে। খুবই সম্ভব যে ব্যাপারটা শুধু সংখ্যাগুরুদের বেলাতেই ঘটে তা নয়। বস্তুত, সংখ্যা-

লঘুদের একই ব্যাপার চলেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই ; কেননা, তাদের পাঁচজনের আদি তালিকাটির (পপভ, ত্রৎস্কি, ফোমিন, গ্লেবভ, ত্রাভিন্‌স্কি) বদল করে ত্রয়ী মণ্ডলীর প্রস্তাব আসে ; যথা, গ্লেবভ, ত্রৎস্কি, ও পপভ—এ আমরা কমরেড মার্তভ ও স্তারোভারের চিঠি থেকে দেখছি। উপরন্তু, গ্লেবভকে তাদের পছন্দ না হওয়ায় তার বদলে ফোমিনের নাম দেওয়া হয় (কমরেড লিয়াদভ ও গোরিনের প্রচারপত্র দেখুন)। একথা ভুললে চলবে না যে, এ পুস্তিকায় কংগ্রেস প্রতিনিধিদের আমি যে সব অনুদলে ভাগ করে দেখিয়েছি তা করা গেছে ঘটনা ঘটার পরবর্তী বিশ্লেষণেব ভিত্তিতে ; আসলে নির্বাচনী প্রচারের মধ্যে এই অনুদল-গুলো তখন কেবল সত্ত গড়ে উঠতে শুরু করেছে, প্রতিনিধিদের মধ্যে মতামত বিনিময় চলেছে খুব খোলাখুলি, আমাদের মধ্যে কোনো "দেয়াল" উঁচু হয়ে ওঠেনি এবং ব্যক্তিগত আলাপের ইচ্ছা হলে আমাদের যে কেউ যে কোনো প্রতিতিনিধির সঙ্গে কথা কইতে পারতেন। অবস্থাটা যখন এই রকম তখন নানা রকম সব জোট আর তালিকার ভেতর ইসক্রা সংগঠনের সংখ্যালঘুদের তালিকার সাথে সাথে (পপভ, ত্রৎস্কি, ফোমিন, গ্লেবভ, ত্রাভিনস্কি) যদি এমন আর একটি তালিকার উদ্ভব হয় যা ওর চেয়ে বেশি তফাৎ নয়,—পপভ, ত্রৎস্কি, ফোমিন স্টাইন ও এগরভ,—তা হলে অবাক হবার কিছু নেই। এ রকম একটা প্রার্থী তালিকার জোট খুবই স্বাভাবিক। কেননা গ্লেবভ ও ত্রাভিন্‌স্কি আমাদের এ দু'জন প্রার্থী ইসক্রা সংগঠনের সংখ্যালঘুদেব খুব পছন্দসই ছিল না (এ পুস্তিকার [ঞ] পরিচ্ছেদে তাঁদের পত্র দ্রষ্টব্য, এতে তাঁরা ত্রয়ী মণ্ডলী থেকে ত্রাভিন্‌স্কিকে বাদ দেন এবং পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে গ্লেবভের নামটা শুধু আপোসমূলক)। গ্লেবভ ও ত্রাভিনস্কির বদলে সংগঠন কমিটির সভ্য স্টাইন ও এগরভের নাম রাখা ছিল খুবই স্বাভাবিক, এবং এ রকম রদবদলের কথা যদি পার্টি সংখ্যা-

গুরুদের মধ্যস্থ কোনো প্রতিনিধির মনে যদি না এসে থাকে, তবে আশ্চর্যই বলতে হবে।

এবার নিম্নোক্ত প্রশ্ন দুটিকে পরীক্ষা করা যাক: (১) এগরভ, স্টাইন, পপভ, ত্রৎস্কি আর ফোমিন—এ তালিকাটির স্রষ্টিকর্তা কে? (২) এ তালিকার দায় কমরেড মার্তভের উপর আসায় তিনি অত ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন কেন? প্রথম প্রশ্নটির একটা **ঠিকঠিক** জবাব দিতে হলে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সকলকেই জেরা করা দরকার। বর্তমানে তা সম্ভব নয়। তাতে বিশেষ করে জানতে হত, ইসক্রা সংগঠনে যে তালিকাগুলো ভাঙন স্বষ্টি করেছে, কংগ্রেসে পার্টি-সংখ্যালঘুদের (ইসক্রা সংগঠনের সংখ্যালঘুদের সঙ্গে তা গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়) কে কে সে-সম্পর্কে শুনেছেন; এবং ইসক্রা সংগঠনের সংখ্যালঘুদের তালিকায় বাঞ্ছনীয় বদবদলের কোনো পরামর্শ তাঁরা নিজেরাই দিয়েছেন কিনা, অথবা অন্য কাউকে পরামর্শ দিতে বা মতামত প্রকাশ করতে শুনেছেন কিনা। দুর্ভাগ্যবশত সালিশী আদালতেও এসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নি, এবং আদালত (তার রায়ের বিবরণ থেকে দেখা যাবে) এমনকি জানতই না পাঁচজনের কোন্ তালিকাটির জন্যে ইসক্রা সংগঠনে ভাঙনের স্বষ্টি হ। দৃষ্টান্তস্বরূপ কমরেড বাইলভ (তাঁকে আমি মধ্যপন্থীর অন্তর্ভুক্ত বলে ধরেছি) "তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে দ্যিউৎসের সঙ্গে তাঁর কমরেড সুলভ ভালো সম্পর্ক রয়েছে; কংগ্রেসের কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁর মতামতের সঙ্গে তিনি সায় দিতেন, এবং দ্যিউৎস যদি কোনো একটা তালিকার জন্য প্রচার করতেন, তাহলে সেকথা তিনি বাইলভ্‌কে জানাতেন।" আক্ষেপের কথা এই যে কংগ্রেসে ইসক্রা সংগঠনের তালিকা সম্পর্কে দ্যিউৎসের ধারণার কথা তিনি কমরেড বাইলভকে বলেছিলেন কিনা এবং বলে থাকলে ইসক্রা সংগঠনের সংখ্যালঘুদের প্রস্তাবিত পাঁচজনের তালিকাটি সম্পর্কে

বাইলভের মনোভাব কি ছিল এবং তাতে কোনো রদবদলের পরামর্শ তিনি নিজে দিয়েছিলেন বা অন্যকে দিতে শুনেছিলেন কিনা, তা স্থির করা হয় নি। এই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নেওয়া হয়নি বলে আমরা কমরেড বাইলভের সাক্ষ্যের সঙ্গে কমরেড দ্যিউৎসের সাক্ষ্যের গরমিল দেখতে পাচ্ছি, গোরিন ও লিয়াদভ যে গরমিলের কথা উল্লেখও করেছেন; যথা: তাঁর নিজস্ব বিপরীত বক্তব্য সত্ত্বেও কমরেড দ্যিউৎস ইসক্রা সংগঠন কর্তৃক প্রস্তাবিত "কেন্দ্রীয় কমিটির কতিপয় প্রার্থীর পক্ষে প্রচার সত্যিই করেছিলেন।" কমরেড বাইলভ তাঁর সাক্ষ্যে আরো বলেন যে "কমরেড এগরভ পপভ ও খারকভ কমিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে যখন কংগ্রেস সমাপ্তির একদিন কি দুই দিন পূর্বে তাঁর সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি শুনেছিলেন যে ব্যক্তিগত কোনো সূত্র থেকে একটা তালিকা কংগ্রেসে প্রচারিত হচ্ছে; কেন্দ্রীয় কমিটির তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শুনে সে সময় এগরভ বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন, কেননা তাঁর, এগরভের মতে, তাঁর প্রার্থীপদের জন্য সংখ্যাগুরু অথবা সংখ্যালঘু কোন পক্ষেরই সহানুভূতি উদ্রেকের আশা নেই।" সংখ্যালঘুদের উল্লেখটা যে এক্ষেত্রে স্পষ্টতই ইসক্রা সংগঠনের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে এ ব্যাপারটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ পার্টি কংগ্রেসের অবশিষ্ট সংখ্যালঘুদের মধ্যে সংগঠন কমিটির সভ্য এবং মধ্য-পন্থার একজন বিশিষ্ট বক্তা কমরেড এগরভের প্রার্থীপদ যে সহানুভূতির সঙ্গে অভিনন্দিত হতে পারত তাই নয়, হত, তাতে সন্দেহ কম। দুর্ভাগ্যবশত, ইসক্রা সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত নন, পার্টি সংখ্যালঘুর ঐ সব সদস্যদের সহানুভূতি বা বিরাগ সম্পর্কে আমরা কমরেড বাইলভ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারলাম না। অথচ ঠিক এইটেই ছিল জরুরী কারণ এই তালিকাটি ইসক্রা সংগঠনের সংখ্যালঘুদের ওপর চাপানোর ফলে কমরেড দ্যিউৎস ক্রুদ্ধ হয়েছেন বটে, অথচ ইসক্রা সংগঠনের

অন্তর্ভুক্ত নয় এমন সংখ্যালঘুদের মধ্যে থেকেও তো এ তালিকাটির সৃষ্টি হতে পারত!

এই প্রার্থীদের এই রকম একটা জোটের প্রস্তাব সর্বপ্রথম কে করেছিল, এবং কার কাছ থেকে আমরা সবাই শুনেছি তা এতদিন পরে মনে করতে যাওয়া অবশ্যই খুব কঠিন। যেমন আমি শুধু এই ব্যাপারটাই নয়, রুসভ, দিয়েদভ প্রভৃতিদের যে নামের উল্লেখ আমি করেছি তা সংখ্যাগুরুদের মধ্যে থেকে সর্বপ্রথম কে প্রস্তাব করে এমন কি তাও স্মরণ করে বলার দায়িত্ব নিতে রাজি নই। অসংখ্য আলাপ আলোচনা পরামর্শ আর হরেক রকমের প্রার্থী জোট সম্পর্কে গুজবের মধ্যে যে জিনিসটা আমার মনে গেঁথে আছে তা হল শুধু সেই কটি 'তালিকা' যার ওপর ইসক্রা সংগঠনের মধ্যে কিংবা সংখ্যাগুরুদের ঘরোয়া সভায় ভোটাভুটি হয়। এই সব 'তালিকা' প্রধানত মৌখিক-ভাবে প্রচারিত হয়েছিল (**ইসক্রা সম্পাদকমণ্ডলীর নিকট পত্রে** ৪ পৃঃ, নিচু থেকে ৫ম লাইনে, আমি যাকে 'তালিকা' বলেছি তা হল পাঁচজন প্রার্থীর সেই জোটটাই, যা আমি মৌখিকভাবে সভায় পেশ করি) কিন্তু প্রায়শই কংগ্রেস অধিবেশনের মধ্যে যা সাধারণত হাতে হাতে ঘুরেছে এবং অধিবেশন শেষে সাধারণত নষ্ট করে ফেলা হয়েছে এমন ধরনের টুকরো কাগজে সেগুলিকে টুকে নেওয়া হত।

এই বিখ্যাত তালিকাটির উৎস সম্পর্কে যেহেতু আমাদের কোনো সঠিক প্রমাণ নেই, তাই শুধু এইটুকু অনুমান করা যেতে পারে যে, হয় পার্টি সংখ্যালঘুর অন্তর্ভুক্ত কোনো প্রতিনিধি ইসক্রা সংগঠনের সংখ্যালঘুদের অজান্তে এই তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের জোটটার জন্য পরামর্শ দেন এবং তখন তা মৌখিক বা লিখিতভাবে কংগ্রেসের মধ্যে প্রচারিত থাকে, নয় এ জোটটার কথা ইসক্রা সংগঠনের সংখ্যালঘুভুক্ত কোনো সদস্যই কংগ্রেসে প্রস্তাব করেছিলেন কিন্তু পরে তার কথা

ভুলে গিয়েছিলেন। এই শেষোক্ত সম্ভাবনাটাই আমার কাছে বেশি সম্ভবপর বলে মনে হচ্ছে এই কারণে: কমরেড স্টাইনের প্রার্থীপদ কংগ্রেসেই ইসক্রা সংগঠনের সংখ্যালঘুদের দ্বারা **নিঃসন্দেহে** সহানুভূতির সঙ্গে অভিনন্দিত হয়েছে (এই পুস্তিকার বিবরণ দ্রষ্টব্য), এবং কমরেড এগরভের নামটা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে উক্ত সংখ্যা-লঘু সদস্যের মনে এ ধারণার উদয় হযেছে নিঃসন্দেহে কংগ্রেসের পরে (কেননা লীগ কংগ্রেস এবং **অবরোধের অবস্থা** উভয় ক্ষেত্রেই এই বলে খেদ করা হয়েছে যে সংগঠন কমিটিটাকেই কেন্দ্রীয় কমিটিরূপে অনুমোদিত করা হল না—এবং কমরেড এগরভ সংগঠন কমিটির সদস্য)। তাহলে সংগঠন কমিটির সদস্যদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে রূপান্তরিত করার এই যে ধারণাটি স্পষ্টতই চালু ছিল সেটিকে পার্টি কংগ্রেসেব মধ্যেও ঘরোয়া আলাপের ভেতর সংখ্যালঘুদের কোন সদস্য প্রস্তাব করবেন তা ধরে নিলে কি খুব অস্বাভাবিক হবে ?

কিন্তু স্বাভাবিক একটা ব্যাখ্যাব বদলে কমরেড মার্তভ ও কমরেড স্তিউৎস **জঘন্য** কিছু একটা আবিষ্কার করতেই দৃঢ প্রতিজ্ঞ—কিছু একটা চক্রান্ত, একটা অসদাচরণ, "মর্যাদাহানিব **উদ্দেশ্যে ডাহা** মিথ্যা এক গুজবের প্রচার, **উপদলীয় সংগ্রামের স্বার্থে বানানো একটা জালিয়াতি**" ইত্যাদি ইত্যাদি। বিকৃত এই ঝোঁকটার ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে পলাতকদেব মধ্যেকার অসুস্থ জীবনযাত্রাব অবস্থার মধ্যে, অথবা একটা অস্বাভাবিক স্নায়ুবিকাবের মধ্যে, তাই এ নিয়ে আমি কোনো কথাই তুলতাম না, যদি না একটি কমরেডের মর্যাদা হরণের জন্য একটি জঘন্য আক্রমণ পর্যন্ত তা না গড়াত। একবার ভেবে দেখুন: বেঠিক একটা বিবৃতি, ভুল একটা গুজবের মধ্যে জঘন্য দুষ্ট একটা অভিসন্ধি আবিষ্কার করার কি কারণ কমরেড স্তিউৎস ও মার্তভের থাকতে পারে? বিকৃত কল্পনা থেকে তাঁরা স্পষ্টতই

এই একটা ছবি গড়ে তুললেন যেন সংখ্যাগুরুরা তাঁদের "মানহানি" করছেন তাঁদের কৃত একটি রাজনৈতিক ভ্রান্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে নয় (১ম অনুচ্ছেদ এবং সুবিধাবাদীদের সঙ্গে মিলন) বরং "ডাহা মিথ্যা" ও "জাল" তালিকার একটা দায় চাপিয়ে। ব্যাপারটার ব্যাখ্যা তাঁরা নিজেদের ভ্রান্তির মধ্যে খুঁজে দেখলেন না, উল্টে সংখ্যাগুরুদের জঘন্য, অসৎ, লজ্জাজনক আচরণের মধ্যে খুঁজতেই পছন্দ করলেন! অবস্থাটা তখন কি ছিল তার বর্ণনা দিয়ে আমরা দেখিয়েছি "বেঠিক বিবৃতিটার" মধ্যে দুরভিসন্ধি খুঁজতে যাওয়া কি রকম যুক্তিহীন। কমরেডদের সালিশী আদালতও তা পরিষ্কার টের পান এবং তাঁরাও কোনো কুৎসা বা দুরভিসন্ধি বা ন্যক্কারজনক কিছু এতে পাননি। পরিশেষে, এই ঘটনা থেকেও তার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যায় যে এমন কি পার্টি কংগ্রেসেও, এমন কি নির্বাচনের পূর্বেও এই মিথ্যে গুজবটা নিয়ে ইস্ক্রা সংগঠনের সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের সঙ্গে কথা কয়ে নিয়েছিলেন, কমরেড মার্তভ তাঁর মতামত একটা পত্রেও জানান, সংখ্যাগুরুদের চব্বিশজন প্রতিনিধির সকলের কাছেই তা পড়েও শোনানো হয়! কংগ্রেসে যে এরকম একটা তালিকা প্রচারিত হচ্ছে সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে তা চেপে রাখার কোনো কথাই সংখ্যাগুরুদের কখনো মনে হয়নি; কমরেড লেনস্কি তা বলেন কমরেড স্তিউৎসকে (আদালতের রায় দ্রষ্টব্য); কমরেড প্লেখানভ সেকথা বলেছিলেন কমরেড জাসুলিচকে (কমরেড প্লেখানভ আমায় বলেছিলেন, "ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথাই বলা যায় না, মনে হয়, উনি আমাকে ত্রেপভ বলে ধরে নিয়েছেন।" এবং এরপর থেকে এই রসিকতাটার বহুবার পুনরাবৃত্তি হয়েছে আর তা থেকে বোঝা যায় সংখ্যালঘুরা কিরকম অস্বাভাবিক একটা উত্তেজনার মধ্যে ছিল); এবং আমি কমরেড মার্তভকে জানিয়েছিলাম যে তাঁর কথাই (যে

তালিকাটি তাঁর অর্থাৎ মার্তভের নয়) আমার পক্ষে যথেষ্ট (লীগ মিনিট ৬৪ পৃঃ)। তারপরে কমরেড মার্তভ (যতদূর স্মরণ হয় কমরেড স্তারোভারের সঙ্গে একযোগে) ব্যুরোতে আমাদের কাছে একটি চিরকুট পাঠান; তাতে বলা হয়, "ইসক্রা সম্পাদক মণ্ডলীর সংখ্যা-গুরুদের সম্পর্কে যে মানহানিকর গুজব প্রচার করা হচ্ছে তা খণ্ডন করার জন্য তাঁরা সংখ্যাগুরুদের ঘরোয়া সভায় উপস্থিত থাকার অনুমতি প্রার্থনা করছেন।" ঐ একই কাগজের ওপর প্লেখানভ ও আমি জবাব লিখে দিয়ে বলি, "মানহানিকর কোনো গুজব আমাদের কানে আসেনি। যদি সে জন্য সম্পাদকমণ্ডলীর কোনো বৈঠকের প্রয়োজন হয়, তবে আলাদাভাবে তাব ব্যবস্থা করা যেতে পারে। লেনিন। প্লেখানভ।" সেদিন সন্ধ্যায় সংখ্যাগুরুদের সভায় আমরা এ ঘটনাটা চব্বিশজন প্রতিনিধি সকলের কাছেই বলি। যাতে কোনো ভুল বোঝাবুঝি না হয় সেজন্য স্থির হয় আমাদের সমগ্র সংখ্যা চব্বিশজনের মধ্য থেকেই প্রতিনিধি নির্বাচন করে মার্তভ ও স্তারোভারেব সঙ্গে আলোচনার জন্য পাঠানো হোক। কমরেড সরোকিন ও সাবলিনা প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হয়ে যান এবং বুঝিয়ে বলেন যে মার্তভ বা স্তারোভার কারো নামেই তালিকাটির দায়িত্ব কেউ চাপাচ্ছে না, বিশেষ করে তাদের বিবৃতির পর। তাঁরা আরো বলেন, ইসক্রা সংগঠনের সংখ্যালঘুদের নাকি ইসক্রার সংগঠন-বহির্ভূত কংগ্রেস-সংখ্যালঘু—কাদের মধ্যে থেকে তালিকাটির উৎপত্তি হয়েছিল সে প্রশ্নেব কোনো তাৎপর্যই নেই। কেননা, যতই করি না কেন, এ তালিকা সম্পর্কে কংগ্রেসে একটা তল্লাসী চালানো এবং সমস্ত প্রতিনিধিকে জেরা করা তো আর সম্ভব নয়! কিন্তু কমরেড মার্তভ ও স্তারোভার আমাদের আরো একটি চিঠি পাঠিয়ে তাঁদের আনুষ্ঠানিক অস্বীকৃতির কথা জানালেন। ([ঞ] পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। চব্বিশজনের সভায় কমরেড

সরোকিন ও সাবলিনা এ চিঠি পড়ে শোনান। মনে হয়েছিল, ব্যাপারটার সমাধি হয়েছে বলে বিবেচনা করা যেতে পারে—এ তালিকার উৎসটা কি (যদি তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা থাকেই) তা জানা গেছে এই অর্থে সমাধি নয়, এই অর্থে যে "সংখ্যালঘুদের ক্ষতি করা" বা কারো "মানহানি" করা বা "উপদলীয় সংগ্রামের উদ্দেশ্যে এবং জালিয়াতির" সুযোগ নেওয়া সম্পর্কে সন্দেহ নিঃশেষে বিদূরিত হয়েছে। কিন্তু লীগ কংগ্রেসে কমরেড মার্তভ ফের এই বিকৃত কল্পনায় তৈরি জঘন্য কাহিনীটাকে টেনে আনলেন (পৃঃ ৬৩-৬৪) এবং তদুপরি কয়েকটি বেঠিক বিবৃতি দিলেন (স্পষ্টতই তাঁর উত্তেজিত অবস্থার দরুন)। তিনি বললেন যে তালিকায় একজন বুন্দিষ্টের নাম আছে। ওটি সত্য নয়। কমরেড স্টাইন ও বেইলভ সমেত সালিশী আদালতের সমস্ত সাক্ষীই ঘোষণা করেন যে তালিকায় নাম ছিল এগরভের। কমরেড মার্তভ বলেন যে প্রত্যক্ষ বোঝাপড়ার এই অর্থে একটা কোআলিশনের ইঙ্গিত তালিকা থেকে বেরিয়ে আসছিল। ওটিও ঠিক নয় এবং তা আমি আগেই ব্যাখ্যা করে বলেছি। মার্তভ বলেন যে ইসক্রা সংগঠনের সংখ্যালঘুদের দিক থেকে আর কোনো তালিকা দে য়া হয় নি (এবং যা দেখে সংখ্যালঘুদের প্রতি কংগ্রেস সংখ্যাগুরুর বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হতে পারে), "এমন কি জাল তালিকা পর্যন্ত নয়।" এও ঠিক নয়, ক.রণ পার্টি কংগ্রেসের সংখ্যাগুরু সকলেই এমন তিনটি তালিকার কথা জানেন যা কমরেড মার্তভ কোম্পানির মধ্যে থেকে উত্থিত হয়েছে এবং যা সংখ্যাগুরুদের অনুমোদন পায় নি (লিয়াকভ ও গোরিনের প্রচারপত্র দেখুন)।

এ তালিকার কথায় মার্তভ যে অত চ'টে উঠেছিলেন, সাধারণ ভাবে তার কারণটা কি? কারণ, এ তালিকা থেকে পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশের প্রতি একটা প্রবণতা সূচিত হচ্ছিল। সে সময় কমরেড

মার্তভ "সুবিধাবাদের মিথ্যা দোষারোপ"-এর বিরুদ্ধে চেঁচিয়েছিলেন এবং "তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ভুল চরিত্রনির্ধারণে" রাগ করেছিলেন। কিন্তু এখন সকলেই দেখতে পাচ্ছেন যে তালিকাটি কমরেড মার্তভ ও দ্যিউৎসের রচনা কিনা তার আদৌ কোন রাজনৈতিক তাৎপর্য নেই। **এই তালিকা অথবা অন্য কোনো তালিকার অপেক্ষা না করলেও** সে দোষারোপ **মূলত** মিথ্যা নয়, সত্য, এবং তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির চরিত্রনির্ণয় ছিল পুরোপুরি সঠিক।

বিখ্যাত এই মিথ্যা তালিকাটিকে কেন্দ্র করে এই যে কষ্টকর ও কৃত্রিম ঝামেলা, তার ফলাফল হল নিম্নরূপ:

(১) কমরেড গোরিন ও লিয়াদভের সঙ্গে একমত হয়ে এ কথা মনে না করে উপায় নেই যে "উপদলীয় সংগ্রামের স্বার্থে তালিকা জাল করার ন্যক্কারজনক ব্যাপার" সম্পর্কে চিৎকার তুলে কমরেড মার্তভ কমরেড গুসেভের সম্মানের ওপর যে আক্রমণ চালান সেটা তাঁর পক্ষে একটা অশোভন আবরণ।

(২) অধিকতর সুস্থ এক আবহাওয়া তৈরি করা এবং বিকার-জনিত প্রত্যেকটি আতিশয্যের ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে পার্টি সদস্যদের অব্যাহতি দেবার জন্য তৃতীয় কংগ্রেসে বোধ হয় একটা বিধি গ্রহণ করলে উপকার হবে। এ বিধিটি জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির সাংগঠনিক নিয়মাবলীতে বর্তমান, তার ২ অনুচ্ছেদে আছে: "পার্টি কর্মসূচীর নীতিগুলিকে গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করবার কিংবা অমর্যাদাকর আচরণের দোষে যদি কেউ দোষী হন তবে তিনি পার্টিতে থাকতে পারবেন না। পার্টি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আহূত একটি সালিশী আদালতে স্থির হবে তার পার্টি-সভ্যপদ এর পরেও থাকবে কিনা। যিনি তাঁর বহিষ্কার দাবি করছেন

তিনি মনোনীত করবেন বিচারকদের অর্ধেক অংশ। বাকি অর্ধেক মনোনীত করবেন তিনি যাঁর বহিষ্কার দাবি করা হচ্ছে; পার্টি কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত করবেন সভাপতিকে। সম্মিলনী আদালতের রায় সম্পর্কে আপীল করা চলবে (কণ্ট্রোল কমিশন) বা পার্টি কংগ্রেসের কাছে।" এ রকম একটা নিয়ম হলে যারা লঘুচিত্তে অমর্যাদাকর আচরণের নালিশ আনে (বা গুজব ছড়ায়) তারা বেকায়দায় পড়বে। এ রকম একটা নিয়ম থাকলে, **পার্টির সমক্ষে** অভিযোগকারীর ভূমিকায় এগিয়ে আসা ও ক্ষমতাধিকারী পার্টি সংস্থার কাছ থেকে রায় গ্রহণের সাহস যদি নালিশ-কর্তাদের না থাকে তবে এই ধরনের সমস্ত নালিশ চিরকালের জন্য গণ্য হবে কদর্য কুৎসা হিসাবে!

'ফেব্রুয়ারী-মে' ১৯০৪ সালে লিখিত. পৃথক পুস্তিকাকারে জেনেভা থেকে প্রকাশিত, মে ১৯০৪।

টীকা

[১] **নতুন "ইসক্রা"**—উল্লেখটা নতুন মেনশেভিক ইসক্রা সম্পর্কে। রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের পরে মেনশেভিকরা প্লেখানভের সহায়তায় ইসক্রা অধিকার করে নেয়। ৫২নং সংখ্যা থেকে ইসক্রা মেনশেভিক মুখপত্র হয়ে যায়; এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় ১৯০৫ সালের অক্টোবরে।

পৃঃ ৫

[২] **ইসক্রা (স্ফুলিঙ্গ)**—প্রথম নিখিল রুশীয় বেআইনী মার্কসবাদী সংবাদপত্র, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে লেনিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। বিপ্লবী মার্কসবাদীদের এই সংগ্রামী মুখপত্রটি ছিল "তখন পার্টির সম্মুখস্থ গ্রন্থিধারা ও কর্তব্যধারার মধ্যে প্রধান গ্রন্থি ও প্রধান কর্তব্য।" (স্তালিন)

রাশিয়া থেকে একটি বিপ্লবী সংবাদপত্র প্রকাশ করা তখন পুলিস জুলুমের ফলে অসম্ভব ছিল। সাইবেরিয়াতে নির্বাসিত থাকা কালেই লেনিন বিদেশ থেকে পত্রিকাটি প্রকাশ করার একটা বিশদ পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলেন এবং ১৯০০, জানুয়ারিতে নির্বাসন কাল পুর্ণ হওয়াব সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পরিকল্পনাটিকে কাজে পরিণত করতে অগ্রসর হন।

লেনিন ইসক্রার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১১ই (২৪শে) ডিসেম্বর ১৯০০, লাইপজিগ্ থেকে, তারপরে এটি মিউনিক, লণ্ডন (১৯০২ এপ্রিল থেকে) এবং ১৯০৩ সালের বসন্তকাল থেকে জেনেভা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে।

ইসক্রার সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন ভি. আই. লেনিন, জি. ভি. প্লেখানভ, ওয়াই.ও. মার্তভ, পি.বি. আক্সেলরদ, এ.এন. পোত্রেসভ, এবং ভি. আই. জাসুলিচ্। ১৯০১ সালে বসন্তকালে এন.কে. ক্রুপ্স্কাইয়া সম্পাদকমণ্ডলীর সচিব (সেক্রেটারি) নিযুক্ত হন। কার্যক্ষেত্রে লেনিনই

ছিলেন প্রধান সম্পাদক এবং সবকিছু ইসক্রা কার্যকলাপের নেতা। ইসক্রার তাঁর প্রবন্ধগুলিতে পার্টি গঠনের এবং রুশ সর্বহারাদের শ্রেণী সংগ্রামের সমস্ত মূল সমস্যা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের প্রধান প্রধান ঘটনার ওপর আলোচনা থাকত।

লেনিন-ইসক্রার পথ সমর্থন করে সেণ্টপিতার্সবুর্গ ও মস্কো সমেত রাশিয়ার বহু শহরে আর.এস্ ডি.এল. পি'র গ্রুপ ও কমিটি গঠিত হয়। ককেসাস অঞ্চলে ইসক্রা প্রচারিত বক্তব্যগুলিব সমর্থন করত বর্দ্জোলা (সংগ্রাম) নামক পত্রিকাটি। এটি ছিল জর্জীয় ভাষায় প্রথম বেআইনী সংবাদপত্র, প্রকাশ করতেন তিফ্লিস্ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক সংগঠনেব লেনিন-ইসক্রা গ্রুপ। ককেসাস অঞ্চলে লেনিন-ইসক্রা সংগঠনগুলির প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা ছিলেন জে.ভি. স্তালিন এবং ভি.জে. কেৎস্খোভেলি, এ. জি. শুলকিদ্জে ও ভি. কে. কুর্নাতভ্স্কি।

ইসক্রা সংগঠনগুলির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রত্যক্ষ পরিচালকেরা ছিলেন লেনিন ও স্তালিন কর্তৃক শিক্ষিত পেশাদার বিপ্লবীরা (এন.ই.বাউমান, আই. ভি. বাবুশকিন, এস. আই গুসেভ, এম. আই. কালিনিন এবং অন্যান্য)।

লেনিনের উদ্যোগে এং তাঁব প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সাহায্যে ইসক্রা সম্পাদকমণ্ডলী পার্টিব জন্য একটি খসড়া কর্মসূচী প্রণয়ন করেন (২১ সংখ্যায় প্রকাশিত) এবং আর.এস.ডি.এল.পি'র দ্বিতীয় কংগ্রেসের জন্য প্রস্তুতি চালায়। এ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯০৩ জুলাই-আগস্ট মাসে।

ততদিনে রাশিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক সংগঠনগুলির অধিকাংশই ইসক্রার সঙ্গে নিজেদের সংশ্লিষ্ট করে নেন, তার রণকৌশল কর্মসূচী ও সাংগঠনিক পরিকল্পনার অনুমোদন জানান এবং ইসক্রাকে তাদের নেতৃত্বমূলক মুখপত্র বলে মানেন। দ্বিতীয় কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব মারফত পার্টিগঠনের জন্য সংগ্রামে পত্রিকাটির অসাধারণ ভূমিকার কথা

লিপিবদ্ধ করা হয় এবং আর. এস. ডি. এল পি'র কেন্দ্রীয় মুখপত্র বলে তাকে গ্রহণ করা হয়।

দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকে লেনিন প্লেখানভ ও মার্তভকে নিয়ে একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়। কংগ্রেস-সিদ্ধান্ত অমান্য করে মার্তভ সম্পাদকমণ্ডলীতে কাজ করতে অস্বীকার করেন এবং ইসক্রার ৪৬-৫১ সংখ্যার সম্পাদনা করেন লেনিন ও প্লেখানভ। পরে, প্লেখানভ মেনশেভিকদের পক্ষ নেন এবং দাবি করেন যে ভূতপূর্ব যেসব মেনশেভিক সম্পাদকদের কংগ্রেস বাতিল করে দিয়েছিল, তাদের সকলকেই সম্পাদকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করা গেল।

লেনিন এতে একমত হতে পারেননি এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতে ঘাঁটি গেড়ে বসার জন্য এবং সেখান থেকে মেনশেভিক সুবিধাবাদীদের ওপর আঘাত হানার জন্য তিনি ১লা নবেম্বর, ১৯০৩, সম্পাদকমণ্ডলী থেকে পদত্যাগ করেন। ইসক্রার ৫২ সংখ্যাব সম্পাদন করেন প্লেখানভ একা। ১৯০৩, ২৬শে নবেম্বর প্লেখানভ তাঁর নিজের ইচ্ছায় এবং কংগ্রেসের অভিপ্রায় লঙ্ঘন করে ভূতপূর্ব মেনশেভিক সম্পাদকদের সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে অধিভুক্ত করে নেন। ৫২ সংখ্যক থেকে ইসক্রা মেনশভিক মুখপত্রে পরিণত হয়।

"সেই দিন থেকে লেনিনের বলশেভিক ইসক্রা পার্টিতে **পুরনো** ইসক্রা বলে পরিচিত হয়ে এসেছে এবং মেনশেভিক সুবিধাবাদী ইসক্রা পরিচিত হয়েছে **নতুন** ইসক্রা বলে" (সোবিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত পাঠমালা)

পৃঃ ১১

[৩] **বুন্দ**—লিথুয়ানিয়া, পোলাণ্ড ও রাশিয়ার সাধারণ ইহুদী শ্রমিক ইউনিয়ন। ১৮৯৭ সালে এর প্রতিষ্ঠা এবং রুশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের

কারুশিল্পীরাই প্রধানত এব অন্তর্ভুক্ত থাকে। বুন্দ আর.এস.ডি.এল পি'র ১৮৯৮ মার্চের প্রথম কংগ্রেসে আর.এস.ডি এল পি'র সঙ্গে যোগ দেয়। দ্বিতীয় কংগ্রেসে বুন্দ প্রতিনিধিরা দাবি করেন যে একমাত্র তাদের সংগঠনকেই ইহুদী সর্বহারাদেব প্রতিনিধিমূলক বলে স্বীকার করতে হবে। কংগ্রেসে তাদের সংগঠনগত জাতীয়তাবাদ বাতিল হয়, তাতে করে বুন্দ পার্টি থেকে বেরিয়ে যায়।

১৯০৬ সালে চতুর্থ (ঐক্য) কংগ্রেসের পবে বুন্দ আর.এস.ডি.এল. পি'র মধ্যে পুনর্ভুক্ত হয়। বুন্দিস্টরা প্রতিনিয়ত মেনশেভিকদের সমর্থন করতেন এবং বলশেভিকদেব বিরুদ্ধে লাগাতর লড়াই চালাতেন। আর.এস.ডি.এল.পি'র মধ্যে আনুষ্ঠানিক অন্তর্ভুক্তি সত্ত্বেও বুন্দ ছিল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী চরিত্রের একটি সংগঠন।

পৃঃ ১৪

[৪] **রাবোচেয়ে দিয়েলো** (শ্রমিক স্বার্থ)—জেনেভা থেকে ১৮৯৯ এপ্রিল থেকে ১৯০২ ফেব্রুয়ারি পযন্ত অর্থনীতিবাদীদের দ্বারা অনিয়মিত-ভাবে প্রকাশিত একটি পত্রিকা। প্রবাসী রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাট ইউনিয়নের মুখপত্র। সম্পাদনা করতেন বি. এন. ক্রিচেভ্স্কি, এ. এস. মার্তিনভ, ভি, পি. ইভানশিন। সর্বসমেত আত্মপ্রকাশ করে ১২টি সংখ্যা (তার মধ্যে তিনটি যুগ্ম সংখ্যা)।

রাবোচেয়ে দিয়েলোপন্থীদের মতামতেব সমালোচনা করেন লেনিন তাঁর 'কি করিতে হইবে' নামক পুস্তকে।

পৃঃ ১৪

[৫] **লীগ**—প্রবাসী রুশীয় বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লীগ সম্পর্কে বলা হচ্ছে। লেনিনের উদ্যোগে এটি প্রকাশিত হয় ১৯০১, অক্টোবরে। লীগের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত ছিল ইসক্রা ও জারিয়া সংগঠনের

বৈদেশিক অংশ এবং সোশিয়াল ডেমোক্রাট সংগঠনটি (তার মধ্যে শ্রম-মুক্তিগ্রুপটি অন্তর্ভুক্ত)। লীগ ছিল ইসক্রার প্রবাসস্থ প্রতিনিধি। এখান থেকে লীগের কয়েকটি বুলেটিন এবং লেনিনের "গ্রামের গরিবদের প্রতি" নামক পুস্তিকাটি সমেত কতকগুলি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। আর.এস.ডি.এল. পি'র দ্বিতীয় কংগ্রেসে লীগকে একটি পার্টি কমিটির মর্যাদা সহ একমাত্র প্রবাসী সংগঠন বলে স্বীকার করা হয়। দ্বিতীয় কংগ্রেসেব পরে মেনশেভিকরা লীগের মধ্যে ঘাঁটি গেড়ে বসে এবং এখান থেকে লেনিন ও ও বলশেভিকদের বিরুদ্ধে লড়াই চালায়।

পৃঃ ১৫

[৬] **বরবা গ্রুপ**—প্রবাসী লেখকদের একটি গ্রুপ, নিজেদের তাঁরা আর.এস্.ডি. এল.পি'র অংশ বলে মনে করতেন। ১৯০১ সালে প্যারিসে স্বাধীন একটি গ্রুপ হিসেবে এর সৃষ্টি। সোশ্যাল ডেমোক্রোটিক মতবাদ ও কর্ম কৌশল থেকে যেহেতু এটি সরে যায়, রুশিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক সংগঠনের সঙ্গে কোন সংযোগ রাখেনা এবং সংগঠন বানচাল করার কাজে লিপ্ত থাকে তাই পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে এদের কোনো প্রতিনিধিত্ব মঞ্জুব করা হয়নি। কংগ্রেস সিদ্ধান্ত অনুসারে এটিকে ভেঙে দেওয়া হয়।

পৃঃ ২৩

[৭] **পাভলোভিচ**—আব. এস. ডি.এল. পি'র দ্বিতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে "কমবেডদের নিকট পত্র" জেনেভা ১৯০৪।

পৃঃ ২৪ (পাদটীকা)

[৮] **সরোকিন**—ওরফে বলশেভিক কর্মী এন্. ই. বাউমান।

লাঙ্গে—ওরফে বলশেভিক কর্মী এ. এম. স্তোপানি।

পৃঃ ২৪

[৯] **রাবোচায়া মিজ্‌ল** (শ্রমিক চিন্তা)—অর্থনীতিবাদীদের একটি গ্রুপ, এই নামে তাঁরা একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। ১৮৯৭ অক্টোবর থেকে ১৯০২ ডিসেম্বর পর্যন্ত কাগজটি বেরোয়, সর্বসমেত ১৬টি সংখ্যা। সম্পাদনা করতেন কে. এম. তাকতারিয়ভ এবং অন্যান্য।

রাবোচোয়া মিজ্‌ল কর্তৃক প্রচারিত মতবাদকে লেনিন আন্তর্জাতিক সুবিধাবাদের রুশীয় সংস্করণ বলে সমালোচনা করেন এবং তা পাওয়া যাবে তাঁর ইসক্রা প্রবন্ধগুলিতে এবং 'কি করিতে হইবে' পুস্তকাটিতে।

পৃঃ ৩৬

[১০] **ঐতিহাসিক অন্যায়**—আর.এস.ডি.এল.পি'র দ্বিতীয় কংগ্রেসে কৃষি কর্মসূচীর মধ্যে দাবি করা হয়েছিল যে চাষীদের হাতে অট্রেজ্‌স্কি (আক্ষরিক অর্থ "কর্তিত অংশ") ফিরিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ ১৮৬১ সালের কৃষি সংস্কারের সময় কৃষকদের জোত থেকে ভালো ভালো যে অংশগুলো জমিদাররা কেটে রেখেছিলেন, সেইটা ফিরিয়ে দিতে হবে। এই প্রসঙ্গেই ঐতিহাসিক অন্যায়ের কথা উঠেছে।

পৃঃ ৪৯

[১১] **তার তৃতীয় সংখ্যায়**—উল্লেখটা তৃতীয় সংখ্যার ইসক্রা সম্পর্কে। তাতে লেনিনের প্রবন্ধ শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি ও কৃষক সম্প্রদায় প্রকাশিত হয়।

পৃঃ ৫১

[১২] **কস্ত্রভ**—ওরফে জর্জীয় মেনশেভিক এন্‌.এন্‌. জর্দানিয়া।

পৃঃ ৫৬

[১৩] সোবিয়েত ইউনিয়নের "· .· উনিস্ট পার্টির কংগ্রেস সম্মেলন ও কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত সমূহ" প্রথম খণ্ড ১৯৪০, ২৩ পৃঃ দেখুন।

[১৪] **মানিলভবাদ**—কুনো আত্মসন্তুষ্টি, নিষ্ক্রিয়তা, নিষ্ফল দিবাস্বপ্ন, গগলেব 'মবা মানুষ' (Dead Souls) উপন্যাসেব একটি চবিত্র।

[১৫] উল্লেখটা ১৯০০ সালে হামবর্গেব একটি ঘটনা সম্পর্কে, সেখানে পাথব মিস্ত্রি ইউনিয়নেব একদল সদস্য ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রেব নির্দেশ লঙ্ঘন কবে ধর্মঘটেব মধ্যে কাজ কবে যেতে থাকে। হামবুর্গ পাথব মিস্ত্রি ~৬ ˜য়ন এই সব সোশ্যাল ডেমোক্রাটদেব দালালী আচবণ সম্পর্কে স্থানীয় পার্টি সংগঠনেব কাছে অভিযোগ কবেন। জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিব কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত একটি পার্টি সালিশী আদালত থেকে পাথব-মিস্ত্রি ইউনিয়নেব সোশ্যাল ডেমোক্রাট সদস্যদেব আচবণেব নিন্দা কবা হয় কিন্তু পার্টি থেকে তাদেব বহিষ্কাবেব প্রস্তাবটা গ্রাহ্য হয় না।

পৃঃ ৯৬

[১৬] আব এস ডি এল পি'ব দ্বিতীয় কংগ্রেসে ইসক্রা সংগঠন থেকে ১৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন—নয়জন ছিলেন লেনিন পবিচালিত সংখ্যাগুরু অংশেব সমর্থক ও সাতজন ছিলেন মার্তভ পবিচালিত সংখ্যালঘু অংশেব।

পৃঃ ১২০

[১৭] **সাবলিনা**—ওবফে এন কে ক্রুপস্কাইয়া।

পৃঃ ১২৬

[১৮] **হার্ৎস্**—ওবফে ডি. আই. উলিয়ানভ।

পৃঃ ১৩৭

[১৯] **এ. এ. আরাকচায়েভ**—অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দীব শুরুব সময়কাব একজন বাজনীতিকেব নাম, প্রথম

পল এবং প্রথম আলেকজাণ্ডারের শাসনকালে আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক নীতির উপর তাঁর প্রচুর প্রভাব ছিল। অবাধ পুলিসী অত্যাচার এবং সমরকর্তাদের স্বৈরাচারী শাসনের এক সুদীর্ঘ আমলের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে আছে।

পৃঃ ১৪৩

[২০] **অসিপভ**—ওরফে আর.এস্.ডি.এল.পি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, বলশেভিক কর্মী রোজালিয়া জেম্‌লাইয়াচকা।

পৃঃ ২০৩

[২১] **"অস্‌ভবজদেনিয়ে"** (মুক্তি)—উদারনীতিক-রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াদের একটি পাক্ষিক পত্রিকা, পি. ডি. স্ত্রুভের সম্পাদনায় ১৯০২-৫ সালে বিদেশ থেকে প্রকাশিত। অস্‌ভবজদেনিয়োর অনুগামীদের দিয়েই পরে ক্যাডেট পার্টি, রাশিয়ার প্রধান বুর্জোয়া পার্টির, মূল অংশ তৈরী হয়।

পৃঃ ২০৩

[২২] **অপাদান কারক রূপে সর্বহারা**—আর-এস-ডি-এল-পি'র দ্বিতীয় কংগ্রেসে নীতিবাদী আকিমভ যে বক্তৃতা করেন, লেনিন এখানে তারই উল্লেখ করছেন। ইসক্রা প্রস্তাবিত পার্টি-কর্মসূচীর বিরুদ্ধে আকিমভের অন্যতম যুক্তি ছিল এই যে কর্মসূচীতে সর্বহারা এই শব্দটিকে কর্তৃকারক রূপে ব্যবহার না করে অপাদানকারক রূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

পৃঃ ২০৯ (পাঠ্যাংশে 'অপাদানকারক রূপে' স্থলে ভুলক্রমে 'কর্মকারক রূপে' ছাপা হয়েছে)

[২৩] **মুঁত্যা এবং জিরোঁদ**—অষ্টাদশ শতকের শেষে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের কালে বুর্জোয়াদের দুইটি রাজনৈতিক দলের নাম।

সে সময়কাব বিপ্লবীশ্রেণী বুর্জোয়াশ্রেণীব দৃঢ়তর প্রতিনিধিদেব নাম ছিল মঁতাঞার্দ (মুর্তাাব অনুগামী) বা জাকোবিন, স্বৈবতন্ত্র ও সামন্ত-তন্ত্রকে ধ্বংস কবাব দাবি কবতেন জাকোবিনবা। জিরোন্দবাদীরা জাকোবিনদেব থেকে আলাদা ছিল এই অর্থে যে তাবা বিপ্লব ও প্রতি-বিপ্লবেব মধ্যে দোল খাচ্ছিল; তাদেব নীতি ছিল বাজতন্ত্রেব সঙ্গে আপোসে আসা।

'সোশ্যালিস্ট জিবোঁদ' এই আখ্যাটি লেনিন প্রয়োগ কবেছেন সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক আন্দোলনেব সুবিধাবাদী ঝোঁক সম্পর্কে, এবং সর্বহাবা জাকোবিন বা মুর্ত্যা একথাটি প্রযোগ কবেছেন বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক সম্পর্কে।

পৃঃ ২২২

[২৪] **ভরোনেজ কমিটি ও সেণ্টপিতার্সবুর্গ শ্রমিক সংগঠন**—এটি ছিল সুবিধাবাদীদেব হাতে, তাবা লেনিনেব ইসক্রা এবং মার্কস-বাদী পার্টি সংগঠনেব জন্য ইসক্রাসাংগঠনিক পবিকল্পনাব বিবোধী ছিল।

পৃঃ ২২৫

[২৫] **কেন্দ্রীয় কমিটির এই সদস্য**—উল্লেখটা এফ. ভি. লেঙ্গনিকেব সম্পর্কে।

পৃঃ ২৩৮ (পাদটীকা)

[২৬] **জারিয়া**—মার্কসবাদী বাজনীতিব একটি পত্রিকা, ইসক্রা সম্পাদকদেব দ্বাবা স্টাটগার্ট থেকে ১৯০১-২ সালে প্রকাশিত। চাবিটি সংখ্যা আত্মপ্রকাশ কবে।

জারিয়াতে লেনিনেব এই সব লেখা প্রকাশিত হয: "তুচাবটে কথা" "জেমস্তভোর নিপীডনকাবী এবং উদাবনীতিবাদেব হানিবলবৃন্দ" "কৃষি-সমস্যা ও মার্কসের সমালোচক" পুস্তকটির প্রথম চার পরিচ্ছেদ (জারিয়ার

শিরোনামা ছিল "কৃষি কর্মসূচীর সমালোচক মহোদয়েরা") "আভ্যন্তরীন পরিস্থিতির পর্যালোচনা" "রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রোসিব কৃষি কর্মসূচী"। জারিয়াতে প্লেখানভের তাত্ত্বিক নানা প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়।

পৃঃ ২৩৮

[২৭] **সোবাকেভিচ**—গগলের "মরা মানুষ" উপন্যাসের একটি চরিত্র।

পৃঃ ২৬৫

[২৮] **গোঁড়া**—ওরফে মেনশেভিক লিউবভ আক্‌সেলরদ।

পৃঃ ২৬৬ (পাদটীকা)

[২৯] **বাজারভ**—তুর্গেনেভের "পিতাপুত্র" উপন্যাসের প্রধান চরিত্র।

পৃঃ ২৭০

[৩০] **ইসক্রা** ৫৩ (২৫ নবেম্বর, ১৯০৩)—লেনিন লিখিত "ইসক্রা সম্পাদকমণ্ডলীর নিকট পত্র" সঙ্গে সঙ্গেই (রচনা সংগ্রহ ৪র্থ রুশ সংস্করণ, সপ্তম খণ্ড ৯৮-১০১ পৃঃ দ্রষ্টব্য) এতে প্লেখানভ লিখিত সম্পাদকমণ্ডলীর জবাব প্রকাশিত হয়। পত্রে বলশেভিক ও মেনশেভিকদের নীতিগত মতভেদ নিয়ে ইস্ক্রার স্তম্ভে আলোচনা করার প্রস্তাব লেনিন দিয়েছিলেন। প্লেখানভের প্রস্তাবটি বাতিল করে দিয়ে মতভেদটাকে "চক্র কোন্দল" বলে অভিহিত করেন।

পৃঃ ২৭১

[৩১] **রেভলিউশনাইয়া রসিয়া** (বিপ্লবী রুশিয়া)—১৯০০ খৃষ্টাব্দের শেষ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত সোশ্যালিস্ট রিভলিউশনারিদের

দ্বারা প্রকাশিত একটি সংবাদপত্র। ১৯০২, জানুয়ারি থেকে এইটেই সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারি দলটির কেন্দ্রীয় মুখপত্র থাকে।

পৃঃ ২৭১

[৩২] **ওয়াই** – ওবফে এল্. ই হাল্পেবিন, আপোসকামী এবং কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য।

পৃঃ ২৭৫ (পাদটীকা)

[৩৩] উল্লেখ্য আইনানুগ মার্কসবাদীদের মুখপত্র পি. বি. স্ত্রুভ সম্পর্কে। তাদেব বিরুদ্ধে ১৮৯৪ সালে লেনিন এগিয়ে আসেন এবং "বুর্জোয়া সাহিত্যে মার্কসবাদীদেব ছায়াপাত" নামক বিববণী লেখেন।

পৃঃ ২৮১ (১৪শ লাইন)

[৩৪] ইসক্রায় মার্তভেব প্রবন্ধ "এই কি প্রস্তুতিব পথ?" সম্পর্কে লেনিন উল্লেখ করছেন। এতে মার্তভ নিখিল রুশ সশস্ত্র অভ্যুত্থানেব জন্য প্রস্তুতিব বিরুদ্ধাচবণ কবেন এবং তাকে একটা কল্পমূর্তি ও চক্রান্ত বলে গণ্য করেন।

পৃঃ ২৮৫

[৩৫] **জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিব ড্রেসডেন কংগ্রেস** হয় ১৯০৩, ১৩ই ২০শে সেপ্টেম্বব। তাতে সংশোধনবাদী বার্নস্টেইন, ব্রাউন, গোবে, ডেভিড্ ও অন্যান্যদেব নিন্দা কবা হয়, কিন্তু পার্টি থেকে তাদের বহিষ্কৃত করা হয় না। তারা তাদেব সুবিধাবাদী মতামতেব অবাধ প্রচাব চালাতেই থাকে।

পৃঃ ৩০৬ (পাদটীকা)

[৩৬] **দিয়েদভ** – ওবফে লিদিয়া ক্লিপোভিচ্, দ্বিতীয় কংগ্রেসেব সংখ্যাগুরুদেব একজন সমর্থক।

পৃঃ ৩৩৭

ভি. আই. লেনিনের

কী করিতে হইবে ?

(যন্ত্রস্থ)

: প্রাপ্তিস্থান :

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ

কলিকাতা—১২